ভক্তি-পুষ্পাং

(তৃতীয়াঞ্জলি ।)

রায় বাহাদুর ললিত মোহন সিংহ রায়

প্রণীত ।

শ্রীশৈলেশ্বর সিংহ রায়

প্রকাশক ।

সন ১৩৩৬ ।

সূচীপত্র

আ

আ

আ　　　　পৃষ্ঠা।

আ

আ

পৃষ্ঠা।

আ

পৃষ্ঠা।

ই

এ

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

এ

ঐ

ও

ও পৃষ্ঠা।

ক

ক		পৃষ্ঠা।

ক		পৃষ্ঠা।
কি খুজিস্ মন ভবের হাটে	...	২০০
কালী, কালী বল রসনা	...	২০৪
কেন গঙ্গা স্নানে যাবে	...	২০৭
কালী তারা বল রসনা	...	২১১
কে জানে মা কার মায়াতে	...	২১৪
কে ঐ রণ রঙ্গিণী	...	২১৭
কি হবে মা বলে দেনা	...	২২০
কার দোষেতে কাকে ধরি	...	২৩৪
কে আছে মন তোর অন্ধ আপন	...	২৩৬
কাজের ভয় মা আর করি না	...	২৩৭
কেটে দে মা মায়া বেড়ি	...	২৩৮
কেউ বোঝেনা তাবার খেলা	...	২৪০
কে বোঝে মা তোমার খেলা	...	২৪৬
কে কার হেথা এ সংসারে	...	২৪৬
কাজ কি রে মন কালের ভয়ে	...	২৫৬
কে ঐ রণ রঙ্গিনী	...	২৫৬
কেন মা তুই ভোগাস্ এত	...	২৫৭
কাজ কি মা সব গণ্ডগোলে	...	২৬০
কাজ কি ক'রে খাটাখাটী	...	২৬১
কেন মিছে খাস তাড়না	...	২৬২
কালী তারা বল রসনা	...	২৬২
কেন মন তুই হ'স ভিখারী	...	২৬৩
কাজ কি আমার পুজা যাগে	...	২৬৪
কর্ম্মফল মা দিবি কারে	...	২৬৭
কালী কালী মন বলনা	...	২৭৬
কি পেলি মন খেলার ঘরে	...	২৭৭
কে জানে গো কেমন তারা	...	২৮০
কত সইবি রে মন এই যাতনা	...	২৮১
কত কাল মা থাকবে হাসি	...	২৮২

অঙ্ক		পৃষ্ঠা।

জ

ঝ

ড

ত

ত

ত

দ

দ

ধ

ন

প

ফ

ব

ব

ভ

ভ

ম

ম

ম

ম

ম

ম

ম

ম

য

র

ব

শ

স

স

হ

ভক্তি-পুষ্প।

(তৃতীয়াঞ্জলি।)

আলেয়া—একতালা।

শঙ্কর উরে কেও কামিনী,
নবীন নীরদ নিন্দিত রূপিনী;
সভয়ে অভয় দিতেছে ঐ ধনী,
পদে রক্ত জবা শোভিছে॥
দেখিলে ঐ শ্রীপদ নখর কিরণ,
অরুণ কিরণ আবরিত রন;
(বামা) হাঁসিতে হাঁসিতে করিতেছে রণ,
অসুর সাগরে ভাসিছে॥
শিব শবোপরে বামার চরণ,
(হয়) ক্ষীরোদেতে জবা ভাসিলে যেমন;
হেরিলে ও রূপ হরিছে যে মন,
(তাহে) নূপুরের ধ্বনি হতেছে॥
নৃকর বসনা হয়েছে ভামিনী,
তালে তালে নাচে বাজিছে কিঙ্কিনী;
প্রতি পদভরে কাঁপিছে ধরণী,
অরাতি রুধিরে সেজেছে॥

নৃমুণ্ড মালিনী করে লয়ে অসি,
বদনেতে সদা অট্ট অট্ট হাঁসি ;
দিতি সুত দলে হেলাতে বিনাশি,
তাণ্ডবেতে সদা নাচিছে ॥
বিবসনা বামা বিমুক্ত কুন্তল,
শবশিশু কর্ণে হয়েছে কুণ্ডল ;
(হেরি) বরাভয় মুণ্ড অসি করতল,
সুরাসুর সবে নমিছে ॥
সূর্য্য চন্দ্র বহ্নি রূপে ত্রিনয়ন,
শিশু শশী শিরে শোভিছে কেমন ;
নয়নের কোনে বিজলী কিরণ,
বিলোল রসনা করেছে ॥
ওরূপ আধার সকল সংসার,
ভাবিলে যে মন হবে নির্ব্বিকার ;
হ'তে এই সংসার জলধি পার,
সকলেতে মিলে ডাকিছে ॥
এসো গো জননী জলদ কান্তি,
দূর কর এসে সকল শ্রান্তি ;
ললিতের কবে যাবে মা ভ্রান্তি,
সতত মনে সে ভাবিছে ॥ (১)

বিভাষ—আড়াখেমটা।

যদি পার হবি মন ভবার্ণবে, ভয় করিসনা তুফানেতে,
ওরে ডাকলে তারা আসবে তারা, পার করে নেবে তোয় হেলাতে
দুর্গাবলে যাত্রাকালে, দে সুবাতাসে বাদাম তুলে,
মনের সাধে যানা চলে, আর ধরতে পায় কি তোকে কালেতে ॥

শ্যামা তিথি দুর্গাবারে, বামেতে যোগিনী ক'রে,
কালীর ঘাটে নৌকা ধ'রে, হেঁসে ভেসে যা নায়েতে ॥
চন্দপোয়া তরী যে তোর, ছটা দাঁড়ি নেশায় বিভোর,
ডাকের যদি থাকেরে জোর, কাণ্ডারি তারা হবে তাহাতে ॥
একুল ওকুল দুকুল ভাসে, আকুল হস্না লাগবে দিশে,
মনের মতন পাবি শেষে, যেতে পারবি হেঁসে ওপারেতে ॥
একা এলি একা যাবি, সঙ্গে তোর আজ কাকে পাবি,
ওরে সবাই সমান যে দিন হবি, পারবে ললিত তোয় পথ দেখাতে ॥ (২)

বিভাষ—আড়াখেমটা।

যদি পার হবি মন ভবার্ণবে ভাসিয়ে দে তরণী।
দুকুল হেরে আকুল কেন হলি রে এখনি ॥
চন্দপোয়া তরী প্রমান, ছটা দাঁড়ি সবাই সমান,
সময় পেলে চলবে উজান্, তার কিরে ভয় এমনি ॥
তারাকে কাণ্ডারি ক'রে, হাল ধরে দিস তাঁরই করে,
আর কি তরী ঘোরে ফেরে, ওরে পার হবিরে তখনি ॥
ললিতের এই ভাঙ্গা নায়ে, বসবে যেদিন মায়ে পোয়ে,
সেদিন, কে আর তারে ফেলবে দায়ে, সব ছাড়বে যে পথ আপনি ॥ (৩)

ঝিঝিট—একতালা।

আয় মা তারা বিপদ হরা, আয় মা হৃদয় আসনে।
আমি বসিয়ে তোরে আদর করে, দেখব মানস নয়নে॥
জগৎ ভুলায়ে রেখেছিস রঙ্গে, ভাসালি সকলে মায়া তরঙ্গে ;
তাই কাঁপি আতঙ্কে, দেখে অপাঙ্গে, স্থান দেনা মা তোর চরণে॥

মোহ অন্ধকার ঘেরেছে জগতে, ভ্রমেতে পতিত সকলে তাহাতে ;
তাই হিতে ও অহিতে, পায়না দেখিতে, কেবল লক্ষ আছে জনম মরণে ॥
হেথা কর্ম্মকরে সবে ফলের আশায়,
মন মত ফল কেহ নাহি পায় ; তাই সদা দুরাশায়,
দেখি পায় পায়, বিমুখ সকলে এক্ষণে।
যেতেছে মা দিন অতি ধীরে ধীরে,
কেহ কি রাখিতে পারে তারে ধরে ;
এই পাঁচের আধারে কর্ম্মের বিকারে, মা ঘেরে আছে তোর এই মোহনে ॥
(৪)

বেহাগ—কাওয়ালি।

(এবার) করে দে মা ভব নদী পার।
আমি দীন হীন অতি দুরাচার।
(সম্মুখে দুস্তর পারাবার ॥)
যদি না দেখ মা তুমি পড়ে রব চরণে,
দেখিব দেখিব মাগো ভুলে থাক কেমনে ;
জড়িত সংসার ঋণে, দয়া কর এই দীনে,
তব দুর্গা নামের যে মা মহিমা অপার ॥
আচার বিচার মাগো জানিনা যে কি সব,
মনের বিকারে ঘুরে বুঝিনা যে কে সব ;
এই বিষয় বৈভব সব, ভুলায়ে রেখেছে সব,
যানেন সকলি মাগো কেশব তোমার ॥
অনন্ত জগতে অন্ত নাহি যে দেখি কাহার,
অন্তহীন হয়ে সবে এ ভবে করে বিহার ;
অন্ত হেথা হবে যার, তারই গেল সব ভার,
ওমা দেখিতে দেখিতে দুঃখ বেড়েছে আমার ॥

মায়াতে জড়িত এখন হয়েছি মা ভ্রান্ত।
শেষের দিনেতে এসে ধরিবে কৃতান্ত॥
তুমি না হলে মা ক্ষান্ত, দুর্গতি হবে নিতান্ত।
বারেক, কটাক্ষ করে মা কর, ললিতে নিস্তার॥ (৫)

বেহাগ—আড়া।

নর কর পরিধানা, কার ঐ বামা, সমরে এসেছে।
ঐ বয়সে নবীনা, সমরে প্রবীণা, দিতিসুতদলে হেলাতে দলিছে॥
সুধাকর-কর নখর নিকরে, জবা বিল্বদল তাহে শোভা করে।
কিবা মনলোভা, হয়েছে ঐ শোভা,
শিব শবাসনে দাঁড়াইয়া রয়েছে॥
মৃদু হাঁসি মাঝে দশন ঝলকে, সুধা ক্ষরে যেন পলকে পলকে।
বামার বদন আলোকে, ভূলোকে দ্যুলোকে,
ভ্রমেতে পতিত সকলে হতেছে॥
অপরূপ শোভা ত্রিনয়ন ভালে, সূর্য্য চন্দ্র আর হুতাশন জ্বলে।
ঐ যে মুণ্ডমালা গলে, করালিনী ছলে, বিলোল রসনা করিয়া রেখেছে॥
কালী কপালিনী জগৎজননী, মহামায়া শিবে নিশুম্ভ ঘাতিনী।
ঐ যে ঘোর নাদিনী, কালের কামিনী, দিবসে যামিনী ভামিনী করেছে॥
শ্রীপদের আশা করিছে মোহন, দেহি এ দীনেরে যুগল চরণ।
উহা তারণ কারণ, যাতে সর্ব্বজন, ওমা সে কি অকারণ তাহাতে মজেছে॥
(৬)

গৌরী—একতালা।

জাগ কুল কুণ্ডলিনী, জাগ কুল কুণ্ডলিনী;
মূলাধারে তুমি হয়ে সর্পাকার, সয়ম্ভূ গ্রাসিয়া ঘুমাইওনা আর।
ওমা উঠ উঠ শিবে উঠ একবার, ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ কর গো ঈশানী॥
ক্ষিতিতল ছাড়ি বরুণ মণ্ডলে, সুষুম্না ধরিয়া যাও মাগো চ'লে।
মনিপুরে গিয়া ভেদিয়া অনলে, অনাহত পদ্ম হেরিবে শিবাণী॥

মহা ব্যোমে ব্যোম মিশেছে যেখানে, ত্রিকোন মণ্ডল—
আছে মা সেথানে। দ্বাদশ দলেতে সখিব মিলনে,
পূর্ণে পূর্ণ হবে আনন্দ রূপিনী॥
অনাহত ছাড়ি বিশুদ্ধ মণ্ডল, অপরূপ সেথা আছে ষোলদল।
বিন্দুযুক্ত স্বরে শোভে সে কমল, ভেদ করে চল অভয় দায়িনী॥
ক্রমে আজ্ঞাচক্রে ভ্রূমধ্যেতে গিয়ে, হ ল ক্ষ মণ্ডল দেখিবে অভয়ে;
স্বরূপেতে মাগো মনময়ী হয়ে, আদি অন্ত মিলন করগো তারিণী॥
শিরশি সহস্র কমল দলে, চলমা বসিবে হয়ে যুগলে।
হংসী সহ হংস মিলন হলে, এ দীন ললিতে ভুলনা জননী। (৭)

সুরট—ঝাঁপতাল।

বাঞ্ছিত শ্রীপদ হতে, বঞ্চিত ক'রনা শিবে।
এ দীনেরে কৃপা করে, কবে মা ঘরে আসিবে॥
শিব সেব্য শিব পদ, জীবের হরে আপদ।
ভুলাতে এই সম্পদ পদ, কবে আসিবে অন্তরে:—
রাখিয়া কামনা দূরে, কৃপা করিবে এ দীনেরে,
ওমা কবে তুমি স্ব আকারে, এই হৃদয় মাঝে দেখা দিবে॥
শত শত শত জন্ম করি এসে ভব কর্ম্ম।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝে কি মা দেখিবে এ দীনেরে:—
জানিনা মা আরাধনা, কেমনে করি সাধনা,
দিয়ে কি মা কৃপাকনা, এই ভব দুঃখনাশিবে॥
যা করি মা ভবে এসে, সকলি মায়ার বশে,
দেখিতেছ বসে বসে, সকল আধারে:—
তব ললিত এই ভব ঘোরে, মিছে কাজে সদা ঘোরে।
ওমা দেখিবে কি কৃপা ক'রে, যে দিনে জলে ভাসিবে॥ (৮)

বেহাগ—একতালা।

কোথা গো জননী।
আমায় দেখ মা শুভদে, বিপদ সম্পদে,
সদা রেখো ঐ শ্রীপদে, ওমা ঈশানি ॥
ভব ভয় ভয়ে কাঁপি মা অভয়ে, ডাকি ভয়ে ভয়ে, তোমায় শিবাণী।
আমি পড়েছি যে দায়, কর তার উপায়,
রাখ রাঙ্গা পায়, ওমা ভব ভামিনী ॥
এ ঘোর জগতে, মায়ার বশেতে, ভ্রমি যে ভ্রমেতে, দিন যামিনী।
আমায় কর মা করুণা, হর এ যাতনা,
আর সহেনা সহেনা, ওমা তারিণী ॥
আশা কুতূহল হয়েছে প্রবল, দুর্ব্বলের বল তোমাকে জানি।
তুমি দেখিলে স্বচক্ষে, সবে হবে রক্ষে,
আজ সুখে দুঃখে দাও পদ তরণী ॥
স্বকর্ম্মের দোষে, যেতে হবে ভেসে.
তরিব মা কিসে, হর মোহিনী।
শেষে ললিত ডাকিলে, থেকোনা মা ভুলে.
ওমা ক'রো তারে কোলে কালবারিণী ॥ (৯)

বেহাগ—আড়া।

জ্যোতির্ম্ময়ী কে বামা, এসেছ এই অন্ধকারে।
ধীরে ধীরে কর্ কেন, দিতেছ আমার শিরে ॥
সুখেতে আছি নিদ্রিত, কেন কর জাগরিত,
এই কিগো তব উচিত, বল আমারে ॥
ও পদ যুগল শোভা, রবি শশী জিনি প্রভা,
বালার্ক কিরণ সদা, হেরি দেহেতে :—

একি আবার দেখি রঙ্গ, শ্যামা রূপ হ'ল অঙ্গ,
অপাঙ্গ ভঙ্গিতে বামা, হেরিছে কারে॥
ক্রমে যেন গেল মোহ, পুলকে পুরিল দেহ;
দেখি অন্য নহে কেহ, এ যে হর মোহিনী :—
অমনি ধরিতে চরণ, গেল যে ললিতা মোহন,
নিদ্রা ভঙ্গে হেরি সবে, গিয়াছেন সরে॥ (১০)

খাম্বাজ—একতালা।

হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরিবোল বল বদনে।
হরিনাম, অবিরাম, বল শয়নে স্বপনে জাগরণে॥
কাতর হয়েছ কালের শাসনে। হরিবোল হরি বল নিশিদিনে॥
অহংকার, সব বিকার, ছাড় ছাড় ওরে মন যতনে॥
হয়ে নির্ব্বিকার বল হরি হরি। বিপদে সম্পদে সহায় শ্রীহরি॥
সুখেতে, দুঃখেতে, মন থেক সদা হরির চরণে॥
মায়া মোহ পূর্ণ এ ঘোর সংসার। তাই এজগতে কেহ নহে কার॥
অন্ধকার, সব অসার, একবার দেখ ওরে মন নয়নে॥
পঞ্চভূতে পঞ্চ মিশিবে যবে। এক হরি বিনা সে দিন কে আর রবে॥
জলেতে, স্থলেতে, হরি একাধারে শোভেন ত্রিগুণে॥
কর্ম্ম ছেড়ে হও নামেতে মত্ত। অকর্ম্মেতে কেন হলে উন্মত্ত॥
আসিতে, যাইতে, মিছে ভেবনারে কালের শাসনে॥
যে দিনেতে কাল হবে রে পূর্ণ। ললিতের সে দিন বিদায় তূর্ণ॥
জঘন্য, এই শরণ্য, যেন ডাকে হরি বলে সেই দিনে॥ (১১)

ভৈরোঁ—একতালা।

গেল বেলা, ছেড়ে খেলা, আয়না কানাই ভাইরে।
ক্রমে সন্ধ্যা হল সবাই গেল, দেখবার সময় নাইরে॥
দেখ ভাই গোপাল, ডাকছে গো-পাল, আয়না ঘরে যাইরে।
ও ভাই আর কেন ছল্, করিস্ বিফল, দেখনা ভিতর বাইরে॥
ধরতে গেলে তুই লুকালে, খুঁজে কই আর পাইরে।
তাতে তোর কি ক্ষতি, নিতি নিতি, আমরা দুঃখ পাইরে॥
থাকতে সময়, কে কারে কয়, শেষেতে ভয় খাইরে।
আর ফুরাল কাল, সকাল সকাল, মায়ের কাছে যাইরে॥
দেখছে ললিত হিতে অহিত, এই কি দেখতে চাইরে।
সেটা দেখলে হেথা, আপনার মাথা, আপনি সবাই খাইরে॥ (১২)

বেহাগ—একতালা।

আবার একি মা রঙ্গ।
ওমা নিদ্রার আবেশে, থাকিলে অবশে,
কেন কর এসে সে নিদ্রা ভঙ্গ॥
তুমি ত্রিগুণ আধারে হলে গুণাতীতা, জগৎ সৃজিলে—
হয়ে জগন্মাতা। ওমা কভু হও পিতা, কখন বিধাতা,
হলে মানসে উদিতা হর আতঙ্ক॥
ওমা ভজন সাধন কর্ম্মের আশ্রয়, কর্ম্ম দেখে মাগো—
দেবে কি অভয়। ওমা জানিনা কি হয়, কিসে বাড়ে ভয়,
বহে সকল সময় মায়া তরঙ্গ॥
তুমি জ্যোতির্ম্ময়ী হয়ে আঁধার নাশিলে, সেরূপ দেখায়ে—
মনকে ভুলালে। তবু অনন্ত সলিলে, শেষেতে ভাসালে,
আবার কর্ম্মফল দিলে করিতে ব্যঙ্গ॥

মাগো নিদ্রার বশেতে দেখিয়া স্বপন, মা মা বলে যাই—
ধরিতে চরণ। দেখি জাগিয়া যখন, কে কোথা তখন,
ওমা সকল আপন ছাড়িল সঙ্গ॥
সদা ভ্রান্ত ক'রে মাগো ফল কি তাহার, মনকে বুঝায়ে—
কর নির্ব্বিকার। ওমা আসি একবার লও সব ভার,
এই ললিতে তোমার কর অপাঙ্গ॥ (১৩)

খাম্বাজ—একতালা।

আয়রে আয়।
আর নিশি নাই, ও ভাই কানাই, গোচারণে যাই—
আয়রে আয়॥
ও ভাই নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখী পাখা, চূড়া ধড়াপরি—
আয়রে আয়॥
অধরে মুরলী রাধা রাধা ব'লে, যাই চনা ভাই—
কদম্বের মূলে, ময়ূর ময়ূরী নাচিছে যুগলে,
আয় দেখি গিয়া আয়রে আয়॥
বনে বনে ভাই গিয়ে গো-চারণে, ধুলা খেলা করি—
যমুনা পুলিনে, যাব বংশী বটে, কভু কেশী ঘাটে,
নেচে নেচে যাব আয়রে আয়॥
নিধুবন হতে বন ফুল তুলে, মালা গেঁথে ভাই দিব তোর গলে,
নাচিতে খেলিতে যাইরে সকলে, আর বেলা কেন—
আয়রে আয়॥
যে ফল পাব সব এনে দিব তোকে,
দেখিস যেন ভাই ফেলিসনা বিপাকে,
ডেকে ডেকে কানু তুলে লব বুকে, আর কেন ছলা—
আয়রে আয়॥

বেলা যে যেতেছে আসবি কখন, ডাকবে কত তোকে-
ললিতামোহন, ক্রমে যে তাপিত করেছে তপন,
আয় ওভাই কালা আয়রে আয়॥ (১৪)

বেহাগ—একতালা।

মন বুঝাব কাহারে।
আজ একেতে যে গুণ, পাঁচে হয় নিগুর্ণ,
গুণাগুণ ভেবে কে ধরে॥
গুণাতীতা শ্যামা কখন সগুণা,
সর্ব্বগুণ মাঝে সাজেন নিগুর্ণা;
তাঁরে করিলে ধারনা, মন যে মানেনা,
শোনেনা বোঝেনা ডুবিছে বিকারে॥
শ্যামারূপ কিবা পরম মুরতি,
হেরে দূরে যায় মনের বিকৃতি;
হেথা ধরিয়া আকৃতি, হতেছে প্রকৃতি,
সুকৃতি দুষ্কৃতি সব হৃদয় মাঝারে॥
কর্ম্মসূত্র মাঝে সকলের সন্ধান,
ঐ সূত্র ধরে শেষে কে করে প্রমাণ;
হেথা কর্ম্ম যে প্রধান, তাহারই বিধান,
জ্ঞান ও অজ্ঞান ডুবালে সবারে।
ভেদ জ্ঞানে পূর্ণ হবে কি সাধনা।
দিনে দিনে কেবল বাড়িছে যাতনা॥
হলে ফলের কামনা, কিছু যে রবেনা,
সবেনা পাবেনা থাকিলে আঁধারে॥

শ্যাম শ্যামা দোঁহে যে করে মিলন।
তার যে ফুরাবে জনম মরণ॥
হেথা দেখিয়া স্বপন, করে নিরূপন,
মনে যে যার আপন ধরিছে তাহারে॥
হের শ্যাম হীন বেদ, নহে সে যে বেদ।
শ্যাম শ্যামা কভু নহে যে প্রভেদ॥
হেথা তন্ত্র মন্ত্র বেদ, সকলি অভেদ,
তবু ভেদাভেদে মোহন মজিল সংসারে॥ (১৫)

বেহাগ—একতালা।

মাগো কর অপাঙ্গ।
আমি না পেয়ে দুকুল, হয়েছি আকুল, ব্যাকুল করে মা—
দেখ কি রঙ্গ॥
দিনে দিনে সবে হতেছে বিরস, ক্রমে এ রসনা হবে যে অবশ,
শেষে রবে কেবল মাগো যশ ও অযশ, সময় পেলে সবাই—
ছাড়িবে সঙ্গ॥
একেতে হয়েছে পাঁচের মিলন, শেষের দিনে তারা হবে কি আপন,
সমান হবে যে দিন জনম মরণ, সে দিনে যাবে মা এই ভব আতঙ্ক॥
কর্ম্মের সাধনা সদা করি ব'সে, মনের আশা কর্ম্ম ক্ষয় হবে শেষে,
(কিন্তু) ভাগ্য ফলে ভাগ্য ঘোরে কর্ম্মবশে,
বহিতেছে প্রবল ভব তরঙ্গ॥
ছয় পদ্মে ছয় শক্তির অধিষ্ঠান, সহস্রারে শিব যোগের নিদান,
যে জন তাঁহাদের পেয়েছে সন্ধান, তার যে হয়েছে সব স্বপ্নের ভঙ্গ॥
একাধারে দোঁহে দেখিবে নয়ন, পুজিবে ললিত সেই যুগল চরণ,
আর কেন শিবে এ ভব শাসন, (দেখ) কর্ম্মফল সদা করিছে ব্যঙ্গ॥ (১৬)

খাম্বাজ—একতালা।

নীল গগনে, পীত বসনে, পিতাম্বর কিবা সেজেছে।
শ্রীরাধা সুন্দরী নীলাম্বর পরি, নীলাম্বর যেন ঘেরেছে॥
ত্রিভঙ্গিম ঠামে, রাধা লয়ে বামে, উজ্জ্বল মধুরে মিশেছে
বদনে বদন, নয়নে নয়ন, চরণে চরণ রেখেছে॥
যুগলে যুগল, হইয়া বিহ্বল, আনন্দে সুখেতে ভাসিছে।
চন্দনে চর্চ্চিত, কুসুমে ভূষিত, কিবা অপরূপ রূপ হয়েছে॥
মহামায়া মায়া প্রকাশ করিয়া, যুগলে কোলেতে করেছে।
ঐ যুগল মুরতি যুগল শকতি, একাধারে সেজে রয়েছে॥
জ্যোতির প্রকাশে, উদিত আকাশে, তমো সবে যেন নাশিছে।
আহা কিবা মনলোভা, হইল ঐ শোভা, প্রভাতে জগত হাঁসিছে॥
ত্রিগুণ দেখাতে শ্যাম ও শ্যামাতে, রাধাসহ আসি মিলেছে।
হেরে হইয়া মোহিত, এ দীন ললিত, ঐ শ্রীপদ ধরিয়া বসেছে॥ (১৭)

খাম্বাজ—একতালা।

নীল গগনে, অরুণ তপন, হের হের আসি ঐ উঠেছে।
ঐ অরুণের মাঝে, বসি নানা সাজে, মহামায়া সেজে রয়েছে॥
এই জগৎ উজলে, যাহার কিরণে, তাহারে কেহ কি দেখেছে।
সে যে নহে অংশুমালী, কিম্বা বনমালী,
কালী রূপে ওরূপ ধরেছে॥
উজ্জ্বল ছটাতে, উজ্জ্বল জগতে, উজলে উজল মিলেছে।
আবার কমলাকান্ত, হইয়া ভ্রান্ত, কোলে বসে মায়ের হাঁসিছে॥
দক্ষিণে ধ'রে রাধিকা রমণ, বামেতে রাধায়ে রেখেছে।
মা সদা অপাঙ্গে, দেখে দুই অঙ্গে, ঐ অঙ্গে অঙ্গ কিবা মিশেছে॥

চাঁচর চিকুরে, আবরণ ক'রে, সকলেরে কিবা ঘেরেছে।
আবার তমো বিনাশিতে, এ ঘোর জগতে,
আপনি উদয় হতেছে ॥
ভাতিল কিরণ, শোভিল গগন, সকলে নয়ন পেতেছে।
ঐ যুগল রূপেতে, দেখিতে দেখিতে, ললিতের মন ভুলেছে ॥ (১৮)

বেহাগ—কাওয়ালী।

রণ সাজে রণ মাঝে, কার ঐ বামা এসেছে;
পদে জবা মনলোভা, কিবা শোভা হয়েছে ॥
কমল ভাবিয়া অলি, মধু লোভে ছুটিছে।
শ্যামাঙ্গে রুধির ধারা, ধারা হয়ে ঝরিছে ॥
ত্রিভঙ্গিম ঠামে বামা হেলে দুলে ভ্রমিছে।
কটিতে নৃকর মাঝে ঘুঙ্গুর যে বাজিছে ॥
নরমুণ্ডে হার গাঁথি গলেতে ঐ পরেছে।
লোল জিহ্বা ক'রে বামা অট্ট অট্ট হাঁসিছে ॥
বরাভয় অসি মুণ্ড চারি করে ধরেছে।
সূর্য্য চন্দ্র বহ্নি শোভা ত্রিনয়নে রয়েছে ॥
চাচর চিকুরে বামা চারি ধারে ঘেরেছে।
প্রতিপদে পদে পদে তালে তালে নাচিছে ॥
সদাশিব শব ছলে পদতলে পড়েছে।
ক্ষিরোদের মাঝে যেন রক্ত জবা ভেসেছে ॥
তিমির বরণা সদা তিমির যে নাশিছে।
মোহন মোহিত হয়ে ও রূপেতে মজেছে ॥ (১৯)

বেহাগ—কাওয়ালী।

মা ঐ, শঙ্কর উরে শোভে শঙ্করী।
ঘন ঘটা হলো ছটা, ব্রহ্ম কোটা ঠেকেছে॥
পদে জবা মনলোভা, হের শোভা, কব কিবা,
বরাভয় মুণ্ড অসি চারি করে রয়েছে॥
কভু নাচে কভু হাঁসে, দৈত্যদলে কভু নাশে,
হয় রথ করী ধরি বদনেতে দিতেছে॥
সদা ভালে বহ্নি জ্বলে, ধরা টলে পদতলে,
চাঁচর চিকুরে দিক অন্ধকার যে করেছে।
পরি নর কর বাস, অট্টহাস দৈত্য ত্রাস,
আশব আবেশে শিবে তাণ্ডবেতে নাচিছে॥
ভয়ঙ্করা অতি ঘোরা, তমোহরা দিগম্বরা,
এই দীন হীন মোহনের মন তাতে মজেছে॥ (২০)

বেহাগ—কাওয়ালী।

শঙ্কর উরে শোভে শঙ্করী (মা)।
পদে জবা মনলোভা, রূপ মাধুরী॥
নব নীরদ নিন্দিত ঘন ঘটা বরণী।
তাহাতে রুধির ধারা, দেখিতে মা ভয়ঙ্করা,
অট্ট অট্ট হাঁসি হাঁসি নাসিছে অরি॥
নৃকর বসনা গলে মুণ্ডমালা ধারিণী,
কটিতে কিঙ্কিনী বাজে, সেজেছে মা রণসাজে,
বরাভয় অসি মুণ্ড করেতে ধরি॥
চপলা চমকে সদা দশনে দশনে,
সূর্য্য চন্দ্র বহ্নি প্রভা, ত্রিনয়নে আছে শোভা,
চাঁচর চিকুরে দিক্ রয়েছে ঘেরি॥

শিশু শব যুগ্ম দোলে শ্রবণ যুগলে,
হয়ে শিবে করালিনী, হরহৃদি বিহারিণী,
দেহি এ মোহন দীনে চরণ তরী ॥ (২১)

আলেয়া—একতালা।

তারা কে তোমায় মা পারিবে চিন্তে,
চিন্তামণি কভু পারেন না চিন্তে,
ওমা অচিন্ত চিন্ময়ী, শিবে ব্রহ্মময়ী, সব আছে তোমার ঐ কটাক্ষ প্রান্তে॥
তব শ্রীচরণ তারণ কারণ, দীন দুঃখ হরা জানে সর্ব্বজন ;
ওমা তবে কেন কর এ ভবে শাসন, সকলি জান মা থেকে একান্তে ॥
সংসারেতে মাগো করি বিচরণ, জানিনা বুঝিনা কে কার আপন,
ওমা মায়ার বশেতে বেড়েছে যতন, আর কি সে ভ্রম যাবে প্রাণান্তে ॥
জ্ঞান ও অজ্ঞান সকলি তোমাতে, তোমার কর্ম্ম শিবে কে পারে বুঝিতে।
ওমা দিন গেল হেথা ভ্রমিতে ভ্রমিতে, শেষে কি ডাকিলে পাবে না শুন্তে।
কর্ম্মবসে শিবে নয়ন তারা, দীনে কৃপা কর ওমা বিপদ হরা,
সদা রবিসুত ভয়ে লশিত সারা, দেখোমা ভুলনা তাহার অন্তে ॥ (২২)

বেহাগ—একতালা।

ওমা দেখাব কাহারে।
কি আছে যে ঘরে, কিবা আছে পরে, ঘরে পরে মিলন কে করে ॥
মাগো জননী জঠর হ'তে এই যাতনা, ওমা জেনেছে সকলে তবু যে বোঝেনা,
শেষে কেউ যে রবেনা, কিছু যে পাবেনা, দেখেনা ভাবেনা, ভ্রমিছে বিকারে ॥

ওমা কর্ম্ম ক'রে সবে মনের সাহসে, মনের আশা কর্ম্ম ফুরাবে মা শেষে,
হেথা সদা ভাগ্য দোষে, মাগো সব গেল ভেসে,
কেহ মানেনা শোনেনা ডুবিছে আঁধারে॥
হেথা ক্রমে ক্রমে যত যেতেছে মা দিন, আপনি বাড়িছে ভবের কর্ম্ম ঋণ,
হেথা কালের বশেতে, হতেছে ভুগিতে,
কত যাতনা তাড়না এ ঘোর সংসারে॥
ওমা পাঁচকে ল'য়ে যে এই জগৎ ভ্রান্ত, তাই হেথা প্রবল কাল দুরন্ত,
কারও নাহি পেয়ে অন্ত, শেষে সবে হবে ক্ষান্ত,
তখন প্রাণান্ত হবে মা মনের বিকারে॥
এই দুর্ম্মতি ললিতের কি হবে উপায়, সকলই আছে মা তব রাঙ্গাপায়,
ওমা তুমি করে তায়, কিবা ফল তায়।
ওমা শেষেতে ভোলাতে কাহাকে কে পারে॥ (২৩)

বেহাগ—একতালা।

শিবে রাখ পদ প্রান্তে।
আমায় দেখো মা অন্নদে, বিপদে সম্পদে,
ওমা তুমি পদে পদে, হতেছি ভ্রান্তে॥
তুমি সর্ব্ব গুণাতীতা, সকলের অতীতা,
একে পিতা মাতা হবে দিনান্তে।
আমারা কর্ম্মের দোষেতে, এ ঘোর জগতে,
ওমা পতিত ভ্রমেতে, তোমায় পারিনা চিন্তে॥
তোমায় কে পাবে যুক্তিতে, কে পাবে শক্তিতে,
ওমা ধরা দাও ভক্তিতে যে পারে বাঁধ্‌তে।
আমি জানিনা সাধনা, ওমা শবাসনা,
কেবল দুর্গা দুর্গা বলি কা'ন্তে কা'ন্তে॥
সদা হইয়া স্বতন্ত্র, তুমি ভক্ত পরতন্ত্র,
আছে তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র তন্ত্র বেদান্তে।

তুমিই কর্ম্ম কর্ম্মফল, সদা দুর্ব্বলের বল,
ওমা জীবের সম্বল হবে জ্ঞানান্তে ॥
প'ড়ে মায়ার বশেতে, আসিতে যাইতে,
মাগো ডাকিলে শেষেতে, পাবে কি শুন্তে।
যবে আসিবে শমন, ওমা দিও শ্রীচরণ,
যেন দেখ মা রেখ মা এই ললিতের অন্তে ॥ (২৪)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

ত্রাহিমে তারা ত্রিতাপ হারিণী, ত্রিগুণ ধারিণী ত্র্যম্বক মোহিনী ;
তপন তনয় ত্রাস নাশিনী, তাপিতে ত্রাণ করগো তারিণী ॥
তুমি বেদমাতা বিদ্যাবিলাসিনী, তুমি মীন কূর্ম্ম বরাহ রূপিণী ;
তুমি জল স্থল অনিল অনল, তুমি ব্যোম রূপে সর্ব্বত্রব্যাপিনী ॥
ওমা সর্ব্বকাল কর্ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী, তুমি তুষ্টি পুষ্টি—
তুমি মা গায়ত্রী, ওমা সর্ব্বগুণ মাঝে হয়ে গুণাতীতা,
সতত সভয়ে অভয়দায়িনী ॥
ওমা দুর্গারূপে তুমি দুর্গতি হারিণী, অলক্ষেতে ভবে লক্ষ প্রদায়িনী,
হয়ে তিমির বরণা তম বিনাশিনী, তনয়ে করুণা করগো জননী ॥
ওমা জগতেতে তুমি সর্ব্ব কর্ম্মফল, কর্ম্মে বাধ্য জীব ভ্রমিছে কেবল,
এ ঘোর সংসারে তুমি জীবের সম্বল, তুমি যে মা শিবে অশিবনাশিনী ॥
আঁধার জগতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে, পতিত হয়েছি বিষম ভ্রমেতে,
করুণা ক'রে মা তোমার এ ললিতে, অপাঙ্গেতে বারেক হের মা ঈশানী ॥
(২৫)

আলেয়া—একতালা।

তারা কত মা পারিব সইতে।
সময় মত পাইনা নাইতে খাইতে,
ঘরে পরে এমন জড়িত তাইতে,
প্রাণ গেল বোঝা বইতে বইতে ॥

মনের কথা যত কাকে মাগো বলি,
মা হ'য়ে মা তুই এমনি ভোলালি,
কার দোষে মাগো আমাকে ঠেকালি,
আমার সব যে ফুরাল আসিতে যাইতে ॥
আপন ব'ল্‌তে যারা কেহ যে দেখেনা,
তবু মা আমার মন যে মানেনা,
সবাই ধরে আছে কিন্তু কেউ যে ছাড়েনা,
আমার সময় কেটে গেল চাইতে চাইতে ॥
শুন্‌তে যদি মাগো যাতনার কথা,
দেখ্‌তে আমার প্রাণে আছে কত ব্যথা,
এই ললিতের কাজ সেরে শেষে হেথা,
যেন যায় তোমার গুন গাইতে গাইতে ॥ (২৬)

খাম্বাজ—একতালা।

হরি হরি বলে ডাকহে সকলে, দেখ ক্রমে ক্রমে যেতেছে বেলা ;
যখন আসিবে শমন, সেই শ্রীহরি চরণ, হবে তোমার শেষে—
পারের ভেলা ॥
সংসার মায়াতে জড়িত আসিয়ে, দারাসুতাসুত ঘেরেছে বসিয়ে
কেন আপনা নাশিয়ে যেতেছ ভাসিয়ে, তুমি জেনে শুনে নিজে—
সেজেছ ভোলা ॥
হয় কর্ম্মের বশেতে কুজন সঙ্গ, তারাই তোমায় আজ করিছে ব্যঙ্গ,
হ'লে স্বপ্নের ভঙ্গ, দেখিবে রঙ্গ, তখন অন্তরঙ্গ যত করিবে ছলা ॥
আসিতে যাইতে হবে অনিবার, কর্ম্মফলে ভ্রমন হবে বারেবার ;
যখন বাড়িবে বিকার, কেবা হবে কার, নির্ব্বিকার হ'লে যাবে যে জ্বালা ॥
পঞ্চাধারে পঞ্চ লইয়া ভ্রমণ, পঞ্চে পঞ্চ শেষে হবে যে মিলন,
এখন করিয়া যতন, ভাব কে কার আপন,
মিছে কুজনের কুজনে সেজোনা কালা ॥

হরিনাম বল শয়নে স্বপনে, হরি হরি ব'লে ডাক নিশিদিনে,
দেখো সেই শেষ দিনে, এ দীন মোহনে, যে দিন ভেঙ্গে যাবে—
তার এই ভবের খেলা॥ (২৭)

সুরট-মোল্লার—একতালা বা আড়াখেমটা।

তরুণ অরুণ বরণ পাঁতি, নখরেতে শশী কিরণ ভাতি।
শ্রীপদ কমল হেরিয়া মাতি, মধুপ পুঞ্জ গুঞ্জে তাহাতে॥
করি অরির ঐ পৃষ্ঠে বসতি, চারি আয়ুধ ধরে মহাসতি ;
দিতিসুতদল দলনে প্রীতি, নিতি নিতি অমরে রাখিতে॥
শ্রীঅঙ্গেতে শোভে রতন ভূষণ, পরিধান সদা লোহিত বসন ;
দম্ভে কম্পে এ তিন ভুবন, সুরাসুর সবে চমকে যাহাতে॥
পলকে পলকে দামিনী চমকে, সূর্য্য চন্দ্র বহ্নি নয়নে ঝলকে,
রূপের তুলনা নাহি এ ত্রিলোকে, আলোকে পুলকে—
পারে কে দেখিতে॥
মত্ত বারণে করিতে বারণ, শিরে ধরি হরি করিছে দমন,
অসুরের ভয় করিয়া মোচন, রণ মাঝে সদা ভ্রমিছে হেলাতে॥
ভবভয় ত্রাস বিনাশ কারণ, শমন দমন ঐ রাতুল চরণ,
সতত ভিক্ষা করিছে মোহন, দে'খ মা রেখ মা দিও মা শেষেতে॥ (২৮)

পুরবি—খেমটা।

(মন) তোর নাম রেখেছি হরিবলা।
একবা'র হরি হরি বল্‌না ভোলা॥
হরিনামে মত্ত হয়ে, দিন কাটা নাম গেয়ে গেয়ে,
তোর শেষের দিনে আপনি নেয়ে, আনবে যে না পারের বেলা॥
ঘরের মধ্যে ছটা অরি, সদাই করেছে ধরাধরি,
ওরে তারাই নেবে বাহাদুরি, বাড়ে যদি মায়ার খেলা॥

কর্ম্মফলের মাঝে পড়ে, ভূতের বোঝা চাপছে ঘাড়ে,
ওরে তাইতে সবাই ধরছে তেড়ে, তাই লাগছে শেষে ভূতের মেলা॥
চাঁদ আর সূর্য্য অস্ত হলে, দ্বারী দোয়ার যাবে ফেলে,
তখন যে মন পড়বি গোলে, এখন দেখনা রে মন থাকতে বেলা॥
সমান এখন জ্বলছে আগুন, কর্ম্ম সকল হচ্ছে সগুন,
ওরে বুঝ্‌বি শেষে কার যে কি গুণ এখন ঠকিস্‌না মন দেখে ছলা॥
আসা যাওয়া হলে সমান, ঘুচ্‌বে মন তোর সব দিকে টান,
এই মোহন কি শেষ্ নাম ক'রে গান, খেল্‌বে হরি নামের খেলা॥ (২৯)

ঝিঝিট—একতালা।

মৃঢ় হয় উরে বিহরসি তারা, অভয় দিতে মা অমরে।
ওমা ফুল্ল কোকনদ ঐ যুগল শ্রীপদ, হরহৃদিপরে বিহরে॥
অপরূপ কিবা, হ'ল ঐ শোভা, ক্ষীরোদেতে যেন ভাসে রক্ত জবা;
ঐ চরণ কমলে অলিকুল মিলে, গুণ গুণ রবে গুঞ্জরে॥
ক্ষিতি ব্যোমনল সলিল মরুত, আদ্যারূপে আসি আদিতে মিলিত;
সবে প্রসবিয়ে, কারণে ভাসিয়ে, মায়ারূপে মায়া সঞ্চারে॥
মহাশক্তি রূপা অপূর্ব্ব মূরতি, দুই ভাগে দুই পুরুষ ও প্রকৃতি;
আদি অন্ত কালে যুগলের ছলে, মিলিত হয়েছেন ওঁকারে॥
ভবভয় ভার করিতে হরণ, সদা হয়ে আছেন সকল কারণ,
দশদিক হ'তে, আসিয়া একেতে, কলুষ নাশিছেন হুঙ্কারে॥
পূর্ণ ব্রহ্মরূপা ব্রহ্মসনাতনি, ব্রহ্মানন্দছলে ব্রহ্ম বিহারিণী;
ব্রহ্মাণ্ড রূপেতে আছেন সবেতে, প্রকাশ হতেছেন ঝঙ্কারে॥
পঞ্চ রূপে হন মা মায়া প্রপঞ্চ, পঞ্চে পঞ্চ মিলে দেখান কি যে পঞ্চ;
পঞ্চের আশক্ত, পঞ্চাকারে ব্যক্ত, একাধারে আছেন শঙ্করে॥
বেদ ও বেদান্ত তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র, প্রসবিলেন তারা হইয়া সতন্ত্র;
জ্ঞান ও ভকতি, তাহারই মূরতি, দেখালেন মা এই সংসারে॥

অন্তঃহীন সদা শিবে নির্ব্বিকার, কর্ম্মক্ষেত্রে এনে বাড়ালেন বিকার !
এ দীন ললিতে, রাখ চরণেতে, করুণা কর এই কাতরে ॥ (৩০)

সিন্ধু-ভৈরবি—যৎ।

দুর্গে দুর্গতিনাশিনী, শিবে শিব সীমন্তিনী।
ওমা দেবের বন্দিনী দেবী, দীন জননী,
তুমি দেবেন্দ্র পুজিতা হয়ে দৈত্য নাশিনী।
দিতিসুত দলনী, দিগম্বর বন্দিনী, এই দীনে দয়া কর মাগো—
দক্ষ নন্দিনী ॥
দশ দিকে দশ রূপে সেজে জননী, দেবে অভয় দিতে হলে—
ঐ দক্ষিণা রূপিনী। দীনের দুঃখ হারিণী, দেব নাথ কামিনী,
ওমা দণ্ডধরের দণ্ডে ত্রান্ কর ঈশানী ॥
দুর্গমেতে দুঃখহরা কালবারিণী, ওমা দিনান্তে দুর্গতি হ'লে—
দেখ শিবানী। দুরিতাপহারিণী, দেবের ত্রাস্‌নাশিনী,
এই ললিতের সেই শেষ্ দিনে এস জননী ॥ (৩১)

ললিত-বিভাষ—আড়া।

এস মা এস মা তারা হরহৃদি বিহারিণী,
পোহাল ষষ্ঠির নিশি এস মা জগজ্জননী ॥
মা সুখে দুঃখে এ দিন গেছে, যেমন রেখেছ সব তেমনি আছে ;
এবার মাগো এলে কাছে, বলিব সব কাহিনী ॥
কাল বন্যার প্রকোপেতে, সব যে গেছে মা তাতে ,
কেউ যে পায় নাই খেতে শুতে, আপনার ঘরে :—
অশান্তি মা চারি ধারে, দিন কেটেছে মা ভিক্ষা ক'রে ;
সবে কেঁদেছে স্বপরিবারে, ভয়েতে দিবা রজনী ॥

ধন ধান্য গৃহ যত, ভেসেছে মা অবিরত ;
গোধন সকলি হত, আছে কেবল প্রাণ :—
গেছে মা সকল ছায়া, রয়েছে কেবল মায়া,
সন্তানে করে মা দয়া, দেখ সব এসে শিবানী॥
তব কৃপাকণা পেলে, সহিব সব অবহেলে,
সন্তানে মারিলে তারা, কি ফল তোমার :—
ঐ শ্রীপদ হেরিয়া শিবে, ভুলিব আপদ সবে,
সম্পদ ও পদ ভবে, জানি এই ভবমোহিনী॥
সদা ভ্রমেতে হয়ে পতিত, মায়াতে জড়িত সত,
ভ্রমিতেছি অবিরত, সংসার মাঝে :—
দে'খ মা স্নেহের বশে, রেখো এই ললিতের শেষে,
যবে মা যাবে সে ভেসে, দিও তায় পদ তরণী॥ (৩২)

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

কে বোঝে মা তোমার তত্ত্ব, কি রূপ তোমার শুভঙ্করী।
তুমি কখন পুরুষ হও মা, আবার কখন ষোড়শী নারী॥
কখন কালী তারা রূপা, ষোড়শি ভুবনেশ্বরী।
ওমা কখন ভৈরবী ছিন্নমস্তা, কভু ধূমাবতী ভয়ঙ্করী॥
কখন বগলা মাতঙ্গী কমলা, অপরূপ রূপ মাধুরী।
ওমা কখন ভারতী কভু ভাগিরথী, যমুনা নর্ম্মদা কাবেরী॥
কখন মীন কূর্ম্ম বরাহ, মা কখন হও নরহরি।
ওমা কখন বামন পরশুরাম, রাম রূপে হও ধনুর্ধারী॥
হলধর হয়ে কখন মাগো, শাসন দমন করেছ অরি।
ওমা কখন বুদ্ধ কখন কল্কি, সাজ তুমি শিবে শঙ্করী॥
ওমা কখন ধাতা কখন বিষ্ণু, কখন হও ত্রিপুরারি।
কভু কৃষ্ণ রূপেতে ব্রজ পুলিনেতে, কর গোপিনীর মন চুরি॥

তারণ কারণ যুগল চরণ, ললিতের মন যার ভিখারী ।
ওমা শেষের দিনেতে, ভব সাগরেতে, পারে যেতে দিও ও পদতরী ॥ (৩৩)

বাউল ।

এক অরূপ পুরুষ বাস করেন এই পাঁচের সংসারে ।
তাঁর নাইক কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, তিনি ঘোরেন ফেরেন সব ঘরে ॥
যিনি আছেন সবেতে, তাঁকে হয়না খুঁজিতে,
কেবল মায়ায় বাঁধা, লাগছে ধাঁধা, চ'কের সাম্নেতে ।
বুঝিয়ে বল্লে পরে শোনেনা কেউ, ধরতে তাঁকে কে পারে ॥
তিনি এলেন সঙ্গেতে, ছাড়বেন শেষের দিনেতে,
যে কটা দিন কাটছে হেথা যাচ্ছে রঙ্গেতে ।
যে দিন আসা যাওয়া সমান হবে ছাড়বেন সে দিন একবারে ॥
তার চৌদ্দ পোয়া ঘর, আবার নাইক আপন পর,
তিনি ঘরের ভিতর বাস করেন সেই তেতালার উপর ।
একটু ফাঁক পেলেই যে ফাঁকি দিয়ে, চলে আসেন বাহিরে ॥
তাঁকে চিন্‌বে যে জন আজ, তার ফুরাবে সব কাজ,
আর লোক দেখান মিছে কেন ধরবে রঙ্গের সাজ ।
তাঁর কাজেই কাজির কাজ করাবে, থেকে সদা অন্তরে ॥
হেথা কাজের ছলেতে, সবাই আস্‌ছে ভোলাতে,
এখন জেনে শুনে কে আর ধরা দেবে কর্ম্মেতে ।
কেবল ভোজবাজিতে বাজির খেলা, হচ্ছে সদাই আঁধারে ॥
ঘরের ভিতর সব শূন্য, কোথাও কেউ যে নয় গণ্য,
শেষে ধরাধরির কালে সবাই সেজে হয় দৈন্য ।
আবার মান্য হ'লে সব খোয়াবে, ধরবে তখন কাহারে ॥

পেয়ে বিষয় বৈভব, হ'ল কর্ম্ম অসম্ভব,
কেবল অকাজেতে কাজ বাড়িয়ে, ভুলিয়ে দিচ্ছে সব,
তাই রিপু ছটা বিষম ঠেঁটা, বাড়ছে আপনি জোর ক'রে ॥
আর ছাড়না রে মন কাজ, মিছে কেন এ সব সাজ,
ওরে ভবের রঙ্গ দেখে মোহন ভুলিসনা রে আজ,
আজও আপন পর কে বুঝলি না তুই,
ঘুরিস মনের বিকারে (৩৪)

ঝিঝিট—একতালা।

জয় মা তারা, বিপদহরা, জয় গিরীন্দ্র বালিকে।
ওমা তুমিই ধাত্রী, কালকর্ত্রী, সর্ব্ব জগৎ পালিকে ॥
তুমি জ্ঞান ও কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, ভক্তি মুক্তি দায়িকে।
সদা বেদ বেদান্ত যন্ত্র মন্ত্র, তন্ত্র ত্বাং প্রকাশিকে ॥
ওমা সিদ্ধ সাধ্য সাধক তুমি, আদ্যা রূপা কালিকে।
ওমা তুমিই কীর্ত্তি প্রীতি শক্তি, শ্রদ্ধা তুষ্টি কারিকে ॥
তুমি পুরুষ প্রকৃতি রূপেতে সদা, সৃজন পালন নাশিকে।
তুমি জল ও স্থল, অনিল ও অনল, ব্যোম সর্ব্বব্যাপীকে ॥
শমন ভবন গমন বারণ, দুর্গতি ত্বাং হারিকে।
ওমা দেহি চরণ সর্ব্ব কারণ, এই দীন মোহন তারিকে (৩৫)

ঝিঝিট—একতালা।

ভাব ওরে মন পরম কারণ ঐ যুগল রাতুল চরণে।
জাননা কি মন রয়েছে শমন, দমন করিবে শেষ দিনে ॥
ভব জলনিধি হ'তে হবে পার, ঐ পদতরী বিনা নাহি যে নিস্তার।
হের সম্মুখে তোমার সব অন্ধকার, সার কর ঐ পদ সাধনে ॥

আদি অন্তকালে হ'য়ে মহামায়া, সর্ব্বজীবে যিনি দেখান কি যে দয়া।
মন সদা ভাব তাঁর সেই পদ ছায়া, পাবে তুমি তাঁরে কেমনে॥
দূর কর মন ভবের বন্ধন, মায়া আশা লোভ কর অকারণ।
হৃদয়েতে হের জননী চরণ, মন সুখী হবে জীবন মরণে॥
কোথা হতে এলে ভাব একবার, কে তোমার হেথা আছে আপনার।
কার এ সংসার কেবা পরিবার, সদা সুখে থাক যার মিলনে॥
সর্ব্ব কর্ম্মে কেন হও রে লাঞ্ছিত, বারেক তুমি ভেবে দেখরে কিঞ্চিত,
কর্ম্মদোষে মায়ের কৃপাতে বঞ্চিত, যেন হইওনা রে শেষ জীবনে॥
কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে হও নির্ব্বিকার, পঞ্চের সাধনা হ'ক একাকার।
তব হৃদয় আসনে মাকে অনিবার, মন রাখ সদা অতি যতনে॥
তব রিপুগণে কর রে দমন, তারা তারা ব'লে ডাক সর্ব্বক্ষণ,
আর কি ললিতে ধরিবে শমন, সে যে দূরে রবে মায়ের শাসনে (৩৬)

মূলতান—ঠেকা।

আমি চাই না সম্পদ, দাও মা বিপদ, বিপদ ছাড়া যেন ক'রনা।
ওমা আমার বিপদ এলে, তোমাকে মা ভুলে, থাকিতে আমায় আর হবে না॥
মাগো আছ সর্ব্ব ঘটে, দেখি ঘটে পটে, তাই শঙ্কটে পড়িতে কামনা।
আমার সর্ব্ব তত্ত্ব জুটে, যেন মা কুপটে, তোমায় সতত ডাকিতে ভুলি না॥
ওমা আসিলে বিপদ, মনে হয় ও পদ, করি পদে পদে পদ ভাবনা।
আমি করি মাগো ভিক্ষা, দাও মা এই শিক্ষা, যেন মনেতে কামনা আসে না॥
ওমা যে দিকেতে চাই, তোমাকে মা পাই, দেখি তোমা ছাড়া জগৎ রবে না।
তুমি সর্ব্ব আদি অন্ত, ত্রিগুণে অনন্ত, সদা পূর্ণ কর জীবের কামনা॥
মা যখন আসিবে শমন, দিও শ্রীচরণ, ঐ চরণ ছাড়া করতে চেও না।
যত যেতেছে এদিন, বেড়েছে মা ঋণ, ঐ ঋণের যে পরিশোধ হবে না॥
মা দুর্গা দুর্গা ব'লে, কোলে যাবে ছেলে, ওমা তাতে যেন বাধা দিও না।

আমি চাই না কর্ম্মফল, জানি সব বিফল, কোন ফলের আশা মাগো করি না ॥
হয়ে মায়াতে জড়িত, ভুলে হিতাহিত, হেথা কত শত বাড়ে ছলনা।
তাই ডাকিতে ডাকিতে, মা ভিক্ষা ও পদেতে,
দেখো তোমার এই ললিতে ভুলনা (৩৭)

বেহাগ—একতালা।

তারা সকলি শূন্য।
ওমা জগৎ সংসার, সব যে অসার, কেবল মনের বিকার বলিয়া গণ্য ॥
কেবা কার হেথা, কে কাহারে ধরে, মায়ার বশেতে ঘুরিছে আঁধারে।
ওমা ভুলে আপনারে, লয়ে পরে পরে, আশার স্থসারে সকলে দৈন্য ॥
মনে মনে সবে হইয়া দুর্ব্বল, কর্ম্মের বশেতে হারায় সম্বল।
সেই দুর্ব্বলের বল, আশা কুতূহল, শেষেতে বিফল লোভের জন্য ॥
মন মত যত হেরে শত শত, মন যে তাহাতে হ'তেছে জড়িত,
ওমা হবে বিপরীত, হ'লে প্রতিহত, আপনি সতত হ'তেছে ক্ষুণ্ণ ॥
অনন্ত জগতে সব অনন্ত হেরিয়া, কর্ম্ম ফলে সবে বেড়ায় ঘুরিয়া,
ওমা কি ভাব ভাবিয়া, সকল ভুলিয়া, আপনা নাশিয়া খুঁজিছে পুণ্য ॥
দারা সুতা সুত লইয়া জড়িত, সংসারেতে জীব রয়েছে মোহিত,
ওমা নিজ হিতাহিত, না বুঝে সতত, হইলে পতিত হবে কি মান্য ॥
একাকারে পঞ্চ পঞ্চের আধারে, ঐ মায়াপ্রপঞ্চ ভোলাবে সবারে,
মোহ অন্ধকারে, হেরে পঞ্চাকারে, সদা আপনারে ভাবিছে ভিন্ন ॥
ক্রমে ক্রমে যবে আসিবে শমন, ভাগ্য দোষে ভাগ্য করিবে দমন,
ওমা কর্ম্মের সাধন করিয়া তখন, মায়ার বন্ধন হয় কি ছিন্ন ॥
ক'রে যাতায়াত এ ঘোর জগতে, কি ফল দিলে মা তোমার ললিতে,
ওমা আসিতে যাইতে, মায়াকে ভুলিতে, পারে কি শেষেতে এই স্মরণ্য।
কৃপা করে যদি ঘুচাও অন্ধকার, দূর কর মাগো মনের বিকার,

ওমা তবে কেবা কার, দেখি একবার,
ভিক্ষা মাগো আর করি না অন্য ॥ ৩৮ ॥

ঝিঝিট—একতালা।

তারা শমন সঙ্কট, হতেছে নিকট, উপায় কি হবে জননী।
ওমা তোমার তনয় হয়ে, কাতর হব ভয়ে, কেন এ অঘটন ঈশানী ॥
ওমা রোগে শোকে জীর্ণ তোমার তনয়, কালক্রমে আসি দেখাইছে ভয়,
মা তব সুত হয়ে কি দিব পরিচয়, বলে দাও ওমা শিবানী ॥
হেথা সংসার লয়ে মা স্বকর্ম্ম ভুলেছি, তার প্রতিফল অমনি পেয়েছি,
সদা বিপদে সম্পদে তোমাকে ডেকেছি, ও মা দুর্গতিহারিণী ॥
কত যে ডেকেছি দুর্গা দুর্গা বলে, তাতেও যদি মাগো ধরে আমায় কালে,
তা হলে মা আর তোমায় কোনকালে, ডাকিবে না কেহ তারিণী ॥
যে দিনেতে কাল আসিবে ধরিতে, সেই দিনে রেখো তোমার ললিতে,
তনয় ব'লে বারেক ক'রো মা কোলেতে, ভুলনা মা ভব ভামিনী (৩৯)

ঝিঝিট—একতালা।

নবীন নীরদ হেরে ঐ কে শবে, উহার ছলনা জগতে কে সবে,
কেশব করুণা হ'লে ঐ কে শবে, আপনি বুঝিবে মন দুরন্ত ॥
অপরূপ রূপে সেজেছে মাধব, হেরিয়া ওরূপ ভুলে আছে ভব,
মাধব কৃপাতে পাইলে মাধব, আর ছোঁবে না রে মন তোরে কৃতান্ত।
মানস আসনে বসিলে শ্রীপতি, হরিবে সকল এ ভব দুর্গতি,
অগতির গতি আছেন শ্রীপতি, মায়াতে দুর্ম্মতি হইও না শ্রান্ত ॥
শ্যামাঙ্গেতে শ্যামা শ্যাম মিলন, ভুল না রে কভু ললিতামোহন,
হৃদয়ে পাইলে যুগল চরণ, মন কি কখন হবে রে ভ্রান্ত ॥ ৪০ ॥

বেহাগ—তেতালা।

এলোকেশী কে রূপসী এসেছে রণে।
শিব শব ছলে ঐ প'ড়ে চরণে॥
দশদিক উজলিত, দিতিসূত ত্রাসিত; ক্ষণপ্রভা প্রভা সদা নয়নের কোণে।
নবনীরদ নিন্দিত, বরণ প্রকাশিত; পদে জবা শোভা কিবা হের নয়নে॥
বিলোল করি রসনা, বামা হ'য়ে বিবসনা, নরকর পরিধানা কটিভূষণে।
বরাভয় অসিধরা, চাঁচর চিকুরে ঘেরা, মুণ্ডমালা গলে পরা হাঁসি বদনে॥
শ্যামা পদতলে হর, আদি অন্ত একে হের, মা ললিত অতি কাতর তোমা বিহনে।
এস মা এস মা শিবে, কালভয় নাশিবে, এদিন ফুরালে ব'সো হৃদি আসনে (৪১)

ললিত—আড়া।

কোথায় আছ ওমা শিবে, ব'স মা হৃদয় আসনে।
কাতর হয়েছি যে মা তোমার কৃপা বিহনে॥
ভবভয় ভয়ে তারা, বহিছে নয়নে ধারা,
স্বকর্ম্ম ফলেতে সারা, হতেছি মা নিশিদিনে॥
তব কৃপা কনা পেলে, সকল যাতনা ভুলে,
ব'সে তব পদতলে, বলিব নিজ কাহিনীঃ—
মায়াতে হ'য়ে মা বাধ্য, কর্ম্ম যে হ'ল অসাধ্য,
ক্রমেতে হতেছি বদ্ধ, ভাবিতেছি মনে মনে॥
ষড় রিপু লয়ে সঙ্গ, সতত করিছে ব্যঙ্গ।
বাড়িছে সদা আতঙ্গ, করি কি ওগো জননীঃ—
তোমার স্নেহের ধারা, পাবনা কি ভবদারা,
এ দীন ললিতে তারা, দে'খ মা রেখ চরণে (৪২)

আলেয়া—একতালা।

কোথা সুরধুনী ধনি, ত্রিতাপ হারিণী, শঙ্কর মৌলি নিবাসিনী গঙ্গে।
হর মা হর মা ওমা হররমা, হের মাগো দীনে করুণাপাঙ্গে॥
ওমা বিষ্ণু পদোদ্ভবা, গোলক বাসিনী,
ত্রিলোক আরাধ্যা পতিতপাবনী,
সর্ব্ব সারাৎসারা হইয়া জননী, কর বিষ্ণু পদাশ্রিত কলুষ ভঙ্গে॥
ওমা সর্ব্বতীর্থময়ী দুর্ব্বলের বল, তুমি মা অন্তিমে জীবের সম্বল,
লভে মাগো জীব সর্ব্ব কর্ম্মফল, ভাসিলে শেষেতে তব তরঙ্গে॥
সর্ব্ব জীবের যে মা কাল ভয় নাশিতে, ত্রিধারা রূপেতে আছ ত্রিজগতে,
তব গুণগান করিতে করিতে, জীবন গেলে জীব তরে পাপাঙ্গে॥
ওগো মা জাহ্নবী তোমার মহিমা, কে পারে বর্ণিতে কে করে মা সীমা,
তব জ্ঞান হীন এই ললিতে রাখ মা, স্থান দিও মা তায় তব দ্রবাঙ্গে (৪৩)

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

সেদিন কেমন, ভাব দেখি মন, যেদিন জীবন যাবে রে।
ওরে কে তোর তখন, রবে আপন, সেইটী দেখে নেনা রে॥
শমন তোকে দিলে তাড়া, সব ফেলে তুই হবি মড়া,
তোর ধন দোলৎ টাকার তোড়া, কাকে দিয়ে যাবি রে॥
কোটা বালাখানায় ব'সে, দিন কাটাচ্ছিস্ হেঁসে হেঁসে,
ওরে যখন যাবি শ্মশান বাসে, কেউ কি রাখতে পার্‌বে রে
রাজার হালে আছিস ঘরে, সেলাম করে ঘরে পরে,
ওরে শেসে সে সুখ পরে পরে, রেখে যেতে হবে রে॥
করিস্ কেবল হুকুম জারি, মনের সুখে ঘোরাঘুরি,
ওরে শমন করলে ধরাধরি, এসব কোথায় রবে রে॥

ঝাঁপা ঝাঁপা দিয়ে এখন, সাজাস দেহ মনের মতন,
ওরে শেষে কেবল ছুচির বসন, পরতে সেদিন মেলেরে ॥
ঘর সংসার নাতি পুতি, পেয়ে এখন ফোলাস ছাতি,
ওরে ফল হবে তার হাতাহাতি, এই যে চির রীতি রে ॥
ক্ষীর ননী আজ যে মুখেতে, আমোদ করে বসিস্ খেতে,
ওরে পাঁকাঠি শেষ জেলে তাতে, আপনার জনে দেবে রে ॥
যত এখন জারি জুরি, পাঁচ্‌কে নিয়ে বাড়াবাড়ি,
ওরে শেষ্ হবে কার বাহাদুরি, বুঝিয়ে এখন দেনা রে ॥
যাদের এখন করিস ঘৃণা, তাদের সঙ্গেই নেনা দেনা।
ওরে এক শ্মশান যে সবার কেনা, এটা কি মন রাখিস রে ॥
রাজা বামুন হাড়ি মুচি, কারও নাই যে বাছাবাছি,
শেষে শুতে হবে কাছা কাছি, ভেদাভেদ নাই সেথারে ॥
কি দেখে দিস্ কাজের নাড়া, ভেবে দেখ মন আগা গোড়া,
এই ললিত বলে গোবর ছড়া, বিদায় কালে পাবিরে (৪৪)

বেহাগ—একতালা।

তারা এস একবার।
আমি পড়েছি বিপদে, ওগো মা শুভদে, সম্মুখেতে হেরে ভব পারাবার ॥
অবিদ্যাতে আমি হইয়া মোহিত, ভুলে আছি মাগো নিজ হিতাহিত ;
তাই সব বিপরীত, হতেছে সতত, হ'লে মায়া বিরহিত, সব অন্ধকার ॥
অনিত্যতে নিত্য হতেছে ধারণা, তাই দিনে দিনে দেখি বাড়িছে কামনা .
হেথা কর্ম্মের সাধনা, হ'ল না হবে না, সেই শেষে মা পাবনা, কোন প্রতিকার ॥
ষড় রিপু প্রবল মানস বিকারে, আপনা আপনি ধরে কেবা কারে,
হেথা পঙ্কের আধারে, থেকে পঙ্কাকারে, ওমা ঘোরাও আঁধারে, একি অবিচার ॥
সত্ত্ব রজঃ তম এ তিন গুণেতে, সতত হেরি মা ভ্রমিছ জগতে ;

তোমায় পেলে মা দেখিতে, কে পারে চিনিতে, আবার গেলে মা ধরিতে,
সাজ নিরাকার ॥
জন্ম হতে বাধ্য আছি কর্ম্মঋণে, আপনি সে কর্ম্ম বাড়ে দিনে দিনে ;
ওমা কিসেব কারণে, জানিনা কেমনে, বেঁধেছ যতনে, এই জগৎ সংসার ॥
অনাদি অনন্ত রূপেতে সবেতে, সমভাবে আছ শিবেতে শবেতে ;
ওমা তোমাকে বুঝিতে, পারিলে জগতে, আর কে ভয়েতে, কাঁপে অনিবার ॥
মানস আসনে বসাইয়ে তোমাকে, পূজিব ওপদ রেখে চ'কে চ'কে ;
কিন্তু পড়ে দুর্ব্বিপাকে, ভ্রান্ত সব দিকে, ধ'রে যাকে তাকে হয়েছি অসার ॥
ওমা শ্রীচরণ তব জগত বাঞ্ছিত, ভিক্ষা করে হতে স্নেহেতে সিঞ্চিত ;
হলে স্বকর্ম্মে লাঞ্ছিত, হব কৃপাতে বঞ্চিত, ক'রে করুণা কিঞ্চিত,
ঘুচাও মা বিকার ॥
হয়ে তোমার মা ঐ শ্রীপদ আশ্রিত, নিজ ভাগ্য দোষে হতেছি পতিত ;
মা ক্রমে দিন গত, হয়ে প্রতিহত, কর কাল ভয়ে ভীত, এই ললিতে নিস্তার (৪৫)

বেহাগ—একতালা।

তারা একি মা রঙ্গ।
আমার কাঁপিতেছে কায়, কি হবে উপায়, হলাম নিরুপায়, দেখে তরঙ্গ ॥
ওমা সম্মুখেতে ভীষণ ভব পারাবার,
সর্ব্ব জীবে যে মা হতে হবে পার ; কিন্তু নহি মা আধার,
কিসে হব পার, স্বকর্ম্ম সবার, করিছে ব্যঙ্গ ॥
অভাব স্বভাব এ ঘোর সংসারে, অভাবেতে জীব যাকে পায় ধরে ;
ওমা সদা নির্ব্বিকারে, ঘুরিছে আঁধারে, কেবা বলে কারে, কে হবে সঙ্গ ॥
জন্ম হতে জীব আসিতে যাইতে, পতিত হতেছে এ ঘোর জগতে ;
ওমা পড়ে বিপথেতে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে, স্বকর্ম্ম দোষেতে, বাড়ে আতঙ্ক ॥

তোমাতে আছে মা সর্ব্ব আদি অন্ত, কেন তবে তুমি কর সবে ভ্রান্ত ;
হেথা কাল যে দুরন্ত, করিতেছে শ্রান্ত, একবার হয়ে মাগো ক্ষান্ত, কর অপাঙ্গ।
বারেক এসে মা কৃপা কর সবে, আর এ যাতনা দিও না মা ভবে ;
কবে ললিতে দেখিবে, এ দুঃখ নাশিবে, কর মাগো শিবে, এই স্বপ্নের ভঙ্গ (৪৬)

বিভাষ—কাওয়ালী।

সদা যুগলেতে যুগল রূপে হের ঐ কেশবে।
ঐ অপরূপ রূপ হেরে ভব ভয় কে সবে॥
সকলের আদি অন্ত রয়েছে ঐ মাধবে,
পাইলে হৃদয়ে ওরূপ তুচ্ছ বিষয় বৈভবে,
শশাঙ্ক কিরণ পদে প্রভাতে উজলে সবে,
হেরে সব অসম্ভব, হৃদে পাবে মাধবে॥
কর্ম্মে ভ্রান্ত হয়ে জীব নিজ ভাগ্য দূষিবে,
দুরাশা হৃদয় মাঝে, যতনেতে পুষিবে,
পরম কারণে ছেড়ে দুর্ম্মতিকে তুষিবে,
তাই বিপথেতে পড়ে শেষে, স্বপথ যে নাশিবে॥
কৃতান্ত নিতান্ত শ্রান্ত করিতেছে এ ভবে,
দীন হীন হয়ে ক্ষীণ নিজ দুঃখ কে কবে ;
ও রূপ আসিয়া যখন হৃদয় মাঝে বসিবে,
এই মোহন মূরতি হেরে, সদা সুখে ভাসিবে (৪৭)

ঝিঁঝিট—একতালা।

স্মর হর উরে দাঁড়ায়ে শ্যামা, নবীন নীরদ বরণী বামা।
ও রূপের কি পাবে উপমা, হের সবে গিরি নন্দিনী॥

ত্রিনয়না ঐ হয়ে এলোকেশী, আসবে উন্মত্তা মুখে মৃদু হাঁসি।
আহা মরি মরি কিবা রূপরাশি, হের আসি ভব-মোহিনী॥
চতুর্ভুজা হয়ে শিবে শবাসনা, গলে মুণ্ডমালা নৃকর বসনা,
করাল বদনা বিলোল রসনা, শিশু শশী শিরে শোভিনী॥
সত্ত্ব রজঃ তম গুণেতে প্রকাশ, ওরূপ হেরিয়া অসুরের ত্রাশ,
অমরের সদা বাড়াতে উল্লাস, সেজেছেন ভবভামিনী॥
ওরূপ হেরিলে করিলে সাধনা, মায়া মোহ আর কিছু যে রবে না,
কাল ভয়ে মন ভেবনা ভেবনা, হের হৃদে ভব-তারিণী॥
মায়ের শ্রীপদেতে ঐ চাঁদের কিরণ, হেরিলে আপনি পলায় শমন,
এ দীন মোহনে ঐ যুগল চরণ, দিও যেন শেষে জননী (৪৮)

বেহাগ—একতালা।

তারা দেখো দিনের অন্তে।
হেথা সহজে কে পারে মা তোমাকে চিন্তে॥
হয়ে সর্ব্ব রূপা তুমি সকলের আধার,
সর্ব্ব ঘটে পটে করিছ বিহার; কভু হ'য়ে নির্ব্বিকার,
হর সব বিকার, আবার নির্ব্বিকারে বিকার দেখাও জ্ঞানান্তে
ওমা সর্ব্ব দেবের তুমি শক্তি স্বরূপিনী, মহাশক্তি রূপে—
জগত জননী; ওমা সাক্ষাৎ রুদ্রাণী, ভব নিস্তারিণী,
হও বিপদ বারিণী তুমি প্রাণান্তে॥
ওমা গতি হীন জীবের কি আছে সঙ্গতি, তুমি যে মা সর্ব্ব—
অগতির গতি; মাগো না পেয়ে সদগতি, হতেছে দুর্গতি,
তাই আছি মা সম্প্রতি পড়ে একান্তে॥
ওমা সম্পদ বিপদ তোমার ওপদ, পেলে যুগল পদ—
তুচ্ছ ব্রহ্ম পদ; ভাবি পদে পদে ও পদ, হরিতে আপদ,
কর নিরাপদ রেখে চরণ প্রান্তে॥

দিনে দিনে মাগো যেতেছে এদিন, বেড়েছে মা ক্রমে বহু কর্ম্মঋণ ;
তাই হয়ে আছি দীন, ওমা উপায় বিহীন, ডাকলে শেষের—
দিনে মাগো পাবে কি শুন্তে ॥
ওমা অকাজেতে ক্রমে বেড়েছে আশক্তি, মন যে দুর্ম্মতি—
শোনে না মা যুক্তি ;
আমি কোথা পাব ভক্তি, সদা আসিছে বিরক্তি,
মিছে চায় পেতে মুক্তি এই ললিত ভাস্তে (৪৯)

মুলতান—আড়া।

এইবেলা সময় মত মনের কথা বলি তারা।
এদিন ফুরালে মাগো কাল যে করিবে সারা ॥
সদা সংসারে রয়েছি বাঁধা, মায়া হ'ল বিষম ধাঁধা,
কর্ম্মেতে সতত বাধা, হয়েছি তাই দিশেহারা ॥
ওমা কর্ম্ম করি নিশি দিনে, রিপু বাড়ে সংগোপনে,
এ দায়ে তরী কেমনে, বুঝায়ে দেবে মা কারা ॥
সদা মায়া আশা লোভ যত, বাড়িছে মা অবিরত,
কিছুতে নয় প্রতিহত, সংসারের মা এই ধারা ॥
ওমা কেহ কারও হেথা নয়, সতত বাড়িছে ভয়,
ক্রমে দিন মা হ'লে ক্ষয়, হতে হবে জীর্ণ জরা ॥
ওমা কাল ভয় আছে অনিবার, তার নাহি কিছু প্রতিকার,
মিছে সংসার করে বিস্তার, করি তাতে ঘোরা ফেরা ॥
মাগো সম্মুখেতে পাবাবার, তাহতে নাহি নিস্তার,
শেষে কিসে হব পার, ভাবি তাই মা সন্তুদারা ॥
এই ললিতের যে নাহি জ্ঞান, কর মাগো পরিত্রাণ,
ঐ শ্রীচরণেতে দিয়ে স্থান, কেটে দাও এই মায়ার ঘেরা (৫০)

ললিত বিভাষ—ঝাঁপতাল।

বাম ভাগেতে হরমোহিনী, দক্ষিণে হের শঙ্কর।
কি শোভা যুগল রূপ ঐ যুগলেতে মনোহর ॥
স্বর্ণ জিনি বর্ণ উমা ঐ হররমা মিলিত হরে,
কিবা রজত গিরি সম শিব, অসিব সব সংহরে ;
হেরে ওরূপ অপরূপ, বিরূপ সব রিপু রবে,
ঐ যুগল রূপে যুগল প্রভায় সেজেছে হিমগিরিবর ॥
চাঁচর চিকুর মায়ের শিব অঙ্গে লটা পটা,
হরশিরে শোভা কিবা অপরূপ শুভ্র জটা ;
তার মাঝে সুরধুনির জল কল্লোলের ঘটা,
ঐ হেরে ছটা, কালের ভটা, সদা রয় অন্তর ॥
রত্ন অলঙ্কার শোভে মায়ের কর কমলে,
শিঙ্গা ডমরু করেভোলা হাড়মাল ধরেছে গলে ;
ত্রিনয়নে তিন গুণে সূর্য্য চন্দ্র বহ্নি ভালে,
ঐ কালের কাল মহাকাল পরে আছেন বাঘাম্বর ॥
ভব ভামিনী ভব দোঁহে মিলিত হেম রজত,
তাণ্ডবেতে চারি ধারে নাচে যোগিনী প্রমথ ;
আনন্দে আনন্দময়ী সদানন্দে বিজড়িত,
ঐ যুগল চরণ আশে সদা মন কাতর ॥
ভিক্ষা মায়ের কৃপা কণা করিছে দীন মোহন,
বারেক করুণা করে দাও যুগল চরণ।
মাতা পিতা একাধারে দেখে জুড়াক নয়ন,
শেষ শান্ত হয়ে শান্তি সুখে ভাসে যেন অন্তর (৫১)

ঝিঝিট একতালা।

জয় জয় জগজ্জননী, জগজ্জন জগৎ পালিনী।
বাল অরুণ জিনিয়া বর্ণ জয় গিরিন্দ্রনন্দিনী॥
ওমা চতুর্ভুজা বামা লোহিত বসনা, নানা অলঙ্কারে সদা বিভূষণা,
নারদাদি ঋষির ও পদে কামনা, শঙ্খচক্র ধনুর্ব্বাণ ধারিণী॥
সদা মা শঙ্কটে অমরে বরদা, রণ মাঝে হেরি অসুরে ভয়দা।
জগৎ প্রসবিনী হইয়া অন্নদা, হয়েছেন মা রণে করীন্দ্র-নাশিনী॥
শতদল দলে মায়ের আসন, সর্ব্ব জীবের করেন কামনা পূরণ,
কবে দিয়ে এ দীন ললিতে চরণ, রাখিবেন শ্রীপদে ঐ জগত-বন্দিনী (৫২)

মূলতান—একতালা।

তারা কি অপরাধে, ফেলে এ বিপদে, বেঁধে রেখেছ মা সংসারে।
দিয়ে মায়া বেড়ি পদে, ওমা পদে পদে, ঘুরাতেছ কেন আমারে॥
ওমা আসিতে যাইতে, ঘুরিতে দেখিতে, এ দিন যেতেছে কাতরে।
সদা কর্ম্মের বশেতে, এ ঘোর জগতে, প'ড়ে আছি মা গো আঁধারে॥
লোভ মায়া আশা, সর্ব্ব কর্ম্মনাশা, বাড়ে সদা হৃদি মাঝারে।
আমি ভজন সাধন, করি মা কখন, ভ্রমিতেছি মনের বিকারে॥
পুত্র কন্যা জায়া, করে না মা দয়া, বাড়ায় সদা মায়া অন্তরে।
তাদের করিতে মা সুখী, নিজে চিরদুঃখী, প'ড়ে আছি ভব প্রান্তরে।
ওমা অহংকার এসে, ধ'রে অবশেষে, ছলনা কত যে বিস্তারে।
আমার যে সব যাতনা, ওমা শবাসনা, তোমা বিনা কে আর নিস্তারে॥
আমি মায়াকে ভুলিতে, পারি কেমনেতে, থেকে পঞ্চভূতের আধারে।
হয়ে কর্ম্ম যে প্রবল, হরিল সম্বল, তাই ডাকি মা কেবল তোমারে॥
আজ স্বকর্ম্মের ফলে, সদা প্রাণ জ্বলে, তুমি মা ভুলালে কে পারে।
ও মা তোমার ছলনা, কেহ যে বোঝে না, তুমি ভুলায়ে রেখেছ শঙ্করে॥
দীন ললিতে তোমার, কর মাগো পার, এই অপার সংসার সাগরে।
যখন আসিবে শমন, করিবে শাসন, দিও শ্রীচরণ তাহারে (৫৩)

আলেয়া—একতালা।

হের কেশবে সবে ও সবে কে সবে ;
আসব আবেশে নাচিতেছে শবে ;
হেরিয়ে ও রূপ রূপ অপরূপ,
বিরূপ হতেছে যতেক অসুরে ॥
ডাকিনী যোগিনী করিয়া সঙ্গিনী,
নীরদবরণী নৃমুণ্ড-মালিনী ;
করালবদনী বামা ত্রিনয়নী,
ঐ অট্ট হাসিনী ভ্রমিছে সমরে ॥
তাণ্ডবেতে নৃত্য করিছে নিত্য,
অনিত্য যে তত্ত্ব হ'তেছে সত্য ;
হেরে উন্মত্তা সকলে মত্ত,
পরম তত্ত্ব নিত্য পেতেছে অমরে ॥
ঐ কুবলয় দল নিন্দ চরণ,
শমন ভবন গমন বারণ ;
ঐ তারণ কারণ হের শ্রীচরণ,
অকারণ কেন ভাব রে কাতরে ॥
কামনার ছলে হতেছে কামনা,
কেমনেতে হৃদে পাব শবাসনা ,
আর সহে না যাতনা সংসার তাড়না,
ছাড়রে বাসনা ও পদ ভাবরে ॥
ললিতের মন হইয়া ভৃঙ্গ,
লয়েছে জননী তব চরণ সঙ্গ ;
ভব তরঙ্গে হর আতঙ্ক,
বারেক অপাঙ্গ কর মা তাহারে (৫৪)

ললিত বিভাষ—আড়া।

কত রঙ্গ দেখাও শ্যামা, এনে মা এই রঙ্গালয়ে।
মোহ অন্ধকারে শিবে, ভ্রমিতেছি ভয়ে ভয়ে॥
সংসারে পাতিয়া ফাঁদ, হাতে দাও গগনের চাঁদ,
ক্রমে এসে অবসাদ, সতত ফেলে মা দায়ে॥
যত বাড়ে অহংকার, মনের বাড়ে বিকার,
ভেবে তার মা প্রতিকার, পাবনা ওগো জননী :—
রিপুগণে হয়ে অরি, কত যে মায়া বিস্তারি,
করে কেবল ধরাধরি, আছি মা সকল সয়ে॥
পুত্র কন্যা বন্ধু জায়া, আপন নহে মা ভায়া,
কারও মনে নাহি দয়া, সতত দেখি ঈশানী :—
অনিত্য লইয়া যত, মন ভাবে বিপরীত,
ডুবিতেছি অবিরত, স্বখাদ সলিলে গিয়ে॥
ভাবিলে বাড়ে ভাবনা, অনন্ত মায়ার তাড়না,
কিসে যাবে এ যাতনা, শেষে কি পাব উপায় :—
মা গো ভুলনা সন্তানের মায়া, দিও ঐ শ্রীপদ ছায়া,
ললিতের ভাঙ্গিলে কায়া, রেখো মা কোলেতে লয়ে (৫৫)

মুলতান—একতালা।

আমি আর কেন ভয় খাবরে শমন, কেন মিছে কর আমায় তাড়না।
আমি দুর্গা মায়ের ছেলে, জয় দুর্গা বলে, দুর্গা নামের করি সাধনা॥
থাকি মায়ের সংসারে, বেড়াই ঘুরে ফিরে, করি মায়ের কাজে দিন যাপনা
দিয়ে কর্ম্মফল মাকে, থাকি ফাঁকে ফাঁকে, আমি বাকির হিসাব কিছু রাখি না॥
গুরু যে ধন কানে, দিলেন সযতনে, সে ধন বিনা কিছু জানি না।
আমার মায়ের চরণ, তারণ কারণ, কেন অকারণ কর ছলনা॥

তুমি যা সব দেখে এসে, ধর অবশেষে, সে সব কিছু আমার পাবে না।
আমি মায়ের চরণ ধ্যানে, সদানন্দ মনে, খেলাই লঁয়ে সংসার খেলনা ॥
তুমি জান গোড়াগুড়ি,করলে বাড়াবাড়ি, মায়ের শুন্‌তে বাকি কিছু রবে না
ও কাল তোমার যেবা কাল,সেই মহাকাল,আমার মায়ের শ্রীপদ করে কামনা
আমার মা যে খেলা খেলে, যাতে জগৎ ভোলে, সেই খেলার মর্ম্ম যে কেউ
বোঝে না।

যার আছে ফলের আশা, বাড়ে তার দুরাশা,
আমি তোমাকে যে ধরা দিব না।
হেথা আছে যত দায়, মায়ের কৃপায়, সেই শেষের দিনে কিছু থাকে না।
যে জন মা মা ব'লে ডাকে, মা যে এসে তাকে, কোলে লয় তাকি জান না ॥
সমন আমার কাছে এলে, মাকে দিব বলে, তোমায় ললিত যে আর ভয়
খাবে না।
তার এ দিন ফুরালে, উঠে মায়ের কোলে, ভুলিবে এ সংসার যাতনা (৫৬)

বেহাগ—একতালা।

শিবে রাখ শরণ্য।
ওমা সংসারেতে এসে, পড়ে মায়ার বসে,
হলাম অবশেষে, অতি জঘন্য ॥
অনন্ত কামনা মনেতে উদিত, ফলের আশায় ফল ফলে বিপরীত,
হলে কর্ম্মের অতীত, হয় মা পতিত,
মন হলে প্রতিহত, হতেছে ক্ষুণ্ণ ॥
ওমা যে খেলা খেলিতে এনেছ সংসারে,
সেই খেলা আমি খেলি নির্ব্বিকারে ;
রেখে পঙ্কের আধারে, থেকে পঙ্কাকারে, ভুলাবে আমাবে কিসের জন্য ॥
মহাশক্তি রূপে আছ মা সবেতে,
অন্ধ যে জন সে কি পায় মা দেখতে ;
ও মা এ ঘোর জগতে, পড়ে বিপথেতে, নিজ ভাগ্যের ফলেতে হতেছি দৈন্য ॥

ক্রমেতে বাড়ে মা মোহ অন্ধকার।
কোন মতে তার হয় না প্রতিকার॥
শেষে হলে শবাকার, সব হবে একাকার, তখন আকারের বিকার, হয় কি না গণ্য॥
আমার সব যে গেল মা আসিতে যাইতে।
ওমা লক্ষ্যহীন হলাম ভ্রমিতে ভ্রমিতে॥
ওমা করুণা বশেতে, তোমার এই ললিতে শেষে রেখ চরণেতে চাহি না অন্য (৫৭)

বাউল।

একের খেলা দেখ্ না রে ভাই সংসারে।
ওরে একেতেই যে সব ঘোরে॥
এক যে সূর্য্য একই চন্দ্র এক যে ব্রহ্ম এই ধরে।
তাই একমেবাদ্বিতীয়ম্ আছে শাস্ত্রের ভিতরে॥
সর্ব্ব তীর্থ এক যে গঙ্গা, সকল পূজা হয় শ্রীধরে।
আবার এক যে মহাশক্তি আছেন, প্রকাশ নানারূপ ধ'রে॥
সর্ব্ব বাদ্য এক যে ঘণ্টা, সব ফুল ধ'রে এক দুর্ব্বারে।
আবার ঘর দেখে মন পরকে পাবে, সব বীজ পাবে ওঁ কারে॥
সর্ব্ব বেদের প্রধান যে ঋক, ব্যাস দেব যাকে ব্যাস করে।
আবার সর্ব্বদেব এক ব্রহ্মরূপে, প্রকাশ আছেন সংসারে॥
হেথা সকলের এক আদি অন্ত, একেই জগৎ সব লোবে।
ললিত দুর্গা নামেই সব যে পাবি, বল না সে নাম প্রাণ ভ'রে (৫৮)

বেহাগ—একতালা।

আমি অতি মা দৈন্য।
আমার কি হবে মা গতি, নাহি মা সঙ্গতি, তুমি বিনা গতি দেখি না অন্য॥

বারেক যদি মা কৃপায়, রাখ রাঙ্গা পায়, পাবে মা উপায়, এই শরণ্য।
ওমা কাল যে আসিলে, শিয়রে বসিলে, সকল নাশিলে, কি হবে মান্য॥
ওমা পেতেছি সংসার, সকলই অসার, হেথা সার ব'লে কিছু নাহি যে গণ্য।
হয়ে মায়া যে প্রবল, হরে নিল বল, তবু সদা ভ্রমে ঘুরি মায়ার জন্য॥
ও মা এই ভবের বাজারে, দেখি মাগো যারে, সবে মন মত খুঁজিছে পণ্য।
তাহা করিয়া মা ক্রয়, আবার করিছে বিক্রয়, লাভালাভের বেলা থাকে মা শূন্য
ও মা হেথা বারে বারে, যাতায়াত করে, এই জগৎ সংসারে, সকলে ক্ষুণ্ন।
শেষে তোমার চরণ, পাবে যে মোহন, এমন মা তার আছে কি পুণ্য (৫৯)

মুলতান—আড়া।

কোথা আছ ও মা শিবে, ব'স এই হৃদয় আসনে।
এই অধম সন্তানে মাগো, রাখ তব শ্রীচরণে॥
সংসারের পাইয়া ভার, সব হ'ল মা একাকার,
কেমনে শুধিব ধার, সতত মা ভাবি মনে॥
কর্ম্ম সবে হ'য়ে অরি, বাড়িছে ছলনা করি,
আশা হ'ল ভয়ঙ্করী, এ দায়ে তরি কেমনে॥
মায়ার যে মা নাহি অন্ত, ক্রমেতে করিছে শ্রান্ত,
লোভেতে হয়েছি ভ্রান্ত, কাতর করে এ জীবনে॥
পথভ্রমে অন্ধকারে, ভ্রমিতেছি নির্ব্বিকারে,
যাতায়াত বারে বারে, করি নিজ কর্ম্মগুণে॥
রিপু সবে হ'য়ে প্রবল, হরিল যত সম্বল,
ভ্রমেতে অতি দুর্ব্বল, করিল এমন দিনে॥
আছে পুত্র কন্যা জায়া, তাহারা সংসারের ছায়া,
ভাঙ্গিলে এ ছার কায়া, রাখিবে কি আমায় মনে॥
বারেক করুণা ক'রে, দে'খ মা গো এ কাতরে;
ললিত প'ড়ে সংসারে, সতত জ্বলিছে প্রাণে॥

ঝিঝিট—একতালা।

জয় জয় জয় কালীকে, শঙ্কর উর বিহারিকে।
ওমা ত্বং হি আদ্যা পরমা বিদ্যা, সৃজন পালন নাশিকে॥
ক্ষিতি ব্যোমানল অনিল সলিল, সর্ব্ব ত্বং প্রকাশিকে।
মা তুমি সর্ব্ব আদি সর্ব্ব অন্ত, ভক্তি মুক্তি দায়িকে॥
সর্ব্ব দর্প খর্ব্ব করা, ত্বং হি জগৎ পালিকে।
ওমা রক্তবীজ চণ্ডমুণ্ড খণ্ড খণ্ড কারিকে॥
কিবা অসি মুণ্ড বর ও অভয়, ঐ চতুর্ভুজে মা ধারিকে।
করি লোল রসনা, করাল বদনা, অট্ট অট্ট হাশিকে॥
মা ত্বং হি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম সর্ব্ব দুঃখ হারিকে।
ওমা ত্বং হি পুরুষ ত্বং হি প্রকৃতি রূপেতে জগৎ তারিকে॥
মা তুমি ভব ভয় হরা গুণাতীতা তারা, ত্বং হি জগৎ অম্বিকে।
ওমা ভিক্ষা চরণ করিছে মোহন, করুণা কুরুমে চণ্ডিকে (৬১)

বেহাগ—একতালা।

আমার কি হবে জননী।
আমি আছি মায়ায় বাঁধা, চক্ষে বিষম ধাঁধা,
কর্ম্মে যে মা বাধা, আসে আপনি॥
আমার ভাবনা অপার, নাহি পারাপার,
তাই বাড়িছে বিকার, দিবা যামিনী।
কিসে কাটে মা বন্ধন, পাব শ্রীচরণ, ভাবি অনুক্ষণ, তাই শিবানী॥
ওমা, মায়া ক'রে ছল, হরিতেছে বল, নাহি যে সম্বল, ভব-ভামিনী।
ক্রমে হতেছে দুর্গতি, হেরি মা সম্প্রতি, অগতির গতি, তুমি তারিণী॥
ওমা আর যে সহে না, জঠর যাতনা, ডাকিলে শোননা, কেন ঈশানী

সঙ্গে আছে ছটা খল, তারাই প্রবল,
তোমায় বলিতে গেলে মা ভুলাও অমনি ॥
হেথা যত প্রাণ জ্বলে, ডাকি মা মা ব'লে, কেন থাক তত ভুলে হর-মোহিনী
ওমা রাখ শ্রীচরণে, এ দীন মোহনে, দে'খ করুণা নয়নে, কাল বারিণী (৬২)

বাউল।

ও মন খুঁজিস যারে, পাবি তারে, তোর ঘরের ভিতরে।
ও তোর কোটার ভিতর চোর কুঠারি, সেথা গিয়ে খোঁজ তারে
মন দেখ্‌তে গেলে তায়, আছে পথে বিষম দায়,
ওরে সহজে কে আপ্‌না হ'তে দেখ্‌তে তারে পায়।
বেধে রিপুছটা ব্রহ্ম-কোটা, ভেদ ক'রে যা তার ঘরে ॥
করবি সদাই সাধনা, ছেড়ে সকল বাসনা,
ওরে পথ যে সোজা হবে না মন থাকৃতে কামনা।
তোর আসতে যেতে শ্রম বেড়ে যায়, দেখ্‌বি সে পথ কি ক'রে ॥
তুই মায়ার ছলেতে, ভুলে রয়েছিস এতে,
ওরে জানিস নাকি ভব পারে হবে তোয় যেতে।
তখন পারের কড়ি পাবি কোথা, বলনা রে মন আমারে ॥
ওবে পাঁচের সঙ্গেতে, সদাই আছিস যে মেতে,
আজ পাঁচে মিলে বাস করে মন তোর এই ঘরেতে।
যে দিন সময় পাবে ছাড়বে পাঁচে, কেঁচে যাবি একবারে ॥
ওরে থাকতে সময় আজ, মন সেরে নে তোর কাজ,
আর কত তুই ধরে থাকবি রঙ্গ রসের সাজ;
একবার ভাব দেখি শেষ্‌ আছে শমন ধরবে এসে তোয় জোরে ॥
মন ভাবেতে ভোলা, পাঁচের কথায় তুই কালা,
ওরে চারদিকে তোর দেখনা চেয়ে থাকৃতে এই বেলা।

তোর আপন ব'লে দিন ফুরালে পাবি তুই রে কাহারে॥
মন পাঁচের ছলনা, হেথা বুঝতে পারলি না,
ওরে কালী কৃষ্ণ শিব রাম সব একই সাধনা।
করলে পাঁচকে লয়ে পাঁচাপাঁচি প্রাণ হারাবি আঁধারে॥
মন ছাড়না দুর্ম্মতি, কর নামের সঙ্গতি,
ওরে পাঁচেই এক একেই পাঁচ ভাবনা সম্প্রতি।
একবার হরি হরি বোল বলে, ডাকনা রে মন আদরে॥
মন ভুলিস নারে আর, এই সংসার সব অসার,
এতে সার কিছু নাই আগাগোড়া কেহ নহে কার।
কেবল ক'রে খেলা, ললিত ভোলা, মায়ার ঘোরে সব ঘোরে॥৬৩॥

বেহাগ - একতালা।

শিবে শিব-সিমন্তিনী।
এসে দেখ মাগো দীনে, এই অধম সন্তানে,
রাখ মা চরণে ভব-ভামিনী।
কর্ম্মের বসেতে এই সংসারেতে, ভ্রমিতেছি সদা ওমা শিবানী।
নাহি হেরি আদি অন্ত, সকলি অনন্ত,
ক্রমে যে কৃতান্ত আসে তারিণী॥
বেড়েছে মা মায়া, পেয়ে কন্যা জায়া, তাদের লয়ে বদ্ধ হলাম আপনি।
কিসে কাটে মায়া যোগ, এই কর্ম্মভোগ, অনুযোগ তাই করি ঈশাণী॥
মাগো আশা সদা বেড়ে, ঘুরালে আমারে,
লোভ এসে আমায় ধরে অমনি।
ক'রে শ্রীপদ ভরশা, ছাড়িব দুরাশা, এই মনে আছে আশা হর মোহিনী
তোমার না পেলে করুণা, যাবে না যাতনা,
সব কি তাড়না দিন যামিনী।

বারেক করুণা কটাক্ষে, এই ললিতের পক্ষে,
কর আসি রক্ষে, ওগো জননী (৬৪)

আলেয়া—একতালা।

হের হের শিবে করুণাপাঙ্গে,
রাখ রাখ মাগো ভ্রুকুটি ভঙ্গে ;
ভাসিয়ে রঙ্গে, এই ভব-তরঙ্গে, কাঁপি আতঙ্গে, সতত জননী ॥
এই ভব সাগরেতে ঘুরায় তারা, হয়েছি যে মা নয়নহারা ;
বারেক দাও মা নয়নে তারা, মন মত তোমায় দেখি মা ঈশানী ॥
অনাদি অনন্ত জগতে আসিয়া, মায়াতে সকলি রয়েছি ভুলিয়া ;
স্বকর্ম্মের দোষে আপনা নাশিয়া, বসিয়া কত মা ভাবি গো শিবানী ॥
ক্রমে ক্রমে যে মা আসিছে কাল, ব্যাদান করিয়া বদন করাল ;
দেখে না মা সে সন্ধ্যা কি সকাল, হরণ করিতে চাহে মা অমনি ॥
সংসারেতে হেরি কষ্ট যে অনন্ত, বদ্ধ হ'য়ে তাতে হ'ল প্রাণান্ত ;
দিনে দিনে এ দীন হতেছে শ্রান্ত,
আর ক্ষান্ত হলে মা বাঁচি গো তারিণী ॥
মহামায়া হ'য়ে বলনা কেন মা, তব ছলনার হ'ল না যে সীমা ;
সন্তানের দোষ ক'রে মাগো ক্ষমা, রাখ মা চরণে মহেশ-মোহিনী ॥
সদানন্দে তোমায় ডাকিতে ডাকিতে, তবরূপ সদা ভাবিতে ভাবিতে,
কবে ললিত তোমার উঠিবে কোলেতে, কবে তুমি তার হবে নিস্তারিণী (৬৫)

ঝিঁঝিঁট—একতালা।

জয় জয় জয় চণ্ডিকে, জগজ্জন জগৎ-পালিকে।
ওমা ত্বংহি জগত জগদ্ধাত্রী, সৃজন পালন নাশিকে ॥
ওমা পঞ্চে পঞ্চ পঞ্চাকারে, সর্ব্বরূপ তুমি ধারিকে।

ওমা ত্বংহি পুরুষ প্রকৃতি রূপেতে, সদা ভক্তি মুক্তি দায়িকে ॥
ওমা ত্বংহি আদি ত্বংহি অন্ত, সৃষ্টি প্রলয় কারিকে।
ওমা ত্বংহি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, দুর্গতি ত্বং হারিকে ॥
ওমা সর্ব্ব জ্ঞান ত্বাং হি তারা, তুমি গিরিন্দ্র বালিকে।
ওমা যাচে মোহন, ঐ যুগল চরণ, করুণা কুরুমে অম্বিকে ॥(৬৬)

ঝিঁঝিট—একতালা।

নবীন নীরদ নীল বরণা, কে ঐ বামা রণে বিহরে।
প্রহরে প্রহরে বেশ ধারিণী, কার ঐ রমণী কহ রে ॥
শবোপরে শোভে হইয়ে নগনা, কেশ বন্ধন কেন বা করে না।
দিতিসুত দল দম্ভ দলনা, ললনা সকলে সংহারে ॥
গলে মুণ্ডমালা বদন করালা, চমকে চপলা নয়ন বিশালা,
শিশুশশী ভালা, শোভিতেছে বালা, অট্ট অট্ট হাঁসি অধরে ॥
শ্রবণ যুগলে নব শিশু দোলে, নরকর পরে বসনের ছলে,
ত্রিনয়নে বহ্নি ধক ধক জ্বলে, তাণ্ডবে নাচিছে সমরে ॥
ঐ হেরে চতুর্ভুজা নীরদ কান্তি, দূর হয় সদা মনের ভ্রান্তি,
কবে এ ললিত পাইবে শান্তি, হেরে ওরূপ হৃদি মাঝারে ॥ (৬৭)

ঝিঁঝিট—একতালা।

কোথায় আছ উমা, এ বিপদে রাখ মা, ওগো মা যোগেশ-মোহিনী।
ওমা সদা অশান্তি, মনের ভ্রান্তি, কত সব ওগো জননী ॥
ওমা সংসার বাসনা সতত প্রবল, মায়াতে যে বদ্ধ হয়েছি দুর্ব্বল,
আমার এমন কি মা আছে কর্ম্মফল, হেলাতে তারিব শিবানী ॥
কর্ম্ম যে দেখি মা আছে অনন্ত, দিনে দিনে আমি হতেছি শ্রান্ত,
এখনও যদি মা কর গো ক্ষান্ত, আমি তবে বাঁচি ওগো ঈশানী ॥

পঞ্চভূতে যখন মিশিবে পঞ্চ, কোথা রবে তখন মায়া প্রপঞ্চ,
ওমা এখন একত্রে থাকিতে পঞ্চ, করুণা করগো তারিণী॥
সদা লক্ষ্য ক'রে আছি কর্ম্মফলে, তাই এত মাগো পড়ি গণ্ডগোলে,
জানিনা কি ছলে, এ দিন ফুরালে, কোথা যাব গিরি-নন্দিনী।
যাদের পেয়ে মাগো করেছি আপন, তাদের লয়ে কত দেখি মা স্বপন,
শেষে কিন্তু তারাই হইয়া কৃপণ, বিদায় দেবে মা তখনি॥
যাদের লয়ে মত্ত আছি সংসারেতে, তারাই মা ঠকাবে শেষের দিনেতে,
এখন ভ্রান্ত করে মাগো রেখেছে জ্ঞানেতে, আপনা ভুলেছি আপনি॥
অন্ধ হ'য়ে আছি মনের বিকারে, বিষময় ফল ফলে অহংকারে,
মনের দুঃখ মাগো বলিব কাহারে, তোমা বিনা ভব-ভামিনী॥
মনোমত শিক্ষা দাও মা সন্তানে, লক্ষ্য কর তোমার এ দীন মোহনে,
এ দিন ফুরালে রেখ শ্রীচরণে, ভুলনা গো জগৎ-বন্দিনী॥ (৬৮)

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

আজ আমি কে তুমি কে বলনা এখন।
এই জগৎ ছাড়িবে যে দিন কে রবে আপন॥
এই মায়ার সংসারে এসে, পড়ে আছ মায়ার বশে,
তাইতে কত অবশেষে, দেখিছ স্বপন॥
কর্ম্ম হ'ল সদা অরি, মন কারও নয় আজ্ঞাকারী,
তাইতে সাজ্‌তে হয় ভিখারী, দেখি অনুক্ষণ॥
পুত্র কন্যা বন্ধুজায়া, যতদিন এই আছে কায়া,
কাটিলে এই সংসার মায়া, কেবা কার তখন॥
কর্ম্ম কর অবিরত, কিছুতে নও প্রতিহত,
দেখিতেছ শত শত, কার্য্য ও কারণ॥
কিন্তু ভাব দেখি একবার, হ'য়ে এখন নির্ব্বিকার,
শেষে কেবা হবে কার, আসিলে শমন॥

কোথা হতে এলে হেথা, অবশেষে যাবে কোথা,
একবার স্থির হয়ে সেই কথা, কররে স্মরণ॥
মন শেষেতে ধরিবে কারে, বল দেখি ললিতেরে,
যে দিন সেই কালের করে, যাবে এ জীবন॥ (৬৯)

বাউল।

মন হরি বোল হরি বোল বলনা প্রাণভরে।
বলনা হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥
হরির শ্রীচরণ পেতে, ওরে ত্রেতা যুগেতে,
পাষাণ ভেসে ছিল যে রে সিন্ধু জলেতে,
হরি নাম মাহাত্ম্য জানলে সত্য রবিসুত রয় দূরে॥
মন বলনা অবিরাম, ঐ মধুর হরিনাম,
ভাব সেই ত্রিভঙ্গিম বাঁকারূপ নয়নাভিরাম,
দেখনা পঞ্চানন যে পঞ্চমুখে সদাই হরি নাম করে
ও মন কর্ম্মের সাধনা, হেথা কিছুই হবে না,
অকর্ম্মেতে কর্ম্ম বাড়ে তাও কি জানিস্ না।
ওরে হরিনামে মত্ত হলে অনিত্যকে ভয় কিরে॥
করে তত্ত্বের সন্ধান, মন কর হরি গুণগান,
তুই ত্রাণ পাবি যে বিষয় বিষে ঘুচ্‌বে মায়ার টান,
তাই নারদ ঋষি দিবানিশি হরিগুণ গান করে॥
মন পাঁচটা মিলে ঘর, ওরে সবাই যে তোর পর,
মায়ায় বাঁধা তাই ভুলেছিস্ কে তোর আপন পর,
ওরে ভাব দেখি মন ভাঙ্গলে স্বপন তখন পাবি কাহারে॥

মন ছাড় না কুসঙ্গ, কর্‌না হরির প্রসঙ্গ,
মিছে রঙ্গরসে ডুবে কেবল দেখিস আতঙ্গ,
দেখনা জলে হরি স্থলে হরি বল্‌না হরি আদরে॥
মন আর করিস্ না খেলা, ক্রমে যাচ্ছে যে বেলা,
আর পাঁচকে নিয়ে বেড়াস্ কেন দেখলি ত মেলা,
একবার বাহু তুলে হরি ব'লে প্রাণ খুলে দে সবারে॥
ললিত ভ্রান্ত কেন আর, এই সংসার সব অসার,
আর মনের বিকার বাড়াস কেন তার কর না প্রতিকার।
তুই আস্‌তে যেতে সব ভুলেছিস ঘুরিস তাই রে আঁধারে॥ (৭০)

ঝিঁঝিট—একতালা।

মন চিন্তবে সদা, সভয়ে বরদা, শুভদা কামারি-অঙ্গনা।
কেন সদা অশান্ত, হতেছ ভ্রান্ত, ছাড়না রে সর্ব্ব-কামনা॥
স্বকর্ম্ম দোষেতে হারালে সম্বল, দিনে দিনে তুমি হতেছ দুর্ব্বল,
মিছে আর কেন ছল, দুর্ব্বলের বল, মায়ের চরণ যুগল ভাবনা॥
সংসারে জড়িত হতেছ ক্ষীণ, আপনি বাড়িছে হেথা কর্ম্মঋণ,
ক্রমে হ'লে অতি দীন, উপায় বিহীন, এই ভব ঋণ তোমার যাবে না॥
মায়া মোহ তোমার এসেছে সঙ্গে, তাই ভ্রমিতেছ সতত রঙ্গে,
এই ভব তরঙ্গে, শমনাতঙ্গে, কে রাখিবে তোমায় বলনা॥
ধন জন পেয়ে ভাবিছ আপন, তাই সদা সেজে রয়েছ কৃপণ,
যবে ভাঙ্গিবে স্বপন, কোথা রবে ধন, বারেক ভেবে মন দেখ না॥
কখন ভাবনা নিজ হিতাহিত, ক্রমে ললিতেরে করিলে মোহিত,
শেষে হ'লে প্রতিহত, সব হবে বিপরীত, এখনও বিহিত কর না॥ (৭১)

মুলতান—আড়া।

মা তোমার করুণা বিনা ভবসিন্ধু তরি কিসে।
এই অনিত্য সংসারে প'ড়ে, ভাবি আমি কত ব'সে ॥
স্বখাদ সলিলে তারা, হ'য়েছি মা কুল-হারা।
এই অকুল সাগরে প'ড়ে কি হবে মা অবশেষে ॥
মায়াতে হরিল জ্ঞান, নাহি তাতে পরিত্রাণ,
সতত জ্বলিছে প্রাণ পড়িয়া রিপুর বসে ॥
ষড়রিপু সঙ্গোপনে, বাড়িছে মা মনে মনে,
দমন করিতে তাদের পারিব কেমনে শেষে ॥
ফলের আশে করি কর্ম্ম, নাহি ভাবি ধর্ম্মাধর্ম্ম,
মর্ম্মেতে সতত ব্যথা পাই যে মা হেথায় এসে ॥
বারেক করুণা ক'রে, দেখ তোমার ললিতেরে,
সভয়ে অভয় দাও মা নইলে ডুবি যে সেই কর্ম্ম দোষে॥ (৭২)

সুরট্ মল্লার—একতালা।

জয় জয় শিব জয় জয়, মঙ্গলা পতি মঙ্গলালয়,
তুমি ভকত রঞ্জন ভবতারণ, ভবভয় হর ভুবনেশ্বর ॥
জয় জয় জয় বিশ্ব কারণ বিশ্ব স্মরণ বিশ্বতারণ,
বিশ্ব শাসন বিশ্ব মারণ বিশ্বমোহন বিশ্বেশ্বর ॥
জয় জয় হর গণাধীশ, কাম বিজয়ী রাম-ঈশ,
ধর প্রভু সদা কণ্ঠে বিষ, নীলকণ্ঠ শশিশেখর ॥
তুমি পঞ্চানন হইয়ে পঞ্চ, পঞ্চরূপে জগদীশ্বর।
হর মায়া প্রপঞ্চ দেখাও পঞ্চ, এই পঞ্চাধারে শঙ্কর ॥
প্রভু রজত বরণ জটা বিভূষণ, গিরিজা মোহন গণেশ্বর।
তোমার ফণি ভূষণেতে শোভিত অঙ্গ, কর অপাঙ্গ দিগম্বর ॥
তব শ্রীচরণ কাল নিবারণ, তুমি কটিতটে পর বাঘাম্বর।

প্রভু করে ধৃত শূল কর্ণে শূল ফুল, গঙ্গাশিরে ধরি গঙ্গাধর ॥
তব বামে বামাঙ্গিনী শিখর-নন্দিনী, ভব নিস্তারিণী মনোহর।
যিনি ত্রিজগতের মাতা তুমি পরম পিতা, ধাতা ও বিধাতা একেশ্বর ॥
তুমি সৃজন পালন মারণ কারণ, কাম ও কাম্য মহেশ্বর।
আসি ত্রিগুণ প্রকাশ অবিদ্যা বিনাশ, এই দীন মোহনে নিস্তার ॥(৭৩)

বেহাগ—একতালা।

তারা করেছ ভ্রান্ত।
আমার কর্ম্মের সাধনা, হ'ল না হবে না, এই সংসার যাতনা করিল শ্রান্ত
মা মনের বিকারে, এই পঞ্চের আধারে, আসি বারে বারে, হ'ল জ্ঞানান্ত।
সকল হতেছে বিফল, হলনা সম্বল, হরিতেছে বল, কাল দুরন্ত ॥
এই সংসারের ছায়া, পুত্র কন্যা জায়া, বাড়াতেছে মায়া, নহে যে ক্ষান্ত।
ক্রমে যেতেছে মা দিন, বাড়িতেছে ঋণ,
দেখে উপায় বিহীন, আসে কৃতান্ত ॥
ভবভয় ভয়ে, ভ্রমি ভয়ে ভয়ে, এই সভয়ে অভয়ে, কে করে শান্ত।
বারেক কর গো করুণা, ওমা শবাসনা,
আর ক'রনা তাড়না, হও মা ক্ষান্ত ॥
আসি কর মা বিহিত, দেখাও হিতাহিত, ক্রমে এ ললিত, হ'তেছে ক্লান্ত।
তারে দাও মা বিদায়, রাখ রাঙ্গাপায়,
ওমা নিরুপায়ের উপায়, তুমি নিতান্ত ॥ (৭৪)

পূরবী—একতালা।

এই বিপদেতে ফেলে আমায় দেখ যেন ভুলনা মা।
কতকগুলো সঙ্গী জুটে, যা ছিল সব নিল লুটে,
বল্‌তে গেলে বুক যে ফাটে, কিছুরই মা হয় না সীমা ॥

পুত্র কন্যা বন্ধুজায়া, কেউ যে করে না মা দয়া,
ওমা কখন মরব ভাবছে ভায়া, আমার কপাল এম্নি যে মা।
মায়া ক্রমে প্রবল হয়ে, ডুবিয়ে দিলে ব'লে ক'য়ে,
ওমা শেষে কর্ম্ম ফলের দায়ে, কেউ কি আমায় করবে ক্ষমা॥
যারা আছে অনুগত, তারা নয় মা মনের মত,
হেথা যাতনা যে সই মা কত, কত তোমায় বলব গো মা॥
কর্ম্ম হ'ল শেষের অরি, ছটা রিপুর ধরাধরি,
একা সইতে কত পারি, একবার এসে দেখনা মা॥
যে দিন তাড়া দেবে কালে, সে দিন দেখ আপন ছেলে,
এসে মাগো করো কোলে, এই হতভাগা ললিতকে মা॥ (৭৫)

বাউল।

এক পরম যোগী আছেন যোগে এই ভোগের মন্দিরে,
তিনি নন যে ভোগী সর্ব্বত্যাগী, থাকেন সকল আধারে॥
তার নাইক আত্মপর, মন সব ঘরেই যে ঘর,
যে দিন ভাঙ্গবে সে ঘর সে দিন আপনি সেজে বসেন পর,
হেথা জোর করে সেই ঘরের ভিতর রাখ্‌তে তাঁকে কে পারে॥
যেটায় পাঁচের মিলন, সেটা করেন যে আপন,
আবার ক'রে ভোলা সাজান কালা দেখান যে স্বপন,
হেথা সুখ ও দুঃখ সমান করে ঘুরে বেড়ান আঁধারে॥
বাড়িয়ে মনেতে বিকার, দেখান অসারেতে সার,
তাঁকে ধরতে পার্‌লে ধরা দিয়ে সব করেন প্রতিকার,
হেথা আত্মতত্ত্ব বুঝ্‌বে যে জন পাবে তাঁকে স্বাকারে॥
মন দেখেছ বিস্তর, হেথা পাঁচকে নিয়ে ঘর,
কারও মনের মতন না হ'লে সব সেজে বসেন পর,
তখন ডাকাডাকি হয় যে ফাঁকি বাকি বাড়ে জোর করে॥

মন পাঁচের যোজনা, শেষে কিছুই রবে না,
দেখবে পাঁচেতে এক একেতে পাঁচ একই সাধনা,
হলে মনের বিকার যাতনা সার ভ্রম বেড়ে যায় একবারে ॥
হলে জীবের অভাব, মন থাকবে পরমভাব,
এক মনে মনেই দেখবে সবাই ঐ স্বভাবের প্রভাব,
সবাই ভুলে স্বভাব দেখ্‌ছে অভাব ঘুরছে মনের বিকারে ॥
মন জগৎ সব শূন্য, হেথা কেউ যে নয় গণ্য
সেই শূন্যের মাঝে একেশ্বর মন আছেন যে ব্রহ্ম,
ঐ ব্রহ্ম ভাব কি বুঝে মোহন কাজ করে চ অন্তরে ॥ (৭৬)

বাউল।

তোমায় ডাকব কিমা ডাকতে আমার ভয় সদাই করে।
তোমায় ডাকলে পরে, তুমি ধরে, দুঃখ দাও মা অন্তরে ॥
তোমার দেখে মা খেলা, মন হ'য়েছে ভোলা,
আমার আপন দশা দেখ্‌তে দেখ্‌তে গেল সব বেলা,
কবে রবিসুত এসে মাগো নিয়ে যাবে আমারে ॥
ভবের দেখে মা রঙ্গ, ক্রমে বাড়ছে আতঙ্গ,
সব দেখে শুনে হচ্ছে তারা স্বপ্নের ভঙ্গ ;
কেবল লাগছে ধাঁধা পাচ্ছি বাধা এক মায়ার ঘোরে ॥
কিসে পাব মা নিস্তার, শিবে নাই যে প্রতিকার,
হেথা কর্ম্মদোষে যাতায়াত মা করেছি বারেবার ;
ওমা এসে হেথা পেয়ে ব্যথা ঘুর্‌ছি মনের বিকারে ॥
ছটা রিপু যে প্রবল, তারা করছে কত ছল,
আমার নিজের দোষে দেখছি ব'সে বাড়ছে তাদের বল ;
তারা সব যে বিফল করে মাগো ডুবিয়ে দিলে একবারে ॥
ক্রমে দিন গেল মা কেটে, সূর্য্য বস্‌ছে যে পাটে,

আমার আপন কর্ম্ম ভুলিয়ে দিলে সঙ্গী ছয় জুটে ;
এবার ছুটোছুটী সার হ'ল মা ডুবে রইলাম সংসারে॥
ভয় দেখছি মা যত, তোমায় ডাকছি যে তত,
ওমা একি ধারা কর্‌লে সারা বলব মা কত,
একবার মায়ে পোয়ে এক হলে মা দিন কাটাই যে জোর ক'রে ॥
তোমার ঐ যুগল চরণ, মাগো তারণ কারণ,
তারা এক মনে ঐ চরণ যুগল ভাব্‌ছে এই মোহন ;
তারে কর আপন দেখি কেমন শমন ধরতে তায় পারে ॥ (৭৭)

ঝিঁঝিট—একতালা।

আমায় কি কারণেতে, এ ঘোর জগতে, বেঁধেছ মায়াতে, শঙ্করী।
পেয়ে কি মা অপরাধ, বাড়ায়ে বিষাদ, ঘটালে প্রমাদ, ঈশ্বরী ॥
দিবানিশি করি তোমাকে স্মরণ, দুর্গা দুর্গা বলি সদা সর্ব্বক্ষণ,
(মা) কাতর এ মন, তোমার কারণ, হ'য়ে ও চরণ ভিখারী ॥
দিনে দিনে নিকট হতেছে মা কাল, ক্রমে এ জীবনের এসেছে বিকাল,
আর কি ভাবিতে পারি কালাকাল, এখন উপায় আমি তার কি করি ॥
বারেক কৃপা ক'রে দেখ মা মোহনে, ত্রাণ কর শিবে এই ভব কর্ম্মঋণে,
আমায় রাখিবে কে মা শেষ্ জননী বিহনে, বারেক এস মা করুণা
বিতরি ॥ (৭৮)

বাউল।

মোহ মেঘ উঠেছে এই মানস অম্বরে।
তার নাহিক মুক্তি শিবের উক্তি যত দিন না মেঘ সরে ॥
মা করেছে আঁধার, তার কি করি প্রতিকার,
দুরাশা চপলা তাহে প্রকাশ বারম্বার।
এবার লক্ষ্যহীন মা করে আমায় নিয়ে যাচ্ছে এক ধারে ॥

বহে ধনাশা বাতাস, ভবে করে সর্ব্বনাশ,
মা ভাঙ্গল সম্বল হরিল বল এই পঞ্চভুতের বাস,
ভেবে শেষের দশা ছুটল্ নেশা ঘর করি মা কি ক'রে ॥
মেঘ ডাক্‌ছে অনিবার, তায় নাই যে মা নিস্তার,
তাতে আশার নষ্ট বজ্রাঘাত মা হচ্ছে বারম্বার,
আমার গেল সম্বল যা ছিল বল সব রিপু প্রবল হয় জোরে ॥
ওমা বর্ষে ঘনে ঘন, বাড়ছে কার্য্য ও কারণ,
আবার সদাই প্রাণ যে জ্বলে তোমায় দেখলে মা কৃপণ।
একবার কর আপন ভাঙ্গুক স্বপন, অন্ধকার যাক সংসারে ॥
তারা কর অপাঙ্গ, যাগ্ ভব আতঙ্গ, আর মায়া মোহ বাড়িয়ে কেন
কর মা রঙ্গ।
একবার কৃপাকর মোহন কে মা, মেঘ কেটে যাক একেবারে ॥ (৭৯)

ঝিঝিট—পোস্ত।

মা আমার কি দু'জন আছে।
সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন, তেমনি মা যে সেজে আছে ॥
কখন মা দশভুজা, কখন হন চতুর্ভুজা; আবার কভু অষ্টাদশ ভুজা,
কভু দ্বিভুজা মা হ'য়ে আছে ॥
মা আমার অনন্ত রূপা, যে রূপে যায় করেন কৃপা;
তাঁকে বুঝেছে সেই ভোলা ক্ষেপা, আর কে বোঝে এমন আছে ॥
যে রূপে যে পূজা করে, একেতেই সব যাচ্ছে ঘুরে;
আজ মনের ভ্রমে ঘুরে ফিরে, এই সংসারে সব মজে আছে ॥
মা কভু পুরুষ কভু নারি, কভু রণে নাচেন কভু বনবিহারী;
কভু সৃজন পালন মারণ করি, এই ত্রিভুবন যে ধরে আছে ॥
মায়ের খেলা মা বোঝে সব, শিব অর্ক ব্রহ্মা কেশব।
এই ললিত বলে একেতেই সব, ঐ মায়েতে যে সবই আছে ॥ (৮০)

মুলতান—একতালা।

মা এই মহারাস, করেন প্রকাশ, বনমালী রূপে বৃন্দাবনে।
তথায় পৃথক সাজে, পৃথক বীজে, কালী হন কৃষ্ণ কুঞ্জবনে॥
হ'য়ে মহাশক্তি, রাধাতে আসক্তি, জীবে মুক্তি সদা দেন মিলনে।
যথায় সর্ব্বশক্তি মিলে, কল্পবৃক্ষ মুলে, খেলেন যুগলে, আপন মনে॥
সেথা জীব রূপ রাধা, পরম ব্রহ্ম আধা, বাঁধা সদা প্রেমে আশা পুরণে।
তাই শক্তির পরশে, নটবর বেশে, দেখালেন জীবে সাধ্য সাধনে॥
কিবা মধ্যেতে যুগল, ঘেরেছে যুগল, যুগলে যুগল হের নয়নে।
দেখ অসি ছেড়ে বাঁশী, ধরি এলোকেশী, রাধা রাধা বলে ডাকেন সঘনে॥
মিলেছে বদন, মিলেছে নয়ন, অঙ্গে অঙ্গ আসি মিলে যতনে।
সদা খেলিতে খেলিতে, নাচিতে নাচিতে, মিলেছে চরণে চরণে॥
প্রেম ভাব ভাবে, রয়েছে স্বভাবে, সে ভাব ললিত বুঝে কেমনে।
এই দীন হীন চিত, চাহিছে সতত, দেখিতে পরম কারণে॥
হেরে ঐ তত্ত্ব, মন যে উন্মত্ত, ইচ্ছা হেরে জীবন মরণে।
হ'লে হৃদয়ে উদয়, যাবে কাল ভয়, জয় হবে শমন শাসনে॥ (৮১)

বাউল।

হরি বোল হরি বোল বলনা প্রাণভরে।
ওরে হরিনামে মত্ত হলে শমন ভয় যে যায় দূরে॥
করনা হরির প্রসঙ্গ, যাবে সকল আতঙ্ক,
আর রঙ্গ রসের মাঝে কেন ঢেলেছিস অঙ্গ;
একবার হরি হরি বোল ব'লে ডাকনারে মন আদরে

৮

ভবের পঞ্চে পঞ্চরূপ, তারা একেই যে স্বরূপ,
ঐ পাঁচকে পৃথক ভাবতে গেলে সব হবে বিরূপ ;
যে ঐ পাঁচকে ভেঙ্গে এক করেছে ভোলাতে তায় কে পারে ॥
ক'রে ব্রহ্ম কোটীভেদ, সব করে নে অভেদ,
ঐ ভেদা ভেদের মাঝে থেকে, করিস না প্রভেদ ;
মন অভেদ ভাবে, যে জন ভাবে, সেকি কভু ভুল করে ॥
মন ছাড়না কামনা, করনা নামের সাধনা,
ঐ নাম বিনা কে করবে রে দূর ভবের যাতনা,
তার সাধন ভজন, সব অকারণ, হরির চরণ না ধ'রে ॥
ওরে মায়ার বশেতে, সব ভুলেছিস এতে,
হেথা সব ফেলে মন একদিন যে রে হবে তোয় যেতে,
তখন বুঝবি কিনা বুঝবি রে মন ধরা পড়বি একবারে ॥
করে হরি গুণগান মোহন করেনে সন্ধান,
ওরে কালী হরি শিব রাম সব যে রে সমান।
হেথা সব দিকে তুই সমান ক'রে দিন কাটান সংসারে। (৮)

ঝিঝিট—পোস্তা।

পাগল না হলে কি মাকে মেলে।
তোকে সব রকমে হতে হবে, পাগ্‌লী মায়ের পাগ্‌লা ছেলে।
পূজা যাগ যজ্ঞ কর্ম্মের সাধন, সে সব ক'রে ফল হবে নারে মন ;
মা আমার যে সব কার্য্য কারণ, থাকিসনারে এইটি ভুলে ॥
কর্ম্মে বাড়াবাড়ি করে তাড়াতাড়ি, মায়ে পোয়ে সদা হয় ছাড়াছাড়ি ;
তাই মায়ার ভ্রমেতে ক'রে ধরাধরি, পড়িস্ রে মন গণ্ডগোলে ॥
আত্মপর জ্ঞান না করে সন্ধান, ভাবিস্ সদা কিসে পাবি পরিত্রাণ ;
তাই অবশেষে হয় কর্ম্ম যে প্রধান, ভ্রান্ত কেন হস্ মায়ার ছলে ॥

মুক্তি পদে পদে মায়ের শ্রীপদে, আপদে বিপদে থাক্‌না সেই পদে;
ভুলিস্‌নারে ললিত সুখে ও সম্পদে,
যদি উঠবি রে তোর মায়ের কোলে ॥ (৮৩)

সুরট-মোল্লার—ঝাঁপতাল।

হরিহর হের মিলিত অঙ্গ, যুগলে যুগল সেজেছে রে।
আধ রক্ত আধ শ্যাম ঐ শোভা হেরে মন ভুলেছেরে ॥
দক্ষিণ চরণে শোভিছে নপুর, বাম পদে শোভে কোটি সুধাকর,
হের আধ পীতাম্বর, আধ বাঘাম্বর, কটিতটে ঐ পড়েছে রে ॥
দক্ষিণ পদেতে তুলসী চন্দন, বামে বিল্বদলে পুজিত রে।
কিবা অপরূপ শোভা চরণ যুগল, ভাবণ কারণ হ'য়েছে রে ॥
আধ অঙ্গে ঐ দোলে বনমালা, বামাঙ্গেতে শোভে হাড়ের মালা,
আধ বালক, আধ আলোক, বদন কমলে মিলিত রে ॥
দক্ষিণ করেতে শঙ্খচক্র, বামে মৃগ শূল ধরেছে রে।
একাঙ্গ শোভিছে রতন ভূষণে, অপরেতে ফণী ভূষিত রে ॥
আধ শিরেতে চাঁচর চিকুর, শিখি পাখা চূড়া তাহাতে রে।
আধ শিরে ঐ কটা জটাভার, সুরধুনী ধ্বনি করিছে রে ॥
দক্ষিণেতে ঐ কমল নয়ন, বামে ঢুলু ঢুলু নয়ন শোভন,
আধ ললাটে তিলক ধারণ, আধ ভালে শশী কিরণ রে ॥
হেরি হরিহর যুগল অঙ্গ, মোহনের মন মোহিত রে।
কবে আসিয়া এ দীন হৃদয় আসনে, ঐ যুগলে উদয় হইবে রে ॥ (৮৪)

আলেয়া—একতালা।

ক্রমে যে দিন হতেছে অস্ত, আর ভাব কিরে মন হইয়া ভ্রান্ত।
এই হৃদয় মাঝারে, লোহিত কমলে, ও মন ভাব সদা সেই কমলাকান্ত॥
ধন রত্ন এই যত পরিবার, বল দেখি শেষে কেবা হবে কার;
তুমি কেবা কার, কে হবে তোমার, ভেবে ভেবে যেন হইওনা ভ্রান্ত॥
যা দেখ আপন ভাব নিশি দিনে, জড়িত হতেছ সদা কর্ম্মঋণে;
ও মন কিসের কারণে, মায়ার বন্ধনে, সংসারেতে বদ্ধ হলে নিতান্ত॥
বল দেখি মন কি হবে শেষেতে, যে দিন তোমায় হবে এ সব ছেড়ে যেতে;
সেই তেমন দিনেতে, আঁধার পথেতে, ধরে লয়ে যাবে তোমায় কৃতান্ত॥
যাতায়াতে তুমি কর বারেবার, কিসে মন তাতে হবে যে নিস্তার;
শেষে ভবপারাবার, হতে হবে পার, খুজিলে যে তার পাবেনা অন্ত॥
যে দিনেতে কাল করিবে শাসন, সে দিনেতে কি যে করিবে মোহন;
তাই সদা সর্ব্বক্ষণ, ভাবিছে মোহন, ভেবে ভেবে তার হল জ্ঞানান্ত॥ (৮৫)

ঝিঁঝিট—একতালা।

আজ করি অহংকার তোমার কৃপাতে, ওমা কৃপাময়ী দীন জননী।
মাগো ভুলনা এ দীনে, রেখ শ্রীচরণে, দেখ করুণা নয়নে ঈশানী॥
সংসার লয়ে মা বেড়েছে আসক্তি, সদা তোমায় ডাকি নাহি তার শক্তি;
যবে আসিবে বিরক্তি, তবে পাবি মুক্তি, ওমা জীবে ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী।
হেথা অনন্ত সাধনা অনন্ত কামনা, অনন্ত তাড়না অনন্ত যাতনা;
তাই অনন্ত ভাবনা, তবু মন যে বোঝেনা, কি করি ওগো মা তারিণী॥

হেথা যখন দেখি মা চারি দিকে চেয়ে, তখনি আপনি মরি কাল ভয়ে,
ওমা এই ঘোর দায়ে, কত থাকি সয়ে, আর যে সহিতে পারিনি ॥
একবার কৃপাকরে দেখো আসিলে অন্ত, স্থান দিও পদে হ'লে প্রাণান্ত;
ওমা অতি দুরন্ত আছে কৃতান্ত, শেষে ধরিবে যে এসে শিবাণী ॥
কাতরেতে তোমায় ডাকিছে ললিত, ভুলনা সন্তানে কর মা বিহিত;
নইলে হবে বিপরীত, হিতেতে অহিত, ওমা ভবভয়ে ভয়-নাশিনী ॥ (৮৬)

ঝিঝিট—একতালা।

একবার এস ওমা দুর্গে, হৃদয় আসনে, এস মাগো দীন-জননী।
তোমার দেখে শ্রীচরণ, জুড়াক জীবন, ওমা ভবভয়ে ভয় হারিণী ॥
ওমা জানিনা কেমনে করে মা সাধনা, সাধনা ক'রে মা ও পদ পাবনা;
মা এই সংসার তাড়না, আর যে সহেনা, আপনি করুণা করগো ঈশানী
মা ত্রিজগতে দুর্ল্লভ তব শ্রীচরণ, কর্ম্ম ক'রে সুলভ হবেনা কখন;
ওমা সাধন ভজন, করি মা কখন, হেথা মায়ার বন্ধন কাটিতে পারিনি ॥
মা থাকিতে এদিন কর্ম্ম যে প্রবল, কর্ম্মফল জীবের হয়েছে সম্বল;
ওমা ক'রে যত ছল, হরিছে সকল, ষড় রিপু রিপুনাশিনী ॥
মা রিপুর তাড়নায় বাড়িছে রঙ্গ, তারাই জীবের আজ প্রধান সঙ্গ;
ওমা ভব তরঙ্গ, বাড়ায় আতঙ্গ, বারেক অপাঙ্গ করমা শিবাণী ॥
অনন্তেতে যবে মিশিবে অনন্ত, তখন কি কেউ পাবে মা অন্ত;
ওমা জীবে করি ভ্রান্ত, ভ্রমিছে কৃতান্ত,
ক্রমে হবে যে মা শ্রান্ত ভবেশ-মোহিনী ॥
ভবে যাতায়াত করে বারবার, এই অধম সন্তানের হ'লনা নিস্তার;
ওমা তুমি বিনা আর, কে করে প্রতিকার,
এই ললিতের ভার লওগো তারিণী ॥ (৮৭)

ঝিঝিট—পোস্তা।

আমার তারার খেলা চারি ধারে।
মন দেখতে পাই যে ঘুরে ফিরে॥
মা আমার প্রকৃতি রূপা, পুরুষ হয়ে কভু ঘোরে।
আবার কখন মা আদ্যাশক্তি, রিপুকুল যে সংহার করে॥
মা আমার ব্রহ্মাণ্ড রূপা, ত্রিজগৎ মা আছে ধ'রে।
আবার প্রলয় কালে সব ছেড়ে মা, আপনা হতে যায় যে স'রে
ব্রহ্মা রূপে সৃষ্টি মায়ের, শিবরূপে অশিব হরে।
আবার বিষ্ণু রূপে পালন ক'রে, বিহার করে মা এ সংসারে॥
মায়ের খেলা মা বোঝে সব, আমরা বুঝতে পারব কি রে।
তাই ললিত বলে বুঝবি সকল, মায়ে পোয়ে বসলে ধ্যানে॥ ৮৮

খাম্বাজ—একতালা।

কালী কালী বলে ডাক সদা মন, দেখ যেন ওনাম ভুলনা।
কালী নামের সাধন, করিলে এখন, যাবে ভবের বন্ধন যাতনা॥
মুখেতে সতত বল কালী কালী, হৃদয় কমলে দেখ মুণ্ডমালী,
আজ বলে কালী কালী, কর দেহ কালি,
তোমার মনের কালি আর রবেনা॥
ভব ভয়ে মন হ'য়েছ কাতর, সংসারেতে এসে দেখিলে বিস্তর;
মাকে করিলে নির্ভর, আপন হবে পর,
আর মায়া মোহ তোমায় ছোঁবেনা॥
মোহ অন্ধকারে হয়েছ ভ্রান্ত, কর্ম্মবশে এখন হতেছ শ্রান্ত;
তোমার হলে প্রাণান্ত কি রবে অন্ত, ভেবে একবার মন দেখনা॥
যাতায়াত হেথা কর বারবার, কি করেছ বল তার প্রতিকার;
যদি পাবে তায় নিস্তার হও নির্ব্বিকার, মনের বিকার থাকিলে হবেনা।

জন্ম মরণ যত কর্ম্মফল হতে, কর্ম্মের অবসান কর কোন মতে ;
তুমি পড়িলে মায়াতে এ ঘোর জগতে, আর কর্ম্মেতে অবসর পাবেনা ॥
কামাদি রিপু ছয় দেহের ভিতরে, সদা তাহাদের রাখিবে অন্তরে ;
আজ যাহাদের তরে এ ভব সংসারে, তুমি ভ্রান্ত হয়ে বাড়াও কামনা ॥
ললিত অতিদীন উপায় বিহীন, সদা ভাবে কিসে যাবে কর্ম্মঋণ ;
গেলে এই দিন হবে কালের অধীন, কেহ স্বাধীন থাকিতে দেবেনা ॥

(৮৯)

বেহাগ—একতালা।

মা এই স্বপ্নের ভঙ্গে।
আমি ছেড়ে আশা সবে, এই বিষম বৈভবে,
ভেসে যাব শিবে, এই ভব তরঙ্গে।
মা কোথায় রবে আমার এত পরিজন,
কোথায় রবে আমার যা আছে এখন ;
এই মায়ার বন্ধন কাটিবে যখন,
ওমা তখন যে কেউ আমার রবেনা সঙ্গে ॥
কেড়ে লবে মা সব যা রবে দেহেতে,
তখন ঘৃণা যে করিবে আমাকে মা ছুঁতে ;
সেই শেষে বিদায় দিতে আমাকে শবেতে,
আমায় লয়ে সব শ্মশানে যাবে মা রঙ্গে।
তখন রবে মা কেবল নিজ কর্ম্মফল, আর যত সব হবে মা বিফল ;
[illegible] না হইলে সম্বল পাপ প্রতিফল, তাই ভাবিয়া সকল মরি আতঙ্কে ॥
স্বভাবের অভাব হবেনা কখন, ভয় করে কেবল শমন শাসন ;
মাগো তব শ্রীচরণ ঐ শমন দমন, একবার দাও মা মোহনে হেরে অপাঙ্গে ॥

(৯০)

মুলতান—একতলা।

ক্রমে দীনের দিনগত. মা শমন আগত, এই অনুগতের উপায় হ'লনা।
যত মা মা ব'লে ডাকি, তত দিয়ে ফাঁকি,
আমায় কর কেবল মাগো তাড়না॥
মা এ ঘোর সংসারে, আছি অন্ধকারে, পেতেছি মা কত যাতনা।
আমি মায়ার বসতে, জড়িত সবেতে, আমায় ছাড়িতে যে কেহ চাহেনা॥
আমার সঙ্গে আছে যারা, তারা আমার কারা, বুঝিতে যে আজও পারিনা
মা তাদের আপনার ভেবে, ভূলে আছি ভবে,
তবু তাদের ভাব কিছু বুঝিনা॥
আমি যত কর্ম্ম করি, ফল ভাগি তারই, মা এটা কি নয় তোমার ছলনা।
তারা তুমি করাও কর্ম্ম, তুমিই বোঝ মর্ম্ম, আমি স্বইচ্ছাতে কর্ম্ম করিনা॥
মা আসিয়া সংসারে, মনের বিকারে, করি অনিত্যকে নিত্য ধারনা।
মা শেষে হইয়া আকুল, হ'তেছি ব্যাকুল এই অকুলের যে কুল দেখিনা॥
এই ললিত বারে বারে, যাতায়াত করে, তার কার্য্যের যে অবসান হ'লনা।
কবে দেখিবে সন্তানে, রাখিবে চরণে,
একবার সেটি এসে মাগো বলনা॥ (৯১)

ললিত-বিভাষ—ঝাঁপতাল।

যে আশার আশায় ভবে আসা মা, সে আশা কই পূর্ণ হ'ল।
হেথা বাজে কাজে কাজে কাজে, আপন কাজ সব মন ভুলিল
মা জলে যেমন সূর্য্যছায়া, সত্যবলে ভাবে যারে।
তেমতি অসত্য কত আছে এ ঘোর সংসারে,
মা মোহ-অন্ধকারে প'ড়ে দেখেনা কেউ আপনারে,
তাই পরে পরে পর পেয়ে মা পরকে আপন করে নিল॥

নিম খেয়ে মা ভ্রমে প'ড়ে তাহাকে যে চিনি ভাবে।
মায়াতে মোহিত হ'য়ে থাকেনা সে স্বভাবে ॥
মা হেথায় এসে বিপরীতে ঘুরিছে সদা অভাবে,
ক্রমে ভাবের অভাব হ'ল সভাব, তাই মিছে ভাবে মন মজিল ॥
যাতায়াত ক'রে সদাই, পথে পথে ভ্রমে সবাই।
স্থির হ'য়ে বসিবে বারেক এমন সময় কারও যে নাই ॥
মা কর্ম্মবসে কর্ম্মহারা ফলে বিফল হয় সদাই,
তাই বিফল যে ফলের আশায় এজগতে দিন ফুরাল ॥
তুমি এনেছ মা এ সংসারে, তোমার ছেলে তোমায় জানে।
মায়া তোমার থাকত যদি তাহলে কি জ্বলি প্রাণে ॥
মা অনায়াসে পিতা মাতায় পেতাম হৃদয় আসনে,
মাগো তোমার চরণ ক'রে স্মরণ, এমন দিন যে যেত ভাল ॥
এখন যে খেলা খেলিলে মাগো, সে খেলাতে ললিত ভোলা।
খেলা ঘরের দেখিয়ে খেলা নিজে সেজে হলে কালা ॥
আমায় বারেক দেখ এসে তারা এখনও যে আছে বেলা,
এই বেলা গেলে ধরবে কালে তখন কিসা হবে বল ॥ (৯২)

মূলতান—একতালা।

তারা শমন সঙ্কট, ক্রমে হতেছে নিকট,
এখন উপায় কি করি মা বলনা।
মা হয়ে তোমার সন্তান, নাই যে পরিত্রাণ, একি মা অঘটন ঘটনা ॥
মা যত প্রাণ জ্বলে, ডাকি মা মা ব'লে, ভুলেত কখন থাকিনা।
আমার কর্ম্মের ফলেতে, এনে এই জগতে,
মা কেন ভুলেছ সন্তানের বেদনা ॥
আমি হইয়া সংসারী, যত কর্ম্ম করি, তার ফলের আশা মা ত করিনা।
তবে কেন কর্ম্মফল, হ'তেছে সম্বল, কেবল বাড়িতেছে আমার যাতনা।

আমি এম্নি মায়ায় বাঁধা, হয় সর্ব্বকার্য্যে বাধা,
কিছুতে সে বাধা গেলনা। এখন কি হবে জননী,
ওমা ত্রিগুণ ধারিণী, আমার শেষের উপায় কি মা হবেনা॥
যেদিন আসিবে শমন, করিতে বন্ধন, সে দিন যেন—
আমায় ভুলোনা। তখন দিয়ে পরিচয়, দূর ক'রো ভয়,
আমি তোমার ছেলে নয় যেন বলোনা॥
আমি তোমার শ্রীপদে, দোষী পদেপদে, তাই হতেছে মা এত তাড়না।
মাগো শেষের দিনেতে, তোমার এই ললিতে,
তোমার চরণ ছাড়া যেন ক'রোনা॥ (৯৩)

সিন্ধু-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

জয় শিব শঙ্কর হর হর বোম্ বোম্।
বোম্ বোম্ বল সবে হর হর বোম্ বোম্॥
অনাদি অনন্ত যিনি সকল কারণ, ত্রিগুণ ধারণ—
ত্রিতাপ হরণ, ত্রিজন সৃজন পালন।
ভব ভয়ে ভয় হর ত্রিপুর-নাশক, ভবাব্ধি পালক,
শশাঙ্ক ভালক, এই ত্রিপুর মারণ শাসন॥
শ্রীপদ শোভিত ঐ শশাঙ্ক কিরণ, বিভূতি ভূষণ,
ব্যাঘ্র চর্ম্মাসন, সর্ব্ব পাপ তাপ হরণ॥
ভক্ত জনাশ্রয় ভকত রঞ্জন, ভকত বাঞ্ছিত,
শমন বারণ এই দীন মোহন তারণ॥ (৯৪)

ভজন।

ধুলায় ধুলা হতে এখন মন তুই আমার ছোট্ না।
ওরে ধুলায় ধুলা হলে পরে মন কি ফল হয় তাই দেখনা॥
যে ধুলা লয়ে ধুলা খেলা মন, সেই ধুলা গায়ে মাখনা
শেষ্ ধুলায় ধুলা হতে গেলে মন, এখন ধুলা হয়ে থাকনা॥
ধুলার ঘরে ধুলার পুতুল মন, ঐ ধুলাই হল খেল্‌না।
ওরে ধুলায় ধুলায় মিসে থেকে মন, সেই ধুলার মায়া কাট্‌না॥
ধুলার সঙ্গে ধুলা হয়ে মন, তোর মায়ের নাম তুই রট্‌না।
যারা ধুলায় ধুলা হয়ে আছে মন, তুই তাদের সঙ্গে জোটনা॥
সব ছেড়ে মন ধুলা হয়ে, সেই ধুলায় পড়ে লোট্‌না।
তখন ছুটে গিয়ে আপন হয়ে মন, তোর মায়ের কোলে ওঠ্‌না॥
এই ধুলার খেলা মোহনকে মন, ভুল্‌তে কভু দিস্ না।
মন ঐ খেলার সময় একা থাকিস্, তুই সঙ্গে কাকেও নিস্ না॥ (৯৫)

পুরবী—খেমটা।

তারা তারা তারা ব'লে ডাকরে আমার মন।
ক্রমে দিন যে ফুরায়ে এল, কবে ধরবে রে শমন॥
মন খেটে মলি আগা গোড়া, আজও পেলিনা তুই কাজের গোড়া,
ওরে কাল তো'কে শেষ্ দিলে তাড়া, করবি কি তখন॥
হেথা এসেছিলি যে আশাতে, ছাই যে ক্রমে পড়ল তাতে;
কেবল দিন কাটালি পথে পথে, আর উপায় কি এখন॥
ঘুরলি এসে আপন ঝোঁকে, কাজের সময় দাঁড়াস্ ফাঁকে;
আমি মলাম মিছে ব'কে ব'কে, তুই শুনলি না কখন॥

তোর আসা যাওয়া হ'ল মিছে, বলবি কি তোর মায়ের কাছে;
ওরে কি দেখাবি কি ধন আছে, কিসে পাবি তাঁর চরণ॥
কাজে কাজে কাজ হারালি, মায়াতে সব ভুলে গেলি;
এই ললিত কে তুই ডুবিয়ে দিলি, মিছে দেখিয়ে রে স্বপন॥ (৯৬)

বেহাগ—একতালা।

কেন কর মা ভ্রান্ত।
আমায় দিয়েছ যে ভার, তাতে না পেলে নিস্তার,
দিনে দিনে তারা হতেছি শ্রান্ত॥
সংসারেতে এনে বেঁধেছ মায়াতে, সাধ্য কি আছে মা পারিব ভুলিতে;
ক্রমে সদা বিপথেতে, চলেছি ভ্রমেতে,
ওমা ঘুরিতে ঘুরিতে হলাম যে ক্লান্ত॥
পঞ্চাকারে পঞ্চ করিছে ভ্রমণ, কর্ম্মক্ষেত্রে আসি হতেছে মিলন;
সেই পঞ্চের সাধন, করি মা যখন, মাগো কাহারও তখন পাইনা অন্ত॥
আপনার ভেবে যাদের করি মায়া, তারা কি শেষেতে হবে আমার ছায়া;
আমার কন্যা বন্ধু জায়া, আছে বটে ভায়া,
কেউ করিবে কি দয়া, এলে কৃতান্ত॥
আমার মনের বাসনা আছে মনে মনে,
পূর্ণ কি হবে মা আমার এ জীবনে;
স্থান দিলে এ সন্তানে, মাগো তোমার চরণে,
আমি জুড়াব মা প্রাণে, হলেও প্রাণান্ত॥
একবার কৃপাকর মাগো তোমার এই ললিতে,
লক্ষ রেখ সদা মা হিতে ও অহিতে;
মাগো মায়ার বশেতে, এ ঘোর জগতে,
পড়িয়া বিপথে তার হল জ্ঞানান্ত॥ (৯৭)

বিভাষ—কাওয়ালী।

কে রূপসী এলোকেশী এসেছে রণে।
কিবা মনোলোভা শোভা ঐ হের চরণে॥
শিশু শশী শোভে ভালে, নয়নে বিজলী খেলে,
নর মুণ্ড মালা গলে, হাঁসি বদনে॥
চতুর্ভুজা ত্রিনয়না, বামা শিব শবাসনা,
নরকর পরিধানা, কটি ভূষণে॥
বিলোল রসনা করি, নাসিছ মা সুর অরি,
ঐ অপরূপ রূপ ধরি, সেজেছে কেনে॥
তিমিরে তিমির হরা, ভয়ঙ্করা অতি ঘোরা,
শেষে কৃপা ক'রে দেখো তারা, দীন মোহনে॥ (৯৮)

রামকেলী—একতালা।

ওমা বিশ্বজননী, ত্রিতাপ হারিণী, কৃপা করে দীনে দেখ এ সন্তানে।
ওমা স্বকর্ম্মের ফলে, অথাদ সলিলে, ডুবে মরি শিবে রাখ শ্রীচরণে॥
ওমা ত্রিলোক আরাধ্যা, ত্রিগুণ ধারিণী,
ত্রিলোক জননী, ত্র্যম্বক মোহিনী;
কোথা ভব নিস্তারিণী, অভয় দায়িনী, এই ভবভয় হর করুণা নয়নে॥
মা কর্ম্মেতে আসক্তি, নাহি যে বিরক্তি,
কোথা পাব মুক্তি, না এলে মা ভক্তি;
মন শোনেনা মা যুক্তি, নাই যে আমার শক্তি,
আজ দমন ক'রে তায় রাখি মা শাসনে॥
মাগো মায়ার তাড়না, সহেনা সহেনা,
মন যে বোঝেনা, বলিলে শোনেনা;
কেবল পেতেছে যাতনা, করিয়া কামনা,
ওমা ভুলেছে সকলি শিখাব কেমনে॥

ওমা তব শ্রীচরণ, তারণ কারণ, করি মা স্মরণ, সদা সর্ব্বক্ষণ ;
যবে আসিবে শমন, মা ভুলোনা তখন,
আমায় আপন করে মাগো রেখো সেই দিনে ॥
যতদিন যায়, করি হায় হায়, কি করি উপায়, বল মা কৃপায় ;
আজ পড়েছি যে দায়, তরি কিসে তায়,
ওমা রাখ রাঙ্গা পায়, এ দীন মোহনে ॥ (৯০)

বেহাগ—আড়া।

যাও গো গিরিবর।
আমার জীবনের জীবন, সেই উমাধন,
আন গিয়ে তারে, আন গো সত্বর ॥
ঐ একটি ছাড়া দুটি নাই আর আমার,
সেই তাকে লয়ে আমার যত এ সংসার ;
এই সংবৎসর গত সে চাঁদ বদন তার,
না দেখে এ প্রাণ হয়েছে কাতর ॥
ওগো জনম দুঃখিনী আমার নন্দিনী,
থাকে বিল্ব মূলে কভু শ্মশান বাসিনী,
তথাপি মা আমার সতত মানিনী,
জামাতা ভিখারী মহেশ্বর :—
আজ হল ষষ্ঠী বোধন আগত,
তাই মম প্রাণ কাঁদে অবিরত ;
গিরি তুমি কি হয়েছ মায়া বিরহিত,
আর সহেনা যাতনা সহেছি বিস্তর ॥

মা মা ব'লে আজ ডাকিছে সকলে,
নিদ্রাভঙ্গ উমার হবে যে অকালে,
আজ পুজিবে মায়েরে সবে বিল্বমূলে,
অস্তমিত হলে দিবাকর :—
ওগো কত দিন উমায় দেখি নাই আমি,
আমার প্রাণেতে কি ব্যথা জানেন্ অন্তর্যামী ;
জানত সকলি তুমি আমার স্বামী,
যাও শীঘ্রকরে উমায় আন নাগেশ্বর ॥
এ নিশি পোহালে সপ্তমী আসিবে,
আমার উমাধনে পেয়ে এ হৃদয় জুড়াবে ;
ললিত বলে রাণী কেন কাতর ভেবে,
আজ আসিছেন শঙ্করী শঙ্কর ॥
এই ত্রিজগতের মাতা তোমার উমা যিনি,
কাশীতে সতত থাকেন জননী,
সেথা অন্নপূর্ণা রূপে তিনি রাজরাণী,
রাজা তোমার জামাই বাবা বিশ্বেশ্বর ॥ (১০০)

থাম্বাজ—একতাল

আজ এতদিনে কি মা এলি তুই মা উমা ;
আয় কোলেতে আয় মা, দেখি প্রাণ ভরে।
মা সংবৎসর হ'ল ভাবি এই এল,
ওমা ক্রমে দিন গেল, আর থাকি কি করে
তুই বিনা কে আর আছে মা আমার,
কেঁদে কেঁদে জগৎ দেখি অন্ধকার ;
আহা একি মা তোর উমা হয়েছে আকার,
সদা খাটিস্ কি মা যত ভূতের তরে ॥

জামাই হ'ল সদা শ্মশানবাসী,
ভাং খেয়ে মত্ত থাকে দিবা নিশি :
এই দুঃখ দেখে মা তোর নয়ন জলে ভাসি,
শুন্‌বে কে মা সব বলি মা কারে ॥
এসেছিস যদি মা কিছুদিন থেকে,
থাক্ দেখি উমা আমার চ'কে চ'কে ;
আমার যেমনটি ছিলি মা তেম্নি ক'রে তোকে,
আমি তবে মা পাঠাব জামাইয়ের ঘরে ॥
অসময়ে তোকে জামাই নিতে এলে,
বুঝায়ে বারেক দেখিব কি বলে ;
সে মা তাতে না বুঝিলে সকলেতে মিলে,
ঝগড়া ক'রে যেতে দিবনা তোরে ॥
ও তে যা বলে মা আমায় বলুক শঙ্কর,
ভোলানাথ আমার জামাই গঙ্গাধর ;
মা তোর তরে সইতে পারিব বিস্তর,
তবু তোকে আমি এখন দিবনা ছেড়ে ॥
বৎসরান্তে উমা আসিস্ একবার,
তিনটি দিন থেকে যাস্ মা আবার ;
তোর মায়ের প্রাণে কি সয় একি তোর বিচার,
আমার সাধ না মিটিতে যেতে চাস্ ফিরে ॥
শুন ওগো রাণী ললিতের প্রার্থনা,
আমার পাষাণী মাকে ছেড়না ছেড়না ;
একবার ছেড়ে দিলে মাকে সহজে পাবেনা
আবার বৎসরান্তে দেখ্‌তে পাবে গো তাঁরে ॥ (১০১)

ভূপালি—জলদ তেতালা।

রণ মাঝে রণ সাজে কার বামা এসেছে।
ঐ নবীন নীরদ রূপে, রুধির যে মেখেছে॥
কোটি সুধাকর কর পদ নখে ভাতিছে।
শিব শব ছলে ঐ পদতলে পড়েছে॥
রাম রম্ভা তরু জিনি উরুদ্বয় শোভিছে।
কটিতে কিঙ্কিনী বাজে নর কর পরেছে॥
নরমুণ্ড মালা বামার গলেতে ঐ দুলিছে।
পয়োধর যুগলেতে সুধা ধারা ক্ষরিছে॥
চতুর্ভূজা হয়ে সদা রণ মাঝে ভ্রমিছে।
দিতি সুত দলি সুরে বরাভয় দিতেছে॥
নাচিতে নাচিতে বামা অট্ট অট্ট হাসিছে।
চাচর চিকুরে দিক অন্ধকারে ঘেরেছে॥
ত্রিনয়নে বামার ঐ চপলা যে খেলিছে।
ললাটে অলকা মাঝে শিশু শশী জ্বলিছে॥
ঐ অপরূপ রূপে শ্যামা দিক আলো করেছে।
ওরূপ হেরিয়া এই মোহনের মন মজেছে॥ (১০২)

বেহাগ—একতালা।

আর ছাড় মা রঙ্গ।
তুমি হ'বে জগন্মাতা, সন্তানের ব্যথা,
ভুলে কেন কেবল করিছ রঙ্গ॥
মা তোমার মহিমা কে পারে বুঝিতে,
সম ভাবে আছ শিবেতে শবেতে;

তোমায় জলেতে স্থলেতে, যে পাবে মা দেখিতে,
তার দূরে যাবে সব ভব আতঙ্ক ॥
মা ভব সাগরের নাহি পারাপার,
যেনা চেনে তোমায় নাহি তার পার ;
হেথা এলে বারেবার, কে পাবে নিস্তার,
বহে ঐ অপার সাগরে কত তরঙ্গ ॥
মা স্বকর্ম্মের ফল করিছে তাড়না,
তাই দিনে দিনে বাড়িছে যাতনা,
তবু মন যে বোঝে না, ছাড়ে না কামনা,
সে যে বলিলে শোনেনা করে না ব্যঙ্গ ॥
মা মায়ার বন্ধন বাড়ে দিনে দিনে,
তাহতে নিস্তার পাব মা কেমনে ;
তাই ডাকি নিশি দিনে, রাখ মা চরণে,
এসে কব মাগো দিবে এই স্বপ্নের ভঙ্গ ॥
মা সতত কাতর তোমার মোহন,
তার ভাগ্য দোষে হ'য়েছ কৃপণ ;
সে ঐ শ্রীপদ সাধন, করে সর্ব্বক্ষণ,
তায় কৃপাকণে মাগো কর অপাঙ্গ ॥ (১০৩)

সুরট মল্লার—একতালা।

কিবা দ্বিরদ গমন, নীরদ বরণ, শশাঙ্ক কিরণ,
শোভিত চরণ, সকল কারণ, জগৎ তারণ,
ভাবরে এখন, এই ভব আতঙ্গে ॥
ভব ভয় ভয়ে ভাবরে ভবানী,
ভকত বাঞ্ছিত তাঁর চরণ দু'খানি,

এই হৃদয় মাঝারে আসিয়া জননী,
আপনি উদয় হবেন রঙ্গে ॥
ঐ মহামায়া হৃদে হইলে প্রকাশ,
সকল মায়ার হইবে নাশ,
আর রবে না রে মন শমন ত্রাস,
সব আশার পূরণ হইবে রে :—
মা আমার কখন পুরুষ কখন প্রকৃতি,
কখন সশিব যুগল মুরতি,
মায়ের চরণেতে সদা রাখ রতি মতি,
যাবে সকল দুর্গতি তাঁর ভ্রুকুটি ভঙ্গে ॥
কিবা অপরূপ ঐ রূপের ছটা,
যেন নব ঘন ঐ মেঘের ঘটা,
আজ দূর হ'লে মন রিপু ছটা,
ওরূপ হৃদয়ে পাইবে রে :—
মায়ের পদতলে পড়ে কৃত্তিবাস,
বদন কমলে মধুর হাস,
নয়নের কোনে চপলা প্রকাশ,
ঐ হর হৃদে শ্যামা নাচে ত্রিভঙ্গে ॥
করিয়া সাধনা ক'রনা কামনা,
মনরে সকল বাসনা ছাড় না,
যত সকর্ম্মের ফলে হতেছে তাড়না,
তাই পেতেছ ভবে এ যাতনা ॥ : —
কর দুর্গা কালী তারা নামের সাধন,
মিছে স্বপ্ন দেখে ভ্রান্ত হইওনা রে মন,
কবে মায়ের কোলেতে উঠিয়া মোহন,
অভয় পাবে এই স্বপ্নের ভঙ্গে ॥ (১০৪)

ঝিঝিট—একতালা।

হয়ে মায়া বিরহিত, চিন্ত রে চিত,
সেই সচ্চিদানন্দ ঘন বরণে।
দিয়ে অন্য দিকে চিত হইওনা বঞ্চিত,
সেই বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত চরণে॥
এই ভবে ভাব্য কি মন বুঝিলে কিঞ্চিত,
শেষ এই ভবাব্ধি তরিতে হবে না লাঞ্ছিত;
হলে অবিদ্যায় মোহিত, সব হবে বিপরীত,
ও মন চিতানলে পুড়বি যে দিনে॥
তোমার মায়ার কুহকে নয়ন মুদিত,
ভ্রমে সদানন্দে আছ প্রমোদিত;
একবার নিজ হিতাহিত, ভাবিলে না চিত,
তাই হারালে সেই পরম রতনে॥
মন জ্ঞাতা জ্ঞেয় যারা ভবের অতীত,
আজ তাঁদের ভুলিয়া হের বিপরীত;
আর হইও না পতিত, এখন তোমার কি উচিত,
খানেক ভেবে দেখ মন নির্জ্জনে॥
ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র হইলে সঙ্গত,
সর্ব্ব বিদ্যা হ'তে জগৎ প্রকাশিত;
মিছে হইও না ত্রাসিত, যিনি সর্ব্ব গুনাতীত,
সদা ডাক তাঁরে মন একমনে॥
ক্রমে ক্রমে দিন হতেছে কুঞ্চিত,
ললিত কি হবে সৎ স্নেহেতে সিঞ্চিত;
যবে চিদাকাশে চিত হইবে উদিত,
পাবে সদানন্দ কার্য্য কারণে॥ (১০৫)

ঝিঝিট—একতালা।

রাস রসিক কেলি কুঞ্জে,
রমিছে বিজন বিপিনে।
আজ কদম্বের মূলে-যুগলে-
সগল হয়েছে যুগল মিলনে ॥
আধ রাধিকা আধ শ্যাম,
ব্রজের বিপিনে কিবা সুঠাম,
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষকাম,
সদা মিলিত যুগল চরণে ॥
সখিগণ সবে পেয়ে বনমালী,
যুগল হইয়া করিছে কেলি,
নাচিতে খেলিতে বাজায়ে মুরলী,
রাধা নাম শ্যাম বলিছে গানে ॥
ব্রজে মহারাস হইল প্রকাশ,
য ৬ সখিগণের পূরাতে আশ,
আর কি থাকিবে শমন ত্রাস,
যে জন হেরিবে ঐ যুগল নয়নে ॥
একই পুরুষ একই প্রকৃতি,
কভু শ্যামা কভু শ্যাম মূরতি,
যে ঐ যুগল রূপেতে রাখে রতি মতি,
তাকে লবে না ছোবে না শমনে ॥
ঐ একাধারে আজ সকল মিলন,
দেখিতে দেখিতে ভ্রান্ত মোহন,
কবে মিলিবে সকল কার্য্য ও কারণ
এই দীন হৃদয় আসনে ॥ (১০৬)

রামকেলী—একতালা।

ওমা কুল কুণ্ডলিনী,
উঠ গো জননী,
আর স্বয়ম্ভু গ্রাসিয়া
এত নিদ্রা কেনে।
ক্রমে দীনের দিনগত,
মাগো শমন আগত,
এখন হইয়া জাগ্রত,
একবার দেখ এই দীনে॥
তুমি চতুর্দ্দল দলে, আধার কমলে,
নিদ্রিতার ছলে আছ মা বিমলে;
এত নিদয়া হইলে, আর কি মা চলে,
ওমা ভকত বৎসলে রাখ এ ঘোর দিনে
ক্ষিতি ত্যজি শিবে এস সাধিষ্ঠানে,
সড়দল কমল রয়েছে যেখানে;
বরুণ মণ্ডল ব'লে যারে গণে,
মাগো ভেদ করি চল মণিপুর স্থানে।
নাভি মূলে পদ্মে শোভে দশদল,
সদা আছে যাতে মাগো জঠর অনল;
ঐ জঠরাগ্নি যত জীবের সম্বল,
চল ভেদ করি অনাহত মা যেখানে॥
দ্বাদশ দলে ঐ কমল শোভিত,
জীবের জীব ভাব যাতে অনাহত;
শেষে মরুত অভাবে হ'লে প্রতিহত,
ওমা স্থির হবে সবে আপনার মনে॥
ঐ অনাহত হ'তে সর্ব্ব শক্তি মিলে,
মহা বোামে যাবেক উঠে এস চলে;

ঐ ষোল দল দলে বিশুদ্ধ কমলে,
চল মা বিশুদ্ধে চল গো এক্ষণে ॥
ছাড়ি মহাব্যোম ভ্রূমধ্যেতে গিয়ে,
দ্বিদল কমলে মনোময়ী হয়ে ;
এই ভবভয় দূর কর মা অভয়ে,
আদি অন্ত মিলন কর গো সেখানে ॥
ঐ দ্বিদল হতে মাগো চল সহস্রারে,
সর্ব্ব তত্ত্ব সেথা পাবে একাধারে ;
মা গো শ্রীনাথের সনে বসায়ে তোমারে,
ঐ যুগল রূপ ব'সে হেরি মা নয়নে ॥
এই মোহনের সাধনা ছলনা হবেনা,
সংসার মায়াতে বাড়ে বিড়ম্বনা ;
আর ক'রোনা ছলনা মা এ দীনে ভুলোনা,
কৃপা ক'রে স্থান দাও মা চরণে ॥ (১০৭)

ঝিঝিট—একতালা।

হার হরি ব'লে এখন, ভুলে স্বপন, কর্‌নারে মন সাধনা।
ক'রে নামের তত্ত্ব, হয়ে উন্মত্ত, মন ছাড়্‌নারে নিত্য কামন
হরিনামে মোক্ষ ফলে, বিফল হয় না কোনকালে,
ওরে হরিনামে মন মাতালে, তোর হবে সেরূপ ধারণা ॥
শ্রীহরিনাম সত্য যেনে, কাল কাটা মন এমন দিনে,
ওরে ঐক্য করে মনে জ্ঞানে, কর না সে নাম ভাবনা ॥

হয়ে দ্বৈত কি অদ্বৈত বাদী, মিছে করিস্ বাদাবাদী,
ওরে কেউ থাকে না কারও বাদী, করলে হরির উপাসনা॥
দেখবি তাঁরে ব্রহ্মভাবে, কেন পাঁচ নিয়ে মন মরিস ভেবে,
যে দিন ঘরে বাইরে সমান হবে, তোর ঘুচবে সকল তাড়না॥
নমঃ নারায়ণ ব'লে, দেখনা সেরূপ জলে স্থলে,
হেথা মনরে আমার সকল কালে, ঐ নামের তথ্য ছেড়না।
মায়ার বশে দিন কাটিয়ে, রইলি রে মন সকল সয়ে,
আজ কাতর ললিত শমন ভয়ে, ও মন সেটার উপায় কর না॥ (১০৮)

বেহাগ - একতালা।

কোথা গো জননী।
আমায় ফেলে এ সঙ্কটে, কেন মা কপটে,
ভুলে আছ এখন ওমা ঈশানী।
মাগো পেয়ে অসহায়, বিপদে আমায়,
ঘেরে যে রেখেছে সদা শিবানী।
আমার কি হবে মা শেষে, ভাবি তাই বসে,
ওমা বারেক দেখ এসে, ভব ভামিনী॥
আমার হ'লে মা প্রাণান্ত, ধরিবে কৃতান্ত,
তাকে কি মা ক্ষান্ত, করবে আপনি।
যদি পেয়ে কর্ম্ম দোষ, কর মা গো রোষ,
তুমি হলে অসন্তোষ, কি হবে তারিণী॥
এই অনিত্য সংসার, লয়েছি মা ভার,

তা'হতে নিস্তার, নাই যে জননী।
আমার স্বকর্ম্ম দোষেতে, বেঁধেছ মায়াতে,
ওমা কি করে ছাড়াতে, পারি এখনি ॥
মাগো ভোলাতে ওপদ, দিয়েছ সম্পদ,
তাতে পদে পদে বিপদ, বাড়ে ঈশানী।
মাগো ভ্রান্ত সদাচিত, করে অনুচিত,
তাই ওপদে বঞ্চিত, হলাম আপনি ॥
তুমি অগতির গতি, জীবের সঙ্গতি,
হর মোহনের দুর্গতি, হর মোহিনী।
আমি অতি কুসন্তান, মাগো কর পরিত্রাণ,
দাও শ্রীপদেতে স্থান, ওমা কাল বারিণী ॥ (১০৯)

বেহাগ—একতালা।

মা আর ক'রোনা ভ্রান্ত।
কোন না দেখে উপায়, ডাকি মা তোমায়,
আর বেঁধনা মায়ায়, হও মা ক্ষান্ত ॥
ভবানী ভৈরবী ভীমা ভয়ঙ্করী,
ওমা ভক্তি মুক্তি দাত্রী শিবে শুভঙ্করী,
আর এস মা শঙ্করী, দেখ কৃপাকরি,
ক্রমে নিকটে আসিছে কাল দুরন্ত ॥
ওমা আদ্যারূপা তুমি অপর্ণা অম্বিকা,
অভয় দিতে হলে মা কালিকা;

কভু জগদ্ধাত্রী তুমি, কভু নগেন্দ্র বালিকা,
হ'তে জগত পালিকা রূপ ধর অনন্ত ॥
ওমা ত্রিলোক জননী, ত্রিতাপ হারিণী,
ত্রিগুণ ধারিণী, ত্র্যম্বক মোহিনী ;
ওমা তারা ত্রিনয়নী, তার মা তারিণী,
এই দীনে দয়া করে আর ক'রেনা শ্রান্ত ॥
যাতায়াত ভবে বড়ে বারেবার,
কর্ম্মফল হ'তে নাহি মা নিস্তার,
ওমা তুমি বিনা তার, কে করে প্রতিকার,
সব লবে কি মা ভার হ'লে প্রাণান্ত ॥
ওমা লীলাময়ী তুমি লীলার ছলেতে,
লক্ষ্য ভ্রষ্ট করে রেখেছ ললিতে,
ওমা কর্ম্মের বশেতে, সে যে পতিত ভ্রমেতে,
তাকে লইও মা কোলেতে এলে কৃতান্ত ॥ (১১০)

ঝিঝিট—একতালা।

জয় বম্ বম্ হর হর, শশাঙ্কশেখর,
গণাদি ঈশ্বর, মহেশ্বর।
জয় গিরিজা মোহন, ফণীন্দ্রভূষণ,
জটা বিভূষণ, দিগম্বর ॥
জয় ত্রিপুর তারক, ত্রিপুর পালক,
ত্রিপুর নাশক, ত্রিলোচন।
জয় ভূভার হারক, ভবাব্ধি পালক,
ভক্ত জনাশ্রয়, ভূতেশ্বর ॥

জয় গণাদি নায়ক, গণাদি তারক,
কামান্ত কারক, গঙ্গাধর।
জয় যোগী জনাশ্রয়, ত্রিজগৎ পালয়,
মোহনে তারয়, যোগীগণেশ্বর॥ (১১১)

ঝিঝিট—একতালা।

গাওরে হরিনাম সদা,
গাওরে মধুর গুঞ্জনে।
মন যাবে অশান্তি, পাইবে শান্তি,
ডাক সেই ব্রজ-রঞ্জনে।

ডাক ডাক তাঁরে মনের হরষে,
বৃথা কর্ম্ম লয়ে আছ কেন ব'সে,
ঐ হরিনামে মন মত্ত হ'লে শেষে,
স্থান পাবে হরির চরণে॥

সেই শ্রীহরি চরণে ত্রিদিবালোক,
পেয়েছিল ব্রজ গোপ বালক,
সেই বিজন বিপিনে হ'ল গোলক,
সদা রাধিকা সহিত মিলনে॥

যুগলেতে যথা যুগল অঙ্গ,
যুগল মিলনে হ'ল একাঙ্গ,
কর সদা মন হরি-প্রসঙ্গ,
তুমি যুগলে হেরিবে নয়নে॥

সেই ত্রিভঙ্গিম নব নীরদ শ্যাম,
অপরূপ রূপ কিবা সুঠাম,
হৃদয়ে হেরিলে সফল কাম,
হবে সদা মন জীবনে ॥

গাঁথ মন ভক্তি কুসুম হার,
ছাড় আজি যাহা দেখ অসার,
এই ভব নদী শেষে হইতে পার,
বল হরিনাম সদা বদনে ॥

মায়ার বশেতে করিছ কর্ম্ম,
ভাবনা বারেক তাহার মর্ম্ম,
ঐ হরিনাম জীবের কর্ম্ম ধর্ম্ম,
এই ঘোর সংসার কাননে ॥

হরিনামে মন হয়ে উন্মত্ত,
ক'র সদা হরি নামের তথ্য ;
আপনি বিমল হইবে চিত্ত,
অভয় পাবে যে মরণে ॥

ঐ শ্রীহরি চরণ পরম কারণ,
পাপ ও তাপ করিছে হরণ ;
সদা শ্রীহরি নাম করিবে স্মরণ,
আর ভ্রান্ত ক'রোনা মোহনে ॥ (১১২)

ঝিঁঝিট—একতালা।

কাল কুটিল করিছে ক্লান্ত, কেবল মায়ার কূজনে।
কভু দেখায়ে স্বপন, করিছে বন্ধন, এই ঘোর সংসার কাননে॥
মনে মনে কেহ ভেবেছে সার, যা দেখে এখন সকলি তার;
কিন্তু জানেনা যে ভবে সব অসার, যত বিকার বাড়িছে বন্ধনে॥
তৃণ যেমন জলে ভাসিতে ভাসিতে, যোগ ও বিয়োগ হতেছে স্রোতে;
তেমতি মিলন সতত এতে, পুনঃ ছাড়ি সবে যায় স্বস্থানে॥
কর্ম্ম করে সবে মনের হরষে, স্বকর্ম্মের ফল ফলিতেছে শেষে;
সদা পঞ্চ ভাবে পঞ্চ থাকিলে মিশে, হবে সমভাব জীবন মরণে॥
যে দিন স্বভাবেতে ভাবের হইবে উদয়, মায়া মোহ সব হইবে লয়;
তখন রবেনা রে মন কালের ভয়, আর লবে না ছোবে না শমনে॥
দিনে দিনে দিন হতেছে অন্ত, ভুলোনা শেষেতে আছে কৃতান্ত,
ওমন যে দিনেতে জীবের হবে প্রাণান্ত, সে যে ধরে লয়ে যাবে স্বস্থানে॥
এ খেলা ভঙ্গে কি হবে তোমার, স্থির হয়ে মন ভাব একবার,
যখন যেতে হবে তোমায় ভব নদী পার, তখন ভ্রান্ত হইও না জীবনে॥
সেই শেষের দিনেতে তরিতে মোহন, মায়ের দুর্গানাম সদা কররে স্মরণ,
তুমি মা মা ব'লে মাকে চিনিবে যখন,
তখন স্থান পাবে মায়ের চরণে॥ (১১৩)

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

তোমাকে মা গো আর ছাড়ব না।
মিছে দিয়েছ দিতেছ এত যাতনা॥
আমি হয়ে মা সংসারি হয়েছি ভিখারী,
একবার স্নেহের বসে সব দেখ কি যে করি

সদা হ'য়ে আজ্ঞাকারী আছি শুভঙ্করী,
সেটা কি মা তোমার মনে থাকে না ॥
মা তুমি সর্ব্ব সারাৎসারা ব্রহ্মময়ী তারা,
তব শ্রীচরণে ক্ষরে সুধা ধারা ;
ওমা কি দোষেতে তুমি হয়ে নিরাকারা,
এই দীন হৃদয়ে দেখা দিলে না ॥
ক্রমে ক্রমে আমার যেতেছে মা বেলা,
আর কি মা তোমার ভাল দেখায় ছলা ;
ওমা যে দিনেতে আমার ভাঙ্গবে ভবের খেলা,
তুমি সেদিনে কি আমায় কোলে লবে না ॥
স্বকর্ম্ম দোষে এই মোহন ভিখারী,
কৃপাকরে বারেক দাও মা চরণ তরি ;
একবার মন মত ক'রে ঐ চরণ হৃদে ধরি,
ওমা আপন সন্তানে ভুলে থেকো না ॥ (১১৪)

বাউল।

যুগলেতে যুগল রূপের কর সাধনা।
হৃদে যুগল রূপের হলে উদয় দূর হবে তোর সব যাতনা ॥
ভবে যা দেখ সকল, পাবে সব যে মন যুগল,
ঐ যুগল রূপের ভাব পেয়ে যে বাড়বে মনের বল,
ওমন মিলিয়ে সকল দেখলে পরে একা কেউ যে থাকে না।
জীবের শ্রবণ যুগল, ঘ্রাণ নয়ন যুগল,
কর ও চরণ যুগলেতে কর্ম্মের সম্বল ;
সদা জীব ভাব ও পরম ভাব সেই যুগল ভাবের যোজনা ॥

জীবের আত্মপর যে জ্ঞান, ঐ যুগলের প্রমাণ,
যে দেখেছে সেই বুঝেছে পেয়েছে সন্ধান ;
কেবল কর্ম্ম বশে ভ্রান্ত এসে সেই যুগল মিলন বোঝে না ॥
এই জগতের উদয়, সব যুগল হ'তে হয়,
সদা প্রকৃতি ও পুরুষ ঘেরে আছেন জগৎময় ;
ও মন সৃষ্টি-তত্ত্ব বুঝলে হেথা ঐ যুগল ছাড়া পাবে না ॥
যুগল ভাবের কর্ম্ম, আছে যুগলে ধর্ম্ম,
পাবে যুগল মিলন কার্য্য কারণ যে বুঝবে তার মর্ম্ম ;
হেথা ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম সকল সেই যুগল ভাবের ছলনা ॥
যুগল মাতা ও পিতা, যুগলে আছেন যে ধাতা,
ঐ যুগলে না থাকলে কি আর সৃষ্টি হয় হেথা,
ও মন রাধাকৃষ্ণ যুগল হেরে কর যুগলের উপাসনা।
ছেড়ে ভবের গণ্ডগোল, সব করেনে যুগল,
আর মায়ায় এখন ভুলে মোহন করিস না রে গোল,
সদা একাধারে সহস্রারে কর যুগল রূপের ধারণা ॥ (১১৫)

বেহাগ—একতালা।

ও মা ত্রিতাপ হারিণী।
কৃপা কর মা চণ্ডিকে, জগৎ অম্বিকে,
ত্রিজগৎ পালিকে তুমি জননী ॥
ক্রমে ক্রমে দিনের হবে যে মা অন্ত,
কেবল স্বকর্ম্ম দোষেতে হয় মা জ্ঞানান্ত,
শেষে হ'লে কর্ম্মে ক্ষান্ত, আসিবে কৃতান্ত,
সেই দুরন্ত সময়ে দেখো মা শিবানী ॥
এখন করিয়া সংসারী দিয়াছ যে ভার,

তুমি বিনা কে তার করিবে নিস্তার ;
তুমি লয়ে সব ভার, তার কর প্রতিকার,
এস জননী আমার দীন তারিণী ॥
তব আজ্ঞা মত ওমা শুভঙ্করী,
আমরা পুত্র হীন হ'য়ে হলাম পুত্রের ভিখারী ;
দেখে চারিধারে অরি, দত্তক ল'য়ে মা শঙ্করী,
দিলাম সকলি তাহারে ভব ভাবিনী ॥
এইবার আশা অনুরূপ দিয়েছ যে ফল,
যেন তব কৃপায় তার ধর্ম্ম হয় সম্বল ;
মাগো দিয়ে তারে বল, দেখাও মা সুফল,
তার সম্পদে বিপদে দেখো জননী ॥
ওমা লীলাময়ি তুমি লীলার বসেতে,
লক্ষ্য রেখো তোমার লীলা ও ললিতে ;
যেন তোমার ঐ পদেতে, মন পারে মা রাখিতে,
মাগো কর্ম্মের দোষে দোষি ক'রনা ঈশানী ॥ (১১৬

ঝাঁঝিট—পোস্তা ।

কে বলে গো কালী কোথা ।
মা থেকে সর্ব্বঘটে, বিহার করেন যথা তথা ॥
মাকে দেখ্‌তে চাইলে পরে, মা দেখা দেন যে ধরে পরে ;
মা সদাই ভ্রান্ত জীবের তরে, কভু সাজেন পিতা কভু মাতা ॥
মা আমার সর্ব্বরূপা একাধারে, তাঁর লীলা কে বুঝিতে পারে ,
আজ ভ্রান্ত হয়ে খেলার ঘরে, সদাই কেবল পাস্‌রে ব্যথা ॥
অন্ধ জীবের বাড়লে সন্ধ, কেবল রূপ লয়ে যে করে দ্বন্দ্ব ;
সে বোঝে না কি ভাল মন্দ, কেবল আনন্দেতে মজে হেথা ॥

ললিত বলে ডাকার মত, ডাক্‌রে মন তুই অবিরত ;
তখন পাবি মাকে মনের মত, আর ছেড়ে দে না বাজে কথা ॥ (১১৭)

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

মা আছেন যে সর্ব্ব ঘটে।
ও মন দেখ্‌না সকল ঘটে পটে ॥
সবাই মায়ায় বাঁধা জাত ভিখারী, সঙ্গে দেহের ছটা অরি ;
হেথা শিক্ষার মত কর্ম্মকরি, বাঁধা পড়ছি আটে কাটে ॥
সংসারে সব আপন জেনে, মন ধরা দিলি সঙ্গোপনে ;
সদা কর্ম্ম ফলে লক্ষ্য কেনে, কিসে আছে কি সব দেখ্‌না ঘেঁটে ॥
খেলার ঘরে পুতুল খেলা, এই করে কি যাবে বেলা ;
আর ভুলে যা মন মায়ার ছলা, মায়ের চরণ পদ্ম ধরনা এঁটে ॥
হেথা ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম ভুলে, মা মা ব'লে ডাকলে ছেলে ;
ওরে মা এসে যে লয়ে কোলে, রক্ষা করবেন এ সঙ্কট ॥
লক্ষ্য রাখবি মায়ের পদে, আপদে কি সম্পদে পদে,
ললিত দেখে শুনে পদে পদে, সব মায়া মোহ দে না কেটে ॥ (১১৮)

ললিত বিভাস—ঝাপতাল।

একবার হৃদয় মন্দিরে তারা নাচ মা নটবরবেশে।
প্রাণ ভরে মা ওরূপ হেরি তোর ঐ পদতলে ব'সে ॥
অসি ছেড়ে বাঁশী ধর মা বনমালা গলদেশে,
একবার নৃকর বসন ছেড়ে মা সাজ্‌না পীতাম্বর বেশে,

রণ মাঝে নাচিল কালী আসবের আবেশে,
একবার বনমাঝে বনমালী হয়ে মাগো দেখা এসে ॥
চরণে নপুর ধ্বনি শুনি মাগো শ্রবণে,
সখী সবে লয়ে লীলা কর মা কমল কাননে,
আনন্দে আনন্দময়ী নাচ হৃদয় আসনে,
এসে মহারাস কর প্রকাশ আর রেখো না মা আশার আশে ॥
রুধির মুছে আবিরেতে দেহ কর রঞ্জিত,
তুলসী চন্দনে ও পদ হবে মাগো পূজিত ;
জবা বিল্বদল সহ ও চরণ হলে ভূষিত,
যত ভ্রান্ত জীবের ভ্রান্তি দূর হবে মাগো অনায়াসে ॥
শ্রীরাধা দাঁড়াবে বামে একবার দেখি মাগো নয়নে,
ঐ যুগল শক্তির হলে মিলন বসব যুগল চরণে,
কর্ম্ম যে অসাধ্য তারা কর্ম্ম করি কেমনে,
আর কারণ-জলে কারণ হ'য়ে কত মাগো বেড়াই ভেসে ॥
মনের আশা দুরাশা মা হইয়া আমি পতিত,
ও মা কাল ভয়ে কাতর হ'য়ে ডাকি তোমায় সতত,
এই মোহনে মোহিত করে আর রেখো না মা অবিরত,
একবার কালাকালী একাধারে দেখাও মা হৃদাকাশে ॥ (১১৯)

রামকেলী—একতালা।

সদানন্দপুরে, শিরে সহস্রারে, সদা আনন্দ রূপিণী তারা আছেন ঘরে।
সে ঘরের নব দ্বার মুক্ত, গুহ্য অভিব্যক্ত, পদ্মাকারে ভক্ত পেতেছে তাঁরে
ঝরে অমৃতের ধারা, সর্ব্ব দুঃখহরা,
সদা যোগীজন যারা, পান করিছে তারে।
পেয়ে মন তার তত্ত্ব, হইয়া উন্মত্ত, পরম তত্ত্ব নিত্য আছে হৃদয়ে ধরে ॥

তারা হইয়া সশিব, সবে দেন শিব,
তিনি একাধারে সব আছেন ঘেরে।
তাঁকে যোগে ও বিয়োগে, পাবে সর্ব্ব আগে,
ডুবে সংসারেতে ভোগে, কে ধরিতে পারে ॥
তার নাই যে ঘর ও পর, সকল ঘরই ঘর,
আছেন ঘরে পরে ঘর আপনি ক'রে।
যার মনে বাড়ে বাদ, সে ঘটায় যে প্রমাদ,
তার মনের বিবাদ দুর সদা করিতে হারে ॥
মন সংসার ছলনা, দেখিয়া ভুলোনা,
হেথা যত সব তাড়না হয় মায়ার ঘোরে।
তাই দেখিয়া স্বপন, ভাবিছে মোহন,
আজ কেমনে এ বন্ধন কাটিবে জোরে ॥ (১২০)

ঝিঝিট—একতালা।

কমলের বনে কমল আসনে বিরাজেন কমলবাসিনী।
সদা কমলে কমলে যুগলের ছলে, আনন্দে ভ্রমেন আপনি ॥
কভু যোগাসনে যোগে হইয়া মগনা কভু রিপু বিনাশিতে হলেন নগনা,
যদি ও পদেতে স্থান করার বাসনা, হৃদে হের কাল কামিনী ॥
পঞ্চাকারে পঞ্চ রূপের সাধন, ষড় গুণে ষট্ কমল সৃজন,
এই ত্রিজগতে যত কার্য্য ও কারণ, সকলি সেই ভব ভামিনী ॥
কর্ম্মফল ও কর্ম্ম সকলই শিবে, সৃজন ও পালন করেন সবে,
অন্তকাল জীবের আসিবে যবে, হন কালাকালের কত্রি শিবাণী ॥
জন্ম হলে জীবের জননী জঠরে, লালন ও পালন জননীর করে,
সেই জননী বিনা কে রাখিতে পারে, যিনি ভব ভয়ে ভয় হারিণী ॥

সেই মহাশক্তির শক্তি হইলে প্রকাশ, কালভয় জীবের হইবে নাশ,
তখন রবেনা রে মন শমন ত্রাস, হৃদে উদয় হবেন এসে জননী॥
মিছে কেন কর্ম্ম কররে সাধন, কর্ম্মফল জীবের সংসার বন্ধন,
বিপদে সম্পদে ভেবো সদা মন, সর্ব্ব মূলাধার আছেন ঈশানী॥
এই শেষের খেলা ভবে হইলে ভঙ্গ, কিসে পাবে মায়ের চরণ সঙ্গ,
শেষে তরিতে ললিত ভব তরঙ্গ, ভাব সদা মায়ের ঐ চরণ দুখানি॥

(১২১)

সুরট-মল্লার—ঝাঁপতাল।

মন মোহন মন রঞ্জন, নবীন নীরদ বরণ হে।
সদা তব শ্রীচরণ তারণ কারণ পতিতপাবন হয়েছে হে॥
কিবা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গে শোভিছে অঙ্গ, বহিতেছে যেন মায়া তরঙ্গ,
কভু করে অপাঙ্গ কভু ভ্রুভঙ্গ, ঐ রূপ হেরে জগৎ ভুলেছে হে॥
কিবা কটি তটে ধৃত পীত বসন, ঐ কালা কাল রূপে কাল দমন,
ধরিয়া জীবন করিলে স্মরণ, জীব অভয় পায় আতঙ্কে হে :—
কিবা অপরূপ শোভা গলে বনমালা, সদা মুখে মৃদু হাসি চিকণ কালা,
ঐ নয়ন হেরিয়া গোপের বালা, সদা কাতর হয় অনঙ্গে হে॥
কিবা নয়নে নয়নে নয়ন ঠার, হৃদয়ের যত হরে বিকার,
হরিতে ভুভার এই প্রতিকার, যেন জড়িত জীবের সঙ্গে হে :—
করেতে বাঁশরী বলিছে রাধা, ঐ রাধানাম সদা বদনে সাধা,
দূরে যায় যত মনের বাধা, আছেন ত্রিভঙ্গিম ঠামে রঙ্গে হে॥
ললাটেতে কিবা শোভিছে তিলক, অপরূপ শোভা অলকালোক,
বদন আলোক হেরিতে বালক যেন বিজলী খেলিছে অঙ্গে হে :—
ওরূপ হেরিয়া বাড়িছে আশ, হরণ করিছে মনের ত্রাস,
এই দীন ললিত ও পদে দাস, যেন থাকে এ জীবনে মরণে হে॥ (১২২)

আলেয়া—একতালা।

কিবা তিমির বরণা, অপরূপ বামা, হৃদি পদ্মাসনে দাঁড়ায়ে রয়েছে।
সদা অন্তরে বাহিরে, অন্ধকারে ঘেরে, তম বিনাশিতে ও রূপ ধরেছে॥
শ্রান্ত হ'য়ে জীব মানস বিকারে, ভ্রান্ত হয়ে সদা আছে অহঙ্কারে,
তার কিবা প্রতিকার কেবা তাহা করে, কর্ম্মের বশে এই আঁধারে ভ্রমিছে॥
কাম্য ও কামনা হলে একাকার, সাধ্য ও সাধনা রবেনা যে আর,
সদা পঞ্চ ভাবে পঞ্চ থাকিলে আধার, নির্ব্বিকার কেবা আপনি হতেছে॥
জ্ঞানে ও অজ্ঞানে থাকিলে কামনা, আত্মজ্ঞান লাভ কখন হবেনা,
অবশেষে পেয়ে জঠর যাতনা, কালের তাড়নায় স্বকর্ম্ম ভুলেছে॥
সদা আদি অন্তহীন তমোময়ী তারা, সকলের অন্তরে আছেন সাকারা,
ভ্রমে পড়ে তাঁকে ভেবে নিরাকারা, আকারের বিকার আপনি বাড়িছে॥
অহং জ্ঞান হীন হবে যেই দিন, সেই দিনে যাবে ভব কর্ম্মঋণ,
এই কলিত দুর্ম্মতি হয়ে গতি হীন, ঐ তিমির বরণার চরণ ভুলেছে।

(১২৩)

ঝিঝিট—একতালা।

যে দিন আসিবে কৃতান্ত, হবে মা প্রাণান্ত,
সে দিন জ্ঞানান্ত যেন মা ক'রোনা।
মা তোমায় ডাকিতে ডাকিতে, পারি যেন যেতে,
সেই শেষেতে যেন মা ভুলনা॥
তোমার হ'য়ে আজ্ঞাকারী, হ'য়েছি সংসারী,
দিনে দিনে যত দিনের কর্ম্ম করি, মা গো—
শেষের দিনের তরে ও পদ ভিখারী, আমি করিনা মা অন্য কামনা॥
আসিতে যাইতে হয় মা বারে বার, তা হতে মা তুমি করিবে নিস্তার,
তাই করিতে মা আমি তার প্রতিকার, সদা করি দুর্গা নামের সাধনা॥

কালের শাসনের নাই মা কালাকাল, যখন ইচ্ছা তখন ধরে এসে কাল,
তার কাছে সমান সকাল ও বিকাল, শেষে ধরে লয়ে করে তাড়না॥
সেই কালাকাল কর্ত্রী তুমি জগদ্ধাত্রী, সর্ব্ব ভয়ে তুমি মা অভয় দাত্রী,
যখন পারের ঘাটে হব পারের যাত্রী, তখন ক'রোনা মা যেন ছলনা॥
ভব ভয় হরা জগৎ জননী, জ্ঞানে ও অজ্ঞানে তুমি নিস্তারিণী,
কবে এ দীন সন্নিকটে আসিয়া আপনি, কোলে তুলে লবে বলনা॥ (১২৪)

বাউল।

এই ভাব সাগরে ভাবের মেলা দেখ্‌বি যদি আয়।
ও মন যেতে তোকে হবে পারে ক্রমে দিন যে যায়॥
ভাবে ভাবের অভাব, এই জগতের স্বভাব,
সদা কর্ম্মবশে ভ্রান্ত যে জীব পায়না পরম ভাব;
সব ভাবে ভাবে ভাব মিলায়ে দেখ্‌তে কে আর চায়॥
ভাবের উঠ্‌ছে তরঙ্গ, কত হচ্ছে তায় রঙ্গ,
কোন ভাবের মধ্যে পড়্‌লে জীবের বাড়ছে আতঙ্ক;
হেথা রঙ্গ রসের রং তামাসায় বাড়ছে বিষম দায়॥
সবাই স্বভাবে ভোলা, তাই করে সব ছলা,
সদা আপন ভাবে আপনি মত্ত প্রধান এই জ্বালা;
তাই খেলার ঘরে পুতুল খেলে মন বোঝেনা হায়॥
এই ভাবের সাগরে, সবাই বেড়াচ্ছে ঘুরে,
যে জন ভাবের পারে যাচ্ছে তারে সেই যে মন তরে;
নইলে মায়ায় বাঁধা পাচ্ছে বাধা ডুবে মরছে তায়॥

ললিত দিন যে যায় কেটে, সূর্য্য বস্‌ছে তোর পাটে,
সদা মায়ের চরণ ভেবে এখন ধরনা রে ছুটে ;
কবে মা মা ব'লে মায়ের ছেলে উঠবি পারের নায় ॥ (১২৫)

বেহাগ—একতালা।

মা আমার ভিক্ষা সামান্য।
আমার শেষের দিনেতে, তোমায় ডাকিতে ডাকিতে,
পারি যেন যেতে, চাহিনা অন্য ॥
তুমি মা কৃপায়, ক'রো শেষ্ উপায়, রেখো রাঙ্গাপায় এই শরণ্য।
সদা জ্ঞানে ও অজ্ঞানে, বাঁধা কর্ম্ম ঋণে, তাই ভেবে সদা মা গো হতেছি ক্ষুণ্ণ ॥
মা গো বাড়িলে দুরাশা, হয় সর্ব্ব কর্ম্মনাশা, এই সংসারের আশা অতি জঘন্য।
মা সব ভুলিয়া কামনা, করিব সাধনা, এত কি আমার আছে মা পুণ্য ॥
আমি যাতায়াত ক'রে, এ ঘোর সংসারে, নিজ দোষে নিজে হ'তেছি দৈন্য।
দেখে করুণা নয়নে, রাখ এই দীনে, নইলে কি করে এ মায়া করিব ছিন্ন ॥
হেথা পঞ্চাকারে পঞ্চ, ঘেরে আছে পঞ্চ, এই মায়া প্রপঞ্চ সকলি শূন্য।
মা তুমি হয়ে একাকার, কর প্রতিকার, শেষে বাড়িলে বিকার হব জঘন্য ॥
ওমা ভব ভয় হরা, সর্ব্বময়ী তারা, সদা কাতর আমি কাল ভয়ের জন্য।
আমার কি হবে জননী, ওমা ত্রিগুণ ধারিণী,
এই ললিত কি হবে শেষ্ ও চরণে গণ্য ॥ (১২৬)

বেহাগ—একতালা।

কেন ভুলাও মা রঙ্গে।
এই মায়ার বন্ধন, আমার কাটিবে যখন,
সেই শেষেতে তখন, কে রবে মা সঙ্গে ॥

যে দিনেতে মা আমি হব শব, এই বিষয় বৈভব কোথা রবে সব ;
ওমা আপনার জনে লবে মাগো সব,
সে দিন একা যাব ভেসে এই ভব তরঙ্গে ॥
একা মা এসেছি একা যাব ফিরে,
আমার কাল পূর্ণ হ'লে কে রাখিবে মা ধরে ;
তখন আপনার ব'লে পাব মা কাহারে,
কেবল স্বকর্ম্মের ফল যাবে মা সঙ্গে ॥
পড়ে মায়া কুহকেতে স্বকর্ম্ম সাধনা,
এ জীবনেতে তারা হ'লনা হবেনা ;
হেথা দুরাশা প্রবল রয়েছে কামনা
তাই কাঁপে মা এ প্রাণ সদা আতঙ্কে ॥
দিনে দিনে আমার বাড়িছে মা ঋণ,
হ'য়ে আছি শিবে ভব-কর্ম্মাধীন ;
তাই স্বকর্ম্ম দোষেতে হয়ে আমি হীন,
ভাবি কি হবে মা আমার এই স্বপ্নের ভঙ্গে ॥
একবার সগুণা হয়ে মা এস সহস্রারে,
যুগল রূপে মাগো হেরিব তোমারে ;
এই দীন ললিত তোমায় ডাকিছে কাতরে
এবার রক্ষা কর তারে হেরে অপাঙ্গে ॥ (১২৭)

ঝিঁঝিট—একতালা।

ক্রমে নিকটে এখন, আসিছে শমন, তবু মায়ার বন্ধন গেলনা।
শেষে হইয়া ভ্রান্ত, হবে জ্ঞানান্ত, তখন কৃতান্ত দেবে মা যাতনা ॥
হইয়া সংসারী, হয়েছি ভিখারী, পরাধীন হয়ে যত কর্ম্মকরি ;
আর সহেনা শঙ্করী, উপায় কি করি, কৃপা করে একবার বলনা ॥

ওমা না বুঝে মর্ম্ম করি যে কর্ম্ম, তমো বশে কৈ দেখি ধর্ম্মাধর্ম্ম ;
অহঙ্কারে পড়ে ভু'লেছি স্বধর্ম্ম, তাই হতেছে মা এত তাড়না ॥
অমানিশা হেরে হতেছি পতিত, ষড়্‌রিপু প্রবল নহে প্রতিহত ;
হয়ে কালভয়ে ভীত হ'ল মা দিন গত, আর হ'লনা হবেনা সাধনা।
হয়ে জ্ঞানহীন হয়েছি যে হীন, কিসে মা কাটিবে এই ভব কর্ম্ম ঋণ ;
ক্রমে গেল যে মা দিন, এখন উপায় বিহীন, আর করোনা মা দীনে ছলনা ॥
ওমা যদিও ললিতে রেখেছ সম্পদে,
সে যে আশ্রিত ও পদে আপদে বিপদে ;
ওমা স্নেহের বশে লক্ষ্য রেখ পদে পদে, আর নাই তার মা অন্য কামনা ॥

(১২৮)

বাউল।

বিজন বনে বাজ্‌লে বাঁশী প্রাণ কেমন করে।
সদাই রাধা রাধা ব'লে বাঁশী ডাকে আদরে ॥
যখন যাইগো যমুনায়, তখন পড়ি বিষম দায়,
ঐ বনের মাঝে বাঁশী ডাকে আয়রে সবাই আয় ;
অম্নি ভেবে মরি, ফিরতে নারি, প্রাণ সেই দিকে ধায় কাতরে ॥
ঘরে শাশুড়ি বৈরী, আবার ননদি অরি,
সেই কাল রূপে মন যে পাগল বল সই কি করি ;
আমার ঘরে বাইরে সমান শাসন পুড়ে মলাম অন্তরে ॥
বনে করতে গো খেলা, কভু কালী হন কালা,
তখন পদতলে শব ছলে পড়েন যে ভোলা ;
প'রে হাড়ের মালা, করেন ছলা, দেখে পড়ি আমি ফাঁপরে ॥
কালা করে কত ছল, তার উপায় কি সই বল,
তার বাঁশীর রবে কে ঘরে রবে সবাই হয় পাগল ;
তাই মোহন বলে সবাই ভুলে ঘোরে মনের বিকারে ॥ (১২৯)

বাউল।

হরি নামের ভেলা বাধনা ভোলা নইলে পার হবি কিসে।
সাম্নে বিষম সাগর আছে যে তোর, আর থাকিস্‌না ব'সে॥
ভবের দেখে তরঙ্গ, তোর বাড়ছে আতঙ্ক,
আর সব ছেড়ে মন করনা এখন মহাজন সঙ্গ;
শেষে রঙ্গ রসে গেলে ভেসে চ'লে যাবি কোন দেশে॥
করলে হরির সাধনা, তোকে শমন ছোঁবেনা,
হৃদে তাঁর ত্রিভঙ্গিম বাঁকা রূপ করনা ধারনা;
একবার মন ও প্রাণ দুই ঐক্য ক'রে বল্‌না হরি আবেশে॥
ওরে হরেকৃষ্ণ নাম, ব'সে বলনা অবিরাম,
তোর দিনের দুঃখ কাটবে দিনে পাবিরে আরাম;
এখন মায়ায় বাঁধা সদাই ধাঁধা তার করলি কি নিসে॥
আছে যত পরিজন, কে তোর হবে রে আপন,
সব ভাই বন্ধু দারা সুত এই সংসারের স্বপন:
সেই স্বপন দেখে ভুল্‌লে চোকে লাগবে যে দিশে॥
দিয়ে ধনের উপমা, ভাবিস্ নাই যে তার সীমা,
সেই শেষের দিনে কোথায় রবে তোর সে সব গরিমা;
ওরে সব যে সীমায় যাবে শমন ধরলে তোয় এসে॥
ধনে কিছুই হবেনা, সে তোয় রাখ্‌তে পারবেনা,
এই দিন ফুরালে আপন ব'লে কাকেও পাবিনা;
এত ধন ও জন আর পরিজন তোর হারাবি সব সেই শেষে॥
বল হরি হরি বোল, ছেড়ে ভবের গণ্ডগোল,
হরি নামের সাধন ভুল্‌লে মোহন দেখবি সকল গোল;
সেই শেষের দিনে পড়লে টানে যাবি অকূলে ভেসে॥ (১৩০)

বাউল।

মন ভবপারে যেতে কি তোয় হবে না।
তোর চিরদিন কি এম্নি যাবে ভেবে কি তাও দেখ্‌লি না॥
তোর এই সুখের সংসারে, আছিস্ অনেক আদরে,
তোর মুখের কাছে ক্ষীর ননী সর দিচ্ছে আজ ধ'রে ;
শেষে সেই মুখ তারাই পুড়িয়ে দেবে মায়া কিছুই করবে না॥
যাদের ভাব্‌ছিস্ মন আপন, তারা করছে আজ যতন,
ওরে তাদের পেয়ে ভুলে কত দেখছিস মন স্বপন ;
কিন্তু শেষে তারাই সব নেবে তোর সঙ্গে কিছুই রাখ্‌বে না॥
যখন তুই হবিরে মন শব, তখন তোর কেড়ে নেবে সব,
কেবল পাবিরে তুই ছুচির বসন তাই হবে তোর সব :
চ'ড়ে বাঁশের দোলায় পাবি বিদায় ঘৃণায় কেউ যে ছোঁবেনা॥
তখন থাকবে তোর সম্বল, ওরে আপন কর্ম্মফল,
হেথা যেমন কর্ম্ম করবি শেষে তেম্নি পাবি বল ;
এখন পাঁচের ছলে থাকলে ভুলে শেষে পাবি যাতনা॥
মন ডাক হরি ব'লে, আর থাকিস্ না ভুলে,
দেখ্ সেই ত্রিভঙ্গিম বাঁকা রূপ হৃদয় কমলে ;
ওরে হরি ময় এই দেখলে জগৎ পূর্ণ হবে সাধনা॥
ললিত দেখে সব রঙ্গ, তোর বাড়্‌ছে আতঙ্গ,
আছে আসা যাওয়া চিরদিন সেটা ভবের তরঙ্গ ;
মিছে রঙ্গ রসে বাস্‌না ভেসে কর্‌না হরির সাধনা॥ (১৩১)

বাউল।

যে আশার আশায় এলাম ভবে মা সেটা মিছে যে হ'ল।
হেথা বাজে কাজে সং সেজে মা এমন দিন যে সব ফুরাল

পেয়ে চৌদ্দ পোয়া ঘর, তাতে ঢুক্‌ল আপন পর,
ওমা সবাই মিলে গোল বাধালে সে ঘরে কি নির্ভর।
আমি এলাম যেমন যাব তেমন কেবল মিছে কটা দিন গেল॥
আমার জনম হ'তে, ঘুরে মলাম মা এতে,
আজও স্থির হ'য়ে মা বসব বারেক কত বাধা যে তাতে।
কেবল মায়ার ঘোরে ঘুরে ফিরে মনের সকল ভুল হ'ল॥
মনের আছে বাসনা, করবে মা তোর সাধনা,
কিন্তু কাজে কাজে সব ভুলে মন সেটা করতে পারলেনা।
আছে বিষম যে দায় শেষের উপায় কি হবে মা তাই বল॥
মন পেয়েছে সংসার, তার বেড়েছে বিকার,
এখন এমন উপায় নাই কিছু মা যে পাবে সে নিস্তার।
আজও সেই মায়াতে সংসার পেতে মন যে সদাই হয় ভুলো॥
ক্রমে গেল যে মা দিন, বাকি রইল ভবের ঋণ,
এইবার কাল এসে যে ধ'রে নিয়ে যাবে মা কোন দিন।
শেষে কালের শাসন খেলে মোহন তোর কি মাগো হয় ভাল॥ (১৩১)

সাহানা—দং।

মা তোর নামেতে বিপদ হরে, এই কথা যে সদাই শুনি।
তবে কি দোষে এ সংসারেতে, এত বিড়ম্বনা হয় ঈশানী॥
তিনটী ছিল দুটী গেল, সংসার লয়ে মন ভুলিল,
মা মা ব'লে ডেকে মা তোর এই কিমা তার ফল ফলিল;
যে এসেছিল চলে গেল কাল পেয়ে মা কাল হরিল,
তবু কালে কালে কালের ছলায় বুঝ্‌তে কি সব দেয় তখনি॥
মা ডাকাডাকি হল ফাঁকি, আরও কি মা আছে বাকি,
সব কথা মা বুঝ্‌তে পারি একবার হলে চোখোচখি;
সংসারে সংসারী ক'রে সব দিকে মা দিলি ফাঁকি,
একবার প্রাণভরে যে ডাকব তোরে তাতেও বাধা পাই আপনি॥

ফলের আশায় কর্ম্ম ক'রে ফল ফলে তার বিপরীত,
জ্ঞানে ও অজ্ঞানে তারা হই মা সদাই প্রতিহত ;
তথাপি মা সকল ভুলে হ'য়ে আছি তোর পদাশ্রিত,
আমার আর কত দিন, আছে মা ঋণ, একবার ব'লে আমায় দে শিবাণী ॥
যে গেল সে চলে গেল তার মায়া কি আছে তারা,
আমরা মিছে মায়ার বদ্ধ হয়ে ভেবে ভেবে হই মা সারা ;
তোর খেলা কে বুঝবে মাগো কখন কি তুই ধরিস ধারা,
তোর মনের মতন হলে তবে মা কোলে করে নিস্ তারিণী ॥
তুই কিগুণে মোহিত করে রেখেছিস্ মা এ সংসার,
হেথা আমরা যে মা সদাই ভ্রান্ত কর্‌ব কি তার প্রতিকার ;
তোর ললিতে ভুলায়ে শিবে ফল কি মা ... পাবি তার,
একবার আদি অন্ত মিলন ক'রে দেখিয়ে তাকে দে জননী ॥ (১৩৭)

ঝিঁঝিট—যৎ।

আর কত দিনে বল মা তারা, তোমার কাছে আমি যাব।
হেথা দুঃখে সুখে দিন কাটায়ে, তোমার চরণতলে স্থান কি পাব ॥
ক্রমে ক্রমে গেল মা দিন, বেড়ে গেছে এ ভবের ঋণ ;
এখন হয়েছি মা উপায় বিহীন, আর কত মা আমি সব ॥
সদা সঙ্গদোষে দিশেহারা, ষড়রিপু প্রবল তারা ;
আমার কি হবে তাই ভাবি তারা, এ দুঃখ মা কাকে কব ॥
হেথা ক'রে মা এই ভবের খেলা, কি ক'রে তোমার বুঝব্ ছলা ;
ওমা দিনে দিনে বাড়ছে জ্বালা, আর কেমন করে মন বুঝাব ॥
হেথা মায়াতে মা আছি বাঁধা, চক্ষে সদাই লাগছে ধাঁধা :
আমি সব দিকে মা পেয়ে বাধা, ভাবছি কিসে বাধা সব কাটাব ॥
ওমা কাটিয়ে দাও এই মায়ার ঘোর, তোমার ললিতকে আজ দাও মা জোর ;
সে ভাবছে এখন আছে কি জোর, যে জোরে তোমার চরণ পাব ॥ (১৩৮)

ঝিঁঝিট—যৎ।

হেথা কে বোঝে মা তোর কি খেলা, যে খেলাতে জগৎ ভোলা।
তুই মা ঘরে বাইরে গুপ্ত ভাবে, কত রকম করিস খেলা॥
কখন মা সঙ্গোপনে কর্ম্মফলে বাঁধিস্ টেনে;
আবার কখন মা ধরে এনে, দেখাস্ কেমন মায়ার ছলা॥
ওমা কোথা হতে এলাম হেথা, আবার আমি যাব কোথা;
সেটা ভাব্‌লে মনে পাই যে ব্যথা, আর যে ফুরিয়ে আস্‌ছে আমার বেলা॥
মা মা ব'লে মনের মত, ডাকি মা তোয় অবিরত;
তার ফল ফলে মা কালোচিত, সে ডাক শুনে তুই সাজিস্ কালা।
অন্ধকারে ঘুরে ফিরে, খুঁজে আমি বেড়াই কারে;
মন না দেখ্‌লে কি বুঝ্‌তে পারে, তুই দেখা দিস্‌না এই ত জ্বালা॥
ওমা ললিতের কাল নিকট হ'লে, থাকিস্ না মা তাকে ভুলে;
তখন কালকে বলিস সে তোর ছেলে, তবে ভাঙ্গবে মা সেই কালের ছলা॥

(১৩৫)

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

মা তোমার নাম গেয়ে দিন কাটাই তারা।
আমায় ক'রোনা মা নয়ন হারা॥
আমি জানিনা সাধনা কিম্বা আরাধনা,
কর্ম্মফলে আমার নাহি মা কামনা;
আমি মা মা ব'লে ডাকি, করি বকাবকি,
পূজা করি দিয়ে নয়নের ধারা॥
জন্ম হতে কর্ম্ম করি মা কেবল,
তোমার নাম গুণগান আমার সম্বল;
তবু ক'রে কত ছল, কর মা বিহ্বল,
দিবা নিশি কর শ্রমেতে সারা॥

কালভয়ে কাতর হয়ে মা সতত,
তোমাকে মা আমি ডাকি অবিরত ;
আমায় কি দোষে পতিত, করিলে মা এত,
কেন বেঁধেছ দিয়ে মা মায়ার ঘেরা ॥
এ দীন দুর্ম্মতি সর্ব্ব জ্ঞান হীন,
কেবল বাড়িছে যে তার ভব কর্ম্ম ঋণ ;
মা তুমি হ'লে উদাসীন আমি উপায় বিহীন,
এখন ধর্‌তে গেলে তুমি হও নিরাকারা ॥
কবে মা ললিতের যাবে অশান্তি,
তোমার পদাশ্রয়ে গিয়ে পাবে মা শান্তি ;
দূর কর মা ভ্রান্তি যাক্‌ মা শ্রান্তি,
তার নয়নেতে দাও তার নয়ন তারা ॥ (১৩৬)

বেহাগ—একতালা।

কেবা কার জগতে।
হেথা এসেছ যে ভাবে, যাবে সেই ভাবে,
কেবল বাঁধা এই ভবে আছ মায়াতে ॥
জন্ম হ'তে কর্ম্ম করিছ কেবল, তাই কর্ম্মফল জীবের হতেছে সম্বল,
আর কিছু নাহি বল, আছে মিছে মায়া ছল, মন ভুলে রয় যাহাতে
ভ্রান্ত জীব ভ্রান্ত হইয়া সতত,
বিপথেতে গিয়ে ভ্রমে অবিরত,
কভু হইয়া মোহিত হতেছে পতিত,
তবু পারে না বুঝিতে ॥

আদি অন্তে সবে থাকে নিরাকার,
কিছু দিনের তরে মধ্যে হয় সাকার,
এই আকারের বিকার বোঝা হয় ভার,
কেহ পায় না দেখিতে ॥

সংসার বন্ধনে দেখিয়া স্বপন,
সকলেরে সবে ভাবিছে আপন,
হেথা ভ্রান্ত হলে মন মায়ার কূজন,
আসে যে ভোলাতে ॥

কর্ম্ম বশে জীব হ'য়ে জ্ঞান হীন,
আপনা আপনি হতেছে যে হীন,
এই মোহন অতি দীন, গেল তার দিন,
কাঁদিতে কাঁদিতে ॥ (১৩৭)

আলেয়া—একতালা।

মন কেনরে হলে অশান্ত, একবার ভাব নাকি শেষে আছে কৃতান্ত ;
দেখ যে দিনেতে তোমার হবে প্রাণান্ত, সেই দিনে এসে ধরিবে তখনি ॥

কর্ম্মে বাধ্য হয়ে ভ্রমিছ জগতে, আপন ব'লে লক্ষ করিছ সবেতে ;
এখন মায়ার বশেতে পড়েছ ভ্রমেতে,
সেই শেষের দিনে সকল ছাড়িবে আপনি ॥

একবার দেখিলে না মন কেবা হেথা কার,
কেবল ভ্রান্ত হয়ে তোমার বাড়িছে বিকার ;
এ দিন ফুরালে তার কি হবে প্রতিকার,
কি ভেবেছ ও মন বলনা শুন ॥

জন্ম হতে আছ সংসারে বদ্ধ,
স্বপথ ও সুপথ ক্রমে হতেছে রুদ্ধ ;
তোমার স্বকর্ম্মের ফল হয়ে বিরুদ্ধ,
তোমার জ্ঞানে ত অজ্ঞানে ডুবাবে এখনি ॥
মনরে পেয়েছ অনেক জঠর যাতনা,
বারে বারে কত সয়েছ তাড়না ;
তথাপি জননীর হল না করুণা,
যদিও নাম তাঁর ত্রিতাপ হারিণী ॥
একবার ছেড়ে মন ভবের সকল কামনা,
কর দেখি দুর্গা নামের সাধনা ;
তোমার সঙ্গে নিতে এই ললিতে ভুলনা,
কেবল ভাব মন মায়ের চরণ দুখানি ॥ (১৩৮)

বেহাগ—একতালা।

মা শেষে সকলি শূন্য।
ওমা যা দেখি জগতে, কিছুই রবেনা শেষেতে,
সেই সে দিনেতে কিছুই হবেনা গণ্য ॥
এই সংসারে এনে মা করেছ সংসারী,
মায়ার বশে শিবে হলাম ভিখারী ;
হয়ে তোমার আজ্ঞাকারী ওমা যত কর্ম্ম করি,
তবু কর্ম্মফলে ফল কেন ফলে বিভিন্ন ॥
হেথা পঞ্চভাব আছে পৃথক ভাবেতে,
তুমি ত্রিগুণেতে মিলন করেছ একেতে ;
ওমা সমান ভাবেতে, সব রেখে এই জগতে,
শেষ মায়ার বন্ধন সব কর মা ছিন্ন ॥

এ দিন ফুরালে মা কেহ নয় আপন,
হেথায় এসে কেবল দেখি যে স্বপন .
একবার কাটিলে বন্ধন কেহ করে কি স্মরণ,
কেবল ভ্রমে পড়ে জীবন হয় জঘন্য ॥

আত্ম সবে শেষে হয়ে মা গো অরি,
কেড়ে লবে সব যা ছিল আমারি ;
শেষে সাজায়ে ভিখারী দেয় মা বিদায় করি,
তবে এত ভ্রান্ত কর কিসের জন্য ॥

এই সংসারেতে কিছু না দেখে উপায়,
ললিত সদা মাগো ডাকিছে তোমায় .
একবার কৃপা করে তায় রাখ রাঙ্গা পায়
সেই শেষের দিনে দেখো এই তোমার শরণ্য ॥ (১৩৯)

বাউল।

তুমি মুলুক জুড়ে কর্ম্ম করে, আজ পড়ে রাস্‌ছ শ্মশানে।
এখন বল দেখি ভাই তোমাকে আজ আপন ব'লে কে গণে ॥
ছিল সকলি তোমার এখন হয়েছ অসার
তোমার রূপ যৌবন চক্ষু সম্পদ নাই যে কিছু আর ;
এখন একলা পড়ে লক্ষ্য ক'রে, আছ শূন্যের পানে ॥
সবাই করে আজ ঘৃণা, তোমায় ছুঁতে যে মানা,
তুমি শব হয়ে সব হারিয়েছ ভাই শাস্ত্রে এই শোনা ;
এখন আপনার যা সব রইল কোথা সঙ্গে নিলে না কেনে ॥

যাদের করিয়া আপন কত দেখ্‌লে ভাই স্বপন,
একবার ভাব দেখি ভাই আপন মনে তারা কোথায় আজ এখন ;
তোমার সুখের ভাগী হয়ে তারা তোমায় ছাড়্‌লে এই স্থানে ॥
যখন কেটে সব মায়া, ছাড়্‌লে এই ভবের ছায়া,
তখন আপনার জনে এই শ্মশানে আন্‌লে তোমার পাঁচ ভূতের কায়া ;
এখন বন্ধু ভায়া পুত্র জায়া তোমায় দেখ্‌বে আর কেনে ॥
এসেছিলে ভাই একা পড়ে আছ আজ একা,
কেবল আপনার দশা না বুঝে শেষ সেজেছ বোকা ;
মিছে অহংকারে ভুললে সকল, এটা ভাব্‌লেনা মনে ॥
এখন দেখ্‌ছ সব শূন্য তুমি নিজেও যে শূন্য,
তুমি পাঁচের কর্ম্ম কর্‌তে গিয়ে কোথাও হলেনা গণ্য ;
কেবল পাপ ও পুণ্য করে খেলা রাখে সংসারে টেনে ॥
ললিত মরিস কি বকে আয় শিখে নে দেখে,
হেথা পর নিবে পর মাত্‌লে পাবে সবাই পড়বে যে ফাঁকে ;
সদাই বাজিয়ে বগল জয় হরিবোল বলনা প্রাণপনে। (১৩০)

মুলতান—একতালা।

কালী কুলাও মা কুল হয়েছি ব্যাকুল,
এই অকুল পাথারে পড়িয়ে।
আমার কি হবে জননী ও মা বিগুণ ধারিণী,
পাব অভয় কি ও চরণ পাইয়ে ॥
আমি জন্ম হতে কর্ম্ম করি মা এখন,
সেই কর্ম্মফলে সদা জ্বলিছে জীবন ;
তাই মা মা বলে আমি ডাকি সর্ব্বক্ষণ,
মিছে কি হবে মা কর্ম্ম করিয়ে ॥

ওমা এখানেতে আছি জন্ম জন্মান্তর,
এই ভবে মিছে জন্ম লয়েছি বিস্তর ;
এই সংসার কেবল মা দুঃখের আকর,
কেবল মায়াতে রাখে মা ধরিয়ে ॥
কিন্তু কে মা কার আপন মায়া করি কারে,
কেবল দেখিয়ে স্বপন মন ধরে যারে তারে ;
হেথা কেন মা এ ছল কে বুঝিতে পারে,
মিছে দিন কাটায় হেথা ঘুরিয়ে ॥
ওমা যে দিকেতে দেখি সকলই আঁধার,
এটা দিবা কি রজনী বুঝিব কি আর ;
কেবল দেখে শুনে মনের বাড়িছে বিকার,
তাই কাঁদে প্রাণ কাতর হইয়ে ॥
বেদ ও বেদান্ত, যন্ত্র, মন্ত্র, তন্ত্র,
কোন মতে কোথাও নহে মা স্বতন্ত্র ;
তুমি একা সর্ব্বরূপে হও মা ভক্ত পরতন্ত্র,
তোমায় চিন্তে কে পারে কেবল দেখিয়ে ॥
কর্ম্মে দ্বৈতবাদ তাই বাড়িছে বিবাদ,
কি যে আদি অন্ত কেহ জানে না সংবাদ ;
কেবল ভ্রান্ত হয়ে সবে করে প্রতিবাদ,
মিছে বাদাবাদি করে ভুলিয়ে ॥
ওমা কি যে ভাল মন্দ তার নাহি কিছু জ্ঞান,
এই ললিতের পক্ষে মা সকলি সমান ;
তোমার শ্রীচরণে তারে দাও মা গো স্থান,
আর দিও না মা শেষে ভাসায়ে ॥ (১৪০)

সিন্ধু-খাম্বাজ—যৎ।

এস মা আনন্দময়ী এই হৃদয় আসনে তারা।
আর এ ভব যাতনা সদা দিও না মা দুঃখহরা।
অকৃতী সন্তান ব'লে, থেকো না মা আমায় ভুলে;
আমার ভবের মা এই দিন ফুরালে পাই যেন মা স্নেহের ধারা।
আমি স্বকর্ম্ম দোষেতে শিবে আজ সদাই জ্বলে মলাম ভবে:
আমার শেষেতে মা কি যে হবে তাই ভেবে ভেবে হ'লাম সারা॥
হেথা মায়া হ'ল কর্ম্মের ছবি, করে সকল দিকে ধরাধরি;
আমায় বল মা তার কি উপায় করি আমি হয়েছি মা দিশেহারা॥
যে চিনেছে মা তোমায় জ্ঞানে, তার অশান্তি নাই এ জীবনে;
তোমার কৃপা বিনা মা কেমনে আমার ঘুচবে মা সব পাপের ভরা॥
তোমার ললিতে মোহিত ক'রে, আর রেখো না মা এ সংসারে;
যেন দিন ফুরালে নির্ব্বিবাদে তোমার চরণ তরী পাব মা তারা॥ (১

সিন্ধু খাম্বাজ—ঠুংরী।

আর আপনি যাবনা আমি তোমার কাছেতে ফিরে।
তুমি মায়াতে মা করে বদ্ধ ভুলায়ে রেখেছ সবে॥
এ দিন ফুরালে তারা কর সবে দিশেহারা।
তুমি সেজে আছ নিরাকারা তারে মা কি মন পারে॥
যে খেলা খেলিছ হেথা, বল মা তার সীমা কোথা,
মা গো দিয়ে এত প্রাণে ব্যথা তোমার কি মা সুখ হবে॥
সন্তানে ডাকিলে পরে, মা এসে কোলেতে করে;
মা তোমাকে ডেকে কাতরে দুঃখ কেবল বাড়ে হবে॥

একি মা গো তোমার খেলা কেন এত কর ছলা ;
তুমি দেখ্‌বে না মা থাক্‌তে বেলা এইটী মা বুঝেছি ভেবে ॥
তোমার নাম গেয়ে মা এ দীন মোহন, একা বসে আছে এখন ;
যে দিন আপনি এসে কর্‌বে আপন সেই দিনে তার দুঃখ যাবে ॥

(১৪৩)

বিভাস—কাওয়ালী।

হের আসব আবেশে কে ঐ শবের উপরে।
কিবা মুণ্ডমালা ঐ গলে বালা রয়েছে প'রে ॥
বামা হ'য়ে রণ-রঙ্গিনী, সঙ্গে নাচে সত সঙ্গিনী—
অট্ট অট্ট হাসি অধরে।
হের অসি মুণ্ড বরাভয় রয়েছে করে ॥
ঐ চরণ যুগল প্রভা, জবা বিল্বদল শোভা,
কিবা ত্রিভঙ্গেতে নাচে সমরে।
সদা রসাতল টলমল ও পদ ভরে ॥
নৃকর বসন পরা, অঙ্গেতে রুধির ধারা,
পদে পদে নাশে অসুরে।
ওরূপেতে সদা মন মোহিত করে ॥
শিশু শশী শোভে ভালে, নয়নে চপলা খেলে,
শোভে নীলমণি মণির আকারে।
সদা দিক অন্ধকার ক'রে আছে চিকুরে ॥
ভব ভয়ে ভয় হরা, নীল নলিনী তারা,
সদা অভয় দেয় অমরে।
এই ললিত যাচিছে পদ অতি কাতরে ॥ (১৪৪)

বেহাগ—একতালা।

জয় শিব শঙ্কর।
জয় ত্রিপুর নাশক ভুবাব্ধি পালক—
শশাঙ্ক ভালক শুভঙ্কর॥
তুমি অনাদি অনন্ত, ভক্ত পরতন্ত্র—
তব নাম যে কৃতান্ত ভয় হর।
তুমি সদা শিব রূপ, জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ—
তুমি স্বরূপেতে হও গঙ্গাধর॥
তুমি ভক্তি মুক্তিদাতা, এই ত্রিজগৎ ধাতা—
পরম পিতা রূপে ত্রিতাপ হর।
জীবের পূর্ণ হলে কাল, তুমি হয়ে মহাকাল—
এই কালাকাল সবে সংহার॥
তুমি কর্ম্ম কর্ম্মফল, দুর্ব্বলের বল—
জীবের সম্বল জ্যোতীশ্বর।
তোমার অষ্ট যে বিভূতি, তাতে হলে রতিমতি—
হও দুর্গতির গতি যোগীশ্বর॥
তুমি থাকিয়া শ্মশানে, সর্ব্ব ভূত সনে—
ভবে সকলেতে তুমি বিহর।
হেথা কর্ম্ম বিপাকেতে, হতেছে ভ্রমিতে—
নইলে কখন যে তুমি নও নিরাকার॥
তুমি একে জ্ঞান ধর্ম্ম, তোমার কে বুঝিবে মর্ম্ম—
হর সকল দুর্গতি মহেশ্বর।
তোমার বামে শুভঙ্করী, এই ত্রিজগৎ ঈশ্বরী—
শেষে যুগলে ললিতে করুণা কর॥ (১৪৫)

ঝিঁঝিট—একতালা।

এই কালাকাল কর্ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী,
ওমা শতদল দল বিহারী।
ক'রে ত্রিগুণ ধারণ, করিছ সৃজন,
পালন মারণ শঙ্করী॥
মা তুমি কখন সগুণা, কখন নির্গুণা,
হও কখন এই ত্রিপুর সুন্দরী।
কভু হও মা নিরাকার, কভু সব তোমার আধার,
তুমি হয়ে আছ সর্ব্ব আচারী॥
মা হয়ে ভক্ত পরতন্ত্র, হও এই ভবের স্বতন্ত্র,
তুমি যন্ত্র মন্ত্র তন্ত্র শুভঙ্করী।
মা সদা হইয়া অনন্ত, চিন্ময়ী অচিন্ত্য,
ওমা তোমারে বুঝিতে কৈ পারি॥
মা তুমি কর্ম্ম কর্ম্মফল জীবের সম্বল,
এখন হতেছি [illegible] কি করি।
মা তোমার এ দীন মোহন কাতর এখন,
কেবল তোমার ঐ চরণ ভিখারী॥ (১৭)

ঝিঁঝিট—একতালা।

কিবা দ্বিরদ গমন নীরদ কান্তি,
হেরে দূরে যায় মনের ভ্রান্তি,
হৃদয়েতে সদা পাইবে শান্তি,
ও রূপ অন্তরে আসিলে রে

ঐ যে শবাসনা বামা ত্রিনয়না,
জ্যোতির্ম্ময়ী রূপে রণেতে মগনা,
ও রূপ হৃদয়ে করিলে ধারনা,
হবে পূর্ণকাম এ ঘোর সংসারে ॥
লক্ষ রেখে ঐ চরণ যুগলে,
এই ভবের কামনা যাও রে মন ভুলে,
এই হৃদয় মন্দিরে জননী আসিলে,
সব অশান্তি আপনি যাবে যে দূরে ॥
স্বকর্ম্মের ফল সকলই আপন,
এই সংসার কেবলি মায়ার স্বপন.
ও রূপেতে মন মজিবে যখন,
কোন যাতনা রবে না একবারে ॥
আশা কুহকেতে হইয়া বঞ্চিত,
সর্ব্ব কর্ম্মে মন হতেছ পতিত,
এ ঘোর বিপদে ঐ জননী ব্যতীত,
রক্ষা করিতে তোমায় কে পারে ॥
ঐ অপরূপ রূপ কররে সাধনা,
মিছে কালের ভয়ে আর ললিত ভেবনা,
প্রাণভরে একবার মাকে ডাকনা,
মা যে সতত সদয়া কাহরে ॥ (১৪৭)

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কালী কাল হরা তারা, কামান্ত কামিনী শিবে।
তোমার পদতলে শিব শব, তুমি হর মা সকল অশিব ;
তোমাতে রয়েছে সব, যা দেখি মা এই ভবে ॥

কালের ভয়েতে তারা, সতত হতেছি সারা,
তুমি যে ত্রিতাপ হরা, তবে কেন মরি ভেবে ॥
আমি কেমনে হব মা পার, এই ভব সাগর দেখি অপার,
মা তুমি বিনা কে করিবে পার, ঐ সাগরে ভাসিব যবে ॥
হেথা জন্ম জন্মান্তরে, যাতায়াত মা আমি করে,
বাঁধা আছি মায়ার ঘোরে, ওমা ক্রমেতে আরও কি হবে ॥
আজ কর্ম্মেতে হয়ে মা শ্রান্ত, ক্রমে যে হ'ল জ্ঞানান্ত,
ললিতে ক'রে মা ভ্রান্ত, মা হ'য়ে মা কি ফল পাবে ॥ (১৪৮)

মূলতান—তেতালা।

মা গো তোমার ভরসা করি কেনে।
যদি স্বকর্ম্মের ফলেতে ফল ফলিবে মা এমন দিনে ॥
যা কিছু করাও তুমি, সেই কর্ম্ম করি আমি,
তবে মিছে সুখ ও দুঃখের ভাগী, কর কেন হেথায় এনে ॥
তোমায় ডাকাডাকি ধরাধরি, ওমা সদাই মিছে আমি করি,
মা তুমি যা ভেবেছ তাই করি, এই সংসারে সব রাখ্‌ছ টেনে ॥
মা তুমি আছ সদানন্দে, সব রেখেছ মা নিরানন্দে,
এত সন্দেহ মা সকল দ্বন্দে, রাখ কেন সকল জেনে ॥
মা শিক্ষা দিয়ে নির্ব্বিকার, মনেতে বাড়াও বিকার,
মা গো তার কিছু কি প্রতিকার, কর্‌বে না মা দেখে শুনে ॥
তোমার ললিতের এই ভবের খেলা, ভাঙ্গবে না মা থাক্‌তে বেলা,
আর কেন মা বাড়াও জ্বালা, কেন বসে আছ কঠিণ প্রাণে ॥ (১৪৯)

ঝিঝিট—পোস্তা।

আমার যে দিনে দিন ফুরাবে তারা।
সে দিন করিস না মা দিশেহারা॥
আমি এলাম অনেক দিন, শুধিতে মা ঋণ,
দিনে দিনে আমার বেড়ে গেল ঋণ;
এখন ক্রমে যে হল মা উপায় বিহীন,
আর করিস না মা আমায় সারা।
জন্ম হতে শিবে করি যত কর্ম্ম,
কে মা এখন আমায় বুঝাবে তার মর্ম্ম;
আমি লক্ষ্য করি না মা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম,
কেবল চারি ধারে দেখি মায়ার ঘেরা॥
তোকে ডেকে ডেকে যত জানাই প্রাণের ব্যথা,
তার কোন যে প্রতীকার হয় না মা গো হেথা;
শেষে তোর এই ললিত তোর কাছে গেলে সেথা,
তখন পাবে কি না শান্তি সুধার ধারা॥ (১৫০)

ললিত বিভাস—ঝাপতাল।

একবার তারা তারা তারা ব'লে, ফুটিয়ে নে তোর নয়ন তারা।
আর মায়াতে মোহিত হয়ে হস্‌না রে মন দিশেহারা॥
অভয়া অপর্ণা বামা ভব ভয় নাশিনী,
কাল ভয়ে ডাক্‌লে তাঁরে হন অভয়-দায়িনী;
আনন্দে আনন্দময়ী হর হৃদি বিহারিণী,
তিনি সর্ব্ব ঘটে বিরাজ করেন নহেন যে মন নিরাকারা॥

চপলা চঞ্চলা যেমন তেমতি মা হৃদাকাশে,
সতত চঞ্চলা হয়ে ভুলায়েছেন কৃত্তিবাসে ;
মা মা ব'লে ডেকে মাকে পাবে যে মন অনায়াসে,
মন কামনা হইলে দূর পাবে স্নেহ সুধা ধারা ॥
অহংকারে মত্ত হলে ভ্রান্ত জীব হয় জ্ঞান হীন,
কালের শাসনে কেবল বাড়ে যত কর্ম্ম ঋণ ;
সংসার বন্ধনে পড়ে মন যে হয়ে আছে দীন,
হেথা ক্রমে যত দিন গত বাড়্ছে তত মায়ার ঘেরা ॥
আদ্যারূপা মহামায়া আদি অন্ত নাহি তাঁর,
সমভাবে সমজ্ঞান বিষমে হয় একাকার ;
যুগ যুগান্তরে তারা হরিতে সব এই ভূভার,
স্বরূপ প্রকাশ করে হয়েছেন মা দুঃখহরা ॥
কেহ হইলে নিতান্ত ভ্রান্ত কৃতান্ত ধরিবে তায়,
তখন শেষের দিনে শেষ্ হলে সব হবে যে সবে নিরুপায় ;
এখন থাকিতে এ দীনের দিন এই ললিতে রাখ মা পায়,
আর ভ্রান্ত করে কর্ম্মবশে ফেলে করো না মা সারা ॥ (১৫১)

আলেয়া—একতালা।

শঙ্কর শির বিহারিণী, কলুষ নাশিনী শুভদে গঙ্গে।
তব তরঙ্গে ভাসিলে গঙ্গে ভব আতঙ্কে তার মা তারিণী ॥
তব তটে মাগো যাহার নিবাস, হয় বৈকুণ্ঠেতে শেষে তাহার বাস ;
দূর করে মাগো শমন ত্রাস, তুমি হও মা সকল অশিব নাশিনী ॥
তব জলে হলে কমঠ মীন, সেও যে জগতে নহে মা হীন ;
সে হেলাতে তরে এই ভব কর্ম্ম ঋণ,
তোমার এই মহিমা দেখি মা তটিনী ॥

এখন এসেছি সাগরে, শেষ যাব মা সাগরে,
এমন নাই যে আমার কেহ শেষের উপায় করে ;
তাই ত্রাহি ত্রাহি বলে ডাকি মা তোমারে,
এই কাতরে করুণা কর মা আপনি ॥
আমার ভক্তি দেখাতে কি শক্তি আছে মা,
আমি কি করে বুঝিব তোমার মহিমা,
আমার সর্ব্ব অপরাধ করে মাগো ক্ষমা,
তোমার কুলেতে মা কুল দাও গো ঈশানী ॥
এ দীন ললিত অবশ অঙ্গে, ভাস্‌বে কি মা শেসে ভব তরঙ্গে .
তখন হেরে কি মা তায় করুণাপাঙ্গে,
আসি আপন কোলে তুলে লবে কি জননী ॥ (১৫২

ঝিঁঝিট—পোস্তা।
মা তোকে আমি আর ডাক্‌ব না।
আমায় দিয়েছিস্ দিতেছিস্ অনেক যাতনা ॥
তিনটী কন্যা লয়ে করিলি সংসারি, তার মধ্যে প্রথম একটী নিলি হবি ;
এবার দ্বিতীয়টী লয়ে কি হল বাহাদুরী, মিছে কেন করিস তুই মা এত ছলনা
এক হতে প্রথম সকলের উদয়,
ঐ একেতেই শেষে সবে হবে লয় ;
তবে কেন মা জীবেরে দিয়ে কাল ভয়,
করিস মা এই সংসারে সদাই তাড়না ॥
হেথা স্বকর্ম্ম ফলে এই ভব পারাবার,
আমাকে মা শেসে হ'তে হবে পার ;
আমার কামনা থাকিতে হবে না নিস্তার,
মা গো নিষ্কামেতে আমার হবে না সাধনা ॥

থাকৃতে জীব ভাব সদাই বাড়ে বাকি,
হলে স্ববশে অবশ তুই দিতে চাস মা ফাঁকি ;
তাই মা মা বলে এত ক'রে ডাকাডাকি,
মা তোর ললিতের সংসারের যাতনা গেল না॥ (১৫৩)

"বাউল"

ভবের ভাব দেখে আজ ভ্রান্ত হয়ে থাকিস্ না রে মন।
ওরে আপন ভাবে মত্ত হবি, পাবি যখন তুই যেমন॥
ভবের দেখে তরঙ্গ, যেন হয় না আতঙ্গ,
ভব সাগর কূলে ব'সে কেবল দেখ্ না রে রঙ্গ ;
যখন পাবি যাকে ধরবি তাকে করবি রে আপন॥
পঞ্চ ভূতের সব খেলা, ভূত আছে যে মেলা,
ঐ ভূতের মর্ম্ম না বুঝলে তোকে করবে সব ছলা ;
হলে ভূতে ভূতে ভূতের মিলন দেখায় তোয় স্বপন॥
করে ভবে কর্ম্ম ভোগ, শেষে হতেছে বিয়োগ,
কেবল দিন কতকের তরে হেথা হচ্ছে ভোগাভোগ ;
সদাই রোগে শোকে জীর্ণ হয়ে করে সব ভ্রমণ॥
হেথা এসেছে যটা, ফিরে যাবে যে তটা,
এসে শেষের কথা কেউ ভাবে না বিষম এই লেঠা ;
কেবল বাড়ায় বিকার তার প্রতিকার করবে কে এখন
মায়া ভুলিয়ে রাখ্ছে সব, যদিন না হবি তুই শব,
মত্ত হয়ে দিন কাটাস সব পেয়ে বিষয় বৈভব ;
কেবল লাভের তরে ঘুরে ফিরে করছে সব যতন॥
ছেড়ে ভবের গণ্ডগোল, যে দিন বল্‌বি হরিবোল,

তুই প্রাণভরে তার আবেগেতে হবিরে বিহ্বল ;
সে দিন আপন ঘরে অন্ধকারে পাবিরে রতন ॥
হেথা পঞ্চ সাধনা ও মন কেউ যে রবে না,
শেযে এক রূপেতে আপ্‌না হ'তে হয় যে ধারণা ;
ওরে অভেদ ভাবে দেখ্‌লে ভেবে হবে একে সব মিলন ॥
দেখে কালের সব খেলা ললিত হস্‌ না রে ভোলা,
ভুলে মায়ার স্বপন করে যতন কাটনা সব ছলা ;
তখন আপনা হ'তে সব একেতে পাবি যে এখন ॥ (১৫৪)

মূলতান—ঠেকা।

কে বোঝে মা তোমার তত্ত্ব, ওমা নিত্যরূপা শুভঙ্করী।
ওমা কখন হও মাতৃরূপ মা, আবার কখন হও ভয়ঙ্করী।
তুমি আত্মারূপা হয়ে হও মহামায়া, এই ব্রহ্মাণ্ড মা সকল তোমারি ছায়া ;
তুমি যারে মাগো এখন করিছ দয়া, সেই যায় মা এই ভব সাগর তরি ॥
তুমি কত রকম হেথা করিছ খেলা, তোমার ছল দেখে মা এই জগৎ ভোলা ;
ক্রমে যখন মাগো আমার যাবে এই বেলা, তখন সকল তত্ত্ব তুমি লবে মা হরি ॥
শেষ মা ললিতে কি করিবে স্মরণ,
দেবে কি মা তোমার যুগল চরণ ;
ওমা করে কি শেষ তারে তোমার আপন,
সব ভোলাবে মা তায় কোলেতে করি ॥ (১৫৫)

ঝিঝিট—একতালা।

ওমা তোমার মহিমা, কে করে না সীমা,
এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে।
তুমি হও কখন সগুণা, ওমা কখন নির্গুণা,
তোমার গুণাগুণ বুঝিতে কে পারে॥

তুমি পঞ্চাকারে ভবে প্রকাশ এখন,
সদা মায়া প্রপঞ্চেতে জীব করিছে ভ্রমণ,
ওমা স্বকর্ম্ম ফলে হয় সে সব শাসন,
সেটা বুঝিতে পারে কে সংসারে॥

ওমা কাল ভয়ে সদা হইয়া কাতর,
মা মা বলে তোমায় ডাকি নিরন্তর;
মা গো কত সহিব যাতনা আমি সহেছি বিস্তর,
আমায় রক্ষা কর মা গো এবারে॥

ওমা কর্ম্মের সাধনা স্বকর্ম্মের ফল,
সদা এ ঘোর সংসারে জীবের সম্বল;
কিন্তু মায়া এসে মাগো করে কত ছল,
সব ভুলায়ে রেখেছ মা একবারে॥

এই যাতনা তাড়না আর মা সহেনা,
একবার কৃপা ক'রে তোমার এই ললিতে দেখনা;
মা গো তব চরণেতে তাহারে রাখনা,
এই ভিক্ষা করি সদা কাতরে॥ (১৫৬)

মুলতান—ঠেকা।

আমি তোর কিছু ধার ধারি না শমন,
মিছে করিসনা রে আমায় তাড়না।
আমি ব্রহ্মময়ীর ছেলে, ডাকি দুর্গা দুর্গা ব'লে,
আমি তোর ভয় কিছু রাখি না॥
যে দিন আস্‌বি রে ধরিতে, উঠব মায়ের কোলেতে,
তুই আমার ধরা আর পাবি না।
পেয়ে দুর্গা নামের তত্ত্ব, আমার মন যে উন্মত্ত,
করি সুখে দুঃখে ঐ নামের সাধনা॥
হেথা যত দিন কাল, থাকিবে এই কাল,
মায়ের নামের তত্ত্ব কভু যাবে না।
যে সদা ডাক্‌বে তার মাকে, তার মা যে এসে তাকে,
ওরে কোলে লয় তাকি জানিস না।
যে জন ভুলেছে মায়াতে, তোর জোর আছে তাতে,
আমি মায়ার খেলা কিছু বুঝি না।
কাল তুই আমার কাছে এলে, আমার মাকে দিব বলে,
মা তোর ভেঙ্গে দেবে সকল ছলনা॥
মায়ের নাই যে আদি অন্ত, তার কাছে কৃতান্ত,
তোর দুরাশা যে পূর্ণ হবে না।
ওরে তোর যেবা কাল, সেই যে মহাকাল,
ঐ মায়ের পদতলে পড়ে দেখনা॥
গেলে ললিতের বেলা, ভাঙ্গবে সব খেলা,
শেষে সঙ্গে করে কিছু লবে না।
কেবল দুর্গা দুর্গা ব'লে, তার মায়ের পদতলে,
সে যে বস্‌বে গিয়ে তার এই কামনা॥ (১৫৭)

বেহাগ—একতালা।

ঐ হের মন শঙ্করী।
ঐ পদে জবা বিল্বদল, প্রফুল্ল কমল,
কিবা মনোলোভা শোভা রূপ মাধুরী॥
নবীন নীরদ নবীনা নলিনী,
নয়নের কোলে খেলে সৌদামিনী,
মায়ের বদন করালা, গলে মুণ্ডমালা,
কালহরা কাল হৃদয় বিহারী॥
আসব আবেশে আনন্দে মগনা,
মা ঐ মৃদু মৃদু হাসেন হয়ে শবাসনা,
মায়ের বিলোল রসনা, নৃকর বসনা,
রণমাঝে নাশেন অমর অরি॥
ঐ ত্রিনয়না বামা ত্রিকাল বর্ত্তিনী,
কভু হন যে সগুণা কভু নির্গুণা জননী,
সদা মোহ নিবারিণী, হইয়া ঈশানী,
জীবে বরাভয় সদা দেন শুভঙ্করী॥
এই ভব পারাবার অনিত্য সংসার,
কেমনেতে মন শেষে হবে পার,
মা ঐ হরিলে বিকার পাবে যে নিস্তার,
মন বুঝেছে যে সার তাই ওপদ ভিখারী॥
ওমা তপন তনয় ত্রাস নাশিনী,
তাপিত জীবন ত্রাণ কারিণী,
ওমা ভব নিস্তারিণী, শেষ আসিয়া আপনি,
দিও ললিতে মা তব শ্রীপদ তরী॥ (১৫৮)

মুলতান—ঠেকা।

ক্রমে নিকটে কৃতান্ত, আসিছে দুরন্ত,
কবে প্রাণান্ত করে মা দেখনা॥
হয়ে তোমার সন্তান নাই মা পরিত্রাণ,
এ কি মা অঘটন ঘটনা॥

আমায় ক্রমে ক্রমে দিন হতেছে কুঞ্চিত,
আমার কিছুই নাই মা আপন বলিয়া সঞ্চিত,
বারেক কৃপাক'রে লক্ষ্য কর মা কিঞ্চিত,
যেন তোমার স্নেহেতে বঞ্চিত ক'রো না॥

মা মা বলে আমি যত তোমায় ডাকি,
মা হয়ে কি সন্তানে দেবে তত ফাঁকি,
আর কি আমার কিছু রবে না মা বাকি,
মিছে বাকির দায়ে আমায় ফেল না॥

ধর্ম্ম ভেবে কর্ম্ম হল যে অসাধ্য,
আমার মন যে মায়াতে সদা আছে বদ্ধ;
আমার সকর্ম্ম দোষে মা হল সকল পথ বন্ধ,
আর কর্ম্মে বদ্ধ করে আমায় রেখ না॥

ওমা যত দিন যায় করি হায় হায়,
আমার শেষের দিনের মাগো কি হবে উপায়;
একবার স্নেহের বশে শিবে দেখো মা আমায়,
যেন তোমার চরণ ছাড়া করতে চেও না॥

কাল এসে আমায় ধরিবে যে দিন,
সেদিনে হব মা আমি উপায় বিহীন:
ক্রমে বেড়েছে দেখি মা এই ভবের কর্ম্ম ঋণ,
মা তার উপায় যা হয় তুমি কর না॥

মাগো শমন কাছে এলে যখন হব আমি ভীত,
তখন ঘৃণা করো না মা আমায় ভাবিয়া পতিত ;
এসে মায়ের কর্ম্ম করো মা সময় উচিত,
ললিত তোমার ছেলে নয় যেন ব'লো না॥ (১৫৯)

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ।

ওগো মা আনন্দময়ী, সদা নিরানন্দ কেন ভবে।
সদাই মায়াতে মোহিত হ'য়ে, আমার কি মা এ দিন যাবে॥
আজন্ম মা দুঃখ পেয়ে, সকল আমি আছি সয়ে ;
তবু মা মা বলে ভয়ে ভয়ে, দিন কাটাই মা তোমায় ভেবে॥
হেথা সাধি যে অসাধ্য ভার, কে করে তার প্রতিকার ;
মন না হলে মা নির্ব্বিকার, আমার শেষের কি মা উপায় হবে॥
ভবে যতদিন মা আছে কায়া, ততদিন সব রবে ছায়া ;
শেষ যে দিনে মা ছাড়্‌বে মায়া, কেউ কি ডেকে কথা কবে॥
জ্ঞানে ও অজ্ঞানে তারা, হয়ে আছি পথ হারা ;
যদি হারাই এখন নয়ন তারা, তবে কে তোমায় মা দেখ্‌তে পাবে॥
সদা তুমি যে মা ভক্তাধীনা, ওমা অপার তব করুণা ;
এই ললিতকে কি শবাসনা, ঐ শ্রীপদেতে স্থান মা দেবে॥ (১৬০)

বেহাগ—আড়া।

ওমা কৈবল্যদায়িনী দুর্গে, স্থান দাও মা শ্রীচরণে।
মা গো সংসার বন্ধনে পড়ে, সতত জ্বলি মা প্রাণে

মা তোমায় আমি ডাকি যত, হ'তে মায়া বিরহিত,
আমায় ক'রে হত প্রতিহত, তাড়না কর মা কেনে ॥
মা তোমার ঐ রাতুল পদ, হরে মা সকল আপদ।
ওমা জীবের সম্পদ পদ, ঐ পদ দুখানি :—
মাগো ষড়রিপু প্রবল হয়ে, বিপথে যেতেছে লয়ে,
আর কত মা থাকি স'য়ে, বারেক দেখ মা কৃপানয়নে ॥
ওমা ভব ভাব্য তব চরণ, সদা আমি করি সাধন,
মাগো তবে কেন এত শাসন, হয় জননী :—
এই ললিতের মা অন্তকালে, এসে কি মা করিবে কোলে,
যেন থেকনা মা তখন ভুলে, তোমার এই দীন সন্তানে ॥ (১৬১)

ঝিঝিট—পোস্তা।

মা আজ তোমার ভরসা করি কত।
হেথা চিরদিনই দুঃখ দাও মা, যে তোমার হয় অনুগত ॥
আমি জন্ম হতে কষ্ট পেয়ে, এ জীবনে আছি সয়ে ;
আমার দিন গেল মা ভয়ে ভয়ে, তাই ডাকি তোমায় অবিরত ॥
মা প্রধান আমার এই অনুযোগ, হেথা দিয়েছ যে কর্ম্মযোগ ;
তাতে হয় যত মা ভোগাভোগ, সে সব তোমায় বল্‌ব কত ॥
অহংকারে আত্মহারা, তাতেই মাগো হলাম সারা ;
আমার চারি ধারে মায়ার ঘেরা, তাই ফল ফলে সব বিপরীত ॥
হেথা যে দিন ললিত কর্ম্ম ছেড়ে, ফিরে যাবে আপন ঘরে ;
ওমা সেই দিনে তায় কোলে করে, রক্ষা করো আপন সুত ॥ (১৬২)

ঝিঝিট—পোস্তা।

মা মা বলে তোকে আর ডাকব না।
তোর কোলে উঠতে আমি আর চাব না॥
আমায় করে মা সংসারী সাজালি ভিখারী,
তোর আজ্ঞামত আমি সকল কর্ম্ম করি;
তবু কেন দিবানিশি করে আমায় দোষী,
দিয়েছিস্ দিতেছিস্ এত যাতনা॥
কর্ম্মে নাই মা ক্ষান্ত কর্‌লি এত ভ্রান্ত,
খেটে খেটেই শেষ হবে জীবনান্ত;
আমি যতই মা মা বলে ডাকি ততই দিয়ে ফাঁকি,
আমার দেনার বাকী আজও শোধ হল না॥
এত পেতেছি যাতনা হতেছে তাড়না,
তবু কি তোর দয়া হয় না শবাসনা;
আমি কি দোষেতে এত হয়েছি পতিত,
আজ আপন হয়ে আমায় কেউ বলে না॥
যে দিনে মোহনে রাখ্‌বি মা চরণে,
মা মা বলে কোলে উঠব সেই দিনে,
নইলে জন্মজন্মান্তরে পড়ে মায়ার ঘোরে,
সইব মা কেবল কালের তাড়না॥ (১৬৩)

মুলতান—একতালা।

কালী কপাল ভরণা, বামা ত্রিনয়না, শবারূঢ়া ওমা শঙ্করী।
মাগো ত্বং হি জগদ্ধাত্রী, সর্ব্বকাল কর্ত্রী, বাহন মা তব কেশরী
মা তুমি কখন সগুণা ভক্তে রক্ষা তরে,
আবার নির্গুণা হয়ে কভু ভ্রমিছ সংসারে;

তুমি কোন্ গুণে কখন কৃপা কর কারে,
সেটা বুঝিতে মা সবে কৈ পারি॥
তুমি কভু হও মা শ্যামা, রূপে নিরুপমা,
আবার বালার্ক কিরণ কখন ধর মা ;
তুমি সর্ব্বরূপা ভবে তোমার রূপের নাই মা সীমা,
তুমি হয়ে আছ সর্ব্ব আচারী॥
তুমি সদানন্দময়ী আনন্দ মনেতে,
সমভাবে হেরি আছ মা সবেতে ;
হেথা তোমার স্বরূপ যে জন পায় না দেখিতে,
সে অনায়াসে পাবে ও পদ তরী॥
তোমার নাই মা আদি অন্ত সকলি স্বতন্ত্র,
তুমিই ধর্ম্মাধর্ম্ম যন্ত্র মন্ত্র তন্ত্র ;
তোমায় কাতরে ডাকিলে মা হও ভক্ত পরতন্ত্র,
মা তোমার ললিত ও পদের ভিখারী॥ (১৬৪)

ভৈরবী—যৎ

মা মা বলে ডাক মন।
তুমি আত্মবশে থাক সদা,
যখন তিনি রাখ্‌বেন যেমন॥
পঞ্চভাব যে পঞ্চাকরে, ভ্রমে সদাই এ সংসারে ;
সব দেখবে যেদিন একাকারে, তোমার সব হবে যে মনের মতন॥
যত আদি অন্ত সকল আঁধার, মধ্যে কেবল বাড়ে বিকার ;
মন করবে যখন তার প্রতিকার, তখন আপনা হতে পাবে রতন॥
যেদিন যাবে অকুলেতে, সেদিন কেউ রবে না তোমার সাথে,
তখন পড়বে দায়ে পারে যেতে, সেথা হবে তোমার অনেক শাসন

পঞ্চভূতে বেঁধেছে ঘর, তারা পরস্পর যে সকলে পর ;
যখন ভাঙ্গবে তোমার এ সাধের ঘর, তারা যে যার স্থানে করবে গমন ॥
মায়ের দুর্গা নামে হয়ে মত্ত, ছাড়রে মন সব অনিত্য ;
মায়ের চরণ দুটী পরমতত্ত্ব, কত ভোলাবে মা এ ললিতে এখন ॥ (১৬৫)

ঝিঁঝিট—একতালা।

ক্রমে নিকটেতে কাল আসিছে জননী,
আমার শেষের উপায় কি কিছু হবে না।
হয়ে তোমার অনুগত, যদি হয় মা বিপরীত,
তবে তোমার নাম যে মা কেউ লবে না ॥
দীনের দিন ক্রমে হয়ে এল গত,
তবু কর্ম্মেতে যে মন হল না বিরত ;
কি করি মা উপায় তাই ভাবি অবিরত
একবার কৃপা করে সকল দেখ না ॥
আমার সংসার যাতনা আর যে সহে না,
চারিদিক্ হতে হতেছে তাড়না ;
কি যে করি মাগো কোন উপায় যে দেখি না,
কেবল্ বসে করি দিন গণনা ॥
আমার অনায়াসে মাগো সকলি যে সয়,
কিন্তু মনে আমার এক হতেছে মা ভয় ;
শেষে কাল এলে কি মাগো দেবে পরিচয়,
আমি তোমার ছেলে নয় যেন ব'লো না ॥
আমি জানি না সাধনা জানিনা ধর্ম্ম,
কিছু বিচার যে করিনা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম ;

তোমার আজ্ঞা মত মাগো করি সকল কর্ম্ম,
শেষে ক'রনা যেন মা ছলনা ॥
আমার সাধ্য ও সাধনা তোমার চরণ,
এই হৃদয় মাঝে রেখে দেখি সর্ব্বক্ষণ,
হেথা যতদিন ললিতের থাকিবে জীবন,
ওমা সেটাতে বঞ্চিত ক'রো না ॥ (১৬৬)

বেহাগ—একতালা।

শিবে দেখো এ দীনের অন্তে।
মাগো সংসার মায়ায়, বেঁধেছ আমায়,
তার করমা উপায়, আর পারিনা কান্তে ॥
সর্ব্বকালাকাল কর্ত্রী তুমি জগদ্ধাত্রী,
সহজে কে তোমায় পারে মা চিন্তে।
তুমি হ'য়ে সর্ব্বগুণাতীতা, ত্রিগুণাশ্রিতা,
তোমার গুণাগুণ মাগো পারি কি জান্তে ॥
মা তুমি বেদ ও বেদান্ত যন্ত্র মন্ত্র তন্ত্র,
তুমি তাহাতেও স্বতন্ত্র পাইমা শুন্তে।
আমার নাইমা সাধনা, ওমা শবাসনা,
আমার পূরাও মা বাসনা, ভুলে থেকোনা ভ্রান্তে ॥
মা তুমি অচিন্ত্য চিন্ময়ী হ'য়ে সর্ব্বময়ী,
তোমায় সমভাবে হেরি আছ অনন্তে।
আমার শক্তির অবসানে, সেই শেষের দিনে,
ডাকিলে তোমায় মা পাবে কি শুন্তে ॥
তোমায় কেউ পাবেনা শক্তিতে পাবেনা যুক্তিতে,
কেবল পারে মা ভক্তিতে তোমাকে বান্তে।

আমি কি করি মা তারা, হলাম দিশেহারা
ক্রমে নিকটে দেখে মা কাল দুরন্তে ॥
ওমা স্বকর্ম্মের ফল করিয়া সম্বল,
দিন কাটাই যে কেবল তোমায় ডাকিনা ভ্রান্তে
মা দেখে করুণা নয়নে, এ দীন মোহনে,
স্থান দিও যেন মা ঐ চরণ প্রান্তে ॥ (১৬৭)

আলেয়া—একতালা।

ওমা আদ্যা অর্পণা অভয়া অম্বিকা,
হ'য়ে কপাল ভরণা সেজেছ কালিকা,
তুমি জগদ্ধাত্রীরূপে জগৎপালিকা,
হ'লে লীলার বশে নগ তনয়া জননী ॥
কর্ম্মফলে জীব ভ্রমিছে আঁধারে,
মাগো তোমার মহিমা কে বুঝিতে পারে ;
তাই ভব বন্ধনে মা পড়িয়া কাতরে,
মা মা ব'লে সদা ডাকিছে ঈশানী ॥
স্বকর্ম্ম দোষে ষড়রিপু মা প্রবল,
সবে আত্ম জ্ঞানহীন হতেছে দুর্ব্বল ;
মা তোমার দুর্গানাম যার হয়েছে সম্বল,
সেই বিপথেতে পথ পেতেছে আপনি ॥
এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সকলি তোমার,
মাগো তোমারই করেতে আছে সব ভার ;
যখন আদি অন্ত সবার হবে একাকার,
ওমা আকারের বিকার ঘুচিবে তখনি ॥

মাগো শিরেতে কৃতান্ত রয়েছে দুরন্ত,
দিনে দিনে দিনের হতেছে মা অস্ত ;
সেটা দেখিয়া এ মন হলনা মা ক্ষান্ত,
একবার স্নেহ বসে উপায় করগো তারিণী ॥
যতদিন যায় করি হায় হায়,
মাগো কিছুতেই শেষের হ'লনা উপায় ;
একবার দেখ মাগো দীনে রাখ রাঙ্গা পায়,
এই ললিতে করুণা করগো শিবাণী ॥ (১৬৮)

ঝিঁঝিট—একতালা।

হ'লে এ দিনেব অন্ত, হবে জ্ঞানান্ত,
তখন অবশ হবে যে রসনা।
ওমন আপনি তখন, তোমার ভাঙ্গিবে স্বপন,
মায়ের নামের সাধন, আর হবেনা ॥
একা এসে হেথা পেলে কত ব্যথা,
ফিরে একাই যে তোমায় যেতে হবে সেথা ;
মন না শুনে সে কথা, খেলে আপনার মাথা,
তোমার হেথা সেথা করা আর গেলনা ॥
হেথা স্বকর্ম্মের ফলে সদা প্রাণ জ্বলে,
ওমন আপনার দোষ কৈ আপনি বুঝিলে ;
তোমায় বোঝাতে যে গেলে, অন্য পথে যাও চলে,
কেবল ব'সে কর দিন গণনা ॥
হেথা ক'রে যাওয়া আসা তোমার বেড়ে গেছে নেশা,
মায়ার বসে তোমার হতেছে দুরাশা ;

কিন্তু এলে শেষ দশা, সব দেখবে ভাসা ভাসা,
তখন আপন বলে কাকেও পাবেনা ॥
তোমার সম্মুখে অনন্ত পিছনে অনন্ত,
শিয়রেতে বসে রয়েছে কৃতান্ত ; আজও হলেনা যে ক্ষান্ত,
শেষ করিবে কে শান্ত, বারেক আপন দশা মনরে ভাবনা ॥
মন ছাড় মায়া মোহ হেথা কেহ নহে কেহ,
জাননা কবে যে ছাড়িবে এ দেহ ; পেলে জননীর স্নেহ,
সব দূরে যাবে মোহ, আর মোহনে ভুলায়ে রেখনা ॥ (১৬৯)

কেদারা—আড়া।

একি শুনি ওগো গিরি, আমার উমা নাকি শ্মশানবাসী।
মা আমার নীরদ বরণা হ'য়ে করেতে ধরেছে অসি ॥
মা হ'য়ে এলোকেশী বিবসনা, উমা নাকি শবাসনা,
বিলোল তার রসনা, ভালে শোভে বাল শশী।
কি ক'রে বুঝিব কেন, হ'লগো মায়ের এমন,
ক্রোধেতে হবে তার জ্ঞান, শুনে ভাবি দিবানিশি।
তার অঙ্গেতে রুধির ধারা, নাচে হ'য়ে জ্ঞানহারা,
তারপদভরে কাঁপে ধরা, মুখে অট্ট অট্ট হাঁসি।
এই কথা শুনে অচল, প্রাণ যে হ'ল ব্যাকুল,
ত্বরায় চলগো চল, আন আমার পূর্ণ শশী ॥
আরও কি আছে এই ভালে, ভাবিয়া মরিগো জ্বলে,
একবার উমায় আমার দাও গো কোলে,
মিছে আর থেকো না বসি।
দেখো ওগো গিরি রাণী,
তোমার উমা যে জগজ্জননী।
এই মোহন তাঁর পদ দুখানি,
ভিক্ষা করে দিবানিশি ॥ (১৭০)

ঝিঁঝিট—একতালা।

কিবা অপরূপ রূপ, জ্যোতির স্বরূপে,
সেজেছেন ও রূপে কামারি কামিনী।
মন হেরিলে ওরূপে, আর ভুলিবে কিরূপে,
সদা মোহিত ও রূপে হতেছে আপনি ॥
মিছে ভ্রমেতে পড়িয়া মন যে ভ্রান্ত, সে ভ্রম যে যাবেনা হলেও প্রাণান্ত,
তাই মন যে আমার হয়ে অশান্ত, ভাবিছে মায়ের চরণ দুখানি।
এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড মায়েরি যে সব, হেথা মিলন হতেছে আদি অন্ত সব,
কেবল মায়ায় অন্ধ জীব ভ্রমিতেছে সব,
বারেক ভাবেনা যে আছেন জগত জননী ॥
ঐ মা যে ব্রহ্মময়ী করুণা আধার; সদা সর্ব্বরূপে হেথা করেন বিহার,
মন কর্ম্মে বাধ্য হ'য়ে বাড়ায়ে বিকার,
চেয়ে দেখেনা যে কোথা ভব-নিস্তারিণী ॥
সদা কর্ম্মে রত সবে করিয়া কামনা, তাই কর্ম্মেতে সুফল কখন ফলেনা;
মন নিষ্কামেতে কর্ম্ম করিলে সাধনা, আসি আপনি করুণা করেন ঈশানী ॥
কি এমন সুকৃতি আছে ললিতের, যে চরণ দুখানি পাবে সে মায়ের,
আর তাড়না সহিতে পারেনা ভবের,
আসি আপনি করুণা কর গো জননী ॥ (১৭১)

ঝিঁঝিট—একতালা।

আমার দিন ক্রমে গত, কাল নিকটে আগত;
এখন উপায় যা হয় মা তার করনা।
আমার নাই মা সাধন বল, আমি অতি মা দুর্ব্বল,
আমার সম্বল কেবল ঐ দুর্গা নাম সাধনা ॥

ক্রমে হয়েছি মা জীর্ণ, আমি ঋণে পরিপূর্ণ,
সেই ঋণের যে পরিশোধ হবেনা। আমার কি হবে জননী,
ওমা দুর্গতিনাশিনী, আমার এ দুর্গতির অবসান করনা॥
আমার এ দিন ফুরালে, তুলে লইও কোলে,
আমায় ভুলে মা কখন থেকোনা।
যেন দুর্গা দুর্গা বলে, পারি উঠ্‌তে তোমার কোলে,
আমায় শমনকে ছুঁতে মা দিওনা॥
আমার এখানে সম্প্রতি, কত যে দুর্গতি, হতেছে তাতো মা দেখনা।
হ'য়ে তোমার সন্তান, শেষ নাই মা পরিত্রাণ,
আজ একি মা অঘটন ঘটনা॥
হেথা ফেলে এই দায়ে, তোমার ললিতে ভুলায়ে,
ও মা ফল কি পেতেছ সেটা বলনা।
যদি এত মা নিদয়া, তোমার নাই মা স্নেহ মায়া,
তবে জগন্মাতা নাম আর ধরোনা॥ (১৭২)

আলেয়া— একতালা।

কালী কপালিনী কপালাভরণা, নৃকর বসনা শিবে শবাসনা;
ওরূপ হৃদয়ে করিলে ধারণা, কালভয় নাশেন আপনি শিবাণী॥
কালাকাল কর্ত্রী ত্বংহি জগদ্ধাত্রী, সতত কাতরে বরাভয় দাত্রী;
এই অনন্ত জগতে ধরে সকল মূরতি,
ওমা আপদে বিপদে তুমি সহায় ঈশানী॥
ওমা আপন ভাবিয়া আপন বশেতে, আছ মা সবেতে এ ঘোর জগতে;
যে মায়ার ভ্রমে অন্ধ সে পায় কি দেখিতে,
কেবল ভ্রমিতে ভ্রমিতে দিন গেল মা তারিণী॥

মায়া মরীচিকা এ ঘোর প্রান্তরে, তৃষিত সকলে ল'য়ে যেতেছে আঁধারে ;
এখন আত্মহারা হ'য়ে কেবা কারে ধরে,
এবার রক্ষা কর সবে ও মা ভব নিস্তারিণী ॥
ওমা কালের শাসনে হ'য়ে সবে ভ্রান্ত, পথ ভ্রমে সবে হতেছে মা শ্রান্ত ;
কত ঘুরাবে মা তারা বারেক হ'য়ে এখন ক্ষান্ত,
দেখো আপন সন্তানে ও মা জগত জননী ॥
আর কৃপা কি হবেনা এ দীন মোহনে,
সে কি স্থান মা পাবেনা তোমার চরণে :
কর্ম্ম যে অসাধ্য করিমা কেমনে,
কবে কোলে লবে তাকে আসিয়া আপনি ॥ (১৭৩)

সিন্ধু-খাম্বাজ—যৎ।

সদানন্দময়ী ওমা আনন্দ রূপিনী,
সদা আনন্দে মগনা হয়ে এ খেলা খেলিছ কেনে।
মা তুমি সর্ব্ব আদি অন্ত, তুমি হ'য়ে মা অনন্ত,
কেন কর সবে শ্রান্ত, ওমা করেছ কি মনে॥
মা তুমি সর্ব্ব দুঃখ হরা, ওমা দয়াময়ী তারা,
মিছে সবে দিশে হারা, কেন কর এ জীবনে।
আমি কত কাল ধরে, মাগো ডাকিব তোমারে,
থেকে অন্তরে বাহিরে, এত ভ্রান্ত কি কারণে॥
মা তুমি কালাকাল কর্ত্রী, তুমি এই জগদ্ধাত্রী,
তুমি ভক্তি মুক্তি দাত্রী, এই ভব কর্ম্মস্থানে।
মাগো বাধ্য নও শক্তিতে, বাধ্য নও যুক্তিতে,
তোমায় বাঁধিলে ভক্তিতে, তবে রাখ শ্রীচরণে॥

আমি ডাকিলে তোমাকে, ফেল কর্ম্মের বিপাকে,
কেন ভুলাও আমাকে, রক্ষা কর এ সন্তানে।
সদা লক্ষ্য হীন হ'য়ে, ঘুরে মরি মা অভয়ে,
আর ফেলনা মা দায়ে, কৃপা কর এ মোহনে॥ (১৭৪)

ঝিঁঝিট—একতালা।

প'ড়ে ঘোর আঁধারে, সদা মানস বিকারে,
কোন উপায় হবে কি জননী।
ক্রমে হয়েছি শ্রান্ত, মন সতত ভ্রান্ত,
আর ক্ষান্ত হও মা আপনি॥
মা তুমি আছ সর্ব্ব ঘটে, দেখি ঘটে পটে,
কত অঘটন ঘটে তোমায় ডাকিলে কুপটে;
মা একবার এসে হৃদয় পটে, রক্ষা কর এ সঙ্কটে,
কবে কাল এসে জটে ধরিবে তারিণী॥
চির অন্ধকারে একা বেড়াই ঘুরে,
আপন বলিতে পাইনা কাহারে,
মা এই পঙ্কের আধারে, থেকে পঙ্কাকারে,
সদা মায়া প্রপঞ্চে ডুবালে ঈশানী॥
সব হ'লে একাকার, মা হবে প্রতিকার,
তুমি লয়ে সব ভার, মা হর এ বিকার;
মন হ'লে নির্ব্বিকার সুখের হবে এ সংসার,
এসে স্বকর্ম্ম তোমার, বারেক দেখ মা শিবাণী॥
সদা ডাকি মা তোমায় আপনার জেনে,
কৃপা কি হবেনা এ দীন মোহনে;
আর রাখ মা চরণে আপন সন্তানে,
ভুলে থেকোনা মা আর জগত জননী॥ (১৭৫)

ঝিঁঝিট—একতালা।

কাল কুটিল কুটিল গতিতে, সদা ভ্রমিছে দিবস রজনী।
সবে ক'রে অশান্ত করে প্রাণান্ত, কবে হবে সব অন্ত ঈশানী॥
মা গো সকলই অনিত্য এই অনিত্য সংসারে,
পড়ে অকূল সাগরে কেবা কারে ধরে;
তবু মায়ার বসে আপন করিয়া সবারে,
মিছে লুব্ধ আশায় সবে ডুবিছে তারিণী॥
হেথা যাহা দেখি মা সব অনাদি অনন্ত,
আমি নিজেও অন্তহীন পাইনা আপন অন্ত,
এই দেহের হলে অন্ত, কেবল হয় মা জ্ঞানান্ত,
ভেবে মন যে অশান্ত হতেছে আপনি॥
আমায় আনিয়া হেথায় মা গো বেঁধেছ মায়ায়,
দেখি বিঘ্ন পায় পায় ও মা কর তার উপায়;
যদি তোমার কৃপায়, পারি তরিতে এ দায়,
তাই ডাকি মা তোমায় সতত জননী॥
ও মা কালের শাসনে রাখিয়া মা কেনে,
ভুলে আছ তোমার এ দীন মোহনে;
এইবার কৃপা করে তারে রাখ শ্রীচরণে,
আর দূর কর সব যাতনা শিবানী॥ (১৭৩)

কেদারা—একতালা।

কেন মা শুননা তুমি কাতরে ডাকিলে তোমায়।
এই জগত জননী হ'য়ে একি মা সাজে গো তোমায়॥
কালের ভয়ে হ'য়ে ভীত, ডাকি মা তোমায় সতত,
ও মা কেন করে প্রতিহত, ভুলায়ে রেখেছ আমায়॥

পঞ্চ রূপ যে একাকারে, আছে মা গো সব আধারে,
এখন বুঝিতে হলে মা তারে, তুমিই যে মা তাহার উপায়॥
হেথা মিছে এই মায়ার ছলে, সকল যে যেতেছি ভুলে,
আমার কি হবে মা কাল ফুরালে, সে দিনে রাখিবে কি পায়॥
এই সংসারে স্বকর্ম্মগুণে, সকল কর্ম্ম হয় কি মনে,
তাই ডাকি তোমায় প্রাণপণে, রাখ মা এ ঘোর দায়॥
আর ছেড়ে মা সকল মায়া, এই ললিতে কর মা দয়া,
মা যে ভোলে ছেলের মায়া, দেখেছে কেবা কোথায়॥ (১৭৭)

খাম্বাজ—একতালা।

শঙ্কর হৃদি বিহারিণী, মা ত্বংহি গিরীন্দ্র বালিকে।
ও মা কখন তরুণ অরুণ বরণা, আবার কখন হও মা কালিকে॥
ভবে তুমি মা সর্ব্ব তুমিই সর্ব্বাকারা, ও মা অনিমাদি মুক্তি তব পদে তারা;
মা গো হলে দিশেহারা, তোমায় হয় না হারা,
তোমার নাম সদা কাল-বারিকে॥
তুমি যে মা কর্ম্ম তুমিই ধর্ম্মাধর্ম্ম, ওমা কে বুঝিতে পারে তোমার—
কর্ম্মের মর্ম্ম; মা গো তোমার আজ্ঞাবশে হতেছে সব কর্ম্ম,
এই জগৎ মাঝে চন্দ্র তালিকে॥
তুমিই যে মা এই জগতের আধার, হ'য়ে আছ ভবে সদা নির্ব্বিকার;
ও মা আদি অন্ত কভু নাই যে তোমার, তুমি মাতৃরূপে জগৎ পালিকে॥
ও মা ভব ভয় ভয়ে হয়ে বিপন্ন, সদা হ'য়ে আছি তোমার শরণাপন্ন;
ও মা তুমি বিনা উপায় নাহি যে অন্য, দেখো ভুলনা মা জগৎ অম্বিকে॥
এই দীন ললিত করিছে কামনা, তাকে ও পদ আশ্রিত ক'রো শবাসনা;
মিছে সংসার মায়ায় ভুলায়ে রেখনা, আর ক'রোনা ছলনা চণ্ডিকে॥
(১৭৮)

বেহাগ—একতালা।

শিবে হের অপাঙ্গে ॥
আমায় দিয়েছ যে ভার, আছি লয়ে সেই সংসার,
বাড়ে মনে তায় বিকার, মরি আতঙ্কে ॥
ও মা পঞ্চভাবে পঞ্চ আছে এ সংসারে,
আমি কেমনে বুঝিতে পারিব তাহারে ;
ভাবি বারে বারে, কিন্তু ঘুরি মা আঁধারে,
ক্রমে ভেসে যাই মা শিবে এই ভব তরঙ্গে ॥
আমায় এনে মাগো একা বেঁধেছ মায়াতে,
সদাই জড়িত হয়ে মা রয়েছি তাহাতে ;
সেই শেষের দিনেতে, কি পারিব কাটিতে,
আমার কর্ম্মফল যে মা চলেছে সঙ্গে ॥
আমার বেড়েছে দুরাশা হ'য়েছে কামনা,
সদা করিব মা তোমার নামের সাধনা ;
এত সংসার তাড়না, সে মা হ'লনা হবেনা,
কেন মিছে খেলা এত মা খেলিছ রঙ্গে ॥
এই দুর্ম্মতি ললিত ডাকিলে তোমায়,
একবার ভুলেও কি জননী দেখনা তাহায় ;
ক্রমে দিন যে মা যায়, ও মা হ'লাম নিরুপায়,
তুমি দেখবে কি তায় মা এই স্বপ্নের ভঙ্গে ॥ (১৭৮)

ঝিঁঝিট—একতালা।

এই আঁধার জগতে, পড়িয়া মায়াতে, বাড়ে বিকার মনেতে জননী।
হেথা দেখিয়া স্বপন, ভ্রান্ত সর্ব্বক্ষণ, দেখি আঁধার এখন আপনি ॥
কর্ম্ম ক'রে জীবন হতেছে মা শেষ, যা দেখি জগতে সকলি মা দ্বেশ ;
যখন ধ'রে দণ্ডিবেশ, বিদায় হব অবশেষ, তখন কি হবে গো আপন শিবানী

পঞ্চাকারে পঞ্চ আছে মা মিলিত, কেবল মন যে একা মা হ'তেছে পতিত ;
তোমার করুণা ব্যতীত, সব হবে ভূত গত, রাখ তোমার অনুগত ঈশানী ॥
কেমনে করি এই জগতে মা কর্ম্ম, কিছুই যে বুঝিনা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম ;
অ'জ্ঞ না বুঝে মা মর্ম্ম, কি যে করি কর্ম্ম, দেখি ধর্ম্মাধর্ম্ম সমান জননী ॥
এসেছি মা হেথা করিতে খেলা, সেই খেলাতেই মা গো যেতেছে বেলা,
তুমি হ'য়ে আজ কালা, ক'রে রেখেছ মা ভোলা,
যখন পাঠালে মা হেথা কেন তা বলনি ॥
ডাকি মা তোমাকে আপন ভাবিয়ে, কেন গো জননী রয়েছ ভুলিয়ে,
একবার দেখ মা আসিয়ে, দিন গেল যে ফুরায়ে,
এই ললিতে ভুলোনা তারিণী ॥ (১৮০)

সিন্ধু-ভৈরবী—যৎ।

একবার নাচ মা আনন্দময়ী, এই হৃদয় আসনে তারা।
এই অধম সন্তানে কেন ক'রে দাও মা পথ হারা ॥
আমি অকৃতী সন্তান বলে, কোলে কি লবে না তুলে ;
দেখি কত দিন মা থাক ভুলে, একবার দেখ্‌ব আমি শবদারা ॥
আমি মা মা ব'লে যত ডাকি, তুমি ততই মা দিতেছ ফাঁকি ;
মিছে ক'রে কেবল বকাবকি, শেষ বাকির দায়ে হব সারা ॥
মায়াতে মা হইয়া অন্ধ, সংসারে হয়েছি বদ্ধ ;
আমায় মিছে কর্ম্মে করলে বাধ্য, তবু দিলে না মা স্নেহের ধারা ॥
ললিতের এই হৃদ্ কমলে, তুমি এসে বারেক উদয় হ'লে ;
সে যে সকল দুঃখ যাবে ভুলে, তার কেটে যাবে মায়ার ঘেরা ॥ (১৮১)

ভৈরবী—যৎ।

কালিকে তুমি কি মা সেই কালিকে বল জননী।
মা তুমি কি সুরে অভয় দিতে, রণ সাগরেতে,
হ'লে অসুরে বধিতে করালিনী॥
মা তোমার সঙ্গিনীরা সব আছে কোথা, বারেক তাদের ডাক হেথা;
আমি কালের হাতে যে পাই মা ব্যথা, এসে সন্তানে মা দেখ আপনি॥
পড়ে আছি এই সংসার ঘোরে, মায়া সদাই মা আছে ঘেরে;
তুমি দেখলে মা করুণা করে, এই বিপদ হতে মা তরি শিবানী॥
আর কত দিন মা থাকি হেথা, আমার দিনে দিনে বাড়ছে ব্যথা;
আমার দুঃখের কথা কি বলবার কথা, তুমি সবই দেখতে পাও ঈশানী॥
এই সংসার ভয়ে অভয় পেলে, তোমার কোল পাবে মা কোলের ছেলে;
ফেলে ললিতকে এই গণ্ডগোলে, কি ফলছে মা ফল দেখ তারিণী॥ (১৮২)

ভয়রোঁ—ভজন।

হর হর বম্ বম্ হর হর বম্ বম্ হর হর বম্ বম্ ভোলা।
সদা ভস্ম অঙ্গে, শিরসি গঙ্গে, ওড়্‌ন বাঘছালা॥
করে ধৃত সদা শূল দণ্ড, বাহন বৃষ বলী প্রচণ্ড,
ভূত পিশাচ যোগিনী সঙ্গ, বামে নগবালা॥
শুভ্র জটাজুট ফণি বিভূষিত, ক্ষীরদ নন্দন শিরে সুশোভিত,
হর ভকত বাঞ্ছিত, ভক্ত জনাশ্রিত, শোভে গলে রুণ্ড-মালা॥
আদি অন্ত দহুঁ একহুঁ মিলিত, পঞ্চ মুখে সদা হরি গুণ গাওয়ত
কভু তাণ্ডবে নাচত, বিষাণ বাদত, এহি ভব খেলা॥
গাওয়ত সদা এ দীন মোহন, ভাবহ হর গৌরী শ্রীচরণ,
হর সকল কারণ, কাল নিবারণ, যাতহুঁ তব বেলা॥ (১৮৩)

ললিত— আড়াঠেকা।

আমি নয়ন মুদিলে শিবে, দেখি ব'সে আছ হৃদ্ কমলে।
তুমি কখন প্রকৃতি হও মা, কভু পুরুষ যে হও মা ছলে॥
তুমি জগৎ মাঝে সর্ব্বাকারা, কভু হও মা তুমি নিরাকারা,
কে বুঝিবে মা গো তোমার ধারা,
তোমায় ভাবতে গেলে সব যাই যে ভুলে॥
মা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তোমায় ধ্যান করে মা নিরন্তর,
মা কখন যে তুমি কি যে কর, কে বুঝিতে পারে :—
তুমি ব'সে থেকে অন্ধকারে, আছ যোগাসনে নির্ব্বিকারে,
তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ক'রে, আছ সম ভাবে জলে স্থলে॥
তুমি জ্ঞানাজ্ঞান ধর্ম্মাধর্ম্ম, তোমার ইচ্ছায় যত হয় মা কর্ম্ম,
যে বোঝে মা সেই কর্ম্মের মর্ম্ম, তার যে দুঃখ লও মা হ'রে :—
পড়ে বিষয় বৈভবে ভবে, কেহ কি মা সুখী হবে,
তোমার ললিতে দেখিবে কবে, ক্রমে ধরতে যে মা আসছে কালে। (১৮৪)

ঝিঁঝিট—একতালা।

একি কেন গো জননী, হ'য়ে উলাঙ্গিনী, দেখি একাকিনী ভ্রমিছ বনে।
তোমার নাই কি মা লাজ, এ যে অসুর সমাজ,
তোমার সাজে কি এ কাজ, কি ভেবেছ মনে॥
রুধির কেন মা মেখেছ অঙ্গে, মুখে মৃদু হাসি হের অপাঙ্গে,
কভু তাণ্ডবে নাচিছ রণ তরঙ্গে, শিব শব রূপে রয়েছে চরণে॥
করেতে কেন মা ধরেছ কৃপাণ, ডাকিনী যোগিনী বলে হান্ হান্,
অসুর সকলে হইয়া অজ্ঞান, ও রূপ হেরিছে জীবনে মরণে॥

কিবা বদন কমলে অলকা ঝলকে, বিজলী খেলিছে নয়ন আলোকে,
অরাতি বধিয়া ভাসিছ পুলকে, কেন মা বলনা এক্ষণে॥
বদন করালা গলে মুণ্ডমালা, নয়ন বিশালা শিশু শশী ভালা,
এই রণ সাগরেতে করিয়া মা খেলা, সদা বরাভয় দাও স্মরণে॥
তোমার ঐ চতুর্ভুজা রূপ হেরিলে হৃদয়ে, অভয় পাই মা সদা কাল ভয়ে,
আর কেন মা অশান্ত থাক স্থির হ'য়ে, আর ভুলায়ে রেখোনা মোহনে॥
(১৮৫)

ইমন-কল্যাণ—ঢিমেতেতালা।

বল হরে মুরারে মধু কৈটভভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে॥
তিনি অনাদি অনন্ত সকল কারণ, সর্ব্ব তাপ হর তাঁহার চরণ,
জীবনে মরণে করিলে স্মরণ, সদা কাল ভয়ে অভয় পাবে এ সংসারে॥
কালের শাসনে হ'য়েছ ভ্রান্ত, কর্ম্মবশে মন হতেছ শ্রান্ত,
তাঁহার অনুগত হ'লে একান্ত, প্রাণান্ত কালেতে পাবে যে তাঁহারে॥
সত্য তত্ত্ব নিত্য করিলে ধারণা, অনিত্য যা কিছু কিছুই রবেনা,
পেতে হলে মন তাঁহার করুণা, এক হরি নামে মত্ত হওরে অন্তরে॥
ভাব মন তাঁকে শয়নে স্বপনে, হরি হরি ব'লে ডাক নিশি দিনে,
বসায়ে তাঁহাকে মানস আসনে, পূজা কর সদা মানস আচারে॥
ভবের পঞ্চ ভাব আছে যে তাঁহাতে, তিনি একা পূর্ণ ভাবে আছেন সবেতে,
এ দীন ললিত পারিলে বুঝিতে, সদা পাবে তাঁরে নিজ হৃদয়ে বাহিরে॥
(১৮৬)

ঝিঁঝিট—একতালা।

শঙ্কর উর বিহারিনী ত্বংহি নগেন্দ্র বালিকে,
তুমি কখন তরুণ অরুণ বরণা, কখনও হও মা কালিকে॥
মা কাল ভয় ভয়ে হ'য়ে বিপন্ন, সদা হ'য়ে আছি তোমার শরণাপন্ন;
ক্রমে হ'তেছি দৈন্য, দেখ শরণ্য, এসে কৃপা কর চন্দ্র ভালিকে॥

ওমা একাধারে তুমিই হও সর্ব্বাকারা, ওমা কভু হও সাকারা কভু নিরাকারা,
তোমার মহিমা বুঝিলে তারা, তোমায় পাবে মা দেখিতে অম্বিকে ॥
ওমা তুমিই সত্য তুমিই নিত্য, সদা তোমাতেই আছে সকল তত্ত্ব,
মা হ'য়ে উন্মত্ত, তোমায় ভাবে অনিত্য, কিন্তু তুমি যে মা জগৎ-পালিকে ॥
তুমি জগদ্ধাত্রী রূপে জগতের মাতা, কভু হও ধাতা মা কখন পিতা,
কভু বিষ্ণু রূপে হেথা হ'য়ে মা পুজিতা, সদা হ'য়ে আছ কালবারিকে ॥
মা সংসার মায়ায় হইয়া বদ্ধ, মন যে সদাই আছে বিরুদ্ধ,
এই মোহনের পথ সকলি রুদ্ধ, এবার রক্ষা কর এসে চণ্ডিকে ॥ (১৮৭)

বেহাগ—যৎ।

তারা সেবক সুর নর বন্দিনী ;
ঐ যে ঘোর তিমির বরণা ঈশানী ॥
ও মা তিমির বরণা তমোহরা, ঘোর রূপা ভয়ঙ্করা,
ঐ যে রণ মাঝে ভ্রমে তারা, দিতি সুত দলনী ॥
মা যে পতিত জনের গতি, অগতির সঙ্গতি,
সদা রাখিলে ও পদে মতি, হন কালভয় বারিণী ॥
মায়ের নবীন নীরদ প্রভা, ঐ হর হৃদিপরে শোভা,
অপরূপ মন লোভা, মা যে ত্রিজগৎ তারিণী ॥
সদা সর্ব্ব কালাকাল কর্ত্রী, মহামায়া জগদ্ধাত্রী,
জীবে বরাভয় দাত্রী, ঐ যে হর মনো-মোহিনী ॥
পড়িয়া সংসার ঘোরে, সদা মা ডাকি কাতরে,
বারেক মা গো রক্ষা ক'রে, ললিতে রাখ জননী ॥ (১৮৮)

ললিত-বিভাষ—আড়া।

এই হৃদয় মন্দিরে তারা, এসে বসো মাগো পদ্মাসনে।
একবার নয়ন ভরে তোমায় হেরে, সুখী হই মা এ জীবনে॥
পলকে মা হারাই তোমায়, এ অধমে কি রাখ্‌বেনা পায়,
ক্রমে আমার দিন যে মা যায়, বারেক কৃপা কর এ অধীনে॥
যত দেখ্‌তে তোমায় চাই মা তারা, তত হও মা তুমি নিরাকারা,
মা গো পেতে তোমার স্নেহের ধারা, হয়েছি কাতর:—
ও মা কবে তুমি আত্মবশে, দেখিবে সন্তানে এসে,
কবে মায়ে পোয়ে মিলে মিশে, যাব মা আপন স্থানে॥
সদা কর্ম্ম হ'ল ঘরের অরি, করে রিপুরা সব ধরাধরি,
হেথা তারাই লয় মা বাহাদুরি, দেখি জননী:—
মায়ার মা পাতিয়া ফাঁদ, ক'রে দিতেছ সব অবসাদ,
আর কত মা সাধিয়া বাদ, ভুলাবে শেষ্ এই মোহনে॥ (১৮৯)

মুলতান—আড়া।

কে জানে মা তোমার তত্ত্ব, ওমা নিত্যরূপা শুভঙ্করী।
তুমি কখন পুরুষ হও মা, ওমা কখন ষোড়শী নারী॥
কভু মা হ'য়ে সাকারা, সংসারে হও ভমোহরা,
আবার ভেবে তোমায় নিরাকারা, সতত ভয়েতে মরি॥
আমি জানি না কেমন ভক্তি, কেবল কর্ম্মেতে আছে আসক্তি,
মন যে শোনেনা যুক্তি, কেবল বাড়ায় আশা ভয়ঙ্করী॥
করে অনিত্যতে নিত্য জ্ঞান, আমার মন যে এত অজ্ঞান,
কর তার প্রতিবিধান, করুণা কণা বিতরি॥
তোমার ঐ মা যুগল চরণ, করে মা কলুষ হরণ,
কাল ভয় সব হয় নিবারণ, যখন হৃদয় পদ্মে তোমায় হেরি॥

পাতিয়া মায়ার ফাঁদ, হাতে দিতে চাও মা চাঁদ,
ক্রমে ক'রে মা গো অবসাদ, সকল ভুলায়ে রাখ শঙ্করী ॥
আজ স্বকর্ম্ম ফলেতে তারা, তোমার ললিত যে মা লক্ষ্য হারা,
কবে কেটে মা তার মায়ায় ঘেরা, অভয় দেবে কোলে করি ॥ (১৯০)

ললিত-বিভাষ—ঝাঁপতাল।

দে মা বাঞ্ছিত ঐ শ্রীপদ যুগল, লাঞ্ছিত করে শমনেরে ॥
ও মা কালের শাসন সইব কত মা, সদা ষড়রিপু যে আছে ঘেরে ॥
মা গো কর্ম্মবশে নয়ন হারা, কর্ম্ম করি মা কেমন ক'রে,
ও মা দীনের দিন যে ক্রমে গত, আর ঘুরি কত মা অন্ধকারে ;
ও মা মায়ার বন্ধনে তারা, আমি বাঁধা পড়্ছি ঘরে পরে,
আজ কেমনে মা কাটি বাধা, আপনা হতে এ সংসারে ॥
হ'য়ে সতত বিপথগামী, স্বপথ সদাই আছি ভুলে,
আপদে বিপদে মা গো, ঢুকি কেবল গণ্ডগোলে ;
মলেও যে ছাড়েনা তারা, স্বকর্ম্ম ফল সঙ্গে চলে,
ও মা ক্রমে দিন যে হ'ল গত, আমার প্রাণের ব্যথা মা বলি কারে।
সদা দুর্গা দুর্গা বলে ডাকি, মনকে বুঝাই ব'লে ক'য়ে,
কিন্তু বাসনা সতত প্রবল, যে মিলে থাকি মায়ে পোয়ে ;
শেষ কিছুই যে হ'লনা মা গো, মিছে দুঃখ এত আছি সয়ে,
বারেক অভয়া এসে অভয় দিয়ে, শান্ত কর মা কোলে ক'রে ॥
জাগ্রতে দেখিয়া স্বপন, আপন কথা যাই মা ভুলে,
হেথা সদাই কালের শাসন, হতেছে মা কত ছলে ;
ভুলনা এ দীনে তারা, মনে রেখ সুত বলে,
শেষ্ কাল এলে মা বলে দিও, যেন লয়ে মা গো যায়না তারে ॥

আমি চাইনা মুক্তি চাইনা ভক্তি, কেবল চাই মা গো স্থান ঐ চরণে,
আমার দিন মা সকল ফুরিয়ে গেলে, যেন এই দীনকে তোমার পড়ে মনে ;
আজ তোমারি আদেশে ললিত, সদা পড়ে আছে এই ঘরের কোণে,
কেন এনে তারে অন্ধকারে, দুঃখ দাও মা অবিচারে॥ (১৯১)

বেহাগ—তেতালা।

কালী কালী বলে মন ডাক দিবা রজনী।
সদা কাল ভয়ে অভয় দিতে, আছেন তোমার জননী॥
তোমায় মায়ার বিকারে ঘেরে, রেখেছে যে এ সংসারে,
তাই অন্ধকারে ঘুরে বদ্ধ হতেছ যে আপনি॥
আপন কে আছে মন, ভেবেছ কি তার এখন,
হেথা কর্ম্মবশে ভুলে শেষে পাবে কি কাল-কামিনী॥
মা যে পদতলে শব ছলে, ধরে আছেন মহাকালে,
ধ'রে করে অসি তমঃ রাশি নাশিতেছেন ঈশানী॥
দেখি সদা ভবে কর্ম্ম সবে, বেরেছে যে পঞ্চ ভাবে,
ও মা কোন ভাবে ভেবে তোমার ধরে পাব শিবানী॥
এই অতি দীন কর্ম্ম হীন, তার কিসে যাবে ভব ঋণ,
তাই ডাকে ললিত কর মা বিহিত এসে দীন তারিণী॥ (১৯২)

বাউল।

(মন) কালী তারা, জগদ্ধাত্রী সবাই একই মা।
মনরে অভেদ ভাবে দেখ সবে, ভেদাভেদ আর ক'রোনা॥
মা আমার কখন পুরুষ কভু হন মা প্রকৃতি,
তাঁকে যে জন ভাবে যে ভাবে তাঁর হয় সেই মুরতি ;
মাকে এক ভাবে সব ভাব্‌লে ভবে আর ভ্রম যে কিছু রবেনা॥

তাঁকে দেখ্‌তে যে আজ চায়, সে ছেড়ে এই ভবের দায়,
একবার প্রাণভরে তাঁয় ডাকলে পরেই দেখা যে তাঁর পায়;
ঘরে মনে প্রাণে ঐক্য হ'লে পূর্ণ হয় যে কামনা॥
মা যে আছেন সবেতে, যা সব দেখছ জগতে,
তোমার মা যে কেমন বুঝ্‌লে যে আজ দেখ্‌তে তাঁয় পেতে,
হেথা শক্তি বিনা হয়না কিছুই তাও কি জাননা॥
মা যে পাঁচে মিলে এক, আবার এক থেকে হয় পাঁচ,
কেবল মন ভোলাতে এই জগতে কাচে কতই কাচ,
মিছে পাঁচাপাঁচি ক'রে এখন, আপন কাজ মন ভুলনা॥
এটা ভাব্‌তে গণ্ডগোল, আবার সাধনাতেও গোল,
কেবল মায়ায় বাঁধা পড়ে সবাই হয়েছে বিহ্বল,
একবার কপাট খুলে ঘরে ঢুকে কি আছে তা দেখনা॥
হেথা কালের শাসনে, ভ্রান্ত হতেছ কেনে,
মা মা ব'লে ডেকে ব'স মায়ের চরণে,
থাক মায়ে পোয়ে এক হ'য়ে মন কাল যে তোমায় ছোঁবেনা॥
এই জগৎ অনিত্য, কেবল মা আমার নিত্য,
সেই পরম তত্ত্ব বুঝে এখন খুঁজে নাও সত্য,
মিছে মায়ায় ভ্রান্ত হ'য়ে মোহন ভুলে সকল থেকনা॥ (১৯৩)

বেহাগ—তেতালা।

শিবে, সাধক জন মন-মোহিনী।
ওমা কালভয় নাশিনী জননী॥
নব নীরদ বরণা তমো হরা, ঘোর রূপা ভয়ঙ্করা,
অসি মুণ্ড করে ধরা সবে বরাভয় দায়িনী॥

ফুল্ল কোকনদ পদ, হরে সব আপদ ;
মাগো সম্পদ বিপদ পদ ঐ পদে তব ঈশানী ॥
জগত জনের গতি অগতির সঙ্গতি;
সদা রাখিলে তব নামে মতি রাখ ভব ভয়ে তারিণী ॥
আমার মন সদা হয়ে ভৃঙ্গ, কর জননী চরণ সঙ্গ;
এই ললিতের হর আতঙ্গ ভাব হৃদে কাল-কামিনী ॥ (১৯৪)

বেহাগ—একতালা।

ভিক্ষা করি সামান্য।
শিবে তোমার চরণে, স্থান দাও দীনে,
বারেক কৃপা করে দেখ চাহি না অন্য ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম সব কর্ম্মেতে প্রকাশ, ফলাফল দেখে বাড়িছে নিরাশ,
ক্রমে হবে সর্ব্বনাশ, আর কবোনা হতাশ,
ওমা আশা কুহকেতে সব দেখি যে শূন্য ॥
ক্রমে ক্রমে দিন হতেছে মা ক্ষয়, কাল এসে কাল করিতেছে জয়;
সদা বাড়িছে মা ভয়, কবে দিয়া মা অভয়,
রক্ষা করবে এসে নিজ শরণ্য ॥
কর্ম্মফলে ভাগ্য ঘুরিছে আঁধারে,
সদা ভ্রান্ত আমি মা গো মনের বিকারে;
তুমি না দেখিলে আমারে সব বলিব কাহারে,
ক্রমে স্বকর্ম্ম ফলে মা হলাম জঘন্য ॥
দিনে দিনে কেবল বাড়িছে যাতনা,
অহঙ্কার এসে করিছে তাড়না;
আর সহিতে পারি না, কিছুই হ'ল না হবে না,
পড়ে কামনার বশে হলাম দৈন্য ॥

মাগো কালাকাল সব তোমার করেতে,
সদা মহাকাল পড়ে আছেন পদেতে ;
মাগো তোমার ললিতে, তার শেষের দিনেতে,
সব ভুলায়ে রেখ না করে বিপন্ন ॥ (১৯৫)

আলেয়া—একতালা।

ঐ যে মহেশ উরসি, রূপসী ষোড়শী,
ভালে বাল-শশী নাচিছে সমরে ॥
কিবা অপরূপ, হয়েছে ও রূপ,
যেন নীলোৎপল ভাসে ক্ষীরোদ সাগরে ॥
জিনি রক্তোৎপল চরণ আভা,
নখরেতে শশী কিরণ প্রভা;
তাহে জবা বিল্বদল করিছে শোভা,
মৃদু মৃদু সদা হাঁসি প্রকাশ অধরে ॥
চপলা চমকে দশনে দশনে, সূর্য্য-চন্দ্র বহ্নি নয়নের কোনে,
দিতি সুতদলে নাশিয়া জীবনে,
বরাভয় সদা দিতেছেন অমরে।
কভু হেরি নবীন নীরদ ভাতি, কখন তরুণ অরুণ জ্যোতিঃ;
সদা মধুপ গুঞ্জে মাতি মাতি, ঐ বামার বদনকমলঘেরে ॥
গলে মুণ্ডমালা বদন করালা, নয়ন বিশালা শোভিতেছে বালা
ক'রে আনন্দ রূপিনী আনন্দেতে খেলা,
তম বিনাশিতে সমরে বিহরে ॥
আদি অন্ত সদা ঐ একেতে মিলন,
সমভাবে হেরি জনম মরণ; কবে গো জননী এদীন মোহন,
পাবে তোমার ওরূপ তার হৃদয় মাঝারে ॥ (১৯৬)

বেহাগ—একতালা।

দুর্গে, রাখ পদ প্রান্তে।
হ'য়ে কাল ভয়ে ভীত, হ'য়েছি পতিত, কেমনে মা তোমায় পারিব চিন্তে॥
তুমি কালাকাল কর্ত্রী, ওমা জগদ্ধাত্রী, তুমি ভক্তি মুক্তি দাত্রী অন্তে।
মা তুমি কখন সগুণা, কভু হও নির্গুণা, তোমার গুণাগুণ কে পারে মা জান্তে॥
মা তুমি হইয়া স্বতন্ত্র, সদা ভক্ত পরতন্ত্র, আছ যন্ত্র মন্ত্র তন্ত্র বেদান্তে।
মাগো এই যে বিশ্বরূপ, তোমারই স্বরূপ,
এই অপরূপ রূপ কেউ ভাবে কি ভ্রান্তে॥
তোমায় কে পাবে শক্তিতে, কে পাবে যুক্তিতে,
কেবল ভক্তিতে তোমায় পারে মা বাঁধতে।
মা তুমি সকলের অতীত, সর্ব্বগুণাতীত, তুমি ডাকিলে পেলেতে পাবে কি শুন্তে।
পড়ে কর্ম্মের বশেতে, এ ঘোর জগতে, তোমায় ডাকি মাগো সদা কান্তে কান্তে
রেখো যুগল চরণে, তোমার এ দীন মোহনে,
তাকে ভুলোনা মা এই দিনের অন্তে॥ (১৯৭)

আলেয়া—একতালা।

কাতর জীবন সদা আতঙ্কে, বারেক দুর্গে মাগো হের অপাঙ্গে;
এই স্বপ্নের ভঙ্গে, ভব তরঙ্গে, ভাসিলে মা সঙ্গে কেহ যে রবেনা॥
ভব পারাবার দেখি যে অপার, কেমনেতে আমি হব মাগো পার;
হেথা কর্ম্ম যে আমার, বাড়ায় বিকার, এসে কর প্রতিকার আর ক'রোনা ছলনা
অজ্ঞানেতে স্বপন হেরি সর্ব্বক্ষণ, মায়ার কুহকে ভ্রান্ত সদা মন;
ওমা পেয়ে ধন জন, সব হই বিস্মরণ, হবে শেষেতে যখন কালের তাড়না॥
ক্রমে দিন গত হতেছি পতিত, স্বকর্ম্ম দোষে মা সব হ'ল বিপরীত;
হ'য়ে কাল ভয়ে ভীত, হই মা প্রতিহত,

থেকে তোমার অনুগত, আমার উপায় কি হবে না ॥
হ'য়ে তোমার সন্তান নাই কি পরিত্রাণ, সদা কেন মাগো জ্বলিতেছে প্রাণ,
ক'রে কৃপা কণা দান, ঐ পদে দাও স্থান,
হ'য়ে কালাকাল কর্ত্রী আর দিওনা যাতনা ॥
ওমা তপন তনয় ত্রাসহারিণী, এই হৃদি পদ্মাসনে এস গো জননী;
ওমা ত্রিগুণধারিণী, তব চরণ দুখানি,
যেন শেষেতে ললিতে দিতে মা ভুলোনা ॥ (১৯৮)

বেহাগ একতালা।

শিবে রাখ এই আতঙ্গে।
মাগো স্বকর্ম্ম দোষেতে, এই ভব সাগরেতে,
ভেসে আমি কবে যাব তরঙ্গে ॥
সংসারেতে হেরি মায়া যে প্রধান, অন্ধ বিশ্বাসেতে হয়েছি অজ্ঞান ;
ওমা কে যে আপন হেথা, তার পেলাম না সন্ধান,
একবার দেখাও মাগো এসে হেরে অপাঙ্গে ॥
আছে ধনজন আছে মা সকল, নিজ দোষে সব করেছি বিফল;
এখন লোভ আশা মায়া হেরি মা প্রবল,
আমার কি হবে মা এই স্বপ্নের ভঙ্গে ॥
কিছুই যে মা পূর্ণ হেরিনা নয়নে, কেবল কাতর সতত
করিছে জীবনে ; তাই ভাবি সদা মনে, ওমা তরিব কেমনে,
এই ঘোর পারাবারে আমার কে রবে সঙ্গে ॥
মাগো আশা দুর্ণিবার এই ভব পারাবার, হব মাগো পার কৃপাতে তোমার ;
কিন্তু কর্ম্ম হতে আর, না পেলে নিস্তার, কি হবে মা তার শেষ, শমনাতঙ্গে ॥
আমি নিজে নিজ দোষে হতেছি পতিত, ক্রমে দিনগত মাগো শমন আগত ;
মিছে করোনা মা তোমার এই ললিতে মোহিত,
আর ভুলায়ে মা তাকে রেখ না রঙ্গে ॥ (১৯৯)

খাম্বাজ—একতালা।

বল হরে মুরারে, মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যিনি অনাদি অনন্ত সকল কারণ, পাপতাপ সদা করেন হরণ;
স্নেহ সুধা জীবে করেন বিতরণ, সদা তাঁরে মন ডাকরে কাতরে॥
এই সংসার মাঝারে যিনি নির্ব্বিকার, এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড যাহার আকার;
সূর্য্য চন্দ্র সদা নয়ন যাঁহার, আজি পূর্ণরূপে হৃদে ভাবরে তাঁহারে॥
সদা ধর্ম্ম কর্ম্মভাব আছে যে তাঁহাতে, আজ তাঁর কর্ম্মজীব কে পারে বুঝিতে;
সদা পূর্ণব্রহ্মভাবে মন তাঁহাকে ভাবিতে, পারিবে কি আজ ভ্রমিয়া আঁধারে॥
সদা সম ভাবে যিনি আছেন জলে স্থলে,
সেটা দেখিতে সকলে যেতেছে যে ভুলে;
এই সংসার মায়ায় সদা ঢুকে গণ্ডগোলে,
সবে অন্ধ হ'য়ে আছে মানস বিকারে॥
তিনি বাধ্য নন্ যুক্তিতে বাধ্য নন্ শক্তিতে,
সদা ভক্তের অধীন তিনি ধরা দেন ভক্তিতে;
আজ মায়ার বন্ধন দূর করিয়া ললিতে,
আসি দেখা দিবেন কি তার হৃদয় মাঝারে॥ (২০০)

ঝিঁঝিট—একতালা।

এই কাতরে করুণা কর গো জননী, মিছে ভুলায়ে আর মা রেখনা।
হ'য়ে তোমার সন্তান, আজও পেলাম না মা জ্ঞান, এত কি করে মা ছলনা॥
জন্ম হ'তে ক'রে রেখেছ মা অন্ধ, সংসার মায়ায় হ'য়ে আছি মা বদ্ধ;
মনকে ক'রে মা বিরুদ্ধ, করলে সকল পথ রুদ্ধ, হ'ল একি মা অঘটন ঘটনা॥
এই জগৎ মাঝে তুমি সকলের অতীত, শুনি তুমি মা গো শিবে সর্ব্ব গুণাতীত;

ক'রে অবিদ্যায় মোহিত, আমায় করলে মা পতিত,
তবু তোমাকে ব্যতীত কিছু যে জানিনা ॥
ওমা সদানন্দময়ী তোমার কৃপায়, সদানন্দে আমি কাটাব এ দায়;
কিন্তু দেখি পায় পায়, এই মন বাধা পায়, আমার উপায় কি কিছুই মা হবেনা ॥
ওমা যে দিকে দেখি মা সকলি আঁধার, কি ক'রে মা আমি হব নির্ব্বিকার,
আসি তুমি মা তাহার, কর প্রতিকার, যেন শেষেতে মা আমায় ভুলোনা॥
মাগো শমন আমাকে ধরিতে আসিলে, স্নেহ বসে এসে ক'রো আমায় কোলে;
আমি তোমার সন্তান বলে, তাকে দিও মা গো বলে,
ও মা কালের বশেতে ললিতে দিও না ॥ (২০১)

প্রসাদি সুর।

কি বুঝেছিস্ বুঝয়ে দেনা।
ওরে দেখে শুনে এমন দিনে, কেনরে তুই সাজলি কাণা ॥
যত আমি বোঝাই তোকে, সে সব শুনতে তুই চাবিনা।
ও রে আপন ঝোঁকে এখন থেকে, কোন দিকে শেষ্ ফল পাবিনা ॥
মাকে ডাকতে বলি যদি, তাতে রাজি তুই হবি না।
ও রে ছ দিন হতে পরের হাতে, তাও কি মনে তোর থাকে না ॥
হেথা জানা ঘরে ঘুরে ঘুরে, আজও কি তোর আশ মেটেনা।
ও রে মাথার বোঝা দিবি কাকে, সেইটী আমায় বলেদেনা ॥
ললিত বলে অনেক বাকী, চক্ষে দেখে শেষ্ হবে না।
আজ মায়ে পোয়ে এক হয়ে মন, তবে দেখে সাধ মেটানা ॥ (২০২)

প্রসাদি সুর।

মন পড়েছিস্ বিষম দায়ে।
ও রে কি করে শেষ উঠ্‌বি নায়ে॥
সকল কথা জেনে শুনে, কর্ম্ম করিস ভয়ে ভয়ে।
ও রে আজও যেমন শেষেও তেমন, থাকতে হবে সকল স'য়ে॥
পাঁচ খেলাতে রইলি মেতে, পাঁচ জনাকে সঙ্গে পেয়ে।
ও রে কর্ম্ম সকল করিস্ বিফল, আপনার মাথা আপনি খেয়ে॥
মনে মনে আশা ক'রে, পথ পানে তুই আছিস চেয়ে।
ও রে সঙ্গে যারা তারাই মিলে, সব নেবে তোয় ঠকিয়ে দিয়ে॥
ঘরে পরে মিল্‌বে যে দিন, সে দিন মিলবে মায়ে পোয়ে।
নইলে ললিত ব'লে এ দিন গেলে, থাকবে সকল গায়ে গায়ে॥ (২০৩)

প্রসাদি সুর।

ডাকনারে মন শ্যামা মাকে।
কেন মিছে এখন মরিস ব'কে॥
পাছে লক্ষ ছেড়ে ও মন, চেয়ে দেখনা আপন বুকে।
ও রে কিসের ত'রে ঘুরে ফিরে, দিন কাটালি পরের ঝোঁকে॥
মিছে দোষে দুষি হলে, পাঁচ জনাতে উঠ্‌বে রুকে।
ও রে সবাই কেবল লাভের ভাগী, এখন আপন ব'লে ভাবিস যাকে॥
পাপের ভরা মাথায় ক'রে, শিখলি না মন এত ঠেকে।
ও রে বল্‌তে কথা বাড়ছে ব্যথা, কি আর আমি বোঝাই তোকে॥
এখনও তোর সময় আছে, দেখনা বারেক মাকে ডেকে।
ও রে জেনে শুনে ভুলিস্ যদি, তবে ললিত মিছে বল্‌বে কাকে॥ (২০৪)

প্রসাদি সুর।

আর মা গো তোকে ডাকবো কত।
কেন সদাই আমার ঘরের ভিতর, আছিস্ হ'য়ে কালার মত॥
স্তব স্তুতি আর আরাধনা, তাতে ফল কি ফলে জানিনা ত।
ওমা ভক্তি পথের পথিক যারা, তারাও দুঃখ পাচ্ছে যত॥
যেজন তোকে ভয় দেখায় মা, তারই হস্ তুই অনুগত।
নইলে শিব আরাধিত চরণ, মহিষাসুর কি কভু পেত॥
নাম গেয়ে দিন কাটায় যে মা, ডেকেই দিন তার হল গত।
কেবল দুঃখের ভাগী হয়ে এখন, কাল কাটাচ্ছে অবিরত॥
সংসারে কি দুঃখ আছে, দেখেও মা তুই দেখলিনা ত।
একবার দেখে শুনে মোহন কে তোর, করে নে মা কোলগত॥ (২ ৫)

প্রসাদি সুর।

কে বলে গো মাকে কালো।
তিনি জগৎকে যে করেন আলো॥
মনের ভিতর আঁধার কেবল, আঁধারে সব দেখছে কালো।
যার মনের কপাট সব খুলেছে, তার কালোতে হয় সকল আলো॥
জগৎ দেখে ভ্রম বাড়ে যার, তারই নয়ন দেখে কালো।
হেথা মায়ার বাঁধা কাটলে পরে, কালয় আপনি হবে আলো॥
কালো ধলর ভেদ ক'রে আজ, ঘুচ্‌লো না সব মনের কালো।
ওরে মনে মনে মন বোঝালে, বুঝবে কেমন কালোর আলো॥
কালো আলো সমান কথা, বল্‌তে শুনতে দেখতে কালো।
এই ললিত কালো পায়না কোথাও, তার মা যেরে সব্ আলোর আলো॥ (২০৬

প্রসাদি সুর।

মা আমার কই কাল কোথা।
ঐ দেখ চেয়ে সর্ব্ব ঘটে, আলো করে আছেন সেথা॥
সকল স্থানে জ্যোতির প্রকাশ, চেয়ে দেখ যথা তথা।
আজ না দেখে সব অন্ধকারে, বাড়াও কেন মনের ব্যথা॥
আঁধার ঘরে থাকলে জ্যোতি, তাকে খুঁজে পাবে কোথা।
আজ মা ব'লে যে মাকে জানে, সে বুঝেছে যে সকল কথা॥
অন্ধকারে চোরকুঠারি, মায়ের প্রকাশ আছে তথা।
আজ ঘর খুলে না দেখে কেবল, কাল দেখেছে হেথা সেথা॥
ললিত বলে এ সংসারে, মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।
যে জন কাল ধল এক করেছে, তার কি ভ্রম আর বাড়ে হেথা॥ (২০৭)

প্রসাদি সুর।

মন ক'নারে কাজে রত।
ও রে করনা যে কাজ মনের মত॥
ঘুরে ফিরে এ সংসারে, কাজ করে কাজ দেখলি কত।
তবু আজও যেমন কালও তেমন, কেন গোল বাধাস্ রে অবিরত॥
মায়ায় বাঁধা লাগছে ধাঁধা, ইষ্ট চিন্তা করবি যত।
ও রে তাতেই যে তোর ভ্রম বেড়ে যায়, কিছুই হয়না মনগত॥
সর্ব্বজীবে করবি দয়া. ধর্ম্ম কর্ম্মে হবি রত।
ও রে তাতেই হবে ইষ্ট সাধন, কাজ হবে তোর শত শত॥
মোহন হেথা খেটে খুটে, দেখছে সকল বিপরীত।
শেষে পড়ছে স্রোতে আসতে যেতে, ওরে কিছুতে নয় প্রতিহত॥ (২০৮)

প্রসাদি সুর।

মনরে কর্ম্মে ভয় খেও না।
তুমি দুর্গা দুর্গা বলে সদা, নাম গেয়ে মন কর সাধনা ॥
সংসারেতে কর্ম্ম ক'রে, কর বসে দিন গণনা।
সেথা ফলের আশা করোনা মন, ফল পেলে তার ফল হবেনা ॥
ফলাগাছে ফল দেখে মন, পাঁচের বাড়ে ভোগ্ বাসনা।
তখন আপনি সে ফল বিফল হবে, তোমায় কেউ তার ভাগ দেবেনা
কর্ম্মে ধর্ম্ম আছে গাঁথা, মর্ম্ম বুঝতে কেউ পারে না।
তাই কর্ম্ম যোগের অনুরাগে, নষ্ট করে সব আরাধনা ॥
কর্ম্মেতে যে সকল আছে, তাতেই পূর্ণ হয় কামনা।
এই মোহন বলে কর্ম্ম ছেড়ে, জীবের ভবে এই যাতনা ॥ (২০৯)

প্রসাদি সুর।

কে জানে গো কেমন তারা।
সদা যোগ সাধনা ক'রে কেবল, ডেকে ডেকে সবাই সারা ॥
বেদ আগম আর পুরাণ যত, বলতে হারে মায়ের ধারা।
তিনি মায়াময়ী হয়ে সেথা, হয়ে আছেন নিরাকারা ॥
কর্ম্ম যোগের যোগী সবাই, করছে এসে ঘোরা ফেরা।
তারা তাবার খেলায় এম্নি বাঁধা, কাটতে নারে মায়ার ঘেরা ॥
ঘটে পটে বিরাজ করেন, ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা।
এই ললিতের ভ্রম ঘুচবে যখন, চরণ দেবেন শম্ভু-দারা ॥ (২১০)

প্রসাদি সুর।

কাজ কি আমার গিয়ে কাশী।
মায়ের শ্রীপাদপদ্মে আছে সদা, গয়া গঙ্গা বারানসী॥
তারকব্রহ্ম মন্ত্র পেয়ে, মুক্ত হবে কাশীবাসী।
কিন্তু আমার মায়ের দুর্গা নামে, আছে যে কৈবল্যরাশি॥
দুর্গা দুর্গা ব'লে আমি, যে আনন্দ সাগরে ভাসি।
কেউ সে আনন্দ পাবে কি মন, আনন্দ কাননে পশি॥
জ্ঞানযোগ আর কর্ম্মযোগে, ভক্তির উদয় দিবা নিশি।
আমার কাজ কি রে সে ভজন সাধন, মাকে ডাকব সদাই ঘরে বসি॥
মায়ায় বাঁধা পড়'লে ললিত, বাড়ে মনের দ্বেষাদ্বেষী।
ও রে ডাকার মত ডাক্‌লে হবে, মায়ে পোয়ে মেশামিশি॥ (২১১)

প্রসাদি সুর।

মাকে কাল বলবি কিসে।
আমায় বুঝিয়ে দে মন সর্ব্বনেশে॥
সংসারেতে ঘুরে কেবল, মিলন দেখিস্ বিষে বিষে।
তাই আলোয় আঁধার হয় মনে তোর, গোল বাধাস সব কাজের দোষে॥
মায়ের রূপে রূপ ধরে না, চার দিকে দেখ ব'সে ব'সে।
যার মনের ভিতর আঁধার কেবল, সে রূপের আর কি করবে নিসে॥
কর্ম্ম সূত্রের মাঝে পড়ে, বেড়াস এখন ভেসে ভেসে।
ওরে স্থান পেলে মন সব পাবি তুই, কালোয় আলো দেখবি শেষে॥
ললিত বলে বুঝাবি কি তুই, আগে বুঝ্‌গে কৃত্তিবাসে।
তখন কালো আলো সমান হবে, ওরে সকল মিলন হবে শেষে॥ (২১২)

প্রসাদি সুর।

মনরে কেন হলি ভোলা।
ওরে দেখনা ক্রমে যাচ্ছে বেলা॥
শেষের দিনের তরে সদাই, বাড়িয়ে এখন আছিস গলা।
কিন্তু দিন গেলে তোর সব ফুরাবে, তখন এসব থাকবে তোলা॥
বুঝিয়ে দিলে আপনা হ'তে, বুঝিস না তুই এই তো জ্বালা।
আবার ভাল বল্‌লে মন্দ ভাবিস, কাজের কথায় সাজিস কালা॥
দিন মজুরি কর্‌তে গিয়ে, খাটা খাটি করিস মেলা।
ওরে জানিস্ না কি এসংসারে, যা দেখিস সব মায়ার খেলা॥
জেনে শুনে আপনা হ'তে, ঘরগুলি সব রাখলি খোলা।
ওরে তোর এই দোষে ললিত ব'সে, সইচে হেথা পাঁচের ছলা॥ (২১৩

প্রসাদি সুর।

কেন মাগো এই ছলনা।
ওমা ছল করে তো ফল পাবেনা॥
স্বপ্নে যেটী দিয়ে ছিলে, ঘুমটী ভাঙ্গলে আর দেবেনা।
ওমা এমন দানের ফল কি হবে, কেবল মনের ভিতর দাও যাতনা॥
কি ভাবে মা কখন আস, তোমায় বুঝতে কেউ পারে না।
ওমা বুঝবে যে জন পাবে চরণ, ঠকাতে তায় আর পার না॥
ঘুমের ঘোরে থাকলে জগৎ, তোমার খেলার শেষ থাকে না।
ওমা সে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দাওনা দেখা, তবেই পূর্ণ হয় কামনা॥
মা ব'লে যে ডাকতে জানে, তাকে ঠকিয়ে ফল হবে না।
ওমা তোর ললিতের কপাল ছবি, আর কিছু তার নাই ভাবনা॥ (২১৪)

প্রসাদি সুর।

কি করি মা সংসারেতে।
আমার শান্তি নাই মা খেতে শুতে॥
যে দিকে মা চেয়ে দেখি, গোল বেধে যায় সেই দিকেতে।
এখন অশান্তিতে দিন যদি যায়, স্থির হব না কোন দিনেতে॥
ভয়ে ভয়ে ভাবি ব'সে, কর্ম্ম কেবল চায় ঘোরাতে।
ওমা আজও যেমন কালও তেমন, কত সইব মা গো এই দেহেতে।
পাঁচের বোঝা মাথায় ক'রে, সদাই হচ্ছে দিন কাটাতে।
ওমা তারাই আবার দোষ খুঁজে যে, জেনে শুনে চায় ভোগাতে॥
রুষ্ট তুষ্ট বুঝি না মা, লক্ষ্য যদি রয় তোমাতে।
এই ললিতের এক ভিক্ষা কেবল, দেখো বারেক তার শেষেতে॥ (২১৫

প্রসাদি সুর।

মনরে মায়ের চরণ ভুলে।
এখন পড়লি এত গণ্ডগোলে॥
ঘরে পরে অভাব দেখে, সকলের মন রাখিস ছলে।
তাই যেমন কর্ম্ম তেমনি হয় তোর, তোকেই সবাই ধরছে বলে॥
সবাই তোকে দিচ্ছে তাড়া, খেটে খেটে মরিস্ জ্বলে।
ওরে যার দায়ে তোর মাথায় বোঝা, তোর দায় এখন কৈ সে নিলে॥
এসব কথা বুঝবি যে দিন, সে দিন কি আর ভাসবি জলে।
ওরে নিজের দশা বুঝলে নিজে, ভয় কিরে তোর জলে স্থলে॥
ললিতের এই শেষের কথা, মা মা ব'লে উঠগে কোলে।
একবার দেখে শুনে ধ'রে ব'স না, যার ছিলি তুই কোলের ছেলে॥ (২১৬)

প্রসাদি স্থর।

আজ মা এত হাঁসি কেনে।
ওমা কি হয়েছে তোর ঐ মনে ॥
যেথানে যা হচ্ছে হেথা, দেখিস ব'সে ঘরের কোণে।
ঐ হাঁসি দেখে ভয় করে মা, করবি কি তুই এমন দিনে ॥
চির কালটা এক মনেতে, লক্ষ্য তোর ঐ চরণ পানে।
তোর হাঁসির ধার কি ধারি আমি, সেটা বুঝতে এখন মন কি জানে।
কত গোলে পড়ছি হেথা, তোর খেলা সব দেখে শুনে।
ওমা যে দিকে চাই সেই দিকেতে, মায়ায় বাঁধা পড়ছি জেনে ॥
ললিতের মন ভ্রান্ত হ'লে, আর কি কেউ মা তাকে মানে।
ওমা যা হয় এখন তাই ক'রেনে, শেষেতে স্থান দিস চরণে ॥ (২১৭

প্রসাদি স্থর।

ভয় কিরে মন এমন দিনে।
একবার দুর্গা দুর্গা ব'লে এখন, সাহস বাঁধনা আপন মনে ॥
দুর্গা নামে যে ধন আছে, যদি ধরতে মনরে পারিস চিনে।
তবে ভাবনা কি তোর অভয় পাবি, ভয় দেখে ভয় করিস কেনে ॥
সকলেতেই মা তোর আছে, শাস্ত্রে বলে সবাই জানে।
কেবল বিদ্যা ছেড়ে অবিদ্যা আজ, ভুল বোঝায় রে কানে কানে ॥
সঙ্গী হেথা আছে যারা, তারাই তোকে ধরছে টেনে।
তাই যত ভয় সব আপনা হ'তে, দেখ্‌তে পা'স তোর ঘরের কোনে ॥
সকল কর্ম্ম ছেড়ে ললিত, নামের মর্ম্ম চল্‌না মেনে।
নইলে আজও যেমন কালও তেমন, সব হারাবি দেখে শুনে ॥ (২১৮)

প্রসাদি সুর।

মা আমার তুই কাণার নড়ি।
তোকে সহায় ক'রে এসংসারে, পথ বয়ে যাই গুড়ি গুড়ি॥
এই নিয়মে দিন কাটাই মা, কিছুই নাই যে তাড়াতাড়ি।
হেথা ঘর বেঁধে ঘর করতে গেলে, আপনি হয় সব বাড়াবাড়ি॥
লাভের আশায় হচ্ছে শেষে, কর্ম্মে ধর্ম্মে জড়া জড়ি।
তাই কপাল দোষে পাঁচের ঘরে, ছজন করে কাড়াকাড়ি॥
সংসারের সব ঘরে পরে, কর্ম্মের এত ছড়াছড়ি।
যে শেষকালেতে কাজের দায়ে, সবাই করে ফেড়াফেড়ি॥
ছজন মিলে ঘরে থেকে, করছে কেবল আড়াআড়ি।
তাই দেখে শুনে ললিত ভুলে, খেটে মরছে গোড়াগুড়ি॥ (২১৯)

প্রসাদি সুর।

কে আর আমার হবে আপন।
ওমা কালের বশে সবাই এসে, আমায় শেষে ক'রছে শাসন॥
কি দেখে মা ঘরে ব'সে, এত হাঁসি হাঁসিস্ এখন।
যারা আত্মসাটা তাদের খোঁটা, কাঁটায় কাঁটা তুলতে যতন॥
ঘরে ঘরে সব মিলালে, ঘরেই বসে পাব রতন।
মিছে হাঁসি দেখে করবো কি মা, আমার চাই মাগো সব কর্ম্ম সাধন॥
কাজের ফলে কাজ বেড়ে যায়, এইটী দুঃখের প্রধান কারণ।
তাই সব ছেড়ে মা এক মনেতে, ধরেছি তোর যুগল চরণ॥
মায়ার ঘোরে ঘুরে ঘুরে, গেছে মাগো দুটী নয়ন।
আর এমন দিন কি পাবে ললিত, ভাঙ্গবে তার এই সাধের স্বপন॥ (২২০)

প্রসাদি সুর।

সবাই যে মা মার্‌ছে লাথি।
তার ফল যে ফলছে হাতাহাতি॥
সংসারে মা আনলি টেনে, করলি পরের ব্যথার ব্যথী।
আবার তার মাঝে তোর এম্নি খেলা, অহংকারের মাতামাতি॥
আত্মসাটা হলে মাগো, কেউকি কারও হবে সাথী।
সদাই আপন কোলে টানতে গেলে, ফল যে হবে তার দুর্গতি॥
ধনের ঘড়া টাকার তোড়া, গুনতে বাড়ে পাঞ্জি পুঁথি।
কিন্তু পেটের জ্বালা কাজের বেলা, দায়ে পড়লে গুঁতোগুঁতি॥
ললিত বলে কর্ম্ম ক'রে, সমান হয় যে গৃহী জ্যোতি।
কেবল একের বিনে শেষের দিনে, দেখতে পায়না সাঁজের বাতি॥ (২২১

প্রসাদি সুর।

ভয় কিরে মন শমনেরে
ওরে নিত্য এখন থাকনারে তুই, নিত্যময়ীর চরণ ধ'রে॥
আশীর্ব্বাদ যে হাতে হাতে, রাখনা সেটা মাথায় ক'রে।
যার নাই কালাকাল তার মায়াজাল, ভাঙ্গবে দুর্গানামের জোরে
নয়দ্বারে তোর নটা দ্বারী, লক্ষ্য রাখছে দ্বারে দ্বারে।
ওরে তাদের সঙ্গে অহংতত্ত্ব, আছে পাঁচটা ভূতের ঘরে॥
চক্ষের দেখা দেখতে গেলে, ছটায় মিলে রাখছে ঘেরে।
তাই মন খুলে সব করনা আপন, যা সব ঘেরে আছে তোরে॥
জগৎ জুড়ে নাম রটেছে, মলি তারই অহংকারে।
ওরে গেলে বিকার দেখবি কে কার,
তার মাঝে তোর ললিত ঘোরে॥ ২২২॥

প্রসাদি সুর।

মন কি তোমার বুঝবে খেলা।
মা তুমি দেখাও সত্য সব অনিত্য, তবু গোল বাধাও শেষ কাজের বেলা॥
শূন্যেতে যে পুণ্য আছে, মান্য করলে কর ছলা।
যে জন গণ্য মান্য, সেই জঘন্য, অন্য হলে সাজাও ভোলা॥
তুমি বললে আশীর্ব্বাদ, তার কি সংবাদ, ভাবতে গেলে দেখাও মেলা।
আজ সাধেতে বিষাদ, মনের বিবাদ, বাদ সেধে মা সাজলে কালা॥
কাজের অনুরাগে, সাধি যোগে যাগে, ভাগ পেলে সেটা থাকবে তোলা।
শেষে ভোগে রোগে শোকে, ফেলিয়া বিপাকে,
ভুলে থাক তুমি এইতো জ্বালা॥
সম্পদ বিপদ, মা তোমার ঐ শ্রীপদ, ললিতের মন তাতেই ভোলা।
আর নাই কিছু আশা, কেবল দুরাশা, ওমা দেখবে হৃদয়ে চাঁদের মালা॥
(২২৩)

প্রসাদি সুর।

মন জানে আর ধর্ম্ম জানে।
আমি কর্ম্ম করে বেড়াই কেনে॥
কর্ম্মফলে পড়েছি গোলে, এই গণ্ডগোলে রাখছে টেনে।
হেথা ছাড়লে কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, বুঝবে মর্ম্ম শেষের দিনে॥
ফলের ভাগী হলে যোগী, আপনি দাগী হবে জেনে।
যে জন ফল ছেড়েছে সেই জেনেছে,
তার মন মজেছে দেখে শুনে॥
ভবের ঘোরে ভব ঘুরে, কর্ম্ম করে আপন মনে।
কিন্তু শেষ মেলাতে আপনা হতে, ঠকছে এতে পাঁচের গুণে॥
খাটা খাটি মায়ার কুটি, পরিপাটি হয় মিলনে।
তাই ললিত ব'সে দেখ্‌ছে হেসে, সবাই দুখী এক বিহনে॥ (২২৪)

প্রসাদি সুর।

আর কি আমার করবি তারা।
আমি নয়ন থাকতে নয়ন হারা॥
প্রাণের দায়ে ডাকতে গেলে, ঠকিয়ে দিয়ে করিস্ সারা।
শেষে ভয় দেখিয়ে গোল ক'রে দিস, ভেলাপ দিয়ে মায়ার ঘেরা॥
কাজের বেলা করিস খেলা, কঠিন হয় তোর ধরতে পারা।
আবার দেখে শুনে ডোবাস শেষে, মা ব'লে মা যায় গো যারা॥
ধরাধরি বাড়লে পরে, সেজে বসিস্ নিরাকারা।
ওমা কত ছলে করিস ছলা, বুঝবে কে তোর সকল ধারা॥
কাজের দায়ে তোর এই ললিত, করছে কেবল ঘোরা ফেরা।
তাকে দেখিস্ যেন শেষের দিনে, ডুবিয়ে দিস্না শম্ভুদারা॥ (২২৫)

প্রসাদি সুর।

মায়ের খেলা জগৎ জুড়ে।
মা খেপে খ্যাপায়, এই হ'ল দায়, সময় মত কৈ সে ছাড়ে॥
মা কাকেও দেন যে দুধে চিনি, শাকে বালি কারও পড়ে।
কেউ খাচ্ছে অন্ন ভোগ বাগান, কেউ যে পায়না কেবল চিঁড়ে॥
বালাখানা দেয় মা কাকেও, কার ও নাই যে ভাঙ্গা কূড়ে।
কেউ শাল দোশালা দিচ্ছে গায়ে, কেউ যে কেঁপে সদাই মরে জাড়ে॥
কেউ ধনের ঘড়া টাকার তোড়া, ভোগ করছে পরের কেড়ে।
আবার কারও ভাগ্যে মায়ের ছলে, অন্ন হয়না মাটী খুঁড়ে॥
সর্ব্ব সুখে সুখী কেউ আজ, হাতী ঘোড়া গাড়ী চড়ে।
আবার কারও দেখা এমি কপাল, পরের বোঝা বইছে ঘাড়ে॥
ললিত বলে মায়ে পোয়ে, যে বাঁধবে ঘর গোড়া পেড়ে।
এখন সেই যে দেখা মনের সাধে, থাকতে পারবে কর্ম্ম ছেড়ে॥ (২২৬)

প্রসাদি সুর।

জানি মা, বুঝেছি তোমার খেলা।
তুমি কাজের বেলায় কর ছল॥
জগৎ ভুলায়ে রেখেছ মায়াতে, দেখিতে দেখিতে যেতেছে বেলা।
ও মা কর্ম্ম ফলের ভোগ দেখায়ে, রোগে শোকে ভোগাও মেলা॥
এই সংসারেতে রেখেছ মা, মায়ার ফাঁসে বাঁধা গলা।
হেথা আপন সেজে আপনার জনে, চারিদিকে দিচ্ছে জ্বালা॥
আমায় যে ঘরে বাস দিয়েছ মা, নবদ্বার তার আছে খোলা।
আবার তার ভিতরে আঁধার ঘরে, সেজে দেখাও চাঁদের মালা॥
মায়ার বশে ভ্রমে পড়ে, কর্ম্ম সকল রইলো তোলা।
যার মন বোঝে তার প্রাণ বোঝেনা, তাই এ ললিত সদাই ভোলা॥
(২২৭)

প্রসাদি সুর।

মা গো তারা ও শঙ্করী।
আমার কি দোষ পেয়ে করলে তুমি, ছয় পেয়াদার ডিক্রীজারি॥
ঘরের কর্ত্তা ছটা এখন, তারাই ব'সে করছে জারি।
ও মা দেনা পাওনার হিসাব কালে, তারাই নেবে বাহাদুরি॥
সময় থাকতে সমন পেলে, দেনাকে আর ভয় কি করি।
ও মা তোমার দুর্গা নামের জোরে, আপদ বিপদ সকল সারি॥
দিন মজুরির তরে মা গো, দিনে দিনে ঘুরি ফিরি।
কিন্তু লাভের ভাগী আমি নই মা, পাঁচ জনে সব করছে চুরি॥
এ সংসারে তোর ললিতের, কেউ হ'লনা আজ্ঞাকারী।
ও মা যা হয় এখন তাই ক'রেনে, শেষেতে দিস্ চরণ তরি॥ (২২৮)

প্রসাদি সুর।

মাকে কেন ভয় হতেছে।
সে যে ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা, তাঁর সকল ঘটেই বিরাজ আছে॥
স্নেহময়ী স্নেহভরা, মায়াধারে মা সেজেছে।
যাঁকে যোগে যোগী যোগাসনে, মিলন ক'রে শেষ দেখেছে॥
পঞ্চ ভূতের পঞ্চ সাধন, পঞ্চীকরণ যে বুঝেছে।
আর থাকে কি তার পাঁচাপাঁচি, পাঁচ ভেঙ্গে তার এক হয়েছে॥
জন্ম কালে মাতৃরূপা, হয়ে যে এই ঘর বেঁধেছে।
সেই পিতৃভাবে পালন করে, তাঁকে যে চিনেছে সেই মজেছে॥
মহামায়ার মায়ায় পড়ে, ভ্রমে জগৎ সব ভুলেছে।
তুই মায়ে পোয়ে করব কর্ম্ম, ললিত মনে এই জেনেছে॥ (২২৯)

প্রসাদি সুর।

আমি নই মা ভবের মুটে।
যে তোর কথা শুনে এমন দিনে, ঘুরে ঘুরে মরব খেটে॥
পাঁচের কাছে সব যে আছে, তাদের দেখিয়ে ভোলাস বটে।
যেই কাজের বেলায় সবাই ভোলায়, অম্নি ছাড়ি ভাঙ্গিস হাটে॥
কর্ম্মফলে দেখ্‌তে গেলে, আপনি হ'য়ে পড়ি মুটে।
তাই হেথায় এসে জ্বলছি ব'সে, সময় পাইনা পালাই ছুটে॥
ও মা যার বোঝা না নিতে পারি, সেই যে এসে ধরছে এঁটে।
আমার এম্নি কপাল সকাল সকাল, বাঁধা পড়ছি আটে কাটে॥
তোর দেখে খেলা গেল বেলা, বল্‌তে গেলে বুক যে ফাটে।
তোর ললিতের কি ক'রবি মা গো, যাবে যে দিন পারের ঘাটে॥ (২৩০)

প্রসাদি সুর।

মন হলি রে হাটের নেড়া।
তুই ঘরের মাঝে ব'সে কেবল, স্বপন দেখিস টাকার তোড়া॥
পাঁচ জনে পাঁচ হুজুক দিলে, তুই যে মাতিস আগা গোড়া।
আবার কাজের কাজি হ'তে হ'লে, আপনি সেজে বসিস্ খোঁড়া॥
ভাঙ্গা ঘরে গোঁজা দিতে, কাজ পেয়েছিস্ সৃষ্টি ছাড়া।
ওরে সাধা সাধি ক'রেও শেষে, ছজনার তুই খাস্‌রে তাড়া॥
কার কিসে কে দাবি করে, ঘুরে দেখ্‌না পাড়া পাড়া।
এত অন্ধকারে দেখলি খুঁজে, কেউ কি তোকে দিলে সাড়া॥
কি ধন আছে কি ধন দিবি, কিসের তোর আজ এত নাড়া।
ওরে ঘর ছেড়ে এই ললিত গেলে, পারের ঘাটে থাকবি খাড়া॥ (২৩১)

প্রসাদ সুর।

মায়ের কাজ যে সৃষ্টি ছাড়া।
কারও কটিতে কৌপিন মেলেনা, কেউবা পরছে শালের জোড়া॥
মা মা ব'লে যে জন ডাকে, সে যে কেবল খাচ্ছে তাড়া।
আবার ফাঁকি দিয়ে ঘুরে ফিরে, ভোগ করে সব ধনের ঘড়া॥
স্তুতি ভক্তি কর্‌লে মাকে, দুঃখ বাড়ে আগা গোড়া।
আবার জোর ক'রে যে জোর বেঁধেছে, তাকেই মা যে দিচ্ছে সাড়া॥
দুঃখের কথা বল্‌লে মাকে, ছজন মিলে মারে কোড়া।
আবার কাজে অকাজ যার ঘরে আজ, তারই বাড়ে কাজের নাড়া॥
কথা বল্‌লে কেউ শোনেনা, এম্নি হ'ল কপাল পোড়া।
তবু ললিতের যে মন মানেনা, মায়ের কাছে আছে খাড়া॥ (২৩২)

প্রসাদি সুর।

মনরে তোর আজ কিসের নাড়া।
তুই সমান রইলি আগা গোড়া॥
মনের মতন হারিয়ে রতন, ভুল্‌লিনা তুই টাকার তোড়া।
ওরে তাই এখানে এমন দিনে, কাজ পেয়েছিস সৃষ্টি ছাড়া॥
কর্ম্মফলের মাঝে এসে, এম্নি রে তোর কপাল পোড়া।
আজ ঘরের রিপু ঘরে থেকে, বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া॥
মনের মতন যার হবিনা, সেই যে তোকে দিচ্ছে তাড়া।
তবে কোন সাহসে সাহস বেঁধে, ভাঙ্গা দিতে চাস্‌রে যোড়া॥
যে জোরে আজ জোর বেঁধে তুই, মনের মতন বাঁধলি বেড়া।
ওরে সে সব কি রে থাকবে শেষে, ললিতকে কে দেবে সাড়া॥ (২৩৩)

প্রসাদি সুর।

আছিস কেন মন আপন ঝোঁকে।
ওরে দেখনা কি ধন আছে বুকে॥
এত দিন তোর কেটে গেল, মিছে মলাম বকে বকে।
ওরে ভ্রান্ত হ'য়ে ভ্রম বাড়ালি, ভুললি সকল মায়ার পাকে॥
কে তোর আপন ভাবিসনা তুই, ধরতে চাস্‌রে যাকে তাকে।
আজ যার ঘরে ঘর করিস্ হেথা, দেখলি না তায় বারেক ডেকে॥
কাজের বেলা ছল বাড়িয়ে, বেড়াস্ আপনি ফাঁকে ফাঁকে।
ওরে ধরাধরি কর্‌লে পরে, অমনি তুইরে দাঁড়াস্ বেঁকে॥
যেথা সেথা ঘুরে বেড়াস্, লক্ষ্য নাই তোর কাজের দিকে।
ওরে দেখিস্ শেষে কি ফল হয় তোর, ললিত এ সব বল্‌লে মাকে॥ (২৩৪)

প্রসাদি সুর।

এক ভাবি মা দুই জানিনা।
ওমা আগম নিগম পুরাণ দেখে, সবাই সেজে আছে কানা॥
এক বিনা দুই পাবে কোথা, যাতে সর্ব্ব জগৎ আছে টানা।
সেই একই যে মা সৃষ্টি ছাড়া, আগা গোড়া আছে জানা॥
কর্ম্ম কাণ্ডে ব্যস্ত যারা, একেই তার সব দেখা শুনা।
ও মা কুপথ সুপথ এক হয়ে যায়, সুপথ যদি থাকে চেনা॥
পাঁচেতে এই জগৎ চলে, পাঁচের সঙ্গে লেনা দেনা।
ওমা পাঁচ ভেঙ্গে যে এক করেছে, তারই কাছে জগৎ কেনা॥
একে জগৎ জগৎ একে, এক ধরে পায় চাঁদের কণা।
সেই এক ছেড়ে শেষ পাঁচের কথায়, থাকতে ললিত করে মানা॥ (২৩০)

প্রসাদি সুর।

মন কি কর্ম্ম করলি এসে।
আমায় বুঝিয়ে দেনা সর্ব্বনেশে॥
নিজের কাজে নিজে মলি, চক্ষে তোর যে লাগলো দিশে।
ওরে কেমন করে ভাঙ্গবে সে ঘোর, কি করে পথ পাবি শেষে॥
একুল ওকুল দুকুল হারা, হয়েছিস যে কর্ম্ম দোষে।
তোর কাজের ফলে অপার জলে, কাণা হ'য়ে চল্‌লি ভেসে॥
রিপু ছটায় ঘেরেছে তোয়, তারাই সকল করবে নিশে।
ওরে কর্ম্ম ধর্ম্ম করতে গিয়ে, মিলন করিস বিষে বিষে॥
আঁধার ঘরে পাঁচকে ধ'রে, একা এখন রইলি ব'সে।
তবু ললিত সকল জেনে শুনে, রইলো কেবল আশার আশে॥ (২৩১

প্রসাদি সুর।

মন হারালি কাজের গোড়া।
তুই ভুল ক'রেছিস আগাগোড়া॥
যে ঘরে এসে ঘর ক'রছিস, তাতে পাঁচে করছে তোলা পাড়া।
কিন্তু কপাল গুণে টেনে টুনে, ভুল্‌লি পেয়ে টাকার তোড়া॥
ধর্ম্ম ভেবে কর্ম্ম ক'রে, ভাঙ্গা কপাল দিবি জোড়া।
কিন্তু যা ছিলি তুই তাই হবি শেষ্, ভাঙ্গবে যে দিন সাধের বেড়া॥
নাম গেয়ে পথ যাবি চলে, তার বেলা তুই সাজিস্ খোঁড়া।
ওরে একলা পথে চলতে গিয়ে, কার কাছে তুই পাবি সাড়া॥
একা কি আর করবি ললিত, মন পেয়েছিস সৃষ্টি ছাড়া।
তোর কাজের ফলে এই হবে শেষ্, শাসন হবে খাড়া খাড়া॥ (২৩৭)

প্রসাদি সুর।

দেখব কি মা ভবের খেলা।
বেদ বেদান্ত তন্ত্র দেখে, সব দিকে গোল বাড়ছে মেলা॥
এ সংসারে মনের মত, কেউ হলনা থাকতে বেলা।
তবু কর্ম্ম ধর্ম্ম নিয়ে কেবল, এক হাটেতে লাগছে মেলা॥
দিনে দিনে দিন চলে যায়, পাঁচেই পাঁচকে করে ছলা।
আবার মনের মত যার হবে শেষ, সেই যে বাড়িয়ে দিচ্ছে গলা॥
জগতেতে নাম আছে যার, তারই বাড়ছে যত জ্বালা।
শেষে কাজের কাজি হ'তে গিয়ে, ফলগুলি সব থাকে তোলা॥
যে যার আপন সে তার হবে, কেউ কি কার ও শুনবে সলা।
হেথা দোষের ভাগী কেউ হবেনা, ললিত কেবল সাজল কালা॥ (২৩৮)

প্রসাদি সুর।

মা আমায় তোর হয় কি মনে।
তুই ভুলে থাকিস না মা এমন দিনে॥
পাঁচের খেলা খেলতে গিয়ে, ডুবে আছি কর্ম্ম ঋণে।
যে দিন জ্ঞান ও কর্ম্ম এক হবে মা, সেই দিন বিদায় পাব মানে মানে॥
কাজের ভ্রমে ফেলে এখন, ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াস কেনে।
ওমা ধর্ম্ম ভেবে যে কাজ করি, তাতেই আবার রাখিস্ টেনে॥
আপনি খেলে আপনি দেখিস্, পর কি দেখতে পারবে চিনে।
ওমা সকল জেনে এ সংসারে, থাকিস্ কেন কঠিণ প্রাণে॥
মায়ে পোয়ে কি খেলা হয়, পাঁচে কি তার বুঝ্‌তে জানে।
মা তোর ললিত আজ সব বুঝেছে, স্থির হয়েছে দেখে শুনে॥ (২৩৯)

প্রসাদি সুর।

একি মা তোর নূতন খেলা।
কেন গোল করিস মা কাজের বেলা॥
যা চাবি মা তাই যে পাবি, এতে আবার কেন ছলা।
এটা আকলা গাছ নয় মা যে তোর, তাও দেখিস্‌না এইতো জ্বালা॥
ঘরে পরে মন যে দোষি, সে আজ কারও লয়না সলা।
আমার কপাল ক্রমে এই হ'ল শেষ, বুঝিয়ে বল্লে সাজে কালা॥
পরকে যা তুই বল্লি মা গো, সে কি বুঝবে থাকতে বেলা।
সে কেঁদে আকুল হয় দেখি মা, এখ্নি তাকে করলি ছলা॥
এ সংসারে এসে মা গো, তোর ছলনা দেখছি মেলা।
কেবল তোর ললিত তোয় ভয় করেনা, সদাই বাড়িয়ে আছে গলা॥ (২৭০)

প্রসাদি সুর।

মা ছল করিস্‌না আসল কাজে।
ওমা প্রাণের ভিতর বড়ই বাজে॥
কাজের বেলা কাজ করি মা, তাতে ছল কি করলে সাজে।
আজ ভ্রম হলে মা আপনা হ'তে, সামলে নিবি কাজের মাঝে॥
যেমন করাস তেমনি করি, এইটে যদি দেখিস বুঝে।
ও মা তবে কি আর ঘরে পরে, কর্ম্ম নিয়ে সবাই মজে॥
দেখা দেখে শুনে ভ্রম বেড়েছে, কিসে বুঝব কোনটা কি যে।
ও মা বুঝিতে গেলে বুঝ্‌য়ে দিবি, নইলে মিছে মবব খুঁজে॥
তোর ললিত কর্ম্মক্ষেত্রে পড়ে, চলেছে মা মাঝে মাঝে।
মা তার আগে পিছে দু'দিক সমান, তবে কেন লুকাস লাজে॥ (২৪)

প্রসাদি সুর।

কাল্‌রে তোর কি ভয় রেখেছি।
আমি দুর্গা নামের কবচ প'রে, দুর্গা বেড়ার মধ্যে আছি॥
আমি মায়ের সন্তান, আছে তার প্রমাণ, তাঁর শ্রীপদে সব সঁপেছি।
আমি ডাকলে মা মা বলে, মা যে আপন ছেলে,
কোলে নেবে শেষে তাও জেনেছি॥
ছটা যে কুজন, তাদের স্বজন, সবাইকে যে দূর করেছি।
আমি অহং তত্ত্ব ভুলে, দুর্গা দুর্গা বলে, যাত্রা করে যে বসে আছি॥
এই হৃদয়ের মাঝে, গুপ্ত যে ধন আছে, দুর্গা নাম গেয়ে তায় পেয়েছি।
আমার মনের মতন, পেয়েছি যে ধন, সে ধন পেয়ে ভয় ভুলেছি॥
মায়ের কোলেতে, বসিব শেষেতে, এই কথা আমি বেশ বুঝেছি।
তাই বলি রবি সুত, ললিত নয় পতিত, মার ছেলে আজ তার হ'য়েছি॥
(২৪২)

প্রসাদি সুর।

মনরে বুলী শেখাই কত।
কালী তারা দুর্গা হরি, বলনা মুখে অবিরত॥
সংসারে এই মায়ার যে স্রোত, কিছুতে নয় প্রতিহত।
ওরে আগম নিগম বুঝলে কেমন, সব হ'ত তোর মনের মত॥
যেমন এলি তেম্নি যাবি, তবে কেন আজ হ'স্ বে ভীত।
দেখ কালের ভয়ে কাজ হারিয়ে, ফিরে যাচ্ছে শত শত॥
ঘরে পরে দেখতে গেলে, দেখবি পূর্ণ আছে যত।
তোর যত আশা তত নেশা, তাই পেলি না পরিমিত॥
জগৎ জুড়ে নাম রটেছে, যেমন মা তার তেম্নি সুত।
আজ ললিত হেথা পেয়ে ব্যথা, দেখছে সকল বিপরীত॥ (২৬৩)

প্রসাদি সুর।

কালরে তুই কি ভয় দেখাবি।
ওরে ভয় দেখালে হেথায় এলে, আপনার মাথা আপনি খাবি॥
কাজ ফুরালে ঘরে গেলে, মা যে ছেলের করবে দাবি।
তুই আমায় নিয়ে চলে গিয়ে, মাকে শেষে কি বোঝাবি॥
যেমন এলাম তেম্নি গেলাম, এতে কি ফল তুই ফলাবি।
ওরে কর্ম্ম টেনে ধর্ম্ম এনে, আমার মনকে কি ভোলাবি॥
যে জন দোষী হেথায় বেশী, সে যে তোর আজ নেয়না দাবী।
তাই সকল ছেড়ে এসে তেড়ে, আমাকে তুই ধরতে চাবি॥
ললিত বলে সময় পেলে, সবার যে তুই মাথা খাবি।
যে জন মাকে চেনে ডাক্‌তে জানে, তাকে দেখে শেষ্ পালাবি॥ (২৬৪)

প্রসাদি সুর।

তারা আমার নাই যে উপায়।
আমার আপদ বিপদ সম্পদ পদ, সকল আছে তোমার ও পায়॥
ডাকলে মা গো শোননা তাই, পাঁচ ভূতে যে বোঝা চাপায়।
আমার আসা যাওয়া কর মা সমান, দেখি শ্রীপদ তোমার কৃপায়॥
আগম নিগম সুগম নয় মা, বিঘ্ন তাতে আছে পায় পায়।
ও মা খেটে খুটে দিন কাটিয়ে, তোমার মর্ম্ম বুঝ্‌তে কে পায়॥
মা মা ব'লে ডেকে তোমায়, মনের মত ফল কে না পায়।
শেষে কর্ম্মফলের ভয় দেখাইয়ে, এই ললিতকে যে কেবল কাঁদায়॥

(২৪৫)

প্রসাদি সুর।

শেষে তারা কি যে হবে।
এখন রোগে শোকে দগ্ধে কেবল, সারাদিন যে মলাম ভেবে॥
কোথা হ'তে এসে শিবে, কি করে আজ বেড়াই ভবে।
আমার আপনার বলতে কেউ হেথা নাই, কে মা আমায় বুঝিয়ে দেবে॥
কর্ম্ম কাণ্ডের মাঝে ফেলে, পাঁচ ভূতে যে মাথা খাবে।
আমার এম্নি কপাল নাই কালাকাল, ছজন মিলে সব ভোলাবে॥
দেখে শুনে কাজ হারালাম, কাল যখন মা জবাব চাবে।
তখন তোর এই ললিত পড়্‌বে দায়ে, তাকে শেষে কি দেখাবে॥ (২৪৬)

প্রসাদি সুর।

কি দেখেছি বলব কারে।
আহা কিবা অপরূপ হ'য়েছে ওরূপ, বলতে গেলে বচন হারে॥
কোটি সৌদামিনী জিনিয়া জননী, সাজিয়া আছেন আপন ঘরে।
সদা সুধাংশু কিরণ শোভিত চরণ, ঘন ঘন তা'তে সুধা যে ক্ষরে॥
মৃদু মৃদু হাঁসি মুখে দিবানিশি, দেখে দ্বেষা দ্বেষি যেতেছে দূরে।
হেরে জ্যোতির্ম্ময়ী বামা কি দিব উপমা,
কেবা তার সীমা করিতে পারে॥
ললিতের মন আজ আছে যেমন, কালও তেমন থাকবে কিরে।
নইলে যত মনে আশা সব হবে দুরাশা, সংসার পিপাসা আসিবে ঘুরে॥

(২৪৭)

প্রসাদি সুর।

মন জানিসনা চলিস কিসে।
হেথা মিলন হচ্ছে বিষে বিষে॥
মায়ার ঘোরে জগৎ ঘোরে, বলব কারে বুঝবে কি সে।
ওরে আপনি যেমন সবাই তেমন, কিন্তু সকল মিলন হচ্ছে শেষে॥
পাঁচের বোলে আছিস ভুলে, পড়্‌লে গোলে লাগবে দিশে।
ওরে কার্য্য কারণ এখন যেমন, শেষে ও তেমন দেখ্‌বি হেঁসে॥
কাল মাহাত্ম্য করলে তথ্য, সত্যাসত্যের হবে নিশে।
নইলে এলি যেমন যাবি তেমন, ভাঙ্গলে স্বপন যাবি ভেসে॥
বুঝলে সকল সব হ'ত ফল, আর কি পাগল দেখিস্‌ ব'সে।
এখন হিতে অহিত সব বিপরীত, ডুবল ললিত ওরে সর্ব্বনেশে॥ (২৪৮)

প্রসাদি সুর।

সংসারে যে সবাই ঠেঁটা।
হেথা চার দিকেতে ব'সে কেমন, পাঁচ রকমে বাধায় লেটা॥
মায়ায় বাঁধা লাগছে ধাঁধা, দিচ্ছে বাধা রিপু ছটা।
আবার ঘটে পটে সব'ই জুটে, বাড়িয়ে দেয় যে বুকের পাটা॥
দিন ফুরালে গণ্ডগোলে, আপনি ফেলে দিচ্ছে খোঁটা।
তখন কাজের কথা থাক্‌বে কোথা, পেলে ব্যথা বুঝবে কটা॥
ঘর বেঁধে আজ ধরেছে সাজ, করে যে কাজ সকল মোটা।
আজ ব'লতে গেলে শুনতে ভোলে, এম্নি যে সব কপাল ফাটা॥
কে জানে মন কেমন ক'রে, রাখ্‌বে শেষে ঘরকে আঁটা।
তবে এক সাহসে আছি ব'সে, ললিত ব্রহ্মময়ীর বেটা॥ (২৩৯)

প্রসাদি সুর।

মন কেনরে বাধাস লেটা।
মায়ের নাম মাহাত্ম্য বুঝ্‌লে সত্য, আর কি থাকে রিপু ছটা॥
সংসারেতে সবাই এখন, কর্ম্ম হ'ল পথের কাঁটা।
ওরে খেটে খুটে দিন কাটিয়ে, কাজের মর্ম্ম বুঝবি কটা॥
পরের দায়ে সবাই প্রবল, তোর ঘরের যে শত্রু ছটা।
ওরে শেষের দিনে কাজের গুণে, কেউ কি থাকতে পারবে গোটা॥
ঘরের ভিতর চোর কুঠারি, তার যে দ্বারটা আছে আঁটা।
ওরে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম ছেড়ে, জোর ক'রে মন খুলগে সেটা॥
হেথায় এসে দাগ দিয়ে তুই, পরেছিস্‌ যে সাধের ফোঁটা।
এখন দেখুক সবাই দেরে দোহাই, ললিত ব্রহ্মময়ীর বেটা॥ (২৫০)

প্রসাদি সুর।

মন কেন রে রিপুর বশে।
মায়ের নাম গেয়ে দিন কাটা হেঁসে॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই যেথা মন, চল্‌না যাইরে তেমন দেশে।
হেথা কর্ম্ম ফলের মাঝে কেন, পড়ে আছিস সর্ব্বনেশে॥
দিবা রাত্র সমান যেথা, সেথা গেলে কর্ম্মনাশে।
হেথা চারি ধারে দেখ্‌না সদাই, বিষের বাতি জ্বলছে বিষে॥
সংসারেতে দেখে শুনে, খাটিস্ কেবল আশার আশে।
কিন্তু কর্ম্ম সূত্র ধরতে গিয়ে, থাক্‌তে পাস্‌না আপন বাসে॥
হেথা সেথা সমান ক'রে, মিল্‌য়ে দেখনা চারিপাশে।
ওরে কর্ম্ম ধর্ম্ম এক হবে তোর, ললিত বুঝ্‌লে কৃত্তিবাসে॥ (২৫১)

প্রসাদি সুর।

আর কেন বল এ ঝকমারি।
আমি কিসের দায়ে গেলাম ব'য়ে, হ'লাম কেন এ সংসারী॥
আত্ম জনে আত্ম ভেবে, করছে কেবল ধরাধরি।
আমায় এম্নি দায়ে ফেল্‌লে হেথা, পালিয়ে যেতে কৈ আর পারি॥
ফলা গাছে ফল ধরে যার, তারই হেথা বিপদ ভারি।
যখন পাঁচেতে পাঁচ মিল্‌বে গিয়ে, তখন থাকবে কেবল বাহাদুরী॥
মায়ার বেড়ি পায়ে বাঁধা, খুলতে গেলে আপনি হারি।
শেষে আত্মহারা হ'য়ে কেবল, গোল ক'রে যে সকল সারি॥
ললিতের এই বিষম লেটা, ঘরের চোর সব করে চুরি।
তার এমনি কপাল নাই কালাকাল, ধর্‌বে যে কাল ক'রে জারি॥ (২৫২)

প্রসাদি সুর।

স্বপন কেন মা ভাঙ্গিয়ে দিলি।
আমায় দেখালি যেমন, দেখব তেমন, নইলে মিছে মন ভোলালি।
ডাকাডাকি ফাঁকি যে মা. সোজা কথায় তোকে বলি।
তোর দয়া পেলে কাজ ছেড়ে মা, সংসার নিয়ে আর কি জ্বলি॥
আত্মারামের আত্মা কোথা, দেখতে গেলে আপনি ভুলি।
ওমা ভাল ক'রে যে ঘর বেঁধেছি, চিরদিন কি থাকবে খালি॥
তিন গুণে মা গুণ মিশায়ে, সব অনিত্য এই দেখালি।
আবার নিত্য ধনের তথ্য করলে, সব দিকে তুই গোল বাধালি॥
ঘরের ধনে পরের দাবি, দেখিয়ে এটা কি ফল পেলি।
ও মা দেখিস্ যেন শেষে ললিত, বল্‌তে পারে কালী কালী॥ (২৫৩)

প্রসাদি সুর।

সাধনা কি কথার কথা।
যে করেছে যতন ভেঙ্গেছে স্বপন, তার কোন গোল নাই যে হেথা॥
আজ মা মা ব'লে সংসারেতে, ডাকছি সদাই পেয়ে ব্যথা।
ওমা কর্ম্মে বাধ্য হলে পরে, সমান হবে কি হেথা সেথা॥
খেটে খুটে দিন কাটালে, মায়ের কোল আর পাব কোথা।
আমি আপন ভেবে করলে যতন, রতন পাব যথা তথা॥
ঘরে বাইরে মিলিয়ে নিলে, কেউ কি কারও হবে সতা।
হেথা সর্ব্বঘটে আছিস যখন, তোর সাধনা করা বৃথা॥
ললিত বলে ঘরে ঘরে, মিলিয়ে নেনা মাতা পিতা।
ওরে সকল সাধন পূর্ণ হবে, দূর হবে তোর প্রাণের ব্যথা॥ (২৫৪)

প্রসাদি সুর।

আর কি বাধা কাট্‌তে পারি।
আমার মন যে নয় মা আজ্ঞাকারী॥
মায়ায় বাঁধা লাগল ধাঁধা, বাধা কিন্তু তাতে ভারি।
আজ আপন যারা সবাই তারা, আমার উপর করছে জারি॥
ভয়ে ভক্তি দেখিয়ে কেবল, যোগে যাগে সদাই সারি।
শেষে মনে মনে মিলন হতে, পড়ে যায় মা মারামারি॥
ঘরেই আছে ঘরের রিপু, তারাই নিচ্ছে বাহাদুরি।
তাই শেষের দিনে হিসাব কালে, মিলিয়ে দিতে ঘুরে মরি॥
সংসারেতে থেকে মাগো, মায়া কাট্‌তে অনেক দেরি।
তাই ললিত মা তোর ঘরে ব'সে, করছে কেবল ঘোরাঘুরি॥ (২৫৫)

প্রসাদি সুর।

দুর্গা দুর্গা বলনা ভোলা।
ওরে ফেল্‌না তোর ঐ জপের মালা॥
নামের তথ্য করনারে মন, কর্ম্ম কাণ্ড থাকুক তোলা।
ওরে ডাকার মত ডাক দেখি তুই, ঘুচে যাক তোর ভবের খেলা॥
অন্ধকারে নড়ে চড়ে, নূতন নূতন দেখ্‌লি মেলা।
ওরে সেটার তথ্য কর্‌তে গেলে, ঘরে বাইরে বাড়বে জ্বালা॥
জপ তপ আর যোগ সাধনায়, কাটিয়ে দিলি এমন বেলা।
ওরে ফলের লোভে কর্ম্ম ক'রে, সকল দিকে দেখিস ছলা॥
প্রাণ ভরে তুই দুর্গা বলে, বাঁধনা এখন নামের ভেলা।
ওরে ললিত কলে বিকল হলে, যম রাজা শেষ ধরবে গলা॥ (২৫৬)

প্রসাদি সুর।

আর কি আমার সে দিন আছে।
আমি ছদিন থেকে যে মা ছাড়া, সেই মা পেয়ে মন বুঝেছে॥
কর্ম্ম যোগী কর্ম্ম করে, ভক্তি থাকে ভক্তের কাছে।
যার আদর মায়া আব্দার আছে, জোরে মাকে সেই ধরেছে॥
ডেকে ডেকে দিন গেলে সব, কাজেই কাজের ফল দিতেছে।
যে জন আপন মাকে আপনার জানে, তার যে চক্ষের ঘোর ভেঙ্গেছে
আরাধনা যোগ সাধনা, কর্ম্ম কাণ্ডের মূল রয়েছে।
যে জন মা মা ব'লে যাবে ছুটে, মায়ের কোল যে সেই পেয়েছে॥
ললিতের এই মাতৃ সাধন, কর্ম্ম বলে ভ্রম হতেছে।
ওরে কর্ম্ম ধর্ম্ম নয় কিছু এ, মার ছেলে আজ ভাব হয়েছে॥ (২৫৭)

প্রসাদি সুর।

জেনেছি মা তোমার খেলা।
তুমি মায়ায় বেঁধে এ সংসারে, দেখাও কর্ম্ম পারের ভেলা॥
পাঁচের কাছে পাঁচাপাঁচি, ফল ফলে শেষ একের বেলা।
আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখিয়ে দিয়ে, কানে কানে দিচ্ছ সলা॥
কর্ম্ম ক'রে দিন কাটিয়ে, পারের দিনে কর ভোলা।
আমায় বিফলেতে ফল দিতে চাও, সে সব তোমার থাকুক তোলা॥
পাঁচের কাছে সকল মেলাও, মিলিয়ে দিয়ে কর ছলা।
যখন ডাকাডাকি পড়ছে শেষে, তখন সেজে ব'স কালা॥
কর্ম্মফলের ফল দেখে মা, ললিত বাড়িয়ে আছে গলা।
আমার যা হবার শেষ তাই হবে মা, দুঃখের মধ্যে ঘরটা খোলা॥ (২৫৮)

প্রসাদি সুর।

আমি কাজ হারালাম কাজের দোষে।
ও মা পড়েছি শেষ্ মায়ার বশে॥
দুঃখের কথা ব'লব কোথা, কি আর মা তুই দেখবি ব'সে।
হেথা কেউ নয় আপন করবে যতন, ঘর হ'ল তাই সর্ব্বনেশে॥
সবাই হ'ল সুখের ভাগী, দুঃখের ভাগ কে নেবে এসে।
কেউ মনের মতন হ'লে এখন, অমনি পড়ছে পাঁচের দ্বেষে॥
পাঁচ ভূতের এই ঘর যে আমার, কৈ থাকে সব মিলে মিশে।
তাই আমার দুঃখ আমি জানি, পরে কি তার করবে নিশে॥
ঘরে যারা সুখী তারা, তোর এ ললিত চলল ভেসে।
এক ভিক্ষা কেবল হয়ে সরল, বুঝে এখন সকল নিশে॥ (২৫৯)

প্রসাদি সুর।

ফল কি আছে গঙ্গা স্নানে।
ওরে গয়া গঙ্গা বারাণসী, আছে মায়ের শ্রীচরণে॥
গয়ায় পিতৃ মুক্তি হবে, কাজ কি রে তোর সে যতনে।
ওরে মহামায়ার থাক্‌তে মায়া, ভাবিস কেনে অকারণে॥
কাশী ক্ষেত্র মোক্ষ দেবে, শিব বাক্য শাস্ত্রে মানে।
যে জন ভক্তি মুক্তির অভিলাষী, যাক্ সে মহা শ্মশান পানে॥
মায়ে পোয়ে ভেদ হবেনা, এ কথা যে সবাই জানে।
ওরে এক ডাকেতে আস্‌বে মা তোর, ডাকতে যদি পারিস চিনে॥
কর্ম্ম ধর্ম্ম ছেড়ে সকল, ব'স্‌না ললিত ঘরের কোণে।
একবার মা মা ব'লে প্রাণভরে ডাক, ভয় করিস না এমন দিনে॥ (২৬০)

প্রসাদি সুর।

মা আমায় দেখাবি কত।
ও মা এত দুঃখ দিয়ে কি তোর, হয় নাই আজও মনের মত॥
মায়ায় বেঁধে রাখলি ফেলে, ঘেরে আছে শত শত।
ও মা তাদের দায়ে সদাই দুখী, দায় পোয়াতে দিন যে গত॥
দারা সুতা পরিজন, ঘুরে ফিরে বেড়ায় যত।
তাদের ভাগ দিতে মা ভোগ বেড়ে যায়, ফল ফলে তার বিপরীত॥
বিষের বোঝা মাথায় দিলি, তাই নিয়ে মা ঘুরি এত।
আবার কাজ করিয়ে ফল দিবি তার, সেটা বিফল হয় যে অবিরত॥
দিনের কর্ম্ম দিনে করি, দিন গেলে হই কর্ম্মচ্যুত।
ওমা ললিত যে তোর দেখে শুনে, কাজের ভয়ে সদাই ভীত॥ (২৬১)

প্রসাদি সুর।

মায়ের শ্রীপদ পদ্মে মন থাকনা।
হেথা ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়, ঘুচবে তোমার আনা গোনা॥
বিষয় মদে মত্ত হ'লে, ধর্ম্ম কর্ম্ম কেউ করেনা।
তখন হবে ভোলা গেলে বেলা, সব কর্ম্ম ফল যে দেয় যাতনা॥
ভজন পূজন সাধন বিনা, আর কি ঘরের কাজ মিলেনা।
সদা ভক্তি ক'রে ডাক মাকে, তাতেই পুরবে সব কামনা॥
মায়া হ'তে মোহ এসে, সদা ঘরে পরে হয় তাড়না।
আবার কর্ম্ম ক'রে এ দিন গেলে, আপনার বলতে কেউ রবেনা॥
জগৎ আঁধার দিনে রাতে, সেটাও দেখে কেউ দেখেনা
তাই ললিত দেখিয়ে দিচ্ছে যেটা, সেটা দেখে কাজ সারনা॥ (২৬২)

প্রসাদি সুর।

মন কেন জাহ্নবির কূলে।
তুই দিন কাটানা দুর্গা ব'লে ॥
সংসারে তোর ভোগ বাসনা, বাড়ছে এসে কতই ছলে।
তোর আশার বিনাশ না দেখে আজ, ধ'রে রাখছে সবাই মিলে ॥
ঘরে পরে ধরা পড়ে, যোগে যাগে এ দিন চলে।
ওরে কর্ম্ম কাণ্ড পণ্ড হবে, ফলের ভাগী হতে গেলে ॥
যেমন এলি তেম্নি যাবি, তাতে কেবল মরবি জ্বলে।
হেথা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার হ'লে, সুখ আর দুঃখ হয় তার ফলে ॥
নাম গেয়ে দিন কাট্‌লে ললিত, ভয় কিরে তোর আছে ম'লে।
ওরে মনের ভিতর গোল আছে যার, কি হবে তার গঙ্গাজলে ॥ (২৬৩)

প্রসাদি সুর।

মন বলরে কালী তারা।
তিনি ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা ॥
মায়ের আমার মুখভরা নাম, কঠিন নয় রে বলতে তারা।
তাঁর নামের ধারা এম্নি ধারা, বল্‌লে চক্ষে বহে ধারা ॥
কর্ম্মযোগের অনুরাগে, খেটে খেটে হলি সারা।
একবার নাম গেয়ে তুই মনের সাধে, কেটে দেনা মায়ার বেরা ॥
চক্ষের সামনে নাই বলে কি, মাকে ভাবিস নিরাকারা।
তিনি সুখের সময় সুখ যে বাড়ান, বিপদে হন বিপদ হরা ॥
ঘরে বাইরে নাই কিছু তোর, দেখলি ক'রে ঘোরা ফেরা।
ওরে ঘুরে ঘুরে দিন গেলে সব, ললিত হবে জীর্ণ জরা ॥ (২৬৪)

প্রসাদি সুর।

সাধে কি মা তোমায় সাধি।
দেখি শিব যে নয় মা সত্যবাদী॥
প্রাণভরে মা ডাকবো তোমায়, কর্ম্ম হ'ল তাতে বাদী।
আবার পরের বোঝা মাথায় ক'রে, সদাই হচ্ছি অপরাধি॥
পাঁচে করে পাঁচাপাঁচি, আমার বেলায় জেদাজেদি।
হেথা ধর্ম্ম কর্ম্ম মিলিয়ে শেষে, ফল যে পাই মা মর্ম্মভেদি॥
ললিতকে তোর বাইরে এনে, সময় মত দেখিস যদি।
ও মা তা হলে কি এমন দিনে, বাড়ে এত কাঁদাকাঁদি॥ (২৬৫)

প্রসাদি সুর।

বাদ সেধে মা কি ফল পেলি।
ওমা পরের দায়ে ফেলে হেথা, এ দীন কে দিন যে ভুলিয়ে দিলি॥
কর্ম্মযোগের অনুরাগে, কর্ম্ম ক'রে বেড়াই খালি।
তাতে মিছে কাজের ফল দেখাইয়ে, সব দিকে তুই মাথা খেলি॥
জগৎ জুড়ে থেকে মা তুই, সূক্ষ্ম ভাবে সব দেখালি।
আবার মায়ায় বদ্ধ ক'রে হেথা, লোভে ফেলে মন ভোলালি॥
ভয় পেয়ে তোয় ডাকি যত, ততই যে তুই পরের হলি।
আবার তোর ললিতের যা ছিল মা, আশা দিয়ে তাও যে নিলি॥ (২৬৬)

প্রসাদি সুর।

বুঝব কি মা তোমার খেলা।
হেথা পাঁচের বোঝা মাথায় করে, কেটে গেল দিনের বেলা॥
দিন ফুরালে সন্ধ্যা হলে, সবাই মিলে করে ছলা।
তখন অন্ধকারে ঘুরে ফিরে, দেখব নটা দ্বার যে খোলা॥
কাজের সময় কেউ থাকেনা, বলতে গেলে সাজে কালা।
তবু পথে ঘাটে হাটে মাঠে, লাগছে পঞ্চ ভূতের মেলা॥
সময় থাকতে পথ পেলে মা, আর কি হেথা বাড়ে জ্বালা।
নইলে আজও যেমন কালও তেমন, আস্‌তে যেতেই ললিত ভোলা॥

(২৬৭)

প্রসাদি সুর।

মন ভোলে যার সংসারেতে।
তারই গোল বাধে যে সব দিকেতে॥
কাজ করে কাজ বাড়িয়ে হেথা, অশান্তি শেষ হয় মনেতে।
সেই মনের বিকার গেলে আবার, ফল হবে তার শেষ দিনেতে॥
আপনার বলতে আছে যারা, তারাই সদা চায় ভোলাতে।
তাদের মনের কথা বুঝব কিসে, ধরতে গেলে যায় দূরেতে॥
মোহন হেথা জেনে শুনে, পড়েছে এই পাঁচগোলেতে।
তাই মা মা ব'লে কাঁদছে কেবল, উঠতে চায় তার মা'র কোলেতে॥

(২৬৮)

প্রসাদি সুর।

বুঝব কি মা তোমার খেলা।
তুমি আটে কাটে মায়ায় বেঁধে, দেখাও কর্ম্ম পারের ভেলা॥
জগৎ জুড়ে ফাঁদ পেতেছ, আপনি সেজে আছ কালা।
তোমায় ধরাধরি করতে গেলে, সকল দিকে কর ছলা॥
মা মা ব'লে যে জন ঘোরে, তারই হেথা বাড়াও জ্বালা।
তাকে রোগে শোকে দগ্ধে দাও শেষ, ঝুলি কাঁথা হাড়ের মালা॥
কর্ম্মফলের মাঝে ফেলে, আঁধার দেখাও দিনের বেলা।
তুমি সৎ ও অসৎ ভেদ বুঝাইয়ে, মনকে শেষে সাজাও ভোলা॥
খেটে খুটে দিন গেল মা, ফল গুলি সব রইল তোলা।
আজ পাঁচের বোঝা বয়ে ললিত, শেষে বাড়িয়ে দেবে গলা॥ (২৬৯)

প্রসাদি সুর।

মা আমি যে সৃষ্টি ছাড়া।
আমি জেনে শুনে যার বোঝা বই, সেই যে আমায় দিচ্ছে তাড়া॥
কুমাতা কখন হয়না, মায়ের মায়া এম্নি ধারা।
কিন্তু ছদিন থেকে মাকে ছেড়ে, আমার দুঃখ আগা গোড়া॥
মায়ের মায়া বুঝব কি মা, ঘরেই করছি ঘোরা ফেরা।
ওমা এমন কি কাজ পাবি শেষে, ভাঙ্গা কপাল দিবি জোড়া॥
মায়ার অভাব দেখে মা তোর, পাঁচ ভুতেতে কচ্ছে সারা।
ওমা শেষেতে তোয় ডাকলে ললিত, তখন কি তায় দিবি সাড়া॥

(২৭০)

প্রসাদি সুর।

আর কি মাগো বল'ব তোরে।
ওমা যে বোঝা এই মাথায় দিলি, তাই নিয়ে যে মলাম ঘুরে॥
এলাম গেলাম তায় ভাবিনা, ভাবি বোঝা দিব কারে।
ওমা খেটে খুটে ঘর বেঁধেছি, সেটাও থাক্‌বে পরে পরে॥
যত্নে রতন পাওয়া যায়, অযত্নেতে সবাই সরে।
ওমা কর্ম্ম নিয়ে ভ্রম বেড়েছে, তাই মজেছি কাজের ফেরে॥
ধন দিয়ে যার লোভ বাড়ালি, তার মাথা যে খেলি ধ'রে।
ওমা জাগা ঘরে চুরি হলে, সে ধন থাক্‌বে কেমন করে॥
ললিত তোকে বলবে কি মা, তোর খেলা কে বুঝতে পারে।
যার ধনের উপর ধন বিলালি, নেবার অভাব তারই ঘরে॥ (২৭১)

প্রসাদি সুর।

আর কি আমার বলবার আছে।
আমায় যেম্নি ভাবে রেখেছিস মা, তেম্নি ভাবেই সব রয়েছে॥
আপনার ভেবে খাটি যত; ততই হেথা গোল হতেছে।
ওমা পরে পরে যে ঘর করে, তার ঘরেতেই মন বসেছে॥
আপনার ব'লে ভাবি যাকে, সেই যে ঠকিয়ে সব নিতেছে।
ওমা ভাল করলে মন্দ করে, কালের ধর্ম্ম এই হয়েছে॥
জগৎ মাঝে কর্ম্মফলে, জীবের কেবল ভোগ বেড়েছে।
তাই ভোগাভোগের মাঝে প'ড়ে, রোগে শোকে দিন যেতেছে॥
ললিতের আজ বাড়িয়ে আশা, নেশার ঘোরে মন মেতেছে।
তাই কাজে কাজে কাজ বাড়িয়ে, অকাজে তার মন ভুলেছে॥ (২৭২)

প্রসাদি সুর।

আমার মায়ের রূপ যে ভুবন ভরা।
ওমন যাতে তাতে দেখ্‌না চেয়ে, সকলেতেই আছেন তারা॥
মায়ের রূপে রূপ ধরেনা, সেরূপ বুঝ্‌তে সবাই সারা।
এই জগৎ মাঝে সকল সাজে, হয়েছেন মা বিপদহরা॥
ধ্যান ধারনায় সাধ্য সাধক, মিলন করে দেখে যারা।
হেথা তারাই জানে মনে মনে, মা কভু নয় নিরাকারা॥
ললিত বলে এদিন গেলে, কাটবে যে দিন মায়ার ঘেরা।
সেই দিন সবাই বুঝ্‌বে কোথা, জগন্ময়ী শম্ভুদারা॥ (২৭৩)

প্রসাদি সুর।

কে জানে গো তারা কেমন।
সদা ঘটে পটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
ব্রহ্মময়ী পরাৎ পরা, যোগে যোগী করে মনন।
যিনি মুলাধারে সহস্রারে, পথে পথে করেন ভ্রমণ॥
সর্ব্ব আদি অন্ত যিনি, সর্ব্বগুণের সর্ব্ব কারণ।
যিনি পঞ্চরূপে পঞ্চাধারে, করেন সদা পঞ্চীকরণ॥
এই ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড মাঝে, যাঁহার অভাব হয়না কখন।
যিনি ক্ষেত্র মাঝে বীজ রূপেতে, সকল তত্ত্ব করেন গ্রহণ॥
ললিত বলে ত্রিজগৎ মা, মাতৃরূপে করেন পালন।
তাঁকে দেখার মত দেখতে গেলে, মনের ভিতর হয়না ধারণ॥ (২৭৪)

প্রসাদি সুর।

মায়ের রূপ দেখে যে সবাই সারা।
যে রূপেতে মার রূপ ধরেনা, দেখ সেই রূপ আছে ভুবন ভরা ॥
ঐ নীল মেঘেতে সৌদামিনী, ঐটী মায়ের রূপের ধারা।
সেটা বুঝেছে যে জন সেকি কখন, হারায় সাধের নয়নতারা ॥
জগৎ মাঝে যে ধন আছে, সাধনার ধন সবই তারা।
বুঝে দেখলে পরে এসংসারে, কাটত ছার এই মায়ার ঘেরা ॥
মায়ায় পড়ে আঁধার সকল, ভেবে ভেবে ললিত সারা।
তবু জেনে শুনে ভাবছে মনে, ব্রহ্মময়ী কি নিরাকারা ॥ (২৭৫)

প্রসাদি সুর।

ব্রহ্মময়ী পরাৎ পরা।
ওমা মায়ার ঘোরে এসংসারে, কেন আমায় করিস্ সারা ॥
কি দোষে মা দুখী হলাম, কেন নিদয় হলি তারা।
হেথা কর্ম্মফলের ভাগী হয়ে, সুখালনা চকের ধারা ॥
আস্‌তে যেতে খেটে মরি, তবু পূর্ণ রইল ভরা।
ওমা বারেক শান্তি পেলে পরে, শান্ত হইমা শত্রুদারা ॥
ভেবে যে তোর ললিত পাগল, হ'য়েছে মা পথ হারা।
ওমা কৃপা ক'রে দেখিস যেন হারায়না শেষ্ নয়ন তারা ॥ (২৭৬)

প্রসাদি সুর।

আমার কেটে দে মা ভবের মায়া।
এইবার এইটী আমায় কর মা দয়া॥
জন্মাবধি এসংসারে, ছিল আমার অনেক ছায়া।
এখন ক্রমে ক্রমে সব গিয়েছে, আছে কেবল মায়ার মায়া॥
জন্মে ছিলাম ভালয় ভালয়, দোষ করেছিস বাড়িয়ে পায়া।
এখন যে লোভেতে ফেলেছিস মা, সদাই তাতে জ্বলছে কায়া॥
মনের কথা কাকে বলি, মা বিনে কে করবে দয়া।
ওমা তোর ললিতের এই হবে শেষ, হারাবে শ্রীপদের ছায়া॥ (২৭৭)

প্রসাদি সুর।

আমার যে সব ভয় গিয়েছে।
ওমা তোর কৃপাতে এই হয়েছে॥
সবাই বিরূপ এসংসারে, আমার বলতে যারা আছে।
ওমা তাদের ভরসা করতে গিয়ে, কাজের মত ফল ফলেছে॥
ভাল করলে মন্দ করে, কালের ধর্ম্ম এই হতেছে।
এটা আগে জান্‌লে ঠ'কৃতো কেমা, এখন আপনি আমার মন বুঝেছে॥
একে একে সব গেল মা, দীনের দিন যে তাও যেতেছে।
এবার যা দেখালি তাই দেখে মা, তোর ললিতের চোক ফুটেছে॥ (২৭৮)

প্রসাদি সুর।

আমি এত দুষী কিসে।
আমায় দেখলি না মা বারেক এসে॥
ভাল ক'রে ধর্‌লে এঁটে, ছুটে যায় মা কর্ম্মদোষে।
আমার কপাল ক্রমে পারের কড়ি, জুটবে না মা অবশেষে॥
বিষের কৃমি বিষে থাকে, ভরণ পোষণ হচ্ছে বিষে।
আমার আপনার হেতা কে আছে মা, যে কর্ম্মফলের করবে নিশে॥
ললিত জানে এ সংসারে, মায়ে পোয়ে মিলবে শেষে।
তবে কেন মা তুই এমন দিনে, ভুলে আছিস্ ঘরে ব'সে॥ (২৭৯)

প্রসাদি সুর।

কাজ করি মা কিসের তরে।
আমায় ঘুরিয়ে মেলি ভবের ঘোরে॥
যাকে আমি ছাড়তে চাইমা, সেই যে এসে আপনি ধরে।
ওমা কর্ম্মফলের মাঝে থেকে, তাকে ছাড়াই কেমন ক'রে॥
পাঁচের সঙ্গে মিশে হেথা, পড়েছি মা বিষম ফেরে।
ওমা মনের কথা রইল মনে, বুঝিয়ে সকল বলি কারে॥
বোঝা মাথায় দেখে আমার, সব সরে যায় অহংকারে।
হেথা এই করে মা দিন গেল সব, শেষকালে তোর ললিত মরে॥ (২৮০)

প্রসাদি সুর।

আমি ভক্ত নই অভক্ত বটি।
এখন জীবন বাঁচে মা পেলে ছুটী॥
এলাম গেলাম সেই ভাল শেষ, মিছে কেবল খাটাখাটি।

আজ পাঁচের বোঝা বইতে গেলেই, পাঁচে করে লোটালুটি ॥
কাজের দুখী সবাই হেথা, কারও নাই যে আঁটাআঁটি।
তাই অভাব দেখে সবাই খাটে, কাজ করে সব মোটামুটি ॥
ভোগ বাসনা থাকতে মনে, মিছে হয় যে ছুটোছুটী।
আমি মা মা বলে ডেকে কেবল, পথে চল্‌বো গুটিগুটি ॥
মায়ে পোয়ে ব্যাভার কেমন, দেখ্‌তে শুনতে পরিপাটী।
হেথা ললিত কি আর বল্‌বে মাকে, সে যে
পাষান বাপের পাষানি বেটী ॥ (২৮১)

প্রসাদি সুর।

মন রে মাকে ধরণা এঁটে।
ওরে দেখিস যেন যায়না ছুটে ॥
সংসারেতে সং সেজে আজ, কাজের দোষে হলি খুঁটে
নইলে এমন দিনে জেনে শুনে, সাজতে হয় কি নগ্দা মুটে
ভাল সেজে সবাই হেথা, টানছে তোকে আপন কোটে।
ওরে পড়লে বাঁধা লাগবে ধাঁধা, অমনি বাধা আপনি জোটে ॥
মায়ার খেলা দেখতে গেলে, সাধ্য কি তার উঠিস কেটে।
ওরে কাজ ক'রে ফল পেতে হলে, থাক্‌বি পড়ে মাঠে ঘাটে ॥
ললিত বলে সব ফেলে আজ, ইচ্ছা হয় যে পালাই ছুটে।
নইলে মায়ে পোয়ে সমান হয়ে, মরবো মিছে খেটেখুটে ॥ ২৮২

প্রসাদি সুর।

সংসার কেবল মায়ার কুটি।
সেটার ভিতরেতে যেমন তেমন, বাইরে দেখতে পরিপাটী ॥
দারা সুতা সুত নিয়ে, যত বাড়ে আঁটা আঁটি।
ওরে শেষে তারা থাকবে কোথা, আজ সেইটে বুঝতে গেলেই মাটী ॥

ঘর বেঁধে ঘর করতে গেলে, এড়ায়না যে চুনোপুঁটী।
তাই সবাই মিলে এসংসারে, খাই দাই আর মজা লুটি॥
ললিত বলে কি খেলা তুই, খেলেছিস পাষানের বেটী।
হেথা বিষের ক্বমি বিষে থেকে, বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটি॥ (২৮৩)

প্রসাদি সুর।

কুল নিয়ে মন কি ফল হবে।
ওরে অকুলের কাণ্ডারী মা তোর, তার কাছে কুল কোথায় রবে॥
ভবের ঘোরে ঘুরলে পরে, কাজেই সকল কাজ বাড়াবে।
শেষে তত্ত্ব নিয়ে মত্ত হ'লে, আত্মপর যে সব ভোলাবে॥
ঘরের ছটা বিষম লেঠা, সে কটাকে কে বোঝাবে।
ওরে তারা প্রবল হ'লে শেষে, কুলে এলেও কুল হারাবে॥
আগম নিগম সুগম ভেবে, কর্ম্ম ক'রে যে বেড়াবে॥
তার ঘরে পরে সমান হলে, তবে কুলের কুল দেখাবে॥
যে স্নেহেতে বাঁধা জগৎ, তাতেই আপনি সব জোটাবে।
নইলে ললিত হেথা জেনে শুনে, কুল পেয়ে শেষ কুল মজাবে॥ (২৮৪)

প্রসাদি সুর।

মাগো আমার দুঃখ ভারি।
ওমা কি দোষ পেয়ে হেথায় এনে, কর্‌লি পরের আজ্ঞাকারী॥
পরে পরে দিন কাটাই মা, ঘরের আমি কি ধারধারি।
যাদের লাগছে ধাঁধা পড়ছে বাঁধা, তারাই হচ্ছে এ সংসারী॥
যাদের ঘরে ঘর করি মা, তারাই সকল করছে চুরি।
আমি তাদের ভয়ে পড়ছি দায়ে, করছি কেবল ঘোরাঘুরি॥

ছজনাতে মিলে সবাই, করছে আমায় ধরাধরি।
তাই ললিত বোকা ভাবছে একা, উপায় এখন কি তার করি॥ (২৮৫)

প্রসাদি সুর।

মা'র রাঙ্গাপদে প্রাণ সঁপেছি।
আমার শমন ভয় যে দূর করেছি॥
জাগা ঘরে জেগে থেকে, দেখে শুনে এই পেয়েছি।
ওমা আমি যেমন জগৎ তেমন, সবাই সমান তাই বুঝেছি॥
যত্নে রতন পেয়ে আমি, ঘরের ভিতর তায় রেখেছি।
যেদিন আস্‌বে শমন তাকে তখন, সব দেখাব এই ভেবেছি॥
ঘরের যেটা থাকবে ঘরে, আগাগোড়া তাও জেনেছি।
তাই দুর্গা ব'লে ললিত বলে, যাত্রা করে যে বসে আছি॥ (২৮৬)

প্রসাদি সুর।

মন রে তোর আজ বুদ্ধি একি।
ওরে চারদিকেতে দেখনা চেয়ে, এখনও তোর অনেক বাকি॥
যার দায়ে তুই দায়ী হেথা, তারাই তোকে দিচ্ছে ফাঁকি।
তবু কাজের তরে ঘরে পরে, করিস কেবল ঝোঁকাঝুঁকি।
নিজের দশা বুঝ্‌লে নিজে, মনে মনে হ'তিস্ সুখী।
সেটা না বুঝে তোর কপাল দোষে, ঘুচ্‌লো না আর ডাকাডাকি॥
ললিত বলে মনের ভুলে, করিস কেবল রোকারুকি।
ওরে হাট বাজারে দেখনা ঘুরে, কোথায় কেমন বিকাচ্ছে কি॥ (২৮৭)

প্রসাদি সুর।

মন রে খুঁজে বেড়াস মিছে।
একবার দেখনা চেয়ে আপন ঘরে, তার ভিতরে কি ধন আছে॥
পরে পরে ধন বিতরণ, নিত্য ধন যে আছে কাছে।
ওরে স্নেহের ভরে যতন ক'রে, আপনি রতন নেনা বেছে॥
অহংকারে মত্ত হ'য়ে, অনেক দিন তোর হেলায় গেছে।
ওরে অন্ধকারে ঘুর্‌লে পরে, কেউ কি তোকে আপনি পোছে॥
মনের মতন না পেয়ে তোর, ঘুরে ঘুরে প্রাণ যেতেছে।
আবার কপাল দোষে আপনি এসে, ছটা রিপু তায় জুটেছে॥
ললিত বলে লাভের কড়ি, পাঁচভুতেতে সব নিতেছে।
তাই কাজের বেলা সবাই ভোলা, এম্নি মায়ার ফাঁদ পেতেছে॥ (২৮৮)

প্রসাদি সুর।

বুঝেছি মা তোমার খেলা।
তুমি সদানন্দে ঠকিয়ে দিয়ে, কত সাজ মা সাজ থাকতে বেলা॥
হেথা এমন সাধ্য কার আছে মা, মহামায়ার বোঝে ছলা।
ওমা শেষে সাধের সাধ পুরাতে, অফলাগাছ কর ফলা॥
এমন মা না হলে পরে, মা ব'লে কে বাড়ায় গলা।
তুমি আঁধার ঘরে ঘর ক'রে মা, হাতে দিচ্ছ চাঁদের মালা॥
মায়ের মতন মা পেলে মা, সকল দ্বার যে পাব খোলা।
আমি মা মা ব'লে নাচবো সুখে, কর্ম্মকাণ্ড থাক্‌বে তোলা॥
ছেলের মায়া সব জেনে মা, সদাই কেন সাজ কালা।
তোমার ললিতকে সেই শেষের দিনে, দিও চরণ পারের ভেলা॥ (২৮৯)

প্রসাদি সুর।

এ ত নয় মা নূতন খেলা।
ওমা ফাঁক্ পেলে তুই জেনে শুনে, ফাঁকি দিয়ে করিস্ ছলা॥
সদানন্দে ঠকিয়ে হলি, অন্নপূর্ণা কাজের বেলা।
ওমা সাধ করে যে তোয় সাজাবে, তারই কাছে সাজিস্ কালা॥
মা বিনা কে সাধ পুরাবে, অফলাকে করবে ফলা।
তোকে মা মা ব'লে ডাকলে ছেলে, সকল পথই পাবে খোলা॥
যার মনেতে সাধ হয়েছে, দেখবে ঘরে চাঁদের মালা।
ওমা সেই যে হেথা দেখুক চেয়ে, মহামায়ার মায়া মেলা॥
দুর্গা নামে ললিত ভোলা, কর্ম্ম সকল রইল তোলা।
একবার আপন ভেবে কোলে ক'বে, দেনা মাগো পারের ভেলা॥ (২৯০)

প্রসাদি সুর।

পাঁচের মর্ম্ম মন বোঝে না।
হেথা পাঁচকে ভেঙ্গে কেউ দেখে না॥
মনেতে যার পাঁচাপাঁচি, পাঁচে করে তায় ছলনা।
যে জন পাঁচকে মিলিয়ে নিচ্ছে ঘরে, সে যে পাঁচের এখন ধার ধারে না॥
আগম নিগম সবই পাঁচে, পাঁচে পাঁচে তার যোজনা।
যেদিন পাঁচের হবে ছাড়া ছাড়ি, সেদিন ঘুচ্‌বে আনাগোনা॥
তত্ত্ব নিয়ে মত্ত যারা, তারাও হেথা পাঁচ ছাড়েনা।
তাই পাঁচের মায়ায় প'ড়ে কেবল, পাঁচের ঘোর যে তার ভাঙ্গে না॥
ললিত বলে আর কেন মন, পাঁচকে ভেঙ্গে এক করনা।
তখন ভাঙ্গবে স্বপন পাবে রতন, যতন করে ফল দেখনা॥ (২৯১)

প্রসাদি সুর।

সংসারে সব পাঁচের ধারা।
কিন্তু দেখ্‌তে গেলে কেউ থাকে না, সব হ'যে যায় নিরাকারা॥
আকার ভেদে ভেদ ঘোচে না, তাতে গোল যে এম্নি ধারা।
সেই ভেদাভেদের মাঝে প'ড়ে, খুঁজে খুঁজে সবাই সারা॥
ফলের আশায় কর্ম্ম ক'রে, পাঁচকে মিলিয়ে দেখে যারা।
তাদের এম্নি কপাল নাই কালাকাল, সদাই করছে ঘোরা ফেরা॥
জগৎ জুড়ে পাঁচ রয়েছে, তাকে এখন দেখছে কারা।
যে আজ দেখ্‌তে যাবে সেই যে হবে, নয়ন থাকৃতে নয়ন হারা॥
ললিত বলে কর্ম্ম ধর্ম্ম, এই দুয়েতে জগৎ পোরা।
তাই খাই হারালে থাই মেলে না, বইতে হয় যে পাপের ভরা॥ (২৯২)

প্রসাদি সুর।

মা গো তারা এই মিনতি॥
ওমা কর্ম্মে বাধা ক'রে আমায়, ঘুরাস না আর নিতি নিতি॥
কর্ম্ম নিয়ে বদ্ধ হ'লে, সবদিকে মা হয় গো ক্ষতি।
আমি যেনে শুনে খেটে মরি, কিছুতে মা নাই গো প্রীতি॥
ভজন সাধন করি যখন, তাতেই মত্ত হয় যে রতি মতি।
অম্নি মায়ায় বাধা ক'রে আমায়, ভুলিয়ে দিস্ সব তোর এই রীতি॥
দুর্গা দুর্গা ব'লে আমি, করি যখন ভক্তি স্তুতি।
আমার মাথার বোঝা দেখিয়ে করিস, কর্ম্মকে যে সঙ্গের সাথী॥
কর্ম্ম ফলের মাঝে প'ড়ে, ফল যে পাচ্ছি হাতাহাতি।
তাই তোর ললিতের দুঃখ কেবল, মা তুই থাকিতে এই দুর্গতি॥ (২৯৩)

প্রসাদি সুর।

শেষ কি তারা করবি কোলে।
না কালের হাতে দিবি ফেলে ॥
জেনে শুনে সব হারালাম, ঠক্‌বো মাগো এদিন গেলে।
আমার কপাল দোষে হেথায় এসে, সব ভুলেছি মায়ার ছলে ॥
ছটা রিপু প্রবল হয়ে, ফেলেছে মা বিষম গোলে।
ওমা তারাই দেখি প্রবল হেথা, বাড়ছে আপনি কালে কালে ॥
কি যে কর্‌তে হেথায় এলাম, তাও যে আমি গেছি ভুলে।
আমি জন্ম হ'তে ঘুরছি হেথায়, ঘুরে ঘুরেই যাব চলে ॥
তোর ললিতকে দেখিস মা গো, ডুবাস না আর কর্ম্মফলে।
ওমা সাহস পেলে সাহস বাড়ে, ভয় করি না শমন এলে ॥ (২৯৪)

প্রসাদি সুর।

মন কি বোঝে ভবের খেলা।
আমার ভেবে ভেবেই দিন ফুরাল, কেটে গেল সাধের বেলা ॥
আপনার ঘরে আপনি সবাই, চোর সেজেছি থাকতে বেলা।
তাই ঘরে পরে ছটা রিপু, আপন জোরে করে ছলা ॥
জেনে শুনে ঘরে ঘরে, ঢুকিয়েছি জল কেটে নালা।
আমার পরে পরে ঘর হয়েছে, কেউ কি হেথা শোনে সলা ॥
সবাই জেনে শুনে সং সেজেছি, আর হয়েছি জন্ম কালা।
তাই ব'লছে ললিত করে বিহিত, ঘুচয়ে দেনা সকল জ্বালা ॥ (২৯৫)

প্রসাদি সুর।

কি খুঁজিস্ মন ভবের হাটে।
ওরে চেয়ে দেখনা চারিধারে, সবাই হয়ে আছে খুঁটে ॥
নেনা দেনা করতে গিয়ে, টান্‌তে চাস্ সব আপন কোটে।
কিন্তু কারও হেথা নাই কিছু আজ, সবাই ক্রমে উঠ্‌ছে লাটে ॥

বাজার ক'রে ঘরে যাবি, এই ভেবে তুই মরিস খেটে।
ওরে কপাল দোষে অবশেষে, পাওয়া ধন যে যাবে ছুটে॥
লোভে পরে যা পেয়েছিস, তাই নিয়ে তুই বাঁধলি এঁটে।
ওরে দেখলি না যে কাজে কাজে, ঠকিয়ে দিচ্ছে ছজন জুটে॥
ললিত বলে ধরা দিয়ে, বাঁধা পড়লি আটে কাটে।
হবে পাড়ের কড়ি মায়ার বেড়ি, সূর্য্য গিয়ে বসলে পাটে॥ (২৯৬)

প্রসাদি সুর।

মায়ের খেলা বুঝবে কিসে।
তুমি অন্ধ হলে কাজের দোষে॥
নিত্য খেটে খুটে দিন যে কাটাও, তবু হয়না কাজের নিসে।
হেথা ফলের লোভে কর্ম্ম ক'রে, মাঝ খানেতে রইলে ব'সে॥
মায়ের মায়া কেমন ধারা, কেমন করে বুঝবে কিসে।
যত পর নিয়ে আজ ঘর পেতেছ, সেথায় আপন পাবে কিসে॥
ললিত বলে এসংসারে, ডুবল সবাই বিষের বিষে।
তাই তার ফলেতে সেই শেষেতে, ফল নিয়ে সব যাবে ভেসে॥ (২৯৭)

প্রসাদি সুর।

যার মন মজেছে এক মায়াতে।
ওরে সে আর এখন ক'রে যতন, পারবে কিরে তায় কাটাতে॥
আপনার ব'লে পাঁচকে পেয়ে, মেতে আছে সংসারেতে।
সেথা কন্যা জায়া বন্ধুভায়া, সব যে আসছে তায় ভোলাতে॥
পাঁচে পাঁচে মিশে এখন, ঘুরে মরে পাঁচ গোলেতে।
তায় আপন পরকে বুঝ্‌য়ে দেবে, থাক্‌বে কে তার সেই শেষেতে।
যত গোল যে আছে হেথা, ভ্রম বাড়ে সব এই জগতে।
একবার রামনেলা পার হলে পরে, আর কে পারে তায় ঠকাতে

ললিত বলে আজ ভোলে যে, সেকি সোজা হয় পরেতে।
তার যেমন বোঝা তেম্নি থাকে, লাভের ভাগী হয় পাঁচেতে॥ (২৯৮)

প্রসাদি সুর।

মনরে তুই সব করলি মাটি।
তোর মিছে হ'ল খাটা খাটি॥
হেথা তোর এই আশা ছিল, এক পোড়েতে হবি খাঁটি।
ওরে পোড়ের উপর পোড় চলেছে, তবু তোর যে নাই রে ছুটী॥
আপন ভেবে যতন ক'রে, কাজের করিস আঁটা আঁটি।
কিন্তু কপাল যেমন হচ্ছে তেমন, ফল ফলে তার পরিপাটী॥
মা মা ব'লে কেঁদে কেটে, ধর্‌তে গেলি শিরের খুঁটী।
তার ফল হ'ল যে বাকি থাকতে, দেহ হল রোগের কুটী॥
মায়ে পোয়ে খেলা হেথা, দেখিস্ শুনিস্ মোটামাটি।
তাই ললিত বলে এসব ফেলে, ঘরে যাই চ গুটি গুটি॥ (২৯৯)

প্রসাদি সুর।

মন তুই হলি কুয়ের গোড়া।
তোর সমান রইল আগা গোড়া॥
সময় পেলে সংসারে আজ, সব দিকেতে দিস্‌রে তাড়া।
ওরে জানিস না কি কাজের ফলে, ছটা রিপু করবে তাড়া॥
লাভের ভাগী হ'লে পরে, হেঁসে দিসরে সুখের নাড়া।
আজ আপনি কে তুই বুঝলে পাবি, নাই কিছু সার সবই নাড়া॥
ঘর বেঁধে ঘর করে শেষে, বিদায় পাবি খাড়া খাড়া॥
ওরে ললিত বলে দেখবি তখন, যমের দূ'ত যে আছে খাড়া॥ (৩০০)

প্রসাদি সুর।

আশায় সুসার করমা তারা।
একবার ভাল ক'রে দেখ'ব তোকে, কি ক'রে হ'স্ নিরাকারা॥
সর্ব্ব ঘটে বিরাজ করিস্, বইছে সদাই স্নেহের ধারা।
তবে বলমা কেন জেনে শুনে, সদাই হচ্ছি তোকে হারা॥
কর্ম্ম যোগের মাঝে পড়ে, কর্ম্ম ক'রে সবাই সারা।
তবু লক্ষ ছেড়ে সব দিকেতে, করছি কেবল ঘোরা ফেরা॥
ঘর ভেঙ্গে ঘর হ'লে কি মা, কাটবে এসব মায়ার ঘেরা॥
দেখ্ মা যাচ্ছে যে দিন বাড়ছে মা ঋণ, ললিত হচ্ছে আত্মহারা॥ (৩০১)

প্রসাদি সুর

তারা তারা তারা ব'লে।
একবার ডুব দেনা মন অতল জলে॥
কাজের তরি নাই কাণ্ডারী, দেখনা চেয়ে জলে স্থলে।
হবে পারের বেলা মায়ার খেলা, সব যে তখন যাবি ভুলে॥
অহংকারে ঘুরিস এখন, ছাড়বি সেটা সময় এ'লে।
কিন্তু কে তোর আপন দেখবি তখন, ত্বম্ আর অহং মিলন হ'লে॥
ললিত বলে আর কেন মন, কাজ কিরে তোর গণ্ডগোলে।
একবার মা মা ব'লে ডেকে গিয়ে, পড়গে মায়ের চরণতলে॥ (৩০২)

প্রসাদি সুর।

আমরা সবাই মায়ের ছেলে।
এই কথা যে সবাই বলে॥
সংসার মাঝে মা আর বাবা, আছে কথা চিরকেলে।
কিন্তু কে মা আবার কোনটা বাবা, গোল বেধে যায় দেখতে গেলে॥
জন্মকালে মায়ের মায়ায়, বাপকে আমরা থাকি ভুলে।
কিন্তু শেষকালেতে বাপের হাতে, ধরা পড়ি দিন ফুরালে॥
বাপ মা যেমন কর্ম্ম তেমন, কর্ম্মকাণ্ড সব ঠকালে।
হেথা অবশেষে ঘরে ব'সে, এক থেকেই যে পাঁচ দেখালে॥
ওরে কোনটা বাবা কোনটা মা তোর, দেখগে ঘরের কপাট খুলে।
সেথা দেখবি দুটোয় এক হয়েছে, ডেকে হেঁকে ললিত বলে॥ ৩০৩

প্রসাদি সুর।

কালী কালী বল রসনা।
ওরে ঘুচে যাক তোর যম যাতনা॥
সংসারেতে মায়ায় বাঁধা, শত শত হয় তাড়না।
ওরে ভুগে ভুগে জীবন গেলেও, সে কথা যে কেউ মানেনা॥
একে একে বাছতে গিয়ে, আপনার জন যে কেউ থাকেনা।
ওরে যার আশা না পূর্ণ হবে, সেই যে আমায় করে ঘৃণা॥
সদা জগৎ পূর্ণ অহংকারে, সেটা দেখেও আপনি কেউ দেখেনা।
ঐ অহংতত্ত্ব শেষের দিনে, থাকবে কোথা তাও ভাবেনা॥
ললিত বলে মাকে ডেকে, মায়ার মায়া কাটিয়ে দেনা।
নইলে কি কাজ আছে কি করে তুই, ভুলবি তোর এই আনা গোনা॥(৩০৪)

প্রসাদি সুর।

মন কৈ আমার কথা শোনে।
সে যে চলেছে মা আপন মনে ॥
আত্ম পর তার জ্ঞান কিছু নাই, কি ক'রে শেষ্ নেবে চিনে।
মিছে কর্ম্ম ক'রে অহংকারে, ফেটে মরে এমন দিনে ॥
পাঁচে মিলে গোল বাধিয়ে, পাঁচ কথা কয় কানে কানে।
সেই পাঁচের দাবি শুন্‌তে গিয়ে, বাধা লাগ্‌ছে জেনে শুনে ॥
রতন পাবার আশে কেবল, যত্নে সকল ধরছে টেনে।
কিন্তু লাভের মধ্যে এই হয়েছে, বাঁধা পড়ছে ষড় গুণে ॥
ললিত একা এসে হেথা, ঘুরছে কেবল মনের টানে।
কবে সকল ভুলে মা মা ব'লে, মায়ে পোয়ে ব'সবে জ্ঞানে ॥ (৩০৫)

প্রসাদি সুর।

ওমা এসেছি এই ভবের হাটে।
আমি বাজার বেসাৎ ক'রব কি মা, যা এনেছি সবই খুঁটে ॥
খুঁটে জিনিষ কেউ নেবেনা, দিতে গেলেই রেগে ওঠে।
তাই লাভের আশা ছেড়ে এখন, সেজেছি মা নগদা মুটে ॥
কত কেনা বেচা সদাই হেথা, হচ্ছে মাগো হাটে মাঠে।
দেখি কিনছে যারা বেচ্ছে তারাই, লাভ নিয়ে ঘর পালায় ছুটে ॥
আমি হেথায় এসে কপাল দোষে, বাঁধা পড়লাম আটে কাটে।
ওমা কি নিয়ে সেই শেষের দিনে, ব'সব গিয়ে পারের ঘাটে ॥
মনের কথা রইল মনে, বল্‌তে গেলে বুক যে ফাটে।
ওমা তোর ললিত যে দিন হারাল, ক্রমে সূর্য্য ব'স্‌ছে পাটে ॥ (৩০৮)

প্রসাদি সুর।

আর কি আমি ব'লব তারা।
আমি কর্ম্ম দোষে হেথায় এসে, আপনা আপনি হচ্ছি হারা॥
কত শত সাজ সেজে মা, শক্ত করছি মায়ার ঘেরা।
কিন্তু কালের ধর্ম্ম বুঝে মর্ম্ম, কর্ম্ম ক'রে হলাম সারা॥
আপন পর কে বুঝতে গিয়ে, বিচার ক'রে দেখ্‌ছে কারা।
যে দেখ্‌তে যাবে সেই যে হবে, নয়ন থাকতে নয়ন হারা॥
হেথা এই এক সংসারেতে, ধর্ম্মাধর্ম্ম রইল পোরা।
তাই দেখে মোহন কার্য্য কারণ, একাই কর্‌ছে ঘোরা ফেরা॥ (৩০৭)

প্রসাদি সুর।

মা ব'লে কি বাবা ব'লে।
ওমা কি বলে তোয় ডাকবে ছেলে॥
তন্ত্র মন্ত্র বেদ বেদান্ত, সবই রইল গণ্ডগোলে।
খুঁজে আগম নিগম পুরাণ সকল, কৈ মা গো তোর অন্ত মেলে॥
পুরুষ ও প্রকৃতি এ দুই মুরতি, ধরেছিস মা কতই ছলে।
ও মা স্বভাবের অভাব কার কি যে ভাব, খুঁজে পাইনা কোন কালে॥
রূপের যে রূপ মা হয় অপরূপ, কোনটা স্বরূপ কেউ কি বলে।
মন বোঝেনা ছলনা তাই এ যাতনা,
মিছে সাধনাতে ললিত রইল ভুলে॥ (৩০৮)

প্রসাদি সুর।

গঙ্গা স্নানে ফল কি আছে।
ওরে গয়া গঙ্গা বারানসী, মায়ের নামেই সব রয়েছে॥
দেহ তত্বে মত্ত হয়ে, জগতে সব ভুল হতেছে।
ওরে আত্ম তত্ত্ব বুঝ্‌বি যে দিন, সে দিন কেউ কি আস্‌বে কাছে॥
ধর্ম্ম মনে করে সবাই, কর্ম্ম করে বেছে বেছে।
মায়ের নাম মাহাত্ম্য বুঝলে পরে, কর্ম্ম সকল হবে মিছে॥
আগম নিগম সত্য হলে, একেই যে তোর সব রয়েছে।
ওরে ভ্রম বাড়ে যার অপনি যে তার, পরকে নিয়ে মন মজেছে॥
ললিত বলে আত্ম পরকে, ভাল করে যে বুঝেছে।
ওরে সেই যে হেথা আপনা হতে, মনের মত সব পেয়েছে॥ (৩০৯)

প্রসাদি সুর।

কেন গঙ্গা স্নানে যাব।
আমি দুর্গা নাম গেয়ে বগল বাজিয়ে, পাপ তাপ সব দূর করিব॥
মা মরাত ছেলে নই যে, বিমাতার গিয়ে স্মরণ লব।
কেন দুই নায়েতে পা দিয়ে শেষ, মাঝ সাগরে সব ডোবাব॥
মা যখন এই ব্রহ্মময়ী, শমনের ভয় কেন খাব।
আমার জাগা ঘরে হোক্‌না চুরি, নাম গেয়ে সব ফের পোরাব॥
পাঁচের কথা শুনতে গেলে, ললিত বলে সব হারাব।
যদি মনের মতন মন থাকে শেষ্‌, একেতেই যে সকল পাব॥ (৩১০)

প্রসাদি সুর।

ভাবিস্ কি মন ভাবনা কি রে।
ওরে মায়ের চরণ করে স্মরণ, দিন কাটানা আমোদ ভরে॥
মিছে কর্ম্ম ছাড়না রে মন, দিচ্ছি তোকে মাথার কিরে।
ওরে কর্ম্ম থেকেই মায়া আসে, নইলে কে আর রাখে ধরে॥
মা মা ব'লে যে জন ডাকে, যমের ভয় তার আছে কি রে।
দেখরে যমের ভটা রিপু ছটা, তাদের দায়েই মরিস ঘুরে॥
আস্তে যেতেই দিন গেল তোর, দেখলিনা তোর কি বাকিরে।
ওরে হিসাব কালে যাবি ভুলে, মিলিয়ে দিতে ধরবি কারে॥
কি পেলি মন বলনা রে আজ, ললিতের এই খেলার ঘরে।
ওরে স্বভাবে যার স্বভাব থাকে, সে যে চলে যাবে জোরে॥ (৩১১)

প্রসাদি সুর।

আয়নারে মন যাইরে ঘরে।
আর মিছে কেন মরিস্ ঘুরে॥
যত্ন করে দেখলি এত, রত্ন নাইরে ঘরে পরে।
ওরে যে ধন নিয়ে এসেছিলি, তাও গেছে তোর নিলে চোরে॥
আশার আশায় দিন কাটালি, সে আশা তোর ফলবে কি রে।
ওরে অহংকারের মাঝে থেকে, আপন ব'লে পাবি কারে॥
সংসারেতে মায়া বেশী, আছিস্ মোহ অন্ধকারে।
হেথা কর্ম্ম ক'রে ফল পাবি কি, রিপু সব যে আছে জোরে॥
আপনার সেজে হেথায় যারা, ললিতকে আজ আছে ঘেরে।
তারা শেষ কালেতে থাকবে কোথা, সেইটী দেখনা যত্ন ক'রে॥ (৩১২)

প্রসাদি সুর।

সংসার এটা ক্ষীরের বাটী।
ওরে মনের সাধে খেয়ে শেষে, পেটের ব্যথায় ছট্‌ফটি ॥
সদা নাক ফোঁড়া বলদের মত, ঘেরার মধ্যে ছুটোছুটী।
আবার লাভের জন্য লোভে পড়ে, আগা গোড়া হচ্ছে মাটী ॥
মায়া আপনি প্রবল হয়ে, কিছুই করতে দেয়না ক্রুটী।
শেষে বাধিয়ে লেটা রিপু ছটা, করে কেবল কাটাকাটি ॥
আঁধার ঘরে ঘর করে সব, কাজ যে দেখায় মোটামুটি।
তাই অন্ধকারে পথ না পেয়ে, চল্‌তে হয় যে গুটী গুটী ॥
ললিত বলে আর কেন সব, আয়না মা পাষানের বেটী।
একবার ছেলে কোলে নিয়ে কর মা, মায়ে পোয়ে মেটামিটি ॥ (৩১৩)

প্রসাদি সুর।

মনের কথা বলি কারে।
আমার সব যে রইল পরে পরে ॥
দায়ের দায়ী সেও যে নয় মা, যে জন আছে আমার ঘরে।
তার আগা গোড়া সবই সমান, ব'সে আছে অন্ধকারে ॥
দেখার মত দেখ্‌তে গিয়ে, মরি কেবল ঘুরে ফিরে।
আমি যেমন এলাম তেম্নি যাব, আসব যাব বারে বারে ॥
এই ক'রে কি ফল হবে মা, কি সুখ পাব এ সংসারে।
আমার জন্ম গেল চেয়ে চেয়ে, শেষ কালে মা ফেলবি ফেরে ॥
দেনার দায়ে দিন মজুরি, তাও হ'লনা মায়ার ঘোরে।
ও মা তোর ললিতের শেষের দেনা, শোধ করে নিস্ ধারেধোরে ॥ (৩১৪)

প্রসাদি সুর।

মনকে আমি বুঝাই কত।
সে যে নয় মা আমার অনুগত॥
অহংকারে সদাই আছে, কিছুতে নয় প্রতিহত।
তার কাজের দোষে সব হ'ল গোল, তাই ঘুরছে হেথা অবিরত॥
ফলের ভাগী হ'তে গিয়ে, ভুগছে দেখি শত শত।
আজ কিসের ফলে কি হ'ল শেষ্, স্থির হলে মন দেখতে পেত॥
মনে মনে মন বোঝে যার, তার মন তাতে সদাই রত।
সে যে আপনা হ'তে আপনি শেষে, হবে মায়া বিরহিত॥
আমি সদাই দেখছি এ সংসারে, হিতে আপনি হয় অহিত।
তাই মা মা বলে ডাকছে ললিত, মনকে কর মা মনের মত॥ (৩১৫)

প্রসাদি সুর।

মন হলি তুই সর্ব্বনেশে।
তোর সব যে এখন গেল ভেসে॥
মায়ায় পড়ে এ সংসারে, রইলি কেবল আমার আশে।
তোর চোকের সাম্নে সব গেল তোর, এম্নি লেগে গেছে দিশে॥
এই জগতে কার্য্য কারণ, কেন হয় সব বুঝ্বি কিসে।
ওরে কার ঘরে তুই কে রয়েছিস্, সেইটা একবার মিলিয়ে নিসে॥
জগৎ যেমন তুই ও তেমন, মিলন এখন বিষে বিষে।
তাই ললিত বলে সংসার পেতে, ভুলিয়েছে মা কৃত্তিবাসে॥ (৩১৬)

প্রসাদি সুর।

সব যে সেই এক তারার খেলা।
কেমন ঘটের ভিতর ঘট সাজিয়ে, দেখায় ঘট ও পটের মেলা॥
জগৎ মাঝে সাজিয়ে জগৎ, স্তরে স্তরে আছে তোলা।
সেটা দেখতে গিয়ে গোল বেধে যায়, মন যে সেজে থাকে ভোলা॥
পাঁচ গুণে হয় পাঁচের মিলন, পৃথক হয় সেই শেষের বেলা।
তারা কে যে কেমন দেখবি কি মন, ছজন রিপু করছে ছলা॥
যা আছে এই ঘটে পটে, তাই হবি শেষ্ পারের বেলা।
কিন্তু আর কি এখন শুনবি রে মন, আপন দোষে ললিত কালা॥

(৩১৭)

প্রসাদি সুর।

কালী তারা বল রসনা।
আর ঘুচে যাক তোর সব যাতনা॥
চির কালটা পরের দায়ে, করছিস্ কেবল আনাগোনা।
ওরে তার ফলেতে সেই শেষেতে, কত হবে তোর তাড়না॥
যাওয়া আশায় দিন গেল সব, তবু তোর যে আড় গেলনা।
ওরে সব ফুরালে পড়বি গোলে, তখন বলতে দিন পাবিনা॥
মায়ায় পড়ে দেখিস আঁধার, কেবল নাম গেয়ে সে ঘোর কাটেনা।
ক্রমে গেল বেলা ছেড়ে খেলা, জগৎটা কি দেখে নেনা॥
ললিত একা হ'য়ে বোকা, তোর কথাতে আর ভোলেনা।
এবার ছেড়ে সকল ব'সে কেবল, করবে মায়ের নাম সাধনা॥ (৩১৮)

প্রসাদি সুর।

ভ্রম হেথা যে কাটবে না মা।
ও মা কিছুরই যে হয়না সীমা॥
মায়ার বেঁধে ঘোরাস্ জগৎ, তার কি শেষ্ আজ হবে না মা।
একবার স্থির হ'য়ে সব মিলিয়ে দে মা, খরচ কি হয় কত জমা॥
মা মা ব'লে যতই ডাকি, ততই দুঃখ বাড়ছে যে মা।
ওমা কাজের মাঝে সবাই দুষি, সে দোষের কি নাই মা ক্ষমা॥
ঘরে বাইরে যারা আছে, আপনার তারা কৈ হ'ল মা।
এক তুই ছাড়া মা জগৎ আঁধার, তোতেই জগৎ সব যাবে মা॥
ললিতের মন হলে আপন, কাকেও কি আজ ভয় করি মা।
হেথা মনের সুখে দিন কাটাতাম, ব'লে তারা দুর্গা শ্যামা॥ (৩১৯)

--

প্রসাদি সুর।

আর কি কোন বাধা থাকে।
সব দেখে শুনে এমন দিনে, মন যে আমার উঠছে রুকে॥
খেলা ঘরের খেলা দেখে, ছিলাম আমি আপন ঝোঁকে।
তখন মনে আমার কতই হ'ত, বাঁধা ছিলাম মায়ার পাকে॥
ক্রমে ক্রমে বাড়ছে খেলা, লক্ষ্য হচ্ছে সে সব দেখে।
এখন আপন যারা পর যে তারাই, ধরতে গেলে দাঁড়ায় ফাঁকে॥
কার মায়াতে কে বাঁধা যায়, জিজ্ঞাসা আজ করি কাকে।
দেখি পাঁচে মিলে পাঁচের মাঝে, সবাই ধরে আছে তাকে॥
ললিত বলে মিছে কেবল, মরি সবাই ব'কে ব'কে।
শেষে সোজা কথা বল্‌তে গেলেই, ধাক্কা এসে লাগে বুকে॥ (৩২০)

প্রসাদি সুর।

ভয় কিরে মন ডাকনা মাকে।
ওরে সকল তত্ত্বই পাবি একে॥
আজ হেথা এসে খেটে মরিস, কাজ করিস্ সব পাঁচের ঝোঁকে।
শেষে লাভের কড়ি হারিয়ে কেবল, সদাই আপনি মরিস ব'কে॥
এ সংসারে মায়া বেড়ে, টানছে তোকে পরের পাকে।
কিন্তু পর আর আপন কে তোর কথন, সেইটি বুঝিয়ে দিবি কাকে॥
আসা যাওয়ার কালে হেথা, ফল ফলে তোর সকল দেখে।
তখন অন্ধকার আর আলো দেখে, ধাঁধা লেগে যায় যে চোকে॥
ললিতের এই শেষের কথা, ও রে একবার দেখ্‌না নিজের দিকে।
আর দিন যে গেল সব ফুরিয়ে এল, শেষ কালেতে পড়বি ফাঁকে॥ (৩২১)

প্রসাদি সুর।

যা হয় হোক মা আর ভয় করিনা।
আমি দুর্গা দুর্গা বলে সদা, ক'রব মা তোর নাম সাধনা॥
যখন মা মা ব'লে যাব কাছে, কে আর আমায় করবে মানা।
আমার আপন ঘর যা আপনি জানি, কার তেমন আর আছে জানা।
রিপু ছটা ঠেঁটা বটে, করছে তারা দিন গণনা।
কিন্তু আমি যে কোন্ মায়ের বেটা, তারা আজও তাও জানেনা॥
এ সংসারে মায়া বেশী, তাতেই যত হয় ছলনা।
কিন্তু ঘরে বাইরে মাকে পেলে, তাকে যে আর যম ছোঁবেনা॥
ললিত বলে আর কেন মন, ঘরে পরে কাজ সারনা।
একবার সূর্য্য গিয়ে ব'সলে পাটে, হাটে ঘাটে কেউ রবেনা॥ (৩২২)

প্রসাদি সুর।

কে জানে মা কার মায়াতে।
সদা ঘুরছে জগৎ এক ভাবেতে॥
এম্নি মায়ায় মুগ্ধ সবাই, সময় পায়না খেতে শুতে।
ওমা তার মাঝেতে কর্ম্ম এসে, ঘুরিয়ে ফেলে দেয় গোলেতে॥
কার ঘ'রেতে কে আছে আজ, পার'বে কে আর তায় বোঝাতে।
কেবল ঘরের রিপু ঘরেই বেড়ে, সদাই আস্‌ছে মন ভোলাতে॥
ত্বম্‌ আর অহং পৃথক ক'রে, কাজ হারালাম এই জগতে।
তাই অহংকারের মাঝে ফেলে, ভুলিয়ে দিস্‌ মা সব শেষেতে॥
মা বেটাতে থাক্‌লে এ গোল, সবাই পারবে গোল বাধাতে।
একবার আয়না মা তুই দেখনা এসে, কোলে করনা তোর ললিতে॥

(৩২৩)

প্রসাদি সুর।

তারা তরি লাগলে ঘাটে।
আমায় টেনে নিস্‌ তোর আপন কোটে॥
দেখনা মা গো তোর ছেলেকে, কাল যে ধরতে আসছে ছুটে।
আমার শক্তি নাই মা কি করি আজ, গোল বেধেছে হ'য়ে খুঁটে॥
কিসের তরে পাঠিয়ে ছিলি, ভুলিয়েছে মা ছজন জুটে।
তারাই সময় পেয়ে ধ'রে নিয়ে, সাজিয়ে দিলে নগদা মুটে॥
আমার বলতে কে আছে মা, কাকে আমি ধরব এঁটে।
আমি যাকে ধরি সেই যে পালায়, সবাই মিলে সব নিলে লুটে॥
ললিত বলে কি করি মা, এখন পারের কড়ি নাই যে গাঁটে।
আমায় সময় থাকতে সময় দেমা, আর বাঁধিস্‌ না মা আটে কাটে॥

(৩২৪)

প্রসাদি সুর।

তোর বিচার নাই মা কোন কালে।
নইলে কি মা আপন দোষে, পড়ি হেথায় এত গোলে॥
প্রাণের ব্যথায় যে জন হেথা, ডাকে তোরে মা মা ব'লে।
তাকে সকল দিকে দুঃখ দিয়ে, পা থেকে তুই দিস্ মা ঠেলে॥
যে জন তোকে ভয় দেখায় মা, তাকে রাখিস পদ তলে।
তুই এই করে মা সব ডোবালি, সকল জেনে থাকিস ভু'লে॥
মা হ'য়ে মা দেখলিনা তুই, কোথায় রইল আপন ছেলে।
নইলে কোন সাহসে দিনের শেষে, তোর ছেলেকে ধরে কালে॥
খেলার ঘরে খেলতে দিয়ে, ডুবিয়ে দিস্ তুই অতল জলে।
ওমা তোর ললিতের ভয় কেবল এই, কে তাকে শেষ্ নেবে তুলে॥

(৩২৫)

প্রসাদি সুর।

মা আমার যে কপাল দুষি।
নইলে ঘর থাকতে ঘর নাই আমার, যেতে পাইনা বারানসী॥
কর্ম্মদোষে চিরকালটা, হ'য়ে আছি বিদেশবাসী।
আমার আপন পর কে বুঝতে গিয়ে, মনে মনে সদাই হাঁসি॥
ঘরে ঘরে দেখি কেবল, আপনা আপনি দ্বেষাদ্বেষি।
হেথা কোন ক্রমে হ'লনা মা, মনে মনে মেশামিশি॥
যাদের জন্য খেটে মরি, তারাই আমায় করে দুষি।
আমার সায়ে ভাল দেখিয়ে কেবল, মন্দ করে বেশী বেশী॥
মা হ'য়ে মা ভুললি সকল, কিসের কি ফল দেখনা আসি।
হেথা তোর ললিত যে তোর খেলাতে, দুঃখ পাচ্ছে দিবানিশি॥ (৩২৬)

প্রসাদি সুর।

আমায় কি দোষে মা করিস্ দুষি।
আমি ভাবছি তাই মা দিবানিশি॥
আপন ভেবে যতন ক'রে, কর্ম্ম করি বেশী বেশী।
আমার এম্নি কপাল তার ফলেতে, বাড়ছে মনের দ্বেষাদ্বেষি॥
দুর্গা দুর্গা ব'লে আমি, যে আনন্দ সাগরে ভাসি।
সে সুখ কেন সব দেখে শুনে, রাখিস্ না মা শেষাশেষি॥
কর্ম্ম ধর্ম্ম নয় কিছু মা, তোর হুকুমেই যাই আর আসি।
ওমা তোর ললিতের মনের আশা, ঐ পদতলে থাক্‌বে বসি॥ (৩২৭)

প্রসাদি সুর।

সামলে নে মন আপন তরি।
ওরে ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে, হচ্ছে সেটা পাপে ভারি॥
কু বাতাসে পড়্‌লে পরে, ভাঙ্গবে তোর সব জারি জুরি।
তখন পাঁচে মিলে পাঁচ গুণেতে, করবে তোকে ধরাধরি॥
আশার আশায় থাকলে শেষে, করতে হবে ঘোরাঘুরি।
যখন আসবে শমন করবে দমন, তখন যত আপন হবে অরি॥
পরের দায়ে কর্ম্ম ক'রে, পরে পরেই সকল সারি।
তেমনি ফলের ভাগি পরকে ক'রে, রাখনা রে তোর বাহাদুরি॥
আসা যাওয়া সমান হ'লে, সবাই হবে আজ্ঞাকারী।
আজ ললিতের মন হ'লে আপন, কেউ কি করতে পারে জারি॥ (৩২৮

প্রসাদি সুর।

সবাই মা তোর রইল ভুলে।
ওমা এক মায়াতে এই জগতে, আপনা হ'তে পড়্ছে গোলে॥
এ সংসারে আসা যাওয়া, সমান হ'ল কালের ফলে।
ওমা কাল এলে কাল ফুরিয়ে গেলে, এক পথে সব যাবে চলে॥
দিন হেথা সব রইল সমান, ভুলিয়ে রাখছে কত ছলে।
ওমা কার কি যে ফল হচ্ছে হেথা, বুঝ্বে সবাই সময় এলে॥
যখন যে কাজ কর্ছে সবাই, কাল্ যে হিসাব রাখ্ছে তুলে।
ওমা মহাকাল যে সব দেখাবে, তার কাছে শেষ্ ললিত গেলে॥ (৩২৯)

প্রসাদি সুর।

কে ঐ রণ রঙ্গিনী।
কিবা রূপের ছটা, যেন ঘন ঘটা, শোভিছে যেন নীল কাদম্বিনী॥
মহেশ উরসি, দাঁড়াইয়ে রূপসী, যেন পূর্ণ শশী রূপের খনি।
ঐ পদ যুগলেতে, কমল ভ্রমেতে, অলি গুণ গুণ করিছে ধ্বনি॥
রুধিরে ভূষিত, আসবে উন্মত্ত, তাণ্ডবেতে নৃত্য করেন ঈশানী।
ঐ অসি লয়ে করে, নাশিছে অসুরে, হেরে ঐ বামারে কাঁপে ধরণী॥
কহিছে মোহন, কি কর এখন, ধর ঐ চরণ ভব তরণী।
শেষে অকুল সাগরে, যেতে হবে পারে, ধরিবে কাহারে বিনা জননী॥
(৩৩০)

প্রসাদি সুর।

আমার এ দিন কাট্বে কিসে।
হেথা কর্ম্ম যে মা সর্ব্বনেশে॥
খেটে খুটে দিন কাটাই মা, বসে থাকি আশার আশে।
আমার সব আশা যে বিফল হ'ল, কিছুরই মা হয়না দিশে

যতই ডেকে পথ চলেছি, ততই চক্ষে লাগ্‌ছে দিশে।
এই সংসারে তাই দেখি কেবল, মিলন হচ্ছে বিষে বিষে ॥
ইচ্ছা হয় মা দিন কাটাব, মায়ে পোয়ে মিলে মিশে।
কিন্তু চাই যেটা তা হয়না কেন, সেটার মর্ম্ম বুঝ্‌ব কিসে ॥
ললিত জানে তুই মা সকল, তো হতেই যে সকল আসে।
ওমা আদি অন্ত উভয় কালই, কারণ জলে জগৎ ভাসে ॥ (৩৩১)

প্রসাদি সুর।

প্রাণ গেল মা খেটে খেটে।
আমার কি দোষ পেয়ে সংসারেতে, কর্‌লি মাগো পাঁচের মুটে ॥
কাজের দোষে আমি হেথা, হয়ে কেবল আছি খুঁটে।
ওমা তার মাঝেতে পাঁচ গোলেতে, ফেল্‌ছে ছটা রিপু জুটে ॥
সবাই মিলে মায়ার বলে, বাঁধলে আমায় আটে কাটে।
নিয়ে কর্ম্ম ডুরি মায়ার বেড়ি, শেষে গিয়ে উঠ্‌ব লাটে ॥
মনের কথা বল্‌তে এখন, ডাকছি মা তোয় করপুটে।
আর তোর ললিতের সকল আশা, ক্রমে যে মা যাচ্ছে ছুটে ॥ (৩৩২)

প্রসাদি সুর।

আর কত মা সং দেখাবি।
হেথা রঙ্গ দেখেই রং বেড়ে যায়, সং সাজিয়ে কি ভোলাবি ॥
জানিস নাকি কালের ধারা, যেমন দিবি তেমনি পাবি।
ওমা বাঁকা পথ তুই দেখিয়ে দিলে, আপনার ছেলের মাথা খাবি ॥

জগৎ মাঝে যে ধন আছে, দেখিয়ে যে সব কায় ঠকাবি।
আমি চাইনা তারা পাঁচের ধারা, ঘেরার ভিতর কি বোঝাবি ॥
এই ভিক্ষা কেবল ছাড়না মা ছল, ছলেই কি এই দিন কাটাবি।
কবে ললিতকে তোর আপন ক'রে, তনয় বলে কোলে লবি ॥ (৩৩৩)

প্রসাদি সুর।

বলনা রে মন কালী কালী।
হেথা রঙ্গ করে সং সেজে তুই, হেলাতে তোর দিন কাটালি ॥
পাঁচের কথায় ভুলে গিয়ে, পাঁচকে নিয়ে সব হারালি।
যে দিন পাঁচটা পৃথক হ'য়ে যাবে, সে দিনটা কি ভুলে গেলি ॥
কাজে কাজে কাজ বাড়িয়ে, পরের চক্ষে ধুলো দিলি।
ওরে ঠকিয়ে এখন বলনারে মন, মনের মতন কি ধন পেলি ॥
রঙ্গ করে তুই সব ভুলেছিস্, সেটা ভুলে কায় ঠকালি।
ওরে পরকে পরের মত ব'লে, ললিতের যে মাথা খেলি ॥ (৩৩৪)

প্রসাদি সুর।

আমার ভাঙ্গলো না ঘোর থাকতে বেলা।
আমি নিজের মাথা খাচ্ছি নিজে, এম্নি মায়ের মায়ার ছলা ॥
লোভে পড়ে যে কাজ করি, ফলগুলি তার থাকে তোলা।
এই দিন ফুরালে ধরলে কালে, রঙ্গ তখন দেখব মেলা ॥
মায়ার ছবি চারি ধারে, সবাই ধরে আছে গলা।
আমার পাঁচ ভূতের ঘর সবাই যে পর, রেখেছে সব দ্বার যে খোলা ॥
আপনার কাজে আপনি বাধা, এম্নি ললিত হ'ল ভোলা।
তাই মা মা ব'লে ডাকলে ছেলে, সর্ব্বনাশী করে খেলা ॥ (৩৩৫)

প্রসাদি সুর।

কি হবে মা বলে দেনা।
আমি চিরকাল কি কেঁদে কেঁদে, ক'রব হেথা আনাগোনা॥
আস্‌তে যেতেই দিন গেল মা, কেঁদে মলেও কেউ শোনে না।
ওমা কার তরে কে খাটছে এসে, বুঝে সেটা কেউ দেখেনা॥
কলুর বলদ হ'য়ে মাগো, ঘুরছি তবু ঘো'র ভ'ঙ্গেনা।
হেথা মায়ার টানে আছি বাঁধা, ছাড়তে গেলেও কেউ ছাড়েনা॥
এই ক'রে দিন কাটলে তারা, তার ফলে শেষ্ খাই তাড়না।
মা গো তোর ছেলে এই ললিত হ'য়ে কেন এত পায় যাতনা॥ (৩৩৮)

প্রসাদি সুর।

আমার নাই মা কোন ফলের আশা।
ওমা ফল পেলেই যে ভাঙ্গবে বাসা॥
কাজের যে ফল হচ্ছে বিফল, সুফল খুঁজে বাড়ায় নেশা।
তাই পাঁচ নিয়ে পাঁচ ঘুরছে হেথা, দেখ্‌ছে কেবল ভাসা ভাসা॥
জগৎ মাঝে সবাই সেজে, রং দেখাচ্ছে অতি খাসা।
কিন্তু বাড়লে বিকার সব যে অসার, সার হবে সেই শেষের দশা॥
যেমন এলাম তেম্নি যাব, মিলিয়ে দেব রতি মাসা।
তবু ললিত বলে সবাই ভুলে, কামান পাতে মারতে মশা॥ (৩৩৯)

প্রসাদি সুর।

দেমা আমায় চরণ তরি।
আমি আর কিছুর মা নই ভিখারী॥
যে ঘরেতে বাস করি মা, তার হয়েছে ছটা অরি।
আমি একা আছি একাই যাব, অত্যাচার কি সইতে পারি॥
আমি মা মা ব'লে সদাই ডাকি, মায়ের কাছেই করি জারি।
যদি তুই মা আমায় না দেখিস্ আজ, তবে কি আর উপায় করি॥
আমি দুর্গা দুর্গা ব'লে সদা, আপদ বিপদ সকল সারি।
মা তোর বিরূপে বিরূপ সবাই, কেউ রবেনা আজ্ঞাকারী॥
কু সন্তান অনেক হয় মা, কু মাতা নয় শুভঙ্করী।
কিন্তু ছেলের মায়া ভুললে মায়ে, ভাবছে ললিত কাকে ধরি॥ (৩৩৮)

প্রসাদি সুর।

আমায় কুল দেনা মা অকুলেতে।
বারেক শান্তি পাই মা খেতে শুতে॥
যে মায়াতে বেঁধেছিস মা, আটে কাটে বাঁধা তাতে।
সেটা কাট্‌তে গেলে প্রাণ যে কাঁদে, অহিত আপনি হচ্ছে হিতে॥
পরের বোঝা বইতে গিয়ে, দিন কেটে যায় আপনা হ'তে।
আমি দুর্গা দুর্গা ব'লে মাগো, বইছি সে সব কোন মতে॥
অসহায়ে সহায় হ মা, আর কিছু যে চাইনা এতে।
তোর ললিত যদি পথ ভোলে মা, ফল পাবে সে হাতে হাতে॥ (৩৩৯)

প্রসাদি সুর।

আমার ঘুচিয়ে দেমা সকল লেটা।
আর কত আমি সইব খোঁটা॥
ঘরের ভিতর তেতালা ঘর, তার উপরে ব্রহ্ম কোটা।
ও মা সেই খানেতে গিয়ে বসে, দমন কর মা রিপু ছটা।
তোর খেলাতে খেলা বেড়ে, কেউ যে থাকতে পায়না গোটা।
ও মা এম্নি কপাল নাই কালাকাল, বাড়ছে কেবল পথের কাঁটা।
ললিতের কি করবি মা তুই, তার যে বুদ্ধি অতি মোটা।
তাই চির দিন সে ভয়ে ম'ল, হ'য়ে ব্রহ্মময়ীর বেটা॥ (৩৪০)

প্রসাদি সুর।

আর কত মা করবি খেলা।
আমার ক্রমে ক্রমে যাচ্ছে বেলা॥
সংসারেতে এসে আমি, সং সেজে সং দেখছি মেলা।
ও মা সাজিয়ে পাগল সব করিস গোল, কাজের বেলা করিস্ ছলা॥
কাজে কাজে কাজ বেড়েছে, সব দিকে মা বাড়ছে জ্বালা।
কিন্তু যা করাস মা তাই যে করি, তবু মায়ায় কেন বাঁধলি গলা॥
খেলা ঘরের খেলায় মেতে, তোর এই ললিত সদাই ভোলা।
শেষে ডাকের উপর ডাক দিলে মা, কপাল দোষে সাজবি কালা।

(৩৪১)

প্রসাদি সুর।

আমি এমন দিন কি পাব শিবে।
যে তুমি আপনি এসে মায়ার বসে, মনের দুঃখ সব নাশিবে॥
তোমার মায়ায় সব যে ভোলায়, কবে সে ভ্রম দূর করিবে।
ওমা কৃপা হ'লে তোমার ছেলে, মা পেয়ে মা প্রাণ জুড়াবে॥
যে বিষয় ল'য়ে গেলাম ব'য়ে, কবে সে সব বুঝে লবে।
আমার দিন মজুরী ঘোরা ঘুরি, ওমা তোমার লক্ষ হলেই যাবে॥
ও পদ আশে আছি ব'সে, কবে পদে স্থান মা দেবে।
যে সব কাজ করি মা হয়না সীমা, তার কি শেষ মা করতে চাবে॥
কবে আপন ছেলে কোরে কোলে, মা কেমন মা তাই দেখাবে।
নইলে সব বিপরীত হচ্ছে অহিত, ওমা শেষে ললিত কি বোঝাবে॥ (৩৪২)

প্রসাদি সুর।

ওমা যত বলি মন বোঝেনা।
তাই কাজের দোষে ব'সে ব'সে, পাঁচের আমি খাই তাড়না॥
যা আমি চাই তাই যদি পাই, আরও বেড়ে যায় কামনা।
কিন্তু সব যে অসার নাই কিছু সার, সেটা আমার মন বোঝেনা॥
আসতে যেতেই দিন চলে যায়, কতই যে মা পাই যাতনা।
সেটা মা বিনা মা বুঝবে কে মা, আপন যে শেষ কেউ হবেনা॥
জগৎ জুড়ে ঘুরে ফিরে, কর্ম্মের কি মা হয় সাধনা।
মা শেষ্ হ'য়ে কালা করবি খেলা, ললিত সইতে আর পারেনা॥
(৩৪৩)

প্রসাদি সুর।

আমি সব হারালাম মিছে কাজে।
আমার দুঃখ বাড়ছে কাজে কাজে॥
মনের কথা বল্‌তে গেলে, অগ্নি যে মা হৃদে বাজে।
আমায় কর্ম্মফলে ঘোরাচ্ছে মা. ঘুরছি কত রকম সাজে॥
মায়া বাড়লে ইচ্ছা হয় মা, দিন কাটাই দুই চক্ষু বুজে।
অগ্নি ছটা রিপু বেড়ে উ'ঠে, ধরে আমায় খুঁজে খুঁজে॥
মন যে কাল জগৎ কাল, দেখব কি মা ঘসে মেজে।
ও মা তোর ললিতের এম্নি কপাল, আশা কুহক বাড়ছে তেজে॥

(৩৪৪)

প্রসাদি সুর।

আমি নই ওরে কাল তোর আসামি।
আমি মা মা বলি সুখে থাকি, লয়ে চৌদ্দ পোয়া জমী॥
ব্রহ্মময়ীর রাজ্যেতে বাস, সেথায় মেলে সব বেদামি।
কভু বাকির দায়ে পড়্‌লে পরে, মাকে বল্লে পাই যে কমি॥
পাঁচ ভুতে তোর সুদের দায়ে, করছে ব'সে সব বেনামি।
আমার স্বনাম বেনাম সবই সমান, আপনার বলতে আছি আমি॥
আমার লাভের কড়ি মায়ের কাছে, তাতে তুই কি হবি হামি।
ওরে এতেও যদি জোর করিস্ তুই, ললিত বুঝবে তোর বোকামি॥

(৩৪৫)

প্রসাদি সুর।

আমার ঘুচিয়ে দেমা সকল লেঠা।
কত ভয়ে ভয়ে দিন কাটাব, হ'য়ে ব্রহ্মময়ীর বেটা॥
এক ভাবে সব চল্‌ছে হেথা, বাড়ছে কেবল রিপু ছটা।
তাই ঘরে পরে এ সংসারে, খাচ্ছি সদাই কাজের খোঁটা॥
আমার মন যে কিছু বুঝতে চায়না, সে হ'য়েছে আত্ম সাটা।
তাই কপাল গুণে হ'ল যে মা, স্বকর্ম্ম ফল পথের কাঁটা॥
আমার মনের কথা আমি এখন, তোকে মা গো ব'লব কটা।
আপন ঘরে দেখি সব বিরোধি, এম্নি আমার কপাল ফাটা॥
দেখে শুনে আপনি মা তুই, রাখনা আপন ঘরকে আঁটা।
নইলে তোর এই ললিত সব ভুলে যায়, এম্নি মা তার বুদ্ধি মোটা॥

(৩৪৬)

প্রসাদি সুর।

তারা নামে কি গুণ আছে।
একবার ডাকলে পরে এ সংসারে, দুঃখ আস্‌তে পায়না কাছে॥
নাম গেয়ে যার দিন কাটালে, কিসে কি হয় কে বুঝেছে।
কেবল আঁধার ঘরে ঢুকে সবাই, অন্ধ হয়ে পথ ভুলেছে॥
মায়ের মায়া বুঝবে যে জন, তার কি কোথাও ভুল হ'তেছে।
সে যে সংসারেতে আপনা হ'তে, সব পাবে যে বেছে বেছে॥
কাকে নিয়ে থাকি হেথায়, দেখছি হেথা সকল মিছে।
তবু আশা কুহকেতে পড়ে, এই ললিতের যে সকল গেছে॥ (৩৪৭)

প্রসাদি সুর।

সব কথা মা হয়কি মনে।
আমি সংসার নিয়ে গেলাম ব'য়ে, দুঃখ বাড়ছে কর্ম্মগুণে॥
কৃপা ক'রে যে মন্ত্র মা, গুরু দিলেন কানে কানে।
আমি পাঁচের মায়ায় পড়ে মাগো, তাও হারালাম সাধন বিনে॥
রঙ্গ রসের অঙ্গ নিয়ে, ব'সে আছি ঘরের কোনে।
ক্রমে কর্ম্ম করা ভার হ'য়েছে, সব গেল যে মায়ার টানে॥
অভাবেতেই স্বভাব গেল, বোকা হলাম দেখে শুনে।
তাই তোর এই ললিত ভাবছে ব'সে, কি হবে মা শেষের দিনে॥

(৩৪৮)

প্রসাদি সুর।

আমার মন কেন মা বেড়ায় উড়ে।
আমি কাজ ভুলেছি মায়ায় পড়ে॥
সংসারেতে যাদের নিয়ে, সং সেজেছি ঘুরে ফিরে।
তাদের মনের মতন সব না হ'লে, তারাই আমায় দিচ্ছে তেড়ে॥
যাদের মায়ায় বাঁধা আমি, মনের সুখে আছি ঘরে।
ও মা তারাই আমার শেষের দিনে, যা আছে সব নেবে কেড়ে॥
সুখের আশায় সবাই মিলে, দিন কাটাচ্ছে আদর ক'রে।
ও মা সে সুখেতে বাধা হলে, অমনি সবাই যাবে ছেড়ে॥
ললিত বলে কি দোষে এই, ভুতের বেগার দিলি ঘাড়ে।
ও মা তোর খেলাতে সব ভুলেছি, সইছি সকল প'ড়ে প'ড়ে॥ (৩৪৯)

প্রসাদি সুর।

তারা কবে পাব ছুটি।
ও মা কর্ম্মদোষে আপনা হ'তে, দেহ হ'ল রোগের কুঠি॥
লাভ দেখে মা লোভ বেড়েছে, বাড়ছে ঘরের আঁটা আঁটি।
ও মা যে ঘরে বাস তার কিসে আস, ভাঙ্গবে কবে শিরের খুঁটী॥
সংসার পেতে সং সেজেছি, বাড়ছে তাতেই খাটা খাটি।
সবে খেলছে সমান সব দিকে টান, কেঁচে যাচ্ছে পাকা ঘুঁটী॥
হেথা যারা আপন ভাবি এখন, তারাই সকল করলে মাটি।
ও মা তাদের নিয়ে গেলাম ব'য়ে, করছি কেবল ছুটোছুটি॥
খেটে খুটে সব হারালাম, তবু কিছুই এখন নাই মা ত্রুটি।
তাই ভাবছে ললিত হয় কি বিহিত, বল্‌না মা পাষাণের বেটি॥ (৩১০)

প্রসাদি সুর

ও মা তোর দয়া কি এম্নি ধারা।
যে সদাই চক্ষে বহে ধারা॥
মায়ার ঘেরা চার দিকে মা, করছি তাতেই ঘোরা ফেরা।
ও মা এম্নি কপাল না বুঝে কাল, পাঁচে মিলে করছে সারা॥
যাদের নিয়ে সংসারী আজ, তারাই ঠকায় আগাগোড়া।
আমার মনের দুঃখ রইল মনে, সে দুঃখ মা দেখবে কারা॥
টানাটানির মাঝে পড়ে, তোর ললিত যে নয়ন হারা।
ও মা দেখিস যেন শেষের দিনে, সে বলতে পারে তারা তারা॥ (৩১১)

প্রসাদি সুর।

ও মা অন্ধকারে লুকোচুরি।
তারা কেন আমার এ ঝক্‌মারি॥
সর্ব্বঘটে আছিস্ হেথা, তাই দেখে মা করি জারি।
ও মা তার ফলেতে ভয়ে ভয়ে, দিন গেল সব শুভঙ্করী॥
আপন ঘরে পেয়ে তোরে, ইচ্ছা সদাই আদর করি।
কিন্তু ক'রে তুমি সর্ব্বনাশী, ভয় দেখাস তাই ভয়ে মরি॥
যা আছি আজ তাই হব শেষ্, এটা যদি বুঝতে পারি।
তবে আর কি আমার ভয় থাকে মা, শমনকে কি আমি ডরি॥
সদা দুর্গা দুর্গা বলে ডাকি, কাজ করি আর ঘুরি ফিরি।
তবু তোর ললিতের ঘুচলনা ফের, একি বিচার ভয়ঙ্করী॥ (৩১২)

প্রসাদি সুর।

আমার কেমন মা তা কে জানে।
আমি যত মা মা ব'লে ডাকি, কৈ মা আমার সে কথা শোনে॥
কুপুত্র অনেক হয় মা, কু মাতা নয় শুনি কানে।
আমার মায়ের মায়া এম্নি ধারা, যে সদাই ব্যথা দিচ্ছে প্রাণে॥
সংসার পেতে আছি বটে, কিন্তু পড়ে আছি ঘরের কোনে।
আমি দশের মায়ায় পড়ে থেকে, দুঃখের ভাগি তাদের টানে॥
মা যে জানে ছেলে কেমন, পরে সেটা বুঝবে কেনে।
সেই মা ভোলালে সব ভুলে যাই, ভয়ে মরি এমন দিনে॥
ললিতের সব মনের দুঃখ, রইল সকল মনে মনে।
যে দিন মা ছেলেকে নেবে কোলে, সে দিন মাকে নেবে চিনে॥ (৩১৩)

প্রসাদি সুর।

মন দুর্গা দুর্গা দুর্গা বল।
তোমার দিন যে ক্রমে ফুরিয়ে এল॥
কর্ম্মে কেন বাড়াবাড়ি, যা পার তাই করে চল।
শেষে কর্ম্ম ধর্ম্ম সব হবে এক, যেমন গঙ্গায় মেশে গঙ্গাজল॥
পরকে নিয়ে আছ হেথা, পরের দায়েই সকল গেল।
যত বাড়ছে মায়া জলছে কায়া, থাকতে ছায়া সব বিফল॥
জগৎ জুড়ে নাম হলে মন, তার যে কি হয় প্রতিফল।
সেটা বুঝবে শেষে যে দিন ব'সে, আলোর মাঝে দেখবে কাল॥
ছাড় রে মন সকল এখন, নামের সাধন করে চল।
ও মন যে মায়ের এই ললিত বেটা, তাকে পেলেই সব ফুরাল॥ (৩৫৪)

প্রসাদি সুর।

ঝড় উঠেছে উল্টো দিকে।
ও মা সবাই ঘুরছে কর্ম্মপাকে॥
ঘর বেঁধে ঘর করতে গিয়ে, গোল বেধে যায় মায়ার ঝোঁকে।
ও মা দেখে স্বপন ভেবে আপন, মরছে সবাই ব'কে ব'কে॥
যে দিকে চাই সেই দিকে পাই, বাতাস বইছে ফাঁকে ফাঁকে।
কিন্তু তার যে আগে অনুরাগে, উড়ছে কত লাখে লাখে॥
সমান যদি বইত বাতাস, প্রাণ জুড়াত চক্ষে দেখে।
ও মা কালের ভয়ে ভয় হ'তনা, অভয় পেতাম আপন বুকে॥
শেষ কালেতে বাপের হাতে, ধরা পড়তে হবে যাকে।
আজ সেই ললিতের মনের দুঃখ, মা বিনা আর বলবে কাকে॥ (৩৫৫)

প্রসাদি সুর।

মন আমার কি বারণ শোনে।
সে যে ছুটছে সদাই বিষয় বনে॥
পদে পদে ফুটছে কাঁটা, তবু কৈ সে বাধা মানে।
আবার কুমতি তার সঙ্গে জুটে, কথা কইছে কানে কানে॥
এ বনে গাছ অসার সকল, সার দেখিনা কোন খানে।
এতে কাম ক্রোধ হয় সিংহ ব্যাঘ্র, লোভ মোহ ঋক্ষ খড়্গীগনে॥
মদ মদকল মন কুরঙ্গ, ঘোরে ফেরে সব আপন মনে।
আজ যা সব দেখে মন ভুলেছে, বুঝবে কি সে এমন দিনে॥
ভয়েতে এই ললিত ভোলা, দেখছে চেয়ে পথপানে।
ভয়ে ডাকছে মাকে মরছে বকে, তার মা কি তাকে নেবে টেনে॥ (৩৫৬)

প্রসাদি সুর।

মায়ের খেলা চারি ধারে।
সেটা না বুঝে মন বোঝাই কারে॥
হলে মায়ের দয়া বাড়লে মায়া, আলো পাবি অন্ধকারে।
কভু কাজের দোষে লাগছে দিশে, সেই অন্ধকারে মরি ঘুরে॥
যা দেখি তাই মায়ের ছটা, ঘন ঘটার ঘটা উরে।
অয়ি মায়া এসে মায়া নাশে, ছটায় খোঁটা দিচ্ছে ঘরে॥
ঘটে পটে যা সব জোটে, সে সব থাকছে পরে পরে।
যার বাড়ছে কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, সেই যে মর্ম্ম বুঝতে পারে॥
যার কিছু নাই আগাগোড়া, তাকে কে আজ ধরতে পারে।
তাই ললিত বলে ধবিয়ে দিলে, ছুটে যাচ্ছে মায়ার ঘোরে॥ (৩৫৭)

প্রসাদি সুর।

দেখ্‌না তারা আপন সুত।
সে যে তোর মা চির অনুগত॥
তার ঘরে যে ঘর করেছে, সে চলেছে বিপরিত॥
আজ দুরাশা তার প্রবল সদা, কিছুতে নয় প্রতিহত॥
জগতেতেই জগৎ আছে, সবাই দেখতে চাইলে দেখতে পেত।
কিন্তু কেউ কিছু নয় শেষ কালে ভয়, হয় কি কিছু মনের মত॥
যেমন এলাম তেম্নি যাব, একা কর্ম্ম করব কত।
তাই একার ঘরে একা থেকে, কালের ভয়ে সবাই ভীত॥
ললিত্‌ বলে আর কেন মা, দিন যে ক্রমে হল গত।
এইবার কোন দিনে মা ফাঁকি দিয়ে, ধরবে এসে রবি সুত॥ (৩৫৮)

প্রসাদি সুর।

আমার মা আছে যে সর্ব্ব ঘটে।
আজ জগৎ যেমন মাও তেমন, বিহার করেন ঘটে পটে॥
মায়ার ঘোরে ঘুর লেগে যায়, তাই চারদিকে তুই বেড়াস্‌ ছুটে।
আবার ফলের আশায় কাজ ক'রে তুই, সেজেছিস যে পাঁচের মুটে॥
অহংকারের মাঝে পড়ে, অহং ভুলে হলি খুঁটে।
তাই ছয় গুণেতে আপনা হতে, বাঁধা পড়লি আটে কাটে॥
এত যে তুই দেখলি হেথা, কি ধন পেলি ঘেঁটে ঘুঁটে।
হেথা দেখতে গিয়ে সব হারালি, রিপু সব যে ধরছে জটে॥
ভ্রমে পড়ে পথ হারালে, মরবি পায়ে কাঁটা ফুটে।
ওরে তোর দায়ে শেষ ললিত ম'ল, সম্বল কিছু নাই যে গাঁটে॥ (৩৫৯)

প্রসাদি সুর।

আর কি আমার দুঃখ আছে।
আমার মনের মতন মা পেয়ে আজ, সকল দুঃখ দূর হয়েছে ॥
যা চাব মা তাই যে দেবে, ছেলের কষ্ট মা বুঝেছে।
হেথা জীবন মরণ সকল কালে, ছেলে থাকবে মায়ের কাছে ॥
মা মা ব'লে চিরকালটা, খুঁজে মলাম বেছে বেছে।
কিন্তু সকল ঘটে মাকে দেখে, মন যে বুঝতে সব পেরেছে ॥
মায়ার খেলা না বুঝে মন, প্রথম হতে ভ্রম বেড়েছে।
তাই কোথায় জগৎ কোথায় মা রয়, সেইটী বুঝতে গোল হতেছে ॥
ছদিন হতে মাকে ছেড়ে, ললিত ভুলে সব গিয়েছে।
আজ কার্য্য কারণ দেখতে গিয়ে, তার যেমন মা চাই তাই পেয়েছে ॥

(৩৬০)

প্রসাদি সুর।

আজও মন তোর ভ্রম গেলনা।
এত দেখে শুনে এমন দিনে, তবু করিস্ ধ্যান ধারণা ॥
সাধ্য সাধক কে কার হেথা, সেইটী বুঝে দেখে নেনা।
ওরে ঘরে বাইরে প্রভেদ কোথা, একবার ব'সে সেটা কর ভাবনা ॥
পাঁচটাকে তুই পৃথক দেখে, করিস্ তাদের উপাসনা।
শেষে পাঁচে পাঁচে সকল মিলে, নষ্ট করবে তোর সাধনা ॥
প্রভেদ ভাবে দেখে রে মন, সংসারে তোর এই তাড়না।
ওরে ঘরে বাইরে অভেদ হ'লে, পূর্ণ হবে সব কামনা ॥
পাঁচাপাঁচি ছেড়ে দিয়ে, সোজাসুজি পথ দেখানা।
নইলে চিরদিনই আস্‌বে যাবে, ভুগ্‌বে ললিত যম যাতনা ॥ (৩৬১)

প্রসাদি সুর।

মা তোর মায়া নাই কি মনে।
কেন দুঃখ দিস্ মা হেথায় এনে॥
ঘরে বাইরে সমান আমার, ছটা রিপু আছে টেনে।
আমি হারিয়ে স্বপথ দেখে বিপথ, ব'সে আছি ঘরের কোনে॥
জন্ম হ'তে যা শেখালি, তাই শিখেছি আপন মনে।
তবে কি দোষ পেয়ে আমায় নিয়ে, করলি দূষি জেনে শুনে॥
যেমন চালাস তেম্নি চলে, খেটে মরছি এমন দিনে।
তাতে ফল হ'ল এই কেউ কারও নই, সই কত সেই কর্ম্মগুণে॥
মা হ'য়ে মা ললিতকে তোর, এত নিদয় হলি কেনে।
সেইটে বুঝ্লে পরে ঘরে পরে, বলে যাই মা জনে জনে॥ (৩৬২)

প্রসাদি সুর।

আমি পাগলি মায়ের পাগলা ছেলে।
আমার যেমন বাবা তেমনি যে মা, তারা ঘোরে কেবল গণ্ডগোলে॥
ভূতের সঙ্গে বাপ মা থাকে, ভূত নিয়ে যে সদাই খেলে।
পাঁচটা ভূতের ঘরে ছেলের বাসা, ভূতে ভূতেই কাজ যে চলে॥
ভূতে ভূতে মিলন হবে, ছেলের হেথা দিন ফুরালে।
তখন মা বাপ পেয়ে কোলের ছেলে, উঠবে গিয়ে মায়ের কোলে॥
এ সংসারেতে ভয় কিছু নাই, মা মা ব'লেই অভয় মেলে।
যদি তাতে বাঁধা লাগে ধাঁধা, দেখব ঘরের কপাট খুলে॥
মায়ের খেলায় ললিত ভোলা, জন্ম হ'তে মরছে জ্বলে।
শেষের বাপের হাতে হাতে হাতে, ধরা পড়বে বিদায় কালে॥ (৩৬৩)

প্রসাদি সুর।

কার দোষেতে কাকে ধরি।
আমার সব যে সমান শুভঙ্করী॥
অভাব হ'লে যাই মা হাটে, মনের মত বাজার করি।
যা আনি ঘরে ছজন পড়ে, ভাগ ক'রে লয় বাহাদুরি॥
আমি আবার যেম্নি তেম্নি হলাম, যোগে যাগে কর্ম্ম সারি।
আমি পরে পরে দিন কাটাই মা, হ'য়ে তাদের আজ্ঞাকারী॥
যাদের নিয়ে ঘর করি মা, তারাই সব যে করে চুরি।
এত চোর নিয়ে ঘর সবাই যে পর, একলা আমি কত পারি॥
জন্ম গেল কর্ম্ম করে, এখনও মা কত দেরী।
ওমা তোর ললিত কি চিরকালটা, করবে কেবল ঘোরাঘুরি॥ (৩৬৪)

প্রসাদি সুর।

তারা এত ভোলাও কেনে।
আমি হ'য়ে ভ্রান্ত হলাম শ্রান্ত, ক্ষান্ত হও মা এমন দিনে॥
মায়ায় বাঁধা ঘুরছে জগৎ, গোল যে হয় মা জনে শুনে।
ও মা হয়ে অন্ধ স্বপথ বন্ধ, সন্ধ সদাই বাড়ে মনে।
অহংকারে সবাই ভুলে, পরকে আপন করছে টেনে।
আমার যেমন কর্ম্ম তেমনি ধর্ম্ম, মর্ম্মে কেবল ব্যথা আনে॥
প্রাণের কথা বল্‌তে গেলে, স্থির হয়ে না কেউ কি শোনে।
ও মা হয়ে মত্ত নিত্য নিত্য, সত্য কথা ভুলছে জ্ঞানে॥
যে কাজ আমি করতে এলাম, সেটা কৈ মা করছি চিনে।
দেখে কর মা বিহিত তোর এই ললিত, হারাবে শেষ নিত্যধনে॥ (৩৬৫)

প্রসাদি সুর।

দিন গেলে মা সব হারাব।
তোর নাম গেয়ে এই দিন কাটালে, শেষকালে মা সেইটি পাব॥
এ কথা মা জেনে শুনে, আপন মনকে সব ভোলাবো।
হেথা মায়ায় বাঁধা পড়ে আমি, সকল পথ কি শেষ খোয়াব॥
যে কাজ ক'রে দিন কাটাই মা, কাকে সে সব আজ দেখাব।
আমি জেনে শুনে যে কাজ করি, কি ক'রে তার ফল কাটাব॥
যতই আমার বাড়ছে মায়া, ততই তাকে শেষ, বাড়াব।
ও মা এই ক'রে তোর ডুবলো ললিত, আর তোকে মা কি জানাব॥

(৩৬৬)

প্রসাদি সুর।

আমি মা তোর পাগলা ছেলে।
আমার জ্ঞান হবেনা কোন কালে॥
ও মা কর্ম্ম বিপাকেতে এসে, পড়েছি যে বিষম গোলে।
আমার স্থলে জন্ম থাক্‌ব স্থলে, ভাস্‌ছি কিন্তু জলে জলে॥
আমার আগায় যেমন গোড়ায় তেমন, দেখছি এই মা কাজের ফলে।
মা গো বিষম বাধা মায়ার ধাঁধা, আছি বাঁধা কতই ছলে॥
খালি ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে মলাম, ঘরে ঢুক্‌তে কই মা মেলে।
আমার মনের আশা বাড়ছে নেশা, দেখব ঘরের কপাট খুলে॥
হেথা পথ ধরে পথ চলতে গেলে, ধরছে এসে ছটা খলে।
আবার মনের ভিতর বাড়লে আশা, অমি ফেলছে গণ্ডগোলে॥
ও মা তোর ললিতের এই দশাতে, তাকে কি তুই থাকবি ভুলে।
একবার মা বেটাতে দেখা হলেই, কোলের ছেলে উঠবে কোলে॥ (৩৬৭)

প্রসাদি সুর।

মা তোমার কুপুত্র আমি।
আমার সকল কাজই দেখ্‌ছ ব'সে, তুমি যে মা অন্তর্যামী॥
এক মনে যে কাজ করি মা, কেউ তাতে আজ হয় মা হামী।
কিন্তু অহঙ্কার যে মনে এলে, ইচ্ছা হয় মা হতে নামী॥
আপনার জনে আপন সেজে, কিছুই করতে দেয়না কমী।
কিন্তু তাদের পেয়ে এই হ'য়েছে, পাঁচের করতে হয় গোলামী॥
জেনে শুনে বেনাম জিনিষ, করতে চাই মা সব স্বনামী।
শেষে কে নেবে সব তাই বোঝেনা, তোর ললিতের এই বোকামী॥

(৩৬৮)

প্রসাদি সুর।

কে আছে মন তোর আজ আপন।
এই জগৎ সংসার সবই স্বপন॥
অন্ধ হ'য়ে ঘুরে বেড়াস, দেখিস্‌ না মন কার্য্য কারণ।
ওরে ঘরে পরে দায় পোয়াতে, আপনি সেজে রইলি কৃপণ॥
কোথা হ'তে কি হয় হেথা, সেইটি ভেবে দেখবি কখন।
নইলে অন্ধকারে ঘুরে ফিরে, সব হারাবি এখন তেখন॥
শেষের দিনে কে কোথা রয়, সেইটে একবার ভাবনা রে মন।
ওরে তা হলে শেষ্‌ বুঝবি যে রে, কাকে বলে জন্ম মরণ॥
আজ ললিত হেথা খেলার ঘরে, খেলাতে সদাই করে যতন।
তাই এত তার আজ ভ্রম বেড়েছে, কেউ হ'লনা মনের মতন॥ (৩৬৯)

প্রসাদি সুর।

মা ঘুচলোনা সংসারের নেসা।
তাই দেখছে মন যে ভাসা ভাসা॥
মায়ায় বাঁধা পড়ে আমি, সব দিকে মা হ'লাম কসা।
ওমা ঘরে পরে লক্ষ করে, দিনে দিনে বাড়ছে আশা॥
যাকে আপন ভাবি আমি, সেই আমার মা কর্ম্মনাশা।
ওমা অবশেষে তাদের দায়ে, আপনা হতে ভাঙ্গবে বাসা॥
মোহ অন্ধকারে ঘুরে, বুঝিনা কি আপন দশা।
তাই কাজ হারিয়ে কাজের কথা, মনের ভিতর রইল পোষা॥
সংসার লয়ে গেলাম ডুবে, ফল যে হচ্ছে অতি খাসা।
ওমা কেমন ক'রে ললিত শেষে, বুঝিয়ে দেবে রতি মাষা॥ (৩৭০)

প্রসাদি সুর।

কাজের ভয় মা আর করিনা।
আমি বুঝেছি কি ধ্যান ধারণা॥
মনে মনে ডাক্‌বো তোকে, কর্‌ব মা তোর নাম সাধনা।
আমি ডেকে তোকে রাখব বুকে, ডাকাডাকির ফল চাবনা।
ফলের ভাগী হতে গেলে, বিফল হবে সব কামনা।
আমার মন যে অসার বাড়ায় বিকার, তার বশেতে আর যাবনা॥
মনে মনে মন ভোলে যার, আপন পর কে সে দেখেনা।
শেষে লোক দেখান কাজ করে মা, ফল কোথা যায় কেউ বোঝেনা॥
পাঁচের দায়ে ললিত ভোলা, কিন্তু তার আর মন ভোলেনা।
সে যে আপন ভেবে তোকে ভেবে, কাটিয়ে দেবে যম যাতনা॥ (৩৭১)

প্রসাদি সুর।

পাঁচের খেলা অন্ধকারে।
যে জন না বোঝে কে বোঝায় তারে॥
আপন ঝোঁকে যে জন থাকে, সে কি আলো ধরতে পারে।
হেথা ঘটে পটে সব দেখে শেষ্, সকল দিকে গোল যে করে॥
পাঁচ নিয়ে এই জগৎ ভোলা, পাঁচে পাঁচেই সকল ঘোরে।
হ'লে পাঁচের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি, শেষ মিলে যায় যে আপন ঘরে॥
পাঁচের ভ্রমে পাঁচাপাঁচি, কেউ থাকেনা কারও তরে।
আবার পাঁচ ভেঙ্গে এক করলে পরে, সব পাওয়া যায় একাধারে॥
পাঁচের কাজে ধরা দিয়ে, ললিত বাঁধা ঘরে পরে;
নইলে সব ছেড়ে শেষ্ পাঁচকে ভুলে, দিন কাটাত আপন জোরে॥

(৩৭২)

প্রসাদি সুর।

কেটে দেমা মায়া বেড়ী।
আর করিসনা মা বাড়াবাড়ি॥
যাদের নিয়ে ভাবি আপন, তারাই গলায় দিচ্ছে দড়ি।
শেষে কাজের বেলায় কাজ হারিয়ে, করে কেবল তাড়াতাড়ি॥
দেখে শুনে এ সংসারে, যাদের ভাবি কানার নড়ী।
ও মা তারাই দেখি ভ্রমে ফেলে, সব করে যে কাড়াকাড়ি॥
মায়ায় বাঁধা পড়ে ভাবি, নিজের সংসার নিজের বাড়ী।
কিন্তু খুঁজতে গেলে কেউ থাকেনা, শেষ হয়ে যায় ছাড়াছাড়ি॥
ললিত বলে আর কেন মা, হল যে ঢের বাহাদুরি।
ওমা বারেক আমি সাহস পেলে, পথ বয়ে যাই গুড়িগুড়ি॥ (৩৭৩)

প্রসাদি সুর।

রিপু ছটা বিষম ঠেটা।
ওমা ঘরে পরে এ সংসারে, তারাই কেবল বাধায় লেঠা॥
আপন ঘরে ঢুক্‌তে গেলে, হয় মা তারা পথের কাঁটা।
শেষে সাধ ক'রে সাধ পূর্ণ কর্‌তে, পরিয়ে দেয় মা সাধের ফোঁটা॥
তাদের কর্ম্মে এ সংসারে, কাউকে থাকতে দেয়না গোটা।
ও মা তাদের খেলা দেখ্‌তে গেলে, বুঝ্‌তে হেথা পারব কটা॥
দেখে শুনে যে জন হেথা, আপনার ঘরকে রাখে আঁটা।
তার কর্ম্ম দেখে সবাই বকে, ডেকে হেঁকে দিচ্ছে খোঁটা॥
কাজের ফলে কাজ করিয়ে, ছটাই সেজে আছে মোটা।
হেথা কি ক'রে সব সাম্‌লে নেবে, তোর ললিতের যে বুদ্ধি মোটা॥ (৩৭৪)

প্রসাদি সুর।

মা এম্নি দয়া যেন থাকে।
যেন মরতে হয়না বকে বকে॥
কোলের ছেলে কাছে গেলে, কোলে ক'রে রাখবি তাকে।
ওমা ভয় খেলে তায় করবি সান্ত্ব, ডুবাসনা আর কম্মপাকে॥
যে দয়া আজ তুই দেখালি, সবাই কাতর সেটার পাকে।
ওমা আপন ছেলে আপন ভেবে, রাখিস্‌ সদাই চকে চকে॥
মায়ায় বাঁধা পড়ে মা গো, কাজ করি সব মনের ঝোঁকে।
ওমা দেখিস্‌ যেন রাখিস্‌ মনে, ফেলিস না মা শেষে ফাঁকে॥
হেথা কালের ভয়ে ভয় খেয়ে মা, দিন কাটাচ্ছি তোকে ডেকে।
ওমা ছেলের ধর্ম্ম অভয় পেতে, ডাকে কেবল আপন মাকে॥
ললিতের যা মনে আছে, বলনা মা গো বোঝায় কাকে।
তার সব ফুরালে এদিন গেলে, অবশেষে যাবে ঠ'কে॥ (৩৭৫)

প্রসাদি সুর।

কেউ বোঝেনা তারার খেলা।
তিনি ঘটের ভিতর ঘট রেখে সব, দেখান পঞ্চভূতের মেলা॥
সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা হলে, আঁধার হয় যে দিনের বেলা।
আবার আলোর মাঝে জ্যোতির প্রকাশ, সেটাও যে সেই মায়ের ছলা॥
জলে স্থলে সমান খেলা, জল বেড়ায়ে বাড়ে জ্বালা।
আবার স্থলে থাক্‌লে কাজ বেড়ে যায়, সার করে দেয় কর্ম্ম ভেলা॥
ঘরে ঘরে বিরাজ ক'রে, সকল দ্বার মা রাখেন খোলা।
হেথা মার কথায় সব খেটে মরি, তবু ফলগুলি তার থাকে তোলা॥
মায়ের অন্ধকারে লুকোচুরি, দেখা কে পায় কাজের বেলা।
হেথা কাজ বাড়ালে সকল কাজেই, ছটা রিপু দেয় যে সলা॥
মহামায়ার মায়ায় হেথা, ঘরে পরে বাঁধা গলা।
তাই সকল কথা জেনে শুনে, ললিত সেজে আছে ভোলা॥ (৩৭৬)

প্রসাদি সুর।

বলনারে মন কালী কালী।
আমার দূর হয়ে যাক্‌ সকল কালি॥
কর্‌তে অসুরে বারণ, করেণ মহারণ, অশি ধ'রে মা হন্‌ মুণ্ডমালী।
আবার সেজে বনফুলে, কদম্বের মূলে, বাঁশী লয়ে মা হন্‌ বনমালী॥
মা ত্রিভঙ্গ ঠামে, নাচিতেছেন রণে, নয়নের কোনে খেলে বিজলী।
আবার পরে পীতবাস, মুখে মৃদু হাস, বদন কমলে গুঞ্জে অলি॥
হেরে নিরদ বরণ, যুগল চরণ, সকলে আপন যেতেছে ভুলি।
ঐ পুরুষ ও প্রকৃতি, একই মুরতি, ব্রজে হলেন তাই কৃষ্ণকালী।
মায়ের কি পাবে উপমা, কিছুতে নাই সীমা, একে শ্যাম শ্যামা আছে সকলি।
ফেলে মায়ার ফাঁদেতে, রূপের ভেদেতে, কেন এ ললিতের মন ভোলালি॥
(৩৭৭)

প্রসাদি সুর।

আমার কি আছে মা এ সংসারে।
আমায় বুঝিয়ে দিতে কেউ কি পারে॥
পাঁচের ঘরে পাঁচ রয়েছে, পাঁচে তাকে আছে ঘেরে।
যে দিন পাঁচের হবে ছাড়াছাড়ি, যে যার স্থানে যাবে ছেড়ে॥
যেমন এলাম তেম্নি যাব, আস্‌ছি যাচ্ছি বারে বারে।
আমার আসা যাওয়া ঘুচ্‌লো না মা, এ দুঃখ আর বলি কারে॥
অনিত্য ধন পেয়ে এখন, নিত্য ভাবি আপন ক'রে।
যা সব আপন ভেবে যতন করি, সে গুলি সব নেবে পরে॥
যাদের নিয়ে আমি এখন, ব'সে আছি অহঙ্কারে।
ওমা তারাই যে সেই শেষের দিনে, ছাড়বে আমায় পথের ধারে॥
যা কিছু সর ঘরে আনি, সব গুলি যে নিচ্ছে চোরে।
আজ তোর ললিতের কি আছে মা, আপন সে যে বল্‌বে জোরে॥ (৩৭৮)

প্রসাদি সুর।

আমি মা তোর কোলের ছেলে।
আর ভয় খাব কি চোক রাঙ্গালে॥
যা করাচ্ছিস্‌ তাই করি মা, তবু তাতে দোষী হ'লে।
আমি ভয় খেয়ে মা আপনা হতে, উঠতে চাই যে মায়ের কোলে॥
তাতে বাধা দিবি কি মা, কেন আমায় থাক্‌বি ভুলে।
আমার কপাল দোষে দোষী ক'রে, ফেলে রাখিস গণ্ডগোলে॥
স্থল কোথাও যে না পেয়ে মা, ভেসে ভেসে বেড়াই জলে।
যদি স্থল দেখে তায় উঠতে যাই মা, অম্নি এসে ধরে খলে॥
তোর ললিতের ভাবনা এই মা, দেখব কত কালে কালে।
তাকে একবার কৃপা করে মা গো, সমান করনা জলে স্থলে॥ (৩৭৯)

প্রসাদি সুর।

মায়ের খেলা চারিধারে।
কত দেখবি রে মন ঘুরে ফিরে॥
কখন প্রকৃতিরূপা মা, কভু পুরুষ রূপে বেড়ান্ ঘুরে।
ঐ মা আমার যে আদ্যাশক্তি, কভু শিব হয়ে অশিব হরে॥
জলে স্থলে সমান মায়ের, সমান ভাবে আছেন ঘেরে।
আবার কখন হয়ে পক্ষিরূপা, আস্‌মানেতে বেড়ান উড়ে॥
কভু মাতৃরূপা হয়ে মা এই, ব্রহ্মাণ্ড যে প্রসব করে :
আবার সংসারেতে কাজের শেষে, সংহার রূপে সবে মারে॥
কাকেও মা দেয় বালাখানা, কেউ যে পায়না ভাঙ্গা কুঁড়ে।
কেউ খাচ্ছে সুখে ক্ষীর ননীসর, কেউ খেতে পায়না সুখনা চিঁড়ে॥
কেউ গায়ে দিচ্ছে শাল দোশালা, কেউ যে কেঁপে মরছে জাড়ে।
কেউ পাঁচকে নিয়ে খাটিয়ে বেড়ায়, কেউ পরের বোঝা বইছে ঘাড়ে।
এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মায়ের, অন্ত নাই তার কোন ধারে।
ওরে তার মাঝে অনন্ত খেলা, সে খেলা কে বুঝতে পারে॥
আমার মায়ের সব আজগুবি খেলা, সদাই হচ্ছে অন্ধকারে।
এই ললিত বলে দেখবি রে সব, যে দিন ফিরে যাবি ঘরে॥ (৩৮০)

প্রসাদি সুর।

আমি ভজন সাধন করব কেনে।
আমি মা মা ব'লে কর্ম্ম ফেলে, ব'সব মায়ের শ্রীচরণে॥
কাজের দায়ে মরি ভয়ে, দুঃখ পাই যে জেনে শুনে।
যে দিন বুঝব সকল কর্ম্ম বিফল, সব পাব যে ঘরের কোনে

মায়া আশা লোভ যত, বাড়ছে ঘরে সঙ্গোপনে।
হেথা কে কার ডরে মরে ঘুরে, সেটা ভাবতে এখন কেউ কি জানে॥
জগতে যার কর্ম্ম বেশী, তারই ভয় যে বাড়ে মনে।
আবার তাকেই দেখি চোকোচোখি, সবাই মিলে ধরে টেনে॥
সাধ্য সাধক কে কার হেথা, কেউ কি সেটা নিচ্ছে চিনে।
শেষে অহংতত্ত্ব ভুলে কেবল, অহঙ্কার যে বাড়ছে জ্ঞানে॥
ললিত বলে যার মাথা নাই, তার মাথা আজ ধরবে কেনে।
খালি মা মা বলে ডাক দেখি মন, সব পাবি যে এই জীবনে॥ (৩৮১)

প্রসাদি সুর।

আমার সব কথা যে তারা জানে।
আমি সে সব খুলে বলব কেনে॥
বলতে গেলে গোল বেধে যায়, মা বোঝে তা মনে মনে।
আমার মনের কথা প্রাণের ব্যথা, দেখছে মা সব আপন জেনে॥
মা করায় যা তাই যে করি, তাতে ভয় কি এমন দিনে।
আমার সমন হ'লে মায়ে পোয়ে, দেখা হবে সঙ্গোপনে॥
দোষী হ'লে মা করবে শাসন, এই বুঝেছি দেখে শুনে।
আমি কাল্‌কে ভয় আজ খাব কেন, সে কি কারও কথা শোনে॥
মায়ের কাছে গেলে পরে, মা যে কোলে নেবে টেনে।
হেথা সেই সাধে ললিত পাগল, পড়ে আছে ঘরের কোনে॥ (৩৮২)

প্রসাদি সুর।

মা কোথায় আজ কেউ কি জানে।
সে যে লুকিয়ে আছে ঘরের কোনে॥
মাকে দেখতে চায় যদি মন, দেখতে হবে মনে মনে।
আবার মায়ে পোয়ে দেখা হলে, কথা হবে সঙ্গোপনে॥
এই জগৎ জুড়ে মা রয়েছে, খুঁজে কে তায় ধরবে চিনে।
খালি খেটেখুটে দিন কাটালে, মাকে পায় কে এমন দিনে॥
মায়ের খেলায় জগৎ ভোলা, ভ্রম বাড়ে সব দেখে শুনে।
তবে দেখার মত দেখিস্ যদি, আপনি মা যে নেবে টেনে॥
ললিত বলে সমান ক'রে, মিলিয়ে নে সব মনে জ্ঞানে।
ওরে ফলের লোভে কাজ করে শেষ, মাকে খুঁজে পাবি কেনে॥ (৩৮৩)

প্রসাদি সুর।

ভজন সাধন কিসের তরে।
মায়ের ধরব চরণ লব জোরে॥
আসতে যেতেই দিন ফুরাবে, সাধনা হয় কেমন ক'রে।
কে কার সাধ্য সাধক দেখব কি আজ, ঘুরে মরি অন্ধকারে॥
কাজের কাজি হ'তে গিয়ে, গোল বেধে যায় অহঙ্কারে।
আমার আপন বল্‌তে কেউ সেথা নাই, ধ'রে এখন থাকি কারে॥
সংসারেতে মায়ায় পড়ে, দিন কাটাচ্ছি ধারেধোরে।
আমার যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল হয়, ভয়ে কেবল মরি ঘুরে॥
ললিত বলে আর কেন মন, বিদায় নেনা ঘরে পরে।
সেই বিদায় নিয়ে আপন হ'য়ে, ব'স্‌গে মায়ের চরণ ধ'রে॥ (৩৮৪)

প্রসাদি সুর।

মাগো ভ্রম বেড়েছে খেটে খুটে।
সব গোল বাধালে ছটায় জুটে॥
এই ঘরে যারা ঘর ক'রেছে, তারাই সব যে নিচ্ছে লুটে।
আমার লাভের মধ্যে এই হয়েছে, সেজে আছি নগ্দামুটে॥
পাঁচের বোঝা পাঁচে নিয়ে, আমায় বাঁধলে যে মা আটে কাটে।
আজ তাদের ছাড়িয়ে উঠতে গিয়ে, চিরকালটা বেড়াই ছুটে॥
আপন কর্ম্মে আপনি দোষী, ঘরে পরে হলাম খুঁটে।
শেষে লোভে প'ড়ে লাভের তরে, মলাম সকল ঘেঁটে ঘুঁটে॥
আজ খুঁজতে গিয়ে দেখ্‌ছি তারা, পারের কড়ি নাই যে গাঁটে।
ওমা তোর ললিতের কি হবে শেষ, দেখবি নাকি এ সঙ্কটে॥ (৩৮৫)

প্রসাদি সুর।

সংসার কেবল মায়ার বেড়ী।
তাতে পড়লে ধরা এম্‌নি ধারা, কিছুতে নাই ছাড়াছাড়ি॥
ফলের লোভে ঘুরে ফিরে, কাজ করি মা তাড়াতাড়ি।
ওমা ফলের আশায় সব হারালাম, করলাম কেবল বাড়াবাড়ি॥
ভাই বন্ধু কন্যা জায়া, ভাবি তাদের কানার নড়ি।
ওমা তারাই আমার শেষের দিনে, করবে সকল কাড়াকাড়ি॥
মোহ অন্ধকারে প'ড়ে, পথ চলেছি গুড়ি গুড়ি।
ওমা ঘরের ছটা রিপু মিলে, দেখে কেবল দিচ্ছে তুড়ি।
যাদের নিয়ে ঘর বেঁধে মা, ললিত ক'রছে ধরাধরি।
তারা আপনার হ'য়ে কেউ রবেনা, তাই শেষেতে হয় গড়াগড়ি॥ (৩৮৬)

প্রসাদি সুর।

কে বোঝে মা তোমার খেলা।
তুমি যাওয়া আসা সমান কর, আবার ঘরে থেকে সাজ কালা॥
দিনে দিনে দেখাও সকল, আঁধার দেখাও পারের বেলা।
আবার পারের ঘাটে গেলে ছুটে, ভুলিয়ে দিয়ে কর ছলা॥
দায়েব দায়ি ক'রে এখন, বুঝ্‌তে দাওনা এইত জ্বালা।
তোমার যুগল চরণ পরম কারণ, তবু দেখাও কর্ম্ম পারের ভেলা॥
কত সঙ্গি সঙ্গে দিয়ে, তাদের দিয়ে দাও যে সলা।
ওমা তাদের কথা শুনতে গেলে, অমি সাজিয়ে দাওমা ভোলা॥
ফল দেখিয়ে কাজ দিয়ে মা, ললিতেব যে বাঁধ্‌লে গলা।
তাতে হয় মা কি ফল ব'লে সকল, তবে সে ফল রাখ তোলা॥ (৩৮৭)

প্রসাদি সুব।

কে কার হেথা এ সংসারে।
শেষে কেউ থাকেনা ঘরে পরে॥
পাঁচজনে মা আপন সেজে, সময় মত এসে ধরে।
ওমা এ'দিন আমার ফুবিয়ে গেলে, তারাই ছেড়ে দাঁড়ায় দূরে॥
ঘরের ভিতর পর ঢুকে মা, লাভের আশায় আছে ঘেরে।
কিন্তু লাভ ফুরালে যায় যে চ'লে, আর খুঁজে মা পাইনা কারে,
দারা সুতাসুত যত, সুখের ভাগি তারাই ঘরে।
ওমা সুখ ফুরালে তারাই আবার, দুঃখ বেশ যে দিতে পারে॥
ললিতের সব কাজের হিসাব, রইলো এবার পরে পরে।
তাই কাজের দায়ে সব হারিয়ে, পার হবে শেষ ধারে ধোরে॥ (৩৮৮)

প্রসাদি সুর।

মন বলরে কালী তারা।
যার নামের ধারা এম্নি ধারা, দুই নয়নে বহে ধারা॥
সংসারেতে সং সেজে মন, আপনা হ'তে হলি সারা।
হেথা মনের মত না তুই হ'লে, শেষে তোকে দেখবে কারা॥
চেয়ে দেখনা চারি ধারে, মায়ার কত আছে ঘেরা।
হেথা এলি যেমন যাবি তেমন, মিছে কর্ম্ম করলি আগাগোড়া॥
বিষের বিষে লাগল দিশে, দেখনা বিষের বাটি বিষে পোরা।
তাই ঘরে ব'সে ভাবিস রে তুই, ব্রহ্মময়ী নিরাকারা॥
ললিত বলে আর কেন মন, ছাড়না তন্ত্রমন্ত্র যোঁড়া।
ওরে মা মা ব'লে কোলের ছেলে, মায়ের কোলে উঠ্‌গে ত্বরা॥ (৩৮৯)

প্রসাদি সুর।

জয় কালী জয় কালী ব'লে। আমি বসব মায়ের চরণতলে॥
কাজের দায়ে কাজ বাড়ালে, কাজে কাজেই থাকি ভুলে।
অম্নি মায়া এসে ধ'রে বসে, ঘুরিয়ে ফেলে গণ্ডগোলে॥
আসব যাব খাটব হেথা, সে দায় কি আর যাবে ম'লে।
শেষে গায়ের মায়া হয় যদি মন, উঠতে পারব মায়ের কোলে॥
অন্ধকারে ঘুরছি ব'লে, ঠকছি হেথা পাঁচের ছলে।
ওরে পথ ভুলে পথ হারাস যদি, ভুগতে হবে ধরবে কালে॥
ক্রমে দিন যে ফুরিয়ে এল, আর কত মন বোঝাই ব'লে।
এই হতভাগা ললিত যে সেই, ব্রহ্মময়ীর কোলের ছেলে॥ (৩৯০)

প্রসাদি সুর।

যাই গো তারা স্রোতে ভেসে।
আমায় দেখিস মাগো অবশেষে॥
যে স্রোতেতে পড়েছিমা, তাতে পড়ে লাগ্‌ছে দিশে।
আমি যে পথ বয়ে এলাম হেথা, তাতেই কি মা যাব শেষে॥
আসতে যেতে দিন গেল মা, আমি তোকে বুঝব কিসে।
আবার দায়ের দায়ি হতে গিয়ে, কর্ম্ম দেখি সর্ব্বনেশে॥
তোকে কেবল ডাকছি তারা, একবার দেখা পাবার আশে।
কিন্তু ঘরে বাইরে সকল আঁধার, জগৎ আঁধার রঙ্গরসে॥
ললিতের এই ভোগাভোগ মা, হচ্ছে কেবল কাজের দোষে।
মা তোর কাছেতে অভয় পেলে, সকল সইতে পারি হেঁসে॥ (৩৯১)

প্রসাদি সুর।

মাগো তোর এই কুসন্তানে।
আর স্থান দেমা তোর শ্রীচরণে॥
তোর কৃপা না হ'লে মা গো, কাল যে আমায় নেবে টেনে।
তখন কি হবে মা আমার দশা, ভেবে দেখনা আপন মনে॥
তোর ছেলে আজ হয়ে তারা, কালের শাসন খাব কেনে।
আমার দোষ হলে তুই যা হয় কর মা, দেখুক সকল জগজ্জনে॥
তোর হাতে মা বিচার হ'লে, সাহস থাকে আমার প্রাণে।
ওমা পরের হাতে ছেলের শাসন, দেখবি সেটা তুই কেমনে॥
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় শুনি কানে।
আমি আপন দোষে আপনা হতে, প'ড়ে আছি একটী কোনে॥
মায়ার খেলায় ললিত ভোলা, কি করে পথ নেবে চিনে।
ওমা দেখিস্ যেন ছেলের মায়া, ভুলিস্‌না তুই এমন দিনে॥ (৩৯২)

প্রসাদি সুর।

আয় মা দেনা চরণ দুটি।
আমার এই দেহ যে ক্রমে ক্রমে, হতেছে মা রোগের কুটি॥
পরের দায়ে ঘর পেতেছি, ক'রে কেবল ছুটোছুটি।
এই সংসারে মা কেউ নাই আমার, মিছে হ'ল খাটাখাটি।
কাকে এ সব বুঝিয়ে দেব, ভাবতে গেলে হই যে মাটী।
আমার ঘরে পরে সবাই সমান, এই বুঝেছি মোটামুটি॥
যে ঘরেতে বাস করি মা, তারও নাই যে আঁটাআঁটি।
কখন ভাঙ্গবে সেটা তাও জানিনা, বিষে পূর্ণ ক্ষিরের বাটী॥
আমার এ স্রোত চলেছে মা, কভু উজান কভু ভাটি।
এই বার স্থির হলে মা প্রাণ যে বাঁচে, ঘরে ফিরে যাই যে গুটী গুটী,
আরও সময় হয়নি কি মা, ললিতের কি নাই মা ছুটি।
ওমা সাধ করে কি সবাই তোকে, বলে তুই পাষাণের বেটী॥ (৩৯৩)

প্রসাদি সুর।

মন যে আমার সদাই ভোলা।
তাকে বুঝিয়ে বল্‌লে বোঝে না সে, এইত আমার বিষম জ্বালা॥
মায়ের নাম সে করতে গিয়ে, সংসার নিয়ে করে খেলা।
অম্নি আপনা হ'তে সব ভুলে যায়, আসল কর্ম্ম থাকে তোলা॥
মায়ার ঘোর আজ বাড়ছে যত, কাটবে না তা থাক্‌তে বেলা।
তাই সময় পেয়ে রিপু বেড়ে, চারদিকেতে করে ছলা॥
কপাল ক্রমে কাজের দোষে, ললিতের মা হ'ল কালা।
আর দিন যে ক্রমে ফুরিয়ে এল, এইবার বিদায় নেবার পালা॥ (৩৯৪)

প্রসাদি সুর।

পড়েছি মা বাকির দায়ে।
ওমা আর কতকাল থাকব স'য়ে ॥
ছয় পেয়াদার তহসিল দেখে, দিন গেল মা ভয়ে ভয়ে।
কিসে তাদের আমি হাত এড়াব, ভাবছি চারি ধারে চেয়ে ॥
মনের মতন মন যে নয় মা, তাকে নিয়ে গেলাম ব'য়ে।
তার দায় যে কত অবিরত, ভুলেছে সে পাঁচকে পেয়ে ॥
যেদিন হ'তে এসেছি মা, দিন কাটাচ্ছি চেয়ে চেয়ে।
আমার সব দিকে ভ্রম হ'ল বিষম, আপনার মাথা আপনি খেয়ে ॥
দেখে শুনে ভাবছি ব'সে, কাল গেলে কাল আসবে ধেয়ে।
আমি কি করে এই দায় সুধে মা, উঠ্‌ব গিয়ে পারের নায়ে ॥
ললিত বলে ছেড়ে দে মা, যা আছে তার সকল নিয়ে।
শেষে মনের দুঃখ বলব মা তোয়, দেখা হলে মায়ে পোয়ে। (৩৯৫)

প্রসাদি সুর।

মন স্রোত যে বইছে উল্টো দিকে।
তাই হয়ে পাগল ক'রেছিস গোল, এখন খুঁজলে তুই রে পাবি কাকে
অহংতত্ত্ব নিত্য ভুলে, দেখ্‌তে ছুটিস্ আপন বুকে।
সেথা দেখে আঁধার বাড়ে বিকার, পাঁচ গোলে শেষ্ পড়িস ঢুকে ॥
কাজ করে কাজ দেখিয়ে কেবল, ঘুরে বেড়াস্ ফাঁকে ফাঁকে।
তাই কানার নড়ি আশাবেড়ী, ছাড়তে এখন চায়না তোকে ॥
ঘরে বাইরে খেলা যত, দেখতে পাচ্ছিস চকে চকে।
তবু ফলের লোভে কাজ বাড়িয়ে, সব দিকে মন গেলি ঠকে ॥
সকল কথা জেনে শুনে, ঘুরে বেড়াস আপন ঝোঁকে।
তবু কিসে কি হয় তাই বোঝাতে, ললিত মল বকে বকে ॥ (৩৯৬)

প্রসাদি সুর।

আমার সুখ যে নাই মা কোন কালে।
আমি আপনার কাজে আপনি দুষী, ডুবছি শেষে স্বখাদ জলে।।
কি করতে মা এলাম হেথা, কি করে দিন যাচ্ছে চলে।
সেটা বুঝ্তে গিয়ে আপনা হ'তে, লাগছে ধাঁধা মায়ার ছলে।।
মনের শান্তি আসবে কিসে, সে যে সদাই রইল ভুলে।
হেথা আপন পর কে বুঝব কি মা, ঢুকছি ঘুরে গণ্ডগোলে।।
যতন করলে রতন মেলে, এইকথা যে চিরকেলে।
কিন্তু ঘরেতে যে রতন আছে, খুঁজে পাইনা কাজের ফলে।।
ছটা রিপুর হাতে প'ড়ে, তোর ললিত মা সদাই জ্বলে।
দেখিস্ শেষে যেন ভুলিস্ না তায়, কোলে নিস্ তোর কোলের ছেলে॥
(৩৯৭)

প্রসাদি সুর।

একি বিচার শুভঙ্করী।
যে জন মা মা ব'লে নিত্য ডাকে, তারই উপর করিস জারি।।
মাথায় বেঁধে রাখলে তারা, অন্ধের মত ঘুরে মরি।।
আমি আপন কর্ম্ম করি কখন, সদাই পাঁচে করলে ধরাধরি।।
ছটা রিপু ঘরের ভিতর, তারাই যে নেয় বাহাদুরী।
আজ তাদের দায়ে প্রাণ গেল মা, একা সইতে কত পারি।।
মনের মতন মন হলে মা, কাকেও আমি ভয় কি করি।
আমার কর্ম্ম যেমন কপাল তেমন, যোগে যাগে সকল সারি।।
তোর ছলে এই সংসারেতে, কাজ ক'রে মা সদাই ঘুরি।
দেখিস ললিত যেন শেষে হয় তোর, চরণ ধূলার অধিকারী।। (৩৯৮)

প্রসাদি সুর।

মন সরল প্রাণে ডেকে এখন।
জোরে ধরগে গিয়ে মায়ের চরণ॥
মা জানে সব ছেলের ব্যথা, অপরে কি বুঝবে তেমন।
ওরে মায়ে পোয়ে মিলন হবে, তাতে নাই যে কার্য্য কারণ॥
মা ভোলে কি ছেলের মায়া, যে ভুলতে পারে সে মা কেমন।
যেথা মায়ে পোয়ে ধরা ধরি, সেথা যেতে কভু পায় কি শমন॥
ছেলে ছেলের মত হ'য়ে, ডাকবে মাকে জেনে আপন।
তার সকল পথ যে হবে সোজা, সব হবে তার মনের মতন॥
আড়ম্বর সব ছেড়ে ললিত, সরল হতে করনা যতন।
নইলে কপাল দোষে দিনের শেষে, হারাবি তোর পাওয়া রতন॥ (৩৯৯)

প্রসাদি সুর।

স্থির হ'য়ে মন ডাকনা মাকে।
ওরে সরল প্রাণে সরল হ'য়ে, ডাকলে হেলায় পাবি তাঁকে॥
শত জন্ম নাম সাধনা, করিস কেবল ফলের পাকে।
ওরে ডাকার মত একবার ডেকে, দেখনারে ফল চকে চকে॥
খাবি দাবি লুটবি মজা, দিন কাটাবি সদাই সুখে।
তাতে ফল কি রে তোর বাড়বে যে ঘোর, মরবি কেবল বকে বকে
মা মা ব'লে ব্রহ্মাণ্ডে তুই, খুঁজে ও মন বেড়াস যাঁকে।
ওরে তিনি যে তোর সর্ব্বময়ী, খুঁজলে পাবি আপন বুকে॥
ললিত বলে পথ হারিয়ে, ঘুরছে জগৎ আপন ঝোঁকে।
যে জন সোজা পথে চল্‌তে পারে, সে কি কোন কাজে ঠকে॥ (৪০

প্রসাদি সুর।

জয়কালী জয়কালী ব'লে।
ওমা ডাকৃছে যে তোর কোলের ছেলে॥
ছেলের নিয়ম খেলিয়ে বেড়ায়, মাকে খোঁজে ভয় সে খেলে।
ওমা নিজের দোষে নিজে আমি, পড়েছি যে বিষম গোলে॥
কর্ম্ম ফলের লোভ দেখায়ে, সব যে আমায় ভুলিয়ে দিলে।
ওমা তার ফলেতে দিনের শেষে, আমাকে যে ধরবে কালে॥
তখন যদি না দেখিস মা, আপন ছেলে থাকিস ভুলে।
সেই সে দিন আমার কি হবে মা, কাল যে নিয়ে যাবে চ'লে॥
কর্ম্ম দোষে পাঁচকে নিয়ে, তোর ললিত যে ভাসছে জলে।
আর আপন ছেলে দেখে কখন, আপনি এসে নিবি কোলে॥ (৪০১)

প্রসাদি সুর।

ভয় কি রে মন কালের ভয়ে।
কেন দিন কাটাস রে ভয়ে ভয়ে॥
আপনার কাজে আপনি ভোলা, সেই ভুলে মন পড়িস দায়ে।
তাতে ভয় কিরে তোর বাড়্‌কনা ঘোর, দুর্গা ব'লে থাকনা সয়ে॥
কাল এসে তোর ভয় দেখালে, বলিস সকল মাকে গিয়ে।
ওরে কালের কাল মহাকাল, সে যে পড়ে মায়ের পায়ে॥
যে ঘরেতে বাস করিস্ মন, সে ঘর যে তোর মাকে নিয়ে।
ওবে মা বিহনে এমন দিনে, থাকবি পড়ে অচল হয়ে॥
মা ভোলে কি আপন ছেলে, বুঝ্‌বি সেটা দেখলে চেয়ে।
ওরে ভ্রমেতে ভয় খাসনারে তুই, আপনার মাথা আপনি খেয়ে॥
ললিত বলে শেষে হেঁসে, মিলন হবে মায়ে পোয়ে।
তাতে ভ্রম কিছু নাই শেষে সবাই, সুখী হবে মাকে পেয়ে॥ (৪০২)

প্রসাদি সুর।

মা, কে জানে কি করছ তুমি।
হেথা তোমার কর্ম্ম তুমিই বোঝ, আছ হ'য়ে অন্তর্য্যামী॥
সংসারেতে দেখ্‌ছি এসে, পথের যে মা নাইক কমি।
হেথ' যে যার আপন পথ ধরে যায়, কেউ তাতে মা হয়না হামি॥
লোভে পড়ে কেউ বা হেথা, মাথা তুল্‌ছে হ'তে নামি।
কেউ পাঁচের দায়ে ভয়ে ভয়ে, করে ফেল্‌ছে সব বেনামি॥
দেখে শুনে ললিত বলে, কোন পথে মা যাব আমি।
তার আপন বলতে কিছুই যে নাই, আছে চোদ্দ পোয়া জমী॥ (৪০৩)

প্রসাদি সুর।

মন আমার মা সদাই ভোলা।
সে যে আঁধার দেখে দিনের বেলা॥
সংসার নিয়ে ব্যস্ত সদাই, কাজের সময় করে খেলা।
ওমা আপন পর কৈ বোঝে না সে, ঘুরে মরে এইত জ্বালা॥
কর্ম্মফলের মাঝে প'ড়ে, ধরা দিচ্ছে আপন গলা।
ওমা আপন দায় সব ভুলে কেবল, ব'য়ে বেড়ায় পাঁচের ছালা॥
গুরু যে কাজ শিখিয়ে দিলেন, সে সব রইল সিকেয় তোলা।
ওমা অহঙ্কারে মেতে উঠে, দেখলে না তার ঘর যে খোলা॥
ললিত যা সব বুঝিয়ে বলে, শুনে না সে সাজে কালা।
ওমা তার কপালে অবশেষে, দেখেছি দুঃখ আছে মেলা॥ (৪০৪)

প্রসাদি সুর।

তারা আমি ঘুরব কত।
আমি অন্ধ হয়ে অন্ধকারে, ঘুরছি যে মা অবিরত ॥
মায়া আশার লোভে প'ড়ে, ভ্রমিতেছে শত শত।
দেখি কর্ম্মফলে কর্ম্ম বাড়ায়, কিছুতে নয় প্রতিহত ॥
এই গোলোকধাঁধায় পথ হারালাম, তাই হ'ল সব বিপরীত।
একবার কৃপা করে চক্ষু দে মা, দেখে সকল করি মনের মত ॥
আজ ভয়ে ভয়ে চল্‌তে গেলে, আপনি সে ভয় বাড়ছে যত।
হেথা চিরদিন কি ভুগ্‌বে ললিত, হ'য়ে মা তোর পদাশ্রিত ॥ (৪০৫)

প্রসাদি সুর।

মনের ভ্রম যে রইল আগা গোড়া।
সে চিরকালটা ভাবছে বসে, বাড়বে কিসে টাকার তোড়া ॥
টাকা কেবল ফাঁকা কথা, এটা এখন বুঝ্‌বে যারা।
ওমা তাদের কপাল ফলবে শেষে, খাবে না সে কালের তাড়া ॥
বাজে কাজে দিন কাটালে. বাড়ে কেবল মায়ার ঘেরা।
মা যার জন্ম হতে ভাঙ্গা কপাল, কিসে সেটা লাগবে জোড়া ॥
ঘরের কর্ত্তা ছজন হেথা, তাদের নিয়েই ঘোরা ফেরা।
ওমা ঘরে বাইরে হচ্ছে যা সব, কিছুই নাই মা তাদের ছাড়া ॥
সং সেজে সং সাজিয়ে কেবল, দীনের দিন যে গেল তোরা।
ওমা কি হবে সেই শেষের দিনে, ললিত যে দিন পড়বে ধরা ॥ (৪০৬)

প্রসাদি সুর।

কাজ কি রে মন কালের ভয়ে।
ওরে দুর্গা দুর্গা বলে সদা, থাকনা রে তুই সকল সয়ে ॥
ভবের কাজ তুই করতে গিয়ে, কেন রে মন পড়বি দায়ে।
ওরে সকল কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, ধরে দিস তোর মায়ের পায়ে ॥
দিবা নিশি থাকনা রে মন, দুর্গা নামে মত্ত হয়ে।
কোন ফলের আশা করিস না রে, ফল পেলেই যে যাব ব'য়ে ॥
আসবি যাবি করবি কর্ম্ম, দিন কাটাবি মাকে নিয়ে।
ওরে সময় পেলে বস্‌বি রে তুই, মায়ের পায়ের কাছে গিয়ে ॥
ক্রমে এখানকার দিন ফুরিয়ে এলে, মায়ের কাছে যাস্ রে ধেয়ে।
তখন আপনি সব যে পাবে ললিত, মিলন হবে মায়ে পোয়ে ॥ (৪০৭)

প্রসাদি সুর।

কে ঐ রণ রঙ্গিনী।
কিবা তড়িত পুঞ্জ, পুঞ্জ, পুঞ্জ, নবীন নীরদ রূপের খণি ॥
মৃদু মৃদু হাস, বদনে প্রকাশ, নয়নে খেলিছে সৌদামিনী।
ঐ বালশশী ভালে, শ্রবণ যুগলে, শব শিশু ঐ পরে শিবানী ॥
গলে মুণ্ডমালা, বদন করালা, কটিতটে বালার শোভে কিঙ্কিনী।
হয়ে নৃকর বসনা, বামা শবাসনা, তালে তালে ঐ নাচে কামিনী ॥
মুক্ত করি কেশ, মরি কিবা বেশ, আসব আবেশে উন্মাদিনী।
ঐযে চতুর্ভুজা হয়ে, অশি মুণ্ড ল'য়ে, বরাভয় জীবে দিতেছে ধনি ॥
কিবা শোভা পদতলে, জবা বিল্বদলে, হেরে মন ভুলে থাকে আপনি।
করি অসুরে বিনাশ, হলেন প্রকাশ, অমরের সদা ত্রাস নাশিনী ॥
করিয়া করুণা, পুরাতে কামনা, ঐ অপরূপ রূপে সাজেন ঈশানী।
দীন ললিত ও পদে, বিপদে সম্পদে, স্থান যেন সদা পায় জননী ॥ (৪০৮)

প্রসাদি সুর।

কেন মা তুই ভোগাস এত।
ওমা তোর ছলেতে সকল ভুলে, ভুগছি আমি অবিরত॥
মায়ে পোয়ে ব্যাভার যেমন, দেখছে হেথা শত শত।
ওমা সংসারে যে স্রোত চলেছে, কিছুতে নয় প্রতিহত॥
মায়ায় ফেলে ভ্রম বাড়ালি, তাতেই ভুলে রইল যত।
তাই প্রাণপণে মা যে কাজ করি, ফল যে হয় তার বিপরীত॥
যত আশা তত নেশা, ব'লব মা আজ তোকে কত।
আমার চিরদিন কি দুঃখে যাবে, হ'য়ে মা তোর অনুগত॥
আমি দেখে শুনে শিখব কি কাজ, মন যে নয় মা মনের মত।
ওমা তোর ললিতের কপাল গুণে, দেখলি না তুই আপন সুত॥ (৪০৯)

প্রসাদি সুর।

ডাকরে কালী তারা ব'লে।
ওমন কি পেয়ে নাম রইলি ভুলে॥
সংসার যে সব মায়ার স্বপন, ঠকায় তোকে কত ছলে।
হেথা পড়লে বাধা লেগে ধাঁধা, আপনা হতে পড়িস গোলে॥
বাড়লে বিকার সব যে আঁধার, ঘুচবে না তা কোনকালে।
ওরে মায়ের নাম তুই ভুলিস যদি, তরবি শেষে কিসের ফলে॥
ভবসাগর পারে যেতে, হবে তোকে দিন ফুরালে।
সেথা নাম সাধনা হবে তরি, কাণ্ডারি যে মা সেই জলে॥
মায়া মোহ ভুলে এখন, দেখনা ঘরের কপাট খুলে।
সেথা দেখতে পাবি ললিতের মা, বসে আছেন সর্ব্বকালে॥ (৪১০)

প্রসাদি সুর।

ভয় কিরে মন কালের তরে।
থাকতে মায়ের চরণ কাল নিবারণ, শমন শাসন করবে কি রে॥
মায়ের বেটা পেলে খোঁটা, মা কি সেটা সইতে পারে।
ওরে দুর্গা নামে মন মাতে যার, তার কাছেতে কাল যে হারে॥
কালের ভটা রিপু ছটা, তারাই গোটা থাকছে ঘরে।
ওরে মায়ের চরণ করে স্মরণ, তাদের সদাই রাখনা দূরে॥
ত্রিজগৎ মা ঘেরে আছেন, লক্ষ্য করলে পাবি তাঁরে।
ওরে কার ভয়ে ভয় খাবিরে তুই, থাকনা সদাই আত্মসারে॥
মায়ে পোয়ে মিলন হবে, যেদিন ঘরে যাবি ফিরে।
এখন ললিতের মা দেখ্‌ছে সকল, বসে থাকে অন্ধকারে॥ (৪১১)

প্রসাদি সুর।

মা ভয় করে সব ব'লতে তোকে।
তুই সেজে কালা সাজিস ভোলা, অনেক শিখলাম ঠেকে ঠেকে॥
জগৎ জুড়ে রয়েছিস্ তুই, প্রাণ জুড়াবে দেখে দেখে।
কিন্তু প্রাণের জ্বালায় মলাম জ্বলে, তাই মরি মা ব'কে ব'কে॥
শেষের দিনের তরে মাগো, কাল যে দেখি আস্‌ছে রুকে।
আমায় সেই দিনেতে দেখিস্ যেন, ফেলিস না মা আবার ফাঁকে॥
হেথা কর্ম্ম কিছু হ'ল না মা, এক যে কেবল মায়ার পাকে।
আমার মনের ভ্রমে ভ্রম বেড়েছে, তাই ধরি মা যাকে তাকে॥
মা সংসারেতে তোর এই ললিত, ঘুর্‌ছে কেবল মনের ঝোঁকে।
ওমা আসা যাওয়া ক'রেই কেবল, ডুবছে সে যে কর্ম্মপাকে॥ (৪১২)

প্রসাদি সুর।

আর মা এখন ছাড় না খেলা।
আমার কি দোষে মা এ সংসারে, সকল কাজেই সাজাস ভোলা॥
অন্ধকারে ফেলে রেখে, কাটিয়ে দিলি এমন বেলা।
আমার জাগা ঘরে হচ্ছে চুরি, বল্লে তোকে সাজিস্ কালা॥
যা সব শিখে এলাম হেথা, সে সব এখন রইল তোলা।
কেবল নাক ফোঁড়া বলদের মত, বয়ে বেড়াই পরের ছালা॥
আজ যে কাজ করতে ললিত বলে, মন যে তাতে করে হেলা।
ওমা লাভের মধ্যে এই হবে যে, গোল হবে সেই শেষের বেলা॥ (৪১৩)

প্রসাদি সুর।

শিব শিব বল মনরে আমার।
আজ দূর কর রে সকল বিকার॥
সংসারেতে এসে এখন, যা দেখ মন সকল অসার।
তবে কিসের মায়ায় বদ্ধ হয়ে, মন যে এত করে বিহার॥
পুত্র কন্যা বন্ধু জায়া, কেহ হেথা নহে কাহার।
তাদের ভেবে আপন হচ্ছে শাসন, এই হল যে শেষের বিচার॥
ললিত বলে ছাড় সকল, যদি শেষের চাও প্রতিকার।
নইলে আজও যেমন কালও তেমন, ঘরের ভিতর সদাই আঁধার॥ (৪১৪)

প্রসাদি সুর।

মন যে আমার ভাবে ভোলা।
সে যে কাজের কথায় সাজে কালা॥
পরকে নিয়ে পরের কাজে, কাটিয়ে দিলে সাধের বেলা।
তাকে পথ দেখালে পথ ধরেনা, অবশেষে করে ছলা॥
নাকফোঁড়া বলদের মত, বইছে সে যে পরের ছালা।
কিন্তু তার ছালা কে বইবে শেষে, দেখতে চয়না এইত জ্বালা॥
ললিতের সেই শেষের দিনে, বাঁধা যখন পড়বে গলা।
আজ যারা আপন তারাই তখন, তাকে কেবল করবে হেলা॥ (৪১৫)

প্রসাদি সুর।

কাজ কি মা সব গণ্ড গোলে।
আমি মা মা ব'লে ডাকে তোকে, সোজা পথে যাব চলে॥
শাস্ত্র দেখে অর্থ ক'রে, ঘুরে মরি মনের ভুলে।
ওমা যে ভাবে যে দেখছে তোকে, সেই মত সে দিচ্ছে ব'লে॥
পাঁচের কথায় মন দিলে মা, সব যে গোল হয় সেটার ফলে।
ওমা ঘুরব যত ভুগব তত, ভেবে ভেবে মরব জ্বলে॥
কথার কাটাকাটি করে, ফল হবেনা কোন কালে॥
ওমা সব কাজে মন সরল হ'লে, পাব তোকে জলে স্থলে॥
তোর ললিত মা এই জেনেছে, তুই যে জানিস আপন ছেলে।
কেবল প্রাণ ভরে ঐ মা কথাটী, বলে শেষে যাব কোলে॥ (৪১৬)

প্রসাদি সুর।

তন্ত্রে মন্ত্রে কাজ কি আছে।
শেষে কর্ম্ম কাণ্ড হলে পণ্ড, সব যে আমার হবে মিছে॥
সরল প্রাণে সরল কথায়, ডাকব মাকে যাব কাছে।
তাতে নাই যে বাধা কোন ধাঁধা, সব সোজা হবে আগে পাছে॥
গোলক ধাঁধায় ঢুকতে গেলেই, সব দিকে যে ভ্রম হতেছে।
সেটা বুঝবে যে জন সেকি কখন, কার্য্য কারণ আর দেখেছে॥
কর্ম্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি, করতে গেলেই গোল বেধেছে।
করলে কাজের নিসে অবশেষে, সোজা পথ যা তাই পেতেছে॥
সব ছেড়ে এক মা মা ব'লে, ডেকে যার আজ আশ মিটেছে।
সে যে দিন ফুরালে মায়ের কোলে, উঠবে ললিত এই বুঝেছে॥ (১১৭)

প্রসাদি সুর।

কাজ কি ক'রে খাটাখাটি।
আমি সব দিকে মা পড়ব ফাঁকে, করতে গেলেই আঁটাআঁটি॥
দেখে শুনে কাজ ক'রে মা, বাড়ে কেবল ছুটোছুটি।
আমি সাদা কথায় বলব সকল, পথে চলব গুটিগুটি॥
তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র নিয়ে, ফল ফলে তার মোটামুটি।
এক মা কথাতে সব যে আছে, সকল মন্ত্রের প্রধান সেটি॥
যে মাকে চেনে ডাক্‌তে জানে, সেই যে হেঁসে পাবে ছুটি।
ওরে ছেলের কথা মা বোঝে সব, স্নেহের কিছু নাই যে ত্রুটি॥
আদর আব্দার মায়ের কাছে, শুনবে মা সব বলবি যেটি।
শেষে মা মা ব'লে ছুটে গিয়ে, ধর্‌বি রাঙ্গা চরণ দুটি॥
ললিত বলে মায়ে পোয়ে, কি যে ব্যাভার বুঝবি কটি।
ওরে মায়ের কাছে ভয় কিরে তোর, হ'কনা সে পাষাণের বেটী॥ (৪১৮)

প্রসাদি সুর।

কেন মিছে খাস তাড়না।
ওরে শিবের বুকে মায়ের চরণ, সেইটি পেতে কর বাসনা॥
সোজা কথায় চাইতে গেলে, মা করে কতই বিড়ম্বনা।
ওরে সে ধন হারা হয়ে হেথায়, করবি কত আনাগোনা॥
রিপু ছটা যে পথ দেখায়, সে পথ যে এই মন ছাড়েনা।
তাই স্বপথ ভুলে বিপথ ধ'রে, পথে পথেই দিন গননা॥
কার সাহসে সাহস হবে, কিসে পূর্ণ হয় সাধনা।
তুই আগাগোড়া খেয়ে তাড়া, ভুগিস কেবল যম যাতনা॥
ললিত বলে আর কেন মন, আপন ক'রে সকল নেনা।
শেষে একাধারে সব যে পাবি, পূর্ণ হবে তোর কামনা॥ (৪১৯)

প্রসাদি সুব।

কালী তারা বল রসনা।
তুই ভয়ে ভয়ে ডাকবি মাকে, সে ডাক শুনতে মা পাবেনা॥
কর্ম্ম নিয়ে দিন কাটালে, মন যে আমার আর বোঝেনা।
হলে কর্ম্ম বেশী হয়ে দোষী, মেশামিশির দায় ঘোচেনা॥
আশি লক্ষ যোনি ঘুরে, মানব ব'লে আজ গণনা।
ওরে যে পথ ধরে এলি হেথায়, তার কিছু কাজ করে চ না॥
যত কর্ম্ম করবি হেথা, ততই বাড়বে তোর তাড়না।
একবার নাম গেয়ে মন হয়ে আপন, মায়ের চরণ কর কামনা॥
ললিত বলে পাঁচের ছলে, ভুলে এখন পাই যাতনা।
যে জন মায়ের নামে মত্ত হবে, তার কাছেতে যম যাবেনা॥ (৪২০)

প্রসাদি সুর।

আর কেন ভয় খাব রে শমন।
আমি মা মা ব'লে ডেকে ডেকে, বুঝেছি সেই মা যে কেমন॥
কর্ম্মেতে ভ্রম হ'লে পরে, দোষ পেয়ে তুই করিস শাসন।
আমি কর্ম্ম ছেড়ে মা মা ব'লে, সুখেতে দিন কাটাই এখন॥
মায়ের কথায় এই খেলার ঘরে, ঘর সংসার করি আপন।
আমার কাজ ফুরালে যাব চলে, হেঁসে মাকে পাব তখন॥
দোষের ভাগি হচ্ছে ললিত, লয়ে কেবল কার্য্য কারণ।
তার সব যে সমান নাই কিছু টান, হয় দুর্গানামে সব কর্ম্ম সাধন॥

(৪২১)

প্রসাদি সুর।

কেন মন তুই হ'স ভিখারী।
থাকনা মায়ের হ'য়ে আজ্ঞাকারী॥
শেষের দিনেতে তোর কাজেতে, শমন করবে জারি জুরি।
ওরে সব কথা তুই মাকে বলিস্, ধরিস্ মায়ের চরণ তরি॥
তোর ঘরেতে ছটা রিপু, করছে বড় বাহাদুরী।
ওরে দুর্গানামে মত্ত হলে, আর কি করবে ধরাধরি॥
ললিতের তুই শোনরে কথা, আর করিস্ নারে ঘোরাঘুরি।
ওরে কর্ম্মে বাধ্য হ'লে পরে. তোর সব যে শেষে হবে অরি॥ (৪২২)

প্রসাদি সুর।

কাজ কি আমার পূজা যাগে।
যখন ব্রহ্মময়ী হৃদে জাগে॥
মন অশুদ্ধ কর্ম্মে বাধ্য, সাধ্য সাধক দেখে আগে।
প'ড়ে মায়ায় বাঁধা বাড়ে ধাঁধা, কর্ম্ম হয় যে যোগে যাগে॥
কার্য্য কারণ দেখ্‌তে গিয়ে, ঘুরছে জগৎ অনুরাগে।
কিন্তু লয়ে বোঝা যেতে সোজা, গোল বেধে যায় কর্ম্মভোগে॥
লাভের অংশে পড়লে বাধা, রিপু ছটা উঠছে চেগে।
তারা ক'রে ভ্রান্ত করে শ্রান্ত, ক্ষান্ত করলে ওঠে রেগে॥
মা মা ব'লে ললিত সদা, মায়ের যুগল চরণ ভাবছে আগে।
হেথা ঘরে বাইরে মাকে পেলে, আর কি মনে ব্যথা লাগে॥ (৪২৩)

প্রসাদি সুর।

মন ডাক্‌না মাকে সঙ্গোপনে।
তুই ঘরে বাইরে পূজা ক'রে, পাঁচ জনাকে দেখাস কেনে॥
হৃদয় মাঝে বসিয়ে মাকে, যুগল চরণ নিবি টেনে।
ওরে মায়ের ধনে ছেলের দাবি, আপনি সেটা ধর্‌বি চিনে॥
মায়ে পোয়ে ভালবাসা, বাঁধা সদাই মনে মনে।
ওরে কি দেখে মন ভয় আসে তোর, বুঝলাম না ত দেখে শুনে।
যে দায়ে তুই কর্ম্ম করিস, মা যে সেটা সকল জানে।
হেথা দেখে আঁধার বাড়িয়ে বিকার, গোল বাধে তোর মায়ার টানে॥
অন্ধের মত ঘুরে ললিত, এত গোল আজ করিস্ কেনে।
ওরে দেখার মত মাকে দেখে, থাক্‌না ফাঁকে এমন দিনে॥ (৪২৪)

প্রসাদি সুর।

আমায় বিদায় দেনা শুভঙ্করী।
হেথা ছটা রিপুর টানাটানি, একা কত সইতে পারি।
কাজের দায়ে পড়লে পরে, বাড়ে বেশী ধরাধরি।
যার মনের মতন না হব মা, সেই যে এসে করে জারি॥
কামনা না পূর্ণ হ'লে, আপনা আপনি রেগে মরি।
আবার লোভে প'ড়ে মোহ বেড়ে, সব দিকে গোল বাধায় ভারি॥
এই হ'ল যে ঘরের কথা, বল মা কি তার উপায় করি।
ও মা এম্নি আবার মায়ায় বাঁধা, সময় পাইনা একটু সরি॥
যার দোষে এই ললিত দোষী, তার অহঙ্কার ভয়ঙ্করী।
থাকতে মনের গরম হয় কি নরম, শেষে সাজতে তাকে হয় ভিখারী॥ (৪২৫)

প্রসাদি সুর।

দেনা মা গো মায়া কেটে।
আমি সব ফেলে মা পালাই ছুটে॥
সংসারেতে এনে কেবল, সাজিয়ে রাখলি পাঁচের মুটে।
ওমা তার ভিতরে জ্বালাতন যে, করছে ছটা সঙ্গী জুটে॥
মাথায় বোঝা করে আমি, ঘুরে বেড়াই হাটে মাঠে।
আমার লাভের কড়ি নিচ্ছে পরে, আমি মরছি কেবল বেগার খেটে॥
প্রাণের ব্যথা বলব কি মা, বল্‌তে গেলে বুক যে ফাটে।
ওমা যাদের সঙ্গী করে দিলি, তারাই আমায় তুলবে লাটে॥
মা কি দোষ পেয়ে ললিতকে তোর, বাঁধলি এমন আটে কাটে।
সে যে তোর দিকে মা লক্ষ ক'রে, দাঁড়িয়ে আছে করপুটে॥ (৪২৬)

প্রসাদি সুর।

ডাকনা সদাই মা মা ব'লে।
ওরে মাকে ভয় কি খাবে ছেলে ॥
সংসারেতে মাকে আমার, লক্ষ হয় যে কতই ছলে।
তাঁকে দেখ্‌তে জান্‌লে সব পাবি মন, ভয় রবেনা কর্ম্ম ফলে ॥
ভয়ের কারণ হ'লে পরে, দেখনা ঘরের কপাট খুলে।
ওরে সেই খানেতে ব্রহ্মময়ী, ব'সে আছেন সর্ব্বকালে ॥
মায়ের নামে ভ্রম হবে দূর, সাধ্য সাধক যাবি ভুলে।
ওরে কার্য্য কারণ সব অকারণ, মায়ের চরণ ধরনা বলে ॥
ললিত জানে মা যে কেমন, মায়া কেবল ফেল্‌ছে গোলে।
ওরে মাকে লক্ষ করলে পরে, পাবি তাঁকে জলে স্থলে ॥ (৪২৭)

প্রসাদি সুর।

মনের আশা ভরসা সব ফুরাল।
ওরে যে খেলা সে খেলতে এল, আপনি তাতে গোল যে হ'ল ॥
লোভে পড়ে আশা ক'রে, সে আশার যে ফল ফলিল।
তাতেই ইত নষ্ট স্তুতঃ ভ্রষ্ট, এইটি যে শেষ্ দেখিয়ে দিল।
কাজে কাজেই আগা গোড়া, পাঁচে মিলে সব ডুবাল।
শেষে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, যা ছিল তার তাও যে গেল ॥
হাটে মাঠে ঘাটে বাটে, ঘুরে সব যে দিন কাটাল।
এইবার অন্ধকারের মাঝে প'ড়ে, কানার নড়ি তাও হারাল ॥
ছটা বন্ধু পেয়েছে মন, তারাই তাকে শেষ ঠকাল।
তার কর্ম্ম যেমন ফলও তেমন, স্বপন দেখে ঘুম ভাঙ্গিল ॥
এই বারেতে কাঁচা পথে, চল্‌তে মনকে পথ দেখাল।
শেষে কাজের ফলে কাজ হারাবে, সেই দোষে এই ললিত ম'ল ॥ (৪২৮)

প্রসাদি সুর।

কর্ম্ম ফল মা দিবি কারে।
আমি ফলের ভাগী হতে চাইনা, ফল পেলে মা মরব ঘুরে॥
মনের সঙ্গে ছটা রিপু, দিবা রাত্র ঘোরে ফেরে।
ওমা তারাই যে সব করছে কর্ম্ম, আমায় রেখে সদাই মায়ার ঘোরে।
মায়ায় বেঁধে লাগায় ধাঁধা, নিয়ে যায় মা অন্ধকারে।
সেথা সবাই আপন বাড়ে স্বপন, ধরতে গেলে পালায় দূরে॥
যাদের দায়ে হচ্ছে কর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম তাদের তরে।
এক মনের ভ্রমে সব গেল মা, বুঝিয়ে এখন বলি কারে॥
লাভ ও অলাভ সব নে মা তুই, তোর এই ললিত বলছে জোরে।
আজ খেটে খুটে দিন কাটাই মা, শেষেতে নিস্ কোলে ক'রে॥ (৪২৯)

প্রসাদি সুর।

মা আমার কি করবি শেষে।
দেখি সংসারেতে সব দিকে মা, মিলন কেবল বিষে বিষে॥
কর্ম্ম ফলের মাঝে পড়ে, কিছুরই মা হয়না নিশে।
তাই সোজা পথে চলতে গিয়ে, চক্ষে কেবল লাগে দিশে॥
ছটায় মিলে কর্ম্ম করায়, খেটে মরি কপাল দোষে।
সেই নিজ কর্ম্ম দোষে মাগো, আমি অকূলে শেষ্ যাব ভেসে॥
যেথা ফল নিয়ে হয় টানাটানী, সেথা কুল মা আমি পাব কিসে।
হেথা পরের দায়ে কাজ বাড়িয়ে, তার ফলাফল ভোগ করছি ব'সে॥
মা মা বলে ডেকে এখন, তোর ললিত রইল আশার আশে।
কিন্তু বিষে বিষে মিলন হ'য়ে, ফল যে ফলেছে সর্ব্বনেশে॥ (৪৩০)

প্রসাদি সুর।

মন ডাকনা কালী তারা ব'লে।
একবার ডাকার মতন ডাকলে পরে, আর কেন তুই পড়বি গোলে॥
ঘোরা ফেরা করে কেবল, আসছিস হেথা কাজের ফলে।
তাই পাঁচকে নিয়ে দিন কাটাস্ তুই, আপনার কথা থাকিস ভুলে॥
রিপু ছটা বড় ঠেঁটা, রাখনা তাদের দূরে ফেলে।
ওরে কোনটা আপন বুঝে এখন, সোজা পথে যানা চ'লে॥
কর্ম্ম যত করিস হেথা, কাল যে ফল তার রাখ্ছে তুলে।
আজ মায়ায় অন্ধ করেছে তোয়, দেখবি সে সব সময় হ'লে॥
প্রাণ ভরে তুই ডাকলে মাকে, ভুগবি না আর পাঁচের ছলে।
সদা বল্ছে ললিত করলে বিহিৎ, মাকে পাবি বিদায় কালে॥ (৪৩১)

প্রসাদি সুর।

ভয় কেন মন ডাকতে মাকে।
ওরে প্রাণের ব্যথা তত্ত্ব কথা, সব যে পাবি আপন বুকে॥
পাঁচের গণ্ডগোলে প'ড়ে, মরিস কেবল ব'কে ব'কে।
যে দিন বুঝবি রে টান দেখবি সমান, একেই ঢুকছে লাখে লাখে॥
আশার আশায় দিন কাটালি, লক্ষ করিস লাভের পাকে।
ওরে দেখ্লে সোজা নামত বোঝা, ঢুকতিস্ নারে কর্ম্মপাকে॥
তোর কাজের দায়ে আসা যাওয়া, দেখনারে মন সেটার দিকে।
যত যাচ্ছে এ দিন বাড়ছে যে ঋণ, শেষকালে তুই পড়বি ফাঁকে॥
আজ কিসে কি হয় সেইটি ললিত, দেখিয়ে দিচ্ছে চ'কে চ'কে।
তবু সেজে কালা হলি ভোলা, বল্লে কেবল উঠিস্ রুকে॥ (৪৩২)

প্রসাদি সুর।

আমার শেষেতে কি হবে তারা।
আমায় ব'লে দেনা শম্ভুদারা॥
ছ'জন করে টানাটানি, একা আমি হলাম সারা।
আমার পাঁচ ভূতের ঘর সবাই যে পর, তাতে তুই মা হলি নিরাকারা
কর্ম্ম কাণ্ড সদাই পণ্ড, ভক্তি তাতে সুধার ধারা।
আমি পাঁচকে নিয়ে করি সদাই, সংসারেতে ঘোরা ফেরা॥
আমাকে মা ধরে সবাই, দিয়ে মায়ার শক্ত বেড়া।
সেই বেড়া কেটে পালায় কেবল, সেই বেড়ার মর্ম্ম বোঝে যারা॥
সংসারেতে এসে ললিত, দুঃখের ভাগী আগা গোড়া।
তার চার দিকেতে বংচঙ্গে সব, ভিতর কিন্তু খড়ে পোবা॥ (৪৩৩)

প্রসাদি সুর।

দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে।
সদা প্রাণের ভয়ে ডাক্‌ছে ছেলে॥
ছেলের মায়া ভুলিস্ না মা, বারেক এসে করনা কোলে।
ওমা দেখুক জগৎ মা যে কেমন, সকল কষ্ট যাক্‌না চ'লে॥
পাঁচে মিলে ঘর বেঁধেছে, তার ছটা রিপু চিরকেলে।
তারা সবাই সমান দিচ্ছে যে টান, সেই টানে প্রাণ সদাই জ্বলে॥
মনের ঝোঁকে কর্ম্ম ক'রে, চূন কালি সব মাখ্‌ছে গালে।
যদি আস্‌তে যেতে হয় চিরকাল, দেখব কত কালে কালে॥
সংসারে দিন ফুরিয়ে এলে, কাল এসে যে ধরবে চুলে।
তখন ললিত যে তোর কোলের ছেলে, এটা না বলিস্ ত ফেলবে গোলে॥
(৪৩৪)

প্রসাদি সুর।

দেখিস ও মা শুভঙ্করী।
আমি মা মা ব'লে চিরকালটা, করতে যেন পারি জারি॥
মনে জ্ঞানে খেটে খুটে, এইটি ভিক্ষা সদাই করি।
যেন সুখ ও দুঃখ সমান করে, থাক্‌তে পাই তোর চরণ ধরি॥
প্রাণ ভরে শ্রীদুর্গা ব'লে, এই কর্ম্ম সাগর যেন তরি।
ও মা সদাই আমি তোকে যেন, ডাকার মত ডাক্‌তে পারি॥
সংসারেতে চারি দিকে, জাগা ঘরে হচ্ছে চুরি।
তোর কৃপাকণা পেলে তারা, সেই চোরের ভাঙ্গব বাহাদুরি॥
লোভ দেখালে লোভে প'ড়ে, বাড়ে আশা ভয়ঙ্করী।
কিন্তু আর কত তুই ভোলাবি মা, ললিত যে তোর আজ্ঞাকারী॥ (৪৩৫)

প্রসাদি সুর।

আমার কর্ম্ম হ'ল সর্ব্বনেশে।
ওমা সব দিকেতে গোল বাধিয়ে, ডুবিয়ে দিবি অবশেষে॥
কাজের যে নাই কুল কিনারা, কিছুতে মা হয়না নিসে।
তাই কর্ম্ম সাগর মাঝে প'ড়ে, চক্ষেতে মা লাগছে দিশে॥
আমি দিশে হারা হ'য়ে কেবল, অতল জলে বেড়াই ভেসে।
ওমা তার মাঝেতে করছে খেলা, পাঁচটা ভুতে মিলেমিশে॥
মনের দুঃখ কাকে বলি, যে শোনে মা সেই যে হাঁসে।
হেথা কর্ম্মফল যে কেমন ধারা, আপনা হ'তে দেখছে দশে॥
কর্ম্ম ডুরি বাঁধা ললিত, কর্ম্মফল সব ভুগছে বসে।
ওমা সব যাতনা সইছে সে যে, তোর ঐ চরণ পাবার আশে॥ (৪৩৬)

প্রসাদি সুর।

আর কর্ম্মভোগ মা করব কত।
ওমা আর আমায় ঘুরাবি কত ॥
সংসারেতে এসে তারা, ঘুরছি আমি অবিরত।
ওমা কাজ পেয়ে কাজ বেড়ে গেল, কর্ম্মফলে হ'য়ে রত ॥
অন্ধের মত মন ছুটেছে, কিছুতে নয় প্রতিহত।
ওমা অবশেষে আপন দোষে, ফল যে ফলবে বিপরীত ॥
এত দুঃখ পাবে কি মন, হ'য়ে মা তোর অনুগত।
আর তোর ললিতকে দেখবি না কি, তার ক্রমে এ দিন হচ্ছে গত ॥

(৪৩৭)

প্রসাদি সুর।

আজ মন মেতেছে অহংকারে।
তাই আশার আশা বাড়িয়ে কেবল, ঢুক্‌ছে ছুটে অন্ধকারে ॥
হিংসা বৃত্তি মনে উদয়, তাই নিয়ে সে মরছে ঘুরে।
আজ পরের ভাল দেখলে পরে, সেটা কি সে সইতে পারে ॥
যে বোঝে মা ভবের খেলা, সে হ'য়েছে ভব ঘুরে।
তার নিজের দোষে আপনা হ'তে, সুখ আর শান্তি পালায় দূরে ॥
এম্নি আমার কপাল হ'ল, ভাল কথায় মাথা ঘোরে।
কেউ বুঝিয়ে দিতে এলে আবার, ইচ্ছা হয় যে যাই মা স'রে ॥
এই কি শিক্ষা দিতে আমায়, এনেছিস মা এ সংসারে।
যদি কৃপা চক্ষে না দেখিস্ মা, তাহলে তোর ললিত মরে ॥
তোর নাম গেয়ে মা সে যে কেবল, এ সংসারে বেড়ায় জোরে।
ও মা একটি সুখ তার যা ছিল শেষ, কাল যে সেটা নিলে হ'রে ॥ (৪৩৮)

প্রসাদি সুর।

আমার বুক ফাটে ত মুখ ফোটেনা।
ওমা পাঁচের খেলা দেখে হেথা, আপনার ব্যথা মন বলেনা॥
সংসারেতে এসে এখন, করছি কেবল দিন গণনা।
ওমা কর্ম্মফল যে সঙ্গে আছে, সেটা কিন্তু কেউ বোঝেনা॥
পরের ভাল দেখে দেখি, মনে বাড়ে কত কামনা।
আবার সেগুলি না পূর্ণ হ'লে, ভোগ করে সে যম যাতনা॥
দেখে শুনে ভাবছে ললিত, সময় এলে কেউ রবেনা।
তার শেষের দিনে যেন আবার, করিস্‌না মা তুই ছলনা॥ (৪৩৯)

প্রসাদি সুর।

তারা তোমায় ডাকব কেনে।
যদি আপনার কর্ম্ম আপনি ভুগে, দিন কাটাব এমন দিনে॥
আমার সকল দুঃখ দূর হবে মা, তোমার দুর্গা নামের গুণে।
তোমায় করব স্মরণ ধরব চরণ, যতন করব মনে মনে॥
এই সংসারেতে এনে তারা, যা করাও মা তাই যে করি;
তবে দুঃখের সুখের ভাগী হেথা, কর আমায় অকারণে॥
মায়াতে ভুলায়ে শিবে, বেঁধে রেখেছ মা সবে;
কিন্তু ভোগাও যদি কর্ম্মভোগে, শেষের উপায় পাই কেমনে॥
মায়ে পোয়ে কর্ম্ম যত, কিছুতে নয় প্রতিহত;
ওমা ধরাধরি অবিরত, হ'তেছে মা সঙ্গোপনে॥
পরকে হেথা ক'রে আপন, দেখাও হেথা কত স্বপন;
ওমা অবশেষে হ'য়ে কৃপণ, হরণ কর গুপ্তধনে॥
ললিতের এই ভিক্ষা কেবল, আপন ছেলে লও মা চিনে।
যদি পরের দোষে কর দোষী, বিদায় দাও মা মানে মানে॥ (৪৪০)

প্রসাদি সুর।

তারা, তোমার ভরসা করি কিসে।
তুমি ঘরে বসে কর্ম্ম করাও, আবার তারই ফলে ভোগাও শেষে॥
পরের দায়ে দায়ী হ'য়ে, ভুগব যদি হেথায় এসে।
তবে তোমায় ডেকে কি হবে মা, কেন থাকি আশার আশে॥
কর্ম্মফল কে চাইছে তারা, লোভ দেখাও মা কেন হেঁসে।
ওমা কর্ম্মক্ষেত্র সাজিয়ে দিয়ে, মায়া দিলে সর্ব্বনেশে॥
এক মায়াতে জগৎ ভোলা, ভুলিয়েছ মা কৃত্তিবাসে।
তুমি মা হ'য়ে মা এমন কীর্ত্তি, শিখেছ কি বাপের দেশে॥
ভয় খেয়ে মা ডাকলে ললিত, লুকিয়ে তুমি থাক ব'সে।
সকল জেনে শুনে শেষের দিনে, তুমি করবে পরের দোষে॥ (৪৪১)

প্রসাদি সুর।

মা এত কঠিন তুই হলি কিসে।
হেথা ছ'জন করে ছেলের শাসন, দেখছিস কি মা ব'সে ব'সে॥
মায়ায় প'ড়ে কাজ ভুলে যাই. হয়না কোন কাজের নিসে।
ও মা আপন পর কে বুঝতে দেয়না, এম্নি ভুলিয়ে রাখছে দশে॥
সঙ্গ দোষে পড়ে মাগো, মিলন হচ্ছে বিষে বিষে।
আমার আঁধার ঘরে চোর ঢুকেছে, ধরতে গেলেই দেখে হাঁসে॥
ঘরে বাইরে পাঁচের খেলা, ঘুরছে ফিরছে মিলে মিশে।
তারা সবাই সমান নাই কিছু টান, তাই মেতেছে সব রঙ্গরসে॥
ছেলের মায়া ভুলেছিস মা, আমার পোড়া কপাল দোষে।
নইলে ললিত দুঃখ পায় কি এত, দিন কাটায় কি পরের বশে॥ (৪৪২)

প্রসাদি সুর।

ছেলেকে মা থাকে ভুলে।
এটা শুনি নাই মা কোন কালে॥
পাঁচ রকমের দায় দিয়ে মা, ফেলেছিস যে গণ্ডগোলে।
সেটা কাটবে কিসে অবশেষে, মা যদি না দেখে ছেলে॥
কাজের দায় মা দিনে দিনে, বাড়ছে হেথা কতই ছলে।
সেটা আপনা হ'তে কম্‌বে না মা, আরও বাড়বে কর্ম্মফলে॥
মা যে চেনে আপন ছেলে, এ কথা যে চিরকেলে।
কিন্তু তোর দেখি মা সব যে নূতন, তাইতে প্রাণ যে সদাই জ্বলে॥
আর কেন ছল করিস তারা, কত তোকে বোঝাই ব'লে।
ও মা দেখিস যেন ললিত কে তোর, ভুলিস না শেষ সময় এলে॥ (৪৪৩)

প্রসাদি সুর।

আর কত মা করবি খেলা।
হেথা সর্ব্ব ঘটে বিরাজ করে, অঘটন মা দেখাস মেলা॥
খুঁজতে গেলে লুকোচুরি, পাঁচ রকমে করিস ছলা।
কভু লুকিয়ে থেকেও সাড়া দিয়ে, ঘর ভেঙ্গে দিস্ থাকতে বেলা॥
নিজের কর্ম্ম নিজে করাস, তবু ভোগাতে ফল রাখিস তোলা।
আবার মনের কথা বল্‌তে গেলে, দেখা দিয়ে সাজিস কালা॥
অনন্ত সংসারের মাঝে, মায়ায় বাঁধা সবার গলা।
হেথা কিছুরই যে আদি অন্ত, দেখতে পাইনা এইত জ্বালা॥
ঘরে বাইরে ভেদাভেদ কি, দেখেনা মন এতই ভোলা।
আবার ললিত বুঝিয়ে বল্‌তে গেলে, শোনে না মা তার সে সলা॥ (৪৪৪)

প্রসাদি সুর।

তোর মনটি তারা কিসে গড়া।
দেখি কখন তুই কোমল হ'স্ মা, আবার কখন যে অতি কড়া॥
জন্ম হতে এ সংসারে, কর্ম্ম করি সৃষ্টিছাড়া।
আমায় কর্ম্মভোগের মাঝে ফেলে, ভোগাচ্ছিস মা আগাগোড়া॥
কভু সদয় হ'লে হৃদয় মাঝে, উদয় হ'য়ে দিস মা সাড়া।
তখন অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে, আমার ভাঙ্গা কপাল লাগাস্ জোড়া॥
যখন খেলার ঘরে পুতুল খেলি, খুঁজতে যাই তোর পাড়া পাড়া।
অম্নি দেখতে পাই মা ছটা রিপু, ধরতে আমায় আছে খাড়া॥
হেথা কত কাল মা শক্ত করে, দিয়ে রাখ্‌বি মায়ার বেড়া।
আমার এম্নি কপাল নাই কালাকাল, ঘরে বাইরে খাচ্ছি তাড়া॥
তোর নামগুলি সব দেখি মা গো, দুঃখী জনের হেমের ঘড়া।
সেটা জেনেও ললিত সব ভুলে যায়, এম্নি তার মা কপাল পোড়া॥ (৪৪৫)

প্রসাদি সুর।

ওমা আর কত কাল বেড়াই ছুটে।
কেবল পরের বোঝা ব'য়ে আমি, শেষকালে মা হলাম খুঁটে॥
এ সংসারে কত রকম, দেখছি আমি ঘটে পটে।
সেটা দেখতে গেলে ভ্রম বাড়ে মা, গোল বাধায় এক মায়া জুটে॥
যে জন তোকে ধরতে যায় মা, এ সকল দায় কেটে কুটে।
তাকে অন্ধ ক'রে অন্ধকারে, এনে তুলে দিস্ মা লাটে॥
তোর নাম যে সদাই কানার নড়ি, ধরতে কেউ মা চাইলে এঁটে।
তাকে ঠকিয়ে দিয়ে সব নিবি তার, সে মরবে পরের বেগার খেটে॥
পরের দায়ে ললিত দায়ী, দাঁড়িয়ে আছে করপুটে।
একবার দয়া ক'রে দেখমা তারে, রক্ষা করনা এ সঙ্কটে॥ (৪৪৬)

প্রসাদি সুর।

কালী কালী মন বলনা।
হেথা সব যে মিছে তপ ও জপ, আর তন্ত্র মন্ত্র আরাধনা॥
অহং তত্ত্ব না বুঝে মন, কোন কাজের ফল হবে না।
আমার ঘরে বাইরে কি ধন আছে, সহজেতে কেউ দেখেনা॥
যাগ যজ্ঞ করতে গেলে, মিছে করতে হয় কামনা।
যাতে লাভের জন্য তাড়াতাড়ি, সে কাজেতে ফল পাবেনা॥
সৃষ্টি ছাড়া কর্ম্ম নিয়ে, কর কেবল দিন গণনা।
হেথা যার যা কর্ম্ম সে বোঝে সব, পাঁচে কিন্তু তাও বোঝেনা॥
ললিত বলে আপনা হ'তে, কার্য্য কারণ হয় যোজনা।
মিছে ফলের আশা ছেড়ে এখন, কর মায়ের নাম সাধনা॥ (৪৪৭)

প্রসাদি সুর।

সব পাবি মন আপন ঘটে।
যদি দেখিস্ একবার মায়া কেটে॥
কর্ম্ম নিয়ে তাড়াতাড়ি, মরিস কেবল খেটে খেটে।
ওরে তার মাঝেতে সঙ্গোপনে, গোল করে সব মায়া জুটে॥
ছটা রিপু ঘরের ভিতর, তারাই নিচ্ছে সকল লুটে।
তোর লাভের কড়ি কেড়ে নিয়ে, অবশেষে তুলছে লাটে॥
পাঁচের সঙ্গে মিলন হ'য়ে, সংসারে তুই হলি খুঁটে।
তারা সবাই মিলে মায়ার ছলে, তোর যে ধরে আছে জটে॥
যে দিন কাটিয়ে মায়া দেখতে যাবি, কি আছে সব ঘটে পটে।
ওরে সেই দিনেতে হেলায় ললিত, রক্ষা পাবে এ সঙ্কটে॥ (৪৪৮)

প্রসাদি সুর।

মন চলরে যাইরে ঘরে।
আর কাজ কিরে তোমার পরে পরে॥
বিপথ ছেড়ে সুপথ ধর, শম ও দমকে সঙ্গে ক'রে।
ও মন পাঁচ নিয়ে পাঁচ থাকুক হেথা, তারা কি আর করতে পারে॥
পথের কোন ভ্রম হ'লে মন, মায়ের দোহাই দিও জোরে।
কর নামের সাধন ভাঙ্গবে স্বপন, যে নাম শুনে শমন ডরে॥
সংসারে সব ধন রত্ন, তুচ্ছ ভেবে দেখ তারে।
ও মন পরম ধন যা হৃদে আছে, তার মত আর পাবে কারে॥
লোভ মোহ আদি রিপু, সব লুটে লয় তোমায় ধ'রে।
তারা সঙ্গোপনে থাকে সদাই, ধরতে গেলে যায় যে সরে॥
স্বকর্ম্ম সব ভুলে ললিত, ব্যস্ত আছে মায়ার ঘোরে।
যদি আমার কথা না শোন মন, থাক্‌বে চির অন্ধকারে॥ (৪৭৯)

—

প্রসাদি সুর।

কি পেলি মন খেলার ঘরে।
কিছু নাই যে সত্য পরম তত্ত্ব, মত্ত হলি পরে পরে॥
কর্ম্ম নিয়ে রইলি ডুবে, পথ ভুলেছিস অহংকারে।
হেথা যত আপন মায়ার স্বপন, কেন অকারণ মরিস্ ঘুরে॥
রিপু ছটা আছে গোটা, তোরে খুঁটে করলে জোরে।
আবার ক'রে বিভাব বাড়ায় অভাব, এম্নি স্বভাব দেখায় তোরে॥
পুতুল খেলা দিনের বেলা, যাস্ সন্ধ্যার টানে অন্ধকারে।
ওরে বাড়লে বিকার সব যে আঁধার, এটা ভেবে দেখিস্ ফিরে॥
আজ ললিতকে তুই ডুবিয়ে দিলি, সব ভোলালি মায়ার ঘোরে।
একবার সব ছেড়ে মন বস্‌বি কি তুই, তোর ব্রহ্মময়ীর চরণ ধরে॥ (৪৫০)

প্রসাদি সুর।

বলনা রে মন কালী কালী।
ওরে দেখনা হৃদে মুণ্ডমালী॥
অহংকারে মত্ত হয়ে, অহং তত্ত্ব সব ভোলালি।
ওরে পরে পরে বাঁধা পড়ে, মায়ার কূপে শেষ ডোবালি॥
মা আমার সে সর্ব্বময়ী, চেয়ে দেখতে যত বলি।
ওরে সে দিকে তোর লক্ষ কোথা, পর নিয়ে তুই ব'য়ে গেলি॥
গণ্ডগোল তোর ঘরের ভিতর, দেখনা বারেক ঘরটা খুলি।
ক্রমে মায়া মোহ বাড়িয়ে কেবল, সব দিকে তুই শেষ মজালি॥
ফলের আশায় কর্ম্ম করে, এম্নি ধারা ফল ফলালি।
হেথা কেউ কারও নয় সব দিকে ভয়, ললিতকে তুই এই দেখালি॥
(৪৫১)

প্রসাদি সুর।

মন কেনরে খাটাখাটি।
ওরে সব ছেড়ে তুই লক্ষ করনা, মায়ের যুগল চরণ দুটি॥
সংসারেতে খাট্‌বি কদিন, তোর দেহ যে রোগের কুটী।
কবে সব ফেলে তোয় যেতে হবে, যতই করনা আঁটাআঁটি॥
সদা অন্ধকারে ঘুরে ফিরে, কার্য্য কারণ বুঝবি কটি।
তুই আপন দোষে সব ভুলেছিস, আপনা হতেই হলি মাটী॥
এই সংসারে তোর যারা আপন, তাদের সঙ্গেই কাটাকাটি।
হেথা ঠকিস যত বকিস তত, শেষে বুঝিস মোটামুটি॥
আজ ললিতের তুই কথা শুনে, চলনা পথে গুটী গুটী।
দেখবি পথের মাঝে গোল হবেনা, অনায়াসে পাবি ছুটী॥ (৪৫২)

প্রসাদি সুর।

আমি সব হারালাম কালের বসে।
আমার করবি কি মা অবশেষে॥
ছটা রিপু করে আরি, দেখছি মাগো ব'সে ব'সে।
আমার থাক্‌লে মা হাত, তাদের নেহাৎ, রাখতাম ঘরের কোনে ঠেসে॥
ফলের লোভে কর্ম্ম ক'রে, চক্ষেতে মা লাগল দিশে।
তাই দিশে হারা হ'য়ে তারা, অগাধ জলে যাই যে ভেসে॥
যে ঘরেতে বাস করি তায়, মায়া হ'ল সর্ব্বনেশে।
হেথা মায়ায় বাঁধা চক্ষে ধাঁধা, বাধা সকল কাটাই কিসে॥
পাঁচের সঙ্গে মিসে আমি, ধরা দিলাম আপন দোষে।
ওমা ধরা দিয়ে সব হ'ল গোল, মজলাম মিছে রঙ্গ রসে॥
চিরদিন কি থাক্‌ব মাগো, এই পরের সঙ্গে মিলেমিসে।
তোর ললিতকে কি দেখবিনা মা, রাখবি কেবল আশার আশে॥ (৪৫৩)

প্রসাদি সুর।

একি আমায় করলি শিবে।
ওমা মলাম আমি ভেবে ভেবে॥
তোর কাছে যে আর্জ্জি দিলাম, সেটা মাগো শুনবি কবে।
হেথা পরের বেগার খেটে খুটে, আমার কি মা এদিন যাবে॥
সঙ্গ দোষে পড়েছি মা, তারাই শেষের সঙ্গি হবে।
দিয়ে মায়া বেড়ি লাভের কড়ি, ভাগ ক'রে সব তারাই নেবে॥
যাদের জন্য খেটে মলাম, তারাই শত্রু সেজে রবে।
আমার চক্ষে জল যে পড়ছে এখন, সে দিকে কি তারা চাবে॥
শেষে কত ফাঁকি বার ক'রে মা, ললিতের যে মাথা খাবে।
তাই সময় থাক্‌তে ডাক্‌ছি তোকে, মা তুই এলে সব সুখের হবে॥ (৪৫৪)

প্রসাদি সুর।

কে জানে গো কেমন তারা।
হেথা আগম নিগম পুরাণ যত, বলে মা কে নিরাকারা॥
সাকার রূপে দেখতে মাকে, ভেবে ভেবেই জগৎ সারা।
মায়ের কর্ম্ম দেখে ধরতে গেলে, গোল হ'য়ে যায় আগাগোড়া॥
আকার ভেদে বিকার বাড়ে, মায়ের খেলা এম্নি ধারা।
কিন্তু মহাশক্তি শিবের উক্তি, যাতে জগৎ করে ঘোরা ফেরা॥
পরম ব্রহ্ম রূপেতে মা, এই জগতের যে সারাৎসারা।
আবার মায়া মোহ কেটে মা হয়, ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা॥
কর্ম্মে বাধ্য হয়ে সবাই, হারায় যে সার নয়ন তারা।
তাই লেগে দিশে হয়না নিসে, চক্ষে কেবল বহে ধারা॥
ললিত বলে এক ক'রে সব, মাকে আমার দেখবে যারা।
শেষে মায়ের কোলে উঠবে তারা, শেষ্ কাটিবে বাঁধন মায়ার ঘেরা॥

(৪৫৫)

প্রসাদি সুর।

মা করব কি তোয় দিয়ে খোঁটা।
কিন্তু শিবের বচন কাল নিবারণ, মানবি কি না মানবি সেটা॥
সংসারে সং সেজে বেড়াই, কাজের দোষে কপাল ফাটা।
মাগো তোর কৃপা না হ'লে পরে, কি ক'রে শেষ্ হব গোটা॥
তেতালার উপরে মাগো, গুপ্ত আছে ব্রহ্ম কোটা।
ও মা সেথা তুই যে বিরাজ করিস, দেখতে গেলেই বাধে লেটা॥
আমার কাজের প্রধান রিপু, হ'য়েছে মা রিপু ছটা।
তাদের একটা কে মা বাঁধতে গেলে, বেড়ে ওঠে বাকি কটা॥

আপনার ঘরে পর সেজেছি, তাইতে বুদ্ধি হ'ল মোটা।
আবার ঘর ছেড়ে পথ ধরি যদি, মায়া হয় সেই পথের কাঁটা॥
তোর ললিতের দুঃখের কথা, মাগো ও মা শুনবি কটা।
সে যে প্রাণের জ্বালায় জ্বলছে সদাই, ধরবে শেষে যমের ভটা॥ (৪৫৬)

প্রসাদি সুর।

কত সইবি রে মন এই যাতনা।
আর ছাড়না রে তোর সব কামনা॥
হেথা যাদের সঙ্গে আছিস মিলে, তারাই করছে নেনা দেনা।
ওরে এত দেখেও বুঝলি না তুই, অবশেষে সাজলি কানা॥
কোনটা সুপথ কোনটা বিপথ, তোর যে সকল আছে চেনা।
ওরে কার্য্য কারণ দেখবি কেন সেটা দেখতে করি মানা॥
সকল কাজের বাধা বিঘ্ন, আছে কত আপনার জনা।
তাদের আপন ক'রে মায়ার ঘোরে, ঘুচল না তোর আনা গোনা॥
অহংকারে লোভ বেড়েছে, আর যে রে তোর দিন চলেনা।
ওরে কেন এ ভাব কিসের অভাব, একে একে মিলিয়ে দেনা॥
পাঁচের মধ্যে পাঁচ ভাব আছে, ললিত কি সেই পাঁচের কেনা।
একবার সব ছেড়ে তোর মাকে এখন, প্রাণ ভবে মন ডেকে নেনা॥
(৪৫৭)

প্রসাদি সুর।

তারা তোমার একি ধারা।
তোমার গুণগান মা কর্ত্তে গেলে, চক্ষে কেন বহে ধারা॥
খুঁজতে তোমায় গেলে মা গো, দেখি তুমি নিরাকারা।
কিন্তু তোমার অভাব হয় যাতে মা, সেই হয়ে যায় সৃষ্টি ছাড়া

তুমি আত্ম বসে রেখে সকল, বাঁধ দিয়ে মায়ার ঘেরা।
ওমা তোমার মায়ায় করে সবাই, তারই মধ্যে ঘোরা ফেরা॥
জগৎকে মা আপনার ভেবে, সংসার নিয়ে সবাই সারা।
ওমা ঘর বেঁধে ঘর করতে গিয়ে, হারাতে হয় নয়ন তারা॥
সমান ভাবে চলছে জগৎ, দেখছে ললিত আগাগোড়া।
তুমি মনের মত না হ'লে মা, ভয় যাবে কি শম্ভুদারা॥ (৪৫৮)

প্রসাদি সুর।

আমার এখনও মা অনেক বাকি।
আমি দেখতে পাচ্ছি চ'খোচকি॥
কাজ ক'রে ফল চাইনা আমি, না পেলেই যে হই মা সুখী।
ও মা ফলের ভাগী হতে গেলেই, কত চলে যায় যে মেকি॥
ক্রমে দিন মা যাচ্ছে যত, তত কাল যে মারছে উঁকি ঝুঁকি।
শেষে আপনার জনে আপন সেজে, সব যে আমায় দেবে ফাঁকি॥
হেথা মনের মত যে পাবেনা, সেই যে করবে রোকারুকি।
তখন তোর ললিতকে ফেলবে একা, সার হবে মা ডাকাডাকি॥ (৪৫৯)

প্রসাদি সুর।

কত কাল মা থাকবে হাসি।
হেথা পাঁচে পাঁচের খেলা দেখে, আপনা হতে হচ্ছে দোষী॥
লক্ষ রইল ফাঁকে ফাঁকে, বাকির দায় যে বাড়ছে বেশী।
আমার হিসাব কালে বিষম দায়ে, ফেলবি মা তুই ঘরে বসি॥

অন্ধকারে লুকোচুরি, অন্ধের মত ঘুরছি আমি।
তবু ছল করে সব কেড়ে নিয়ে, শেষ্ হবি তুই সর্ব্বনাশী॥
আমি যে নাম গেয়ে দিন কাটিয়ে, আনন্দসাগরে ভাসি।
সেই নামের মর্ম্ম বুঝব যে দিন, সেই দিন ঘুচবে দ্বেষাদ্বেষী॥
ললিত বলে দেখব কত, দেখলে মন যে হয় বিলাসী।
ক্রমে সোজা ক'রে সব দেনা মা, তোকে দেখি ব'সে দিবানিশি॥ (৪৬০)

প্রসাদি সুর।

মন কত রে বেড়াস হেসে।
একবার ভাব দেখি তুই আপন দশা, কি হবে তোর দশার শেষে॥
কালের কর্ম্ম কাল বোঝে সব, তুই সেটা মন বুঝবি কিসে।
পেয়ে মর্ম্মে ব্যথা হেথা সেথা, সমান হবি মিলে মিশে॥
পাঁচের খেলায় পাঁচ ভুলেছে, একে একে দেখনা এসে।
কেন তত্ত্ব কথা ভুলে এখন, ডুবছিস্ কেবল রঙ্গ রসে॥
যতন করে খেটে মরিস, শেষে রতন পাবার আশে।
কিন্তু মায়ায় বাঁধা লাগায় ধাঁধা, বাধা তোর যে সর্ব্বনেশে॥
সোজা পথ তুই ধরে চ না, পথ দেখাবে ললিত ব'সে।
নইলে কর্ম্মভোগের মাঝে পড়ে, লক্ষ পড়বে আশে পাসে॥ (৪৬১)

প্রসাদি সুর।

শমন তোমায় ভয় খাবনা।
আমি দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, করব মায়ের নাম সাধনা॥
দুর্গা মায়ের রাজ্যেতে বাস, মনের কিছু নাই কামনা।
আমার আপদ বিপদ সম্পদ যত, সবই মায়ের আছে জানা॥

মায়ের যুগল চরণ ধ্যানে, করি আমি দিন যাপনা।
আমার সুপথ বিপথ কোনটা হেথা, মায়ের কৃপায় আছে চেনা;
কাজের দোষ কাল পেলে তুমি, ধরে কর্‌তে চাও তাড়না।
হেথা কর্ম্ম আছে শত শত, কোন কাজের ধার ধারিনা॥
বাড়াবাড়ি করলে মাকে, বলব তোমার সব ছলনা।
এই ললিত যে মার কোলের ছেলে, তোমাকে কাল ভয় করেনা॥ (৪৬২)

প্রসাদি সুর।

আমি ভয় করিনা শমন তোরে।
আমার মা যখন এই ব্রহ্মময়ী, তোকে ভয় আর খাব কিরে॥
আমি সকল দায়ে অভয় পাইরে, মা মা ব'লে ডাকলে পরে।
সদা মায়ের চরণ ক'রে স্মরণ, দিন কাটাই রে আপন জোরে॥
যে দিকে চাই সেই দিকে মা, মায়ের খেলা জগৎ জুড়ে।
আমি হেলায় দুর্গা দুর্গা ব'লে, ভব সাগর যাব তরে।
আমি ছদিন থেকে মাকে ছেড়ে, দুঃখ পাচ্ছি ঘরে পরে।
এখন মনের মতন মা পেয়েছি, আর কি ছাড়তে পারি তাঁরে॥
মায়ের মায়া এম্নি ধারা, ছেলের সকল দুঃখ হরে।
দেখিস ললিত হেসে দুর্গা ব'লে, ভাসবে সে শেষ্ গঙ্গা নীরে॥ (৪৬৩)

প্রসাদি সুর।

কবে গো জননী নিবি নায়ে।
আমি আর কত কাল থাকব সয়ে॥
পাঁচের বোঝা মাথায় করে, পড়েছি মা বিষম দায়ে।
আমার আপন কর্ম্ম দোষে তারা, এমন দিন যে গেল ব'য়ে

হাট বাজারে বাজার করি, বেচি কিনি ভয়ে ভয়ে।
আমার লাভের কড়ি নাই কিছু মা, দিন ফুরাল চেয়ে চেয়ে॥
যাদের সঙ্গে কেনা বেচা, তারাই ঠকায় ব'লে কয়ে।
আমি দিন মজুরি করে বেড়াই, হিসাব মেলাই পায়ে পায়ে॥
আজ তোর ললিতের এই হল মা, দোষী হচ্ছে পায়ে পায়ে।
আয় মা বাকির হিসাব করি নারেক, ব'সে আমরা মায়ে পোয়ে॥ (৪৬৪)

প্রসাদি সুর।

মা সে নয়রে সামান্য মেয়ে।
ও মন দেখনা চাবি ধাবে চেয়ে॥
মায়ের দুর্গা নাম ক'রে মন, অভয় পাবি কালের ভয়ে।
ওরে কালের কাল মহাকাল, সে যে পড়ে মায়ের পায়ে॥
মা মা ব'লে ডাকলে পরে, ভয় থাকেনা কোন দায়ে।
ওরে মায়ের চরণ করে স্মরণ, সকল এখন থাকনা সয়ে॥
সংসার মায়ায় ভুলিস্ না মন, কত বোঝাই ব'লে কয়ে।
তাতে সেজে কালা হলি ভোলা, এমন দিন যে গেল ব'য়ে॥
মায়ের কৃপায় শেষের দিনে, ললিত উঠলে পারের নায়ে।
তোর সব যাবে গোল হয়ে সরল, দেখা হবে মায়ে পোয়ে॥ (৪৬৫)

প্রসাদি সুর।

তারা আর কি সময় আছে।
আমার অনেক দিন যে কেটে গেছে॥

মনের মত মন হলনা, কাজ করেছে বেছে বেছে।
আমার কপালের দোষ এম্নি ধারা, সব দিকে মা গোল করেছে॥
পাওয়া ধন যে হারাচ্ছে মা, কি হল যে তাও ভুলেছে।
কেবল মায়ায় পড়ে কানা হয়ে, সব কাজেতেই শেষ্ ঠকেছে॥
কাজের তরে ঘরে পরে, যাকে ধরি সেই সরেছে।
এখন পর এসে মা আপন সেজে, দখল ক'রে সব ব'সেছে॥
অহংকারে হলাম মাটি, মাটীর দরে সব যেতেছে।
সব খাটাখাটি বৃথা হ'ল মা, তোর ললিত যে এই বুঝেছে॥ (৪৬৬)

প্রসাদি সুর।

আমার আশা ভরসা সব ফুরাল।
ওমা ভূতের বেগার খেটে খেটে, এমন দিন যে ফুরিয়ে এল।
না হলাম মা বাপের ছেলে, মায়ার টানে টান ধরিল।
আমি কি ছিলাম কি হয়েছি মা, বুঝতে গেলেই গোল বাধিল॥
জন্ম হ'তে এক রকমে, পরে পরেই কাল কাটিল।
ওমা আজও আমি পরের হাতে, আপনার জন আর কৈ মিলিল॥
আপন বল্‌তে যারা আছে, তারাই আমায় সব ঠকাল।
ওমা আজও আমি ঠক্‌ছি হেথা, ঠকার শেষ মা কৈ আর হ'ল॥
কি যে শেষে হবে আমার, ভেবে ভেবেই প্রাণ যে গেল।
ওমা তোর ললিতকে এম্নি ক'রে, কত দিবি কাজের প্রতিফল॥ (৪৬৭)

প্রসাদি সুর।

ভাবতে আর মা কত পারি।
আমার জন্ম হ'তে এক ভাবেতে, চলেছি মা শুভঙ্করী॥
মানুষ হ'লাম পরে পরে, আজও পরকে আছি ধরি।
সব সুরু হ'ল পরের কৃপায়, এখনও মা তার ভিখারী॥
সোজা হ'তে দিলেনা মা, এম্নি হচ্ছে জারি জুরি।
আমি পাঁচের কাছেও পর সেজে মা, অন্ধকারে ঘুরি ফিরি॥
মায়ার টান মা এম্নি ধারা, মায়াই নিলে বাহাদুরি।
আমি একা এলাম একাই যাব, সেটা বুঝতে গোল যে ভারি॥
কি ব'লে মা বোঝাই তোকে, কত দুঃখ ভোগ যে করি।
কিন্তু পাঁচের চক্ষে সদাই সুখী, আত্ম পর সব আজ্ঞাকারী॥
সদাই ব্যথা পাচ্ছি বটে, তোর নাম গেয়ে সে ব্যথা সারি।
এখন তোর কৃপা না হলে তারা, ললিতের কেউ নাই শঙ্করী॥ (৪৬৮)

প্রসাদি সুর।

মা আমি যে তোর কোলের ছেলে।
আমি ভয় খাব কি ভয় দেখালে॥
আপনার ধনে করূলে দাবি, ঠকাতে চাস কতই ছলে।
আজও এত ভোলা হইনি মা যে, ঢুকব ভুলে গণ্ডগোলে॥
তন্ত্রের লিখন শিবের বচন, কত দিন মা থাকবি ভুলে।
তাঁকে যা বলেছিস তাই লিখেছেন, বাবার দোষ নাই কোন কালে
অন্ধকারে লুকোচুরি, এই দেখে মা মরি জ্বলে।
যেথা জ্যোতির প্রকাশ অশিব নাশ, সব আছে তোর পদতলে॥

চির দিন যে মায়ের আমি, বাপের হইনি কোন কালে।
কিন্তু মায়ে পোয়ে এই ব্যবহার, করলে কি আর এ দিন চলে॥
জোর করে তোর চরণ দুটি, ধরবে ললিত সময় এলে
যার মা মা বলে মন বুঝেছে, কি করে তার কর্ম্মফলে॥ (৪৬৯)

প্রসাদি সুর

কে আমি মা বলবি কিরে।
আমার নাইক আদি নাইক অন্ত, এই বুঝেছি ঘুরে ফিরে॥
ভেদাভেদ নাই জগৎ মাঝে, দেখতে প্রভেদ কয় সবারে।
হলে জগৎ ছাড়া আগাগোড়া, দিস্‌মা সব যে সমান ক'রে॥
এখন যেটা দেখছি চোকে, শেষে সেটা থাকবেনা রে।
ওমা আসতে গেলেই যেতে হবে, মন কি সেটা বুঝতে পারে।
গর্ভে থেকে ছিলাম যোগী, ভোগী হলাম এসে ঘরে।
ওমা কেটে নাড়ি মায়ার বেড়ি, পরিয়ে অগ্নি দিলি ধরে॥
কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী, মানব আদি সব পাঁচে করে।
কিন্তু পাঁচের দেহ গেলে পাঁচে, কেউ রবেনা ঘরে পরে॥
মা তুই বিনা যে জগৎ মিছে, তোকে ছাড়া সব যাবেরে।
আমার তুইই ব্রহ্ম তুইই কর্ম্ম, তুই মা ধর্ম্মাধর্ম্ম এই জানিরে॥
ললিত বলে কে আমি আজ, আপন ব'লে বলি কারে।
ওমা বুঝিয়ে দেনা থাকুক চেনা, শেষের দিনে ধরব তারে॥ (৪৭০)

প্রসাদি সুর।

মা আমি আর ঘুরব কত।
আমি জন্ম হতে আজও মাগো, ঘুরছি হেথায় অবিরত॥
কোন মতে স্থির যে নই মা, কিছুতে নই প্রতিহত।
ও মা মায়ায় বাঁধা অন্ধকারে, বেড়াই যেন কাণার মত॥
সংসারেতে দেখি যে মা, সঙ্গী মেলে শত শত।
তারা আপন সেজে কর্ম্ম করায়, শিক্ষা দেয় মা অনুচিত॥
এসেছি অনেক দিন মা, অনেক দিন যে হ'ল গত।
ও মা আরও কি তোর হয়নি সময়, রক্ষা করতে অনুগত॥
এই শেষ কটা দিন গেলে তারা, ধরবে যখন রবি সুত।
তখন কি হবে মা তোর ললিতের, সেই ভয়ে সে সদাই ভীত॥ (৪৭১)

প্রসাদি সুর।

আমি নই যে মা তোর তেমন ছেলে।
আজ ভয় খাব না চোক রাঙ্গালে॥
আমি তোকে ভয় আর খাব না মা, ঠকব না মা কোন কালে।
আমি জয় দুর্গা জয় দুর্গা ব'লে, কাল কাটাব অবহেলে॥
যে বোঝা তুই দিয়েছিস্ মা, তাই নিয়ে দিন যাচ্ছে চলে।
হেথা যা করাচ্ছিস তাই যে করি, তবু দোষী করিস কতই ছলে॥
পিতা হলেন যে সদাশিব, তোকে ব্রহ্মময়ী বলে।
ও মা এততেও এই দুঃখ যদি, কোন সাহসে উঠি কোলে॥
যদি তোর ললিতকে না দেখিস্ মা, শেষে না তুই করিস্ কোলে।
তবে শেষের দিনে তোর নাম গেয়ে মা, স্থান যেন পায় গঙ্গাজলে॥
(৪৭২)

প্রসাদি সুর।

কালী নাম যে বড় মিঠে।
তার মর্ম্ম কি মন বুঝবে শঠে ॥
প্রাণ ভরে মন ঐ কালীনাম, বলনা বসে করপুটে।
ওরে কালী কালী কালী বলে, দেখনা সে রূপ সর্ব্ব ঘটে ॥
কালীনাম মাহাত্ম্য তথ্য, কর্‌লে কি মন হ'সরে খুঁটে।
ঐ নামের তরি দেবে পাড়ি, পার হবি মন ভবের ঘাটে ॥
ওরে ঘরে পরে এ সংসারে, সেজে আছিস ভবের মুটে।
সদা বলনা দুর্গা কালী তারা, রক্ষা পাবি এ সঙ্কটে ॥
কালীনামে মত্ত হ'লে, সব সমান দেখবি এই ভবের হাটে।
মায়ের নামের গুণে এমন দিনে, কু সঙ্গী কি কোথাও জোটে ॥
ভব ভয়ে অভয় পাবি, মিছে মরিস কেন খেটে খেটে।
ওরে কালী কালী বল্‌লে ললিত, কালকে পাবি আপন কোটে ॥ (৪৭৩)

প্রসাদি সুর।

মন হ'লনা আজ্ঞাকারী।
হবে নগদ বিদায় শেষ্ শঙ্করী ॥
ফাঁকা কথায় মন বুঝলে পরে, হয় ফাঁকে ফাঁকে ধরাধরি।
ধরে দেয় যে বিদায় এই হল দায়, সরিয়ে দেয় মা দ্বারের দ্বারী ॥
ফাঁকা হুকুম নিয়ে তারা, ফাঁকে ফাঁকেই ঘুরি ফিরি।
ও মা সেই হুকুম যে শিল মোহরে, দিচ্ছে আবার হাতে করি ॥
সেটা দেখে তহশীলদার মা, মসিল ক'রে হ'ল অরি।
অমি কাল এসে মা সকাল সকাল, ধ'রে নিচ্ছে বাহাদুরি ॥
যা আমি মা ঘরে আনি, ছজন মিলে নিচ্ছে হরি।
ও মা তাদের শাসন না হয় যদি, একা কত সইতে পারি।
যেমন এলাম তেমি গেলাম, বাকি রইল দেনার কড়ি।
ক'রে দিন মজুরি তোর ললিতের, মিছে হ'ল ঘোরাঘুরি ॥ (৪৭৪)

প্রসাদি সুর।

ও মা মিছে মাথা কোটা কুটি।
সদাই অহঙ্কারে হলাম মাটি॥
স্বকর্ম্ম সাধন ক'রে মা, পথ চলেছি গুটি গুটি।
তাতে একটা বেচাল হ'লে তারা, কেঁচে যাচ্ছে পাকা ঘুঁটী॥
যে জন গিয়ে কর্ম্ম গুণে, ধরতে পারে শিরের খুঁটা।
সেই তরে গেল এবার মাগো, হেলাতে সে পেলে ছুটী॥
কামনা বাড়ায়ে সদা, বুঝে দেখি মোটামুটি।
ও মা সংসারে সং সাজলে পরে, সঙ্গী জোটে লক্ষ কোটি॥
আগম নিগম সুগম ভেবে, কিছুতে মা হয়না ত্রুটী।
কিন্তু ললিত জানে মনে মনে, তুই যে মা পাষাণের বেটী॥ (৪৭৫)

প্রসাদি সুর।

মন রে ভোলা কাজ জাননা।
কিসে ঘুচ্‌বে তোমার আনাগোনা॥
তুমি পরের বোঝা মাথায় ক'রে, করছ ব'সে দিন গণনা।
তোমার নিজের কর্ম্ম পরের হাতে, বারেক কিন্তু তাও ভাবনা॥
অহঙ্কারে হ'লে মাটি, লক্ষ কোটি তার ছলনা।
আজ ছল ক'রে সব তোমার নিয়ে, দেবে পরে যম যাতনা॥
বাড়িয়ে আশা ফলের নেশা, শেষের দশা কেউ দেখেনা।
ও মন ফল ফলে তার পরিপাটী, কাজের তরে হয় তাড়না॥
ললিত বলে কার্য্য কারণ, এখন কিন্তু কেউ বোঝেনা।
কেবল মিছে কাজে কাজ বাড়িয়ে, লোক দেখান হয় সাধনা॥ (৪৭৬)

প্রসাদি সুর।

দুর্গা নামের ফল যে এত।
হেথা সংসারেতে আপনা হ'তে, সব হ'য়ে যায় মনের মত ॥
মায়ের মায়া কেমন ধারা, মন বুঝে তা দেখবে কত।
সে যে কর্ম্ম ক'রে কাজের তরে, সব দিকে হয় প্রতিহত ॥
ফলের লোভী ফল ভিখারী, ফল পেতে চায় অবিরত।
শেষে সব যে বিফল পায় প্রতিফল, ফল ফলে তার বিপরীত ॥
দুর্গা নামে মত্ত যে জন, তার কাছে কাল হয় যে নত।
ওরে কালের কাল মহাকাল, সে যে মায়ের অনুগত ॥
ললিতের মন ভাবিস কেন, হয়ে মায়ের পদাশ্রিত।
যে জন দুর্গা দুর্গা ব'লতে জানে, ক'রবে কি তার রবিসুত ॥ (৪৭৭)

প্রসাদি সুর।

আর কত কাল বেড়াই ছুটে।
মা তুই এমন দিনে নিদয়া হ'য়ে, আমাকে শেষ করলি খুঁটে ॥
যাকে দেখি সেই যে আমায়, টানতে চাইছে আপন কোটে।
ও মা একবার কোটে পেলে অমি, সাজিয়ে দেয় মা তার যে মুটে ॥
মোট বয়ে প্রাণ গেল যে মা, ঘুরে মলাম ঘাটে মাঠে।
বারেক স্থির হ'তে মা চাইলে পরে, ধরছে অমি সটেপটে ॥
এই ক'রে দিন যাচ্ছে আমার, বলতে সদাই বুক যে ফাটে।
আবার একটু বেচাল হ'লে অমি, তুলে আমায় দেয় মা লাটে ॥
মনে মনে ইচ্ছা আমার, তোর শ্রীচরণ ধরি এঁটে।
কিন্তু কপাল দোষে সব হ'ল গোল, ছটা বিষম সঙ্গী জুটে ॥
প্রাণের দায়ে তোর এই ললিত, ভিক্ষা করছে করপুটে।
একবার আপন ছেলে দেখে নিয়ে, রক্ষা কর মা এ সঙ্কটে ॥ (৪৭৮)

প্রসাদি সুর।

মনের দুঃখ বলি কারে।
মা প্রাণ গেল যে ঘুরে ঘুরে॥
মায়ায় বেঁধে ঘুরিয়ে মারিস, ঘুরছি আমি জগৎ জুড়ে।
ও মা কিছুতে যে দিস্‌না শান্তি, জ্বলে মলাম ঘরে পরে॥
পাঁচের জন্য খাটি আমি, তার ফলাফল নিচ্ছে পরে।
ও মা কালের শাসন এম্নি এখন, ছটা রিপু বাড়ছে জোরে॥
মনকে কত বুঝাই আমি, পাঁচ কাজে সে সদাই ঘোরে।
মা তুই ঘরের ভিতর সদাই আছিস্, ধরতে গেলেই যাস্ যে সরে॥
মা গো ছেলের মায়া ভুলে এখন, দেখিস কি তোর ললিত করে।
ও মা সবাই তোকে দয়াময়ী, বল্‌ছে এখন কোন বিচারে॥ (৮৭৯)

প্রসাদি সুর।

সংসার কেবল মায়ার খেলা।
ও মা সবাই হেথা ঘুরে ফিরে হয় সুখের ভাগী থাকতে বেলা॥
পুত্র কন্যা বন্ধু জায়া, চারি ধারে দেখ্‌ছে মেলা।
তারা এম্নি মায়া বাড়িয়ে দেয় মা, বুঝতে দেয়না কোন ছলা॥
তার উপরে ধনের মায়া, হ'য়ে বসে পারের ভেলা।
ও মা সেই সকল যে মায়া দিয়ে, সবার বেঁধে রাখে গলা॥
কোন ক্রমে বুঝ্‌তে দেয়না, কি হবে সেই শেষের বেলা।
ও মা এই নিয়ে দিন কেটে যায় সব, নিজের কর্ম্ম থাকে তোলা।
ললিতের এই কথা মাগো, তুই ভোলালে জগৎ ভোলা।
ও মা সকল মায়া কেটে দিয়ে, অফলা গাছ করনা ফলা॥ (৮৮০)

প্রসাদি সুর।

মা তোকে ভয় আর কেউ কি করে।
মা তোর ধরব চরণ লব জোরে॥
চিরকালটা আমি হেথা, থাকব কি এই মায়ার ঘোরে।
আমার কাজের শেষ মা যেই হবে সেই. কাল যে নিয়ে যাবে দূরে॥
যা নিয়ে আজ আছি হেথা. কি হবে তার মায়া ক'রে।
ও মা শেষে সে সব কেউ রবেনা, কাছ থেকে যে যাবে সরে॥
শমন আমায় দিলে তাড়া, আপন ব'লে পাব কারে।
তখন সবাই ফেলে পালিয়ে যাবে, পড়ে থাকব অন্ধকারে॥
দিন যত মা যাচ্ছে হেথা, ততই রাখ্‌তে চাইছে ধরে।
যত পাঁচের বাড়ছে আঁটাআঁটি, ততই যে তোর ললিত মরে॥
(৪৮১)

প্রসাদি সুর।

বলব কত দুঃখের কথা।
তুমি মা হ'য়ে মা সব ভুলেছ, কিন্তু নাম ধরেছ জগন্মাতা॥
মায়ে যে সন্তানে ভোলে. শুনি নাই মা কোন কালে;
এখন যা আছে মা আমার ভালে, বাদ সেই বিমাতা যথা।
দেখি তিনি আমায় কৃপা ক'রে, স্থান দেন কি না এই কাতরে;
ও মা থাকব তাঁরই চরণ ধ'রে, তোমায় বলব না মা প্রাণের ব্যথা॥
তুমি যে পাষাণের মেয়ে, রয়েছ পাষাণী হ'য়ে;
তোমায় আর কত মা ব'লে কয়ে, কাল কাটাব আমি হেথা॥
পিতা হলেন সর্ব্বত্যাগী, শ্মশানবাসী পরম যোগী;
এই ললিতকে মা ক'রে ভোগী, যেতে মা দিলেনা সেথা॥ (৪৮২)

প্রসাদি সুর।

তারা তরী লাগাও ঘাটে।
আমি পার হবার যে আশায় তারা, দাঁড়িয়ে আছি করপুটে ॥
চৌদ্দ পোয়া তরী ল'য়ে, ভেসেছিলাম ভব সাগরে।
তাতে ছটা দাঁড়ি নাই কাণ্ডারী, ঘুরিয়ে ফেল্‌লে এ সঙ্কটে ॥
দিনে দিনে এলাম ভাল, গোল হ'ল মা সন্ধ্যা এলে।
ও মা অবশেষে ঝড় উঠে কি, ডুববে তরী এসে তটে ॥
কোথা যেতে এলাম কোথায়, ভাবছি চারিধারে চেয়ে।
ও মা এমন সময় দেখি যে কাল্, ধর্‌তে আস্‌ছে আমার জটে ॥
কার দোষে মা হ'ল এমন, কেউ যে বলে না মা এখন ;
আমি বুঝিনা সব কার্য্য কারণ, বল্‌ছি তারা অকপটে ॥
এখন ললিতকে মা কৃপা ক'রে, পার ক'রে দাও ভবের পারে।
ও মা কি দুঃখ তার মায়ার ঘোরে, বল্‌তে গেলে বুক যে ফাটে ॥ (৪৮৩)

প্রসাদি সুর।

মা কি সকল ভুলে গেলি।
যখন ভয় খেয়ে মা ডেকেছিলাম, তখন তুই কি বলেছিলি ॥
কি দোষ আমার পেয়ে হেথা, এখন তুই মা এমন হলি।
আমার কোন কথা তুই শুনিস্ না মা, আমি তোকে এখন যত বলি।
তোকে নিয়ে দিন কাটাই মা, যেমন চালাস্ তেমি চলি।
আজ তবে কেন বল দেখি মা, সকল দিকে মলাম জ্বলি ॥
হেথা ঘরেতে সুখ যা ছিল মা, ক্রমে সব যে কেড়ে নিলি।
ও মা অবশেষে আশায় ফেলে, আমায় এত দুঃখ দিলি ॥
যা দিয়েছিস ঘরে বাইরে, তা ছাড়া কি নূতন পেলি।
কেন আপন কাজে পর সাজিয়ে, তোর ললিতের মাথা খেলি ॥ (৪৮৪)

প্রসাদি সুর।

মা আমি ভয় খাব কেনে।
যখন ধ’রেছি মা তোকে চিনে॥
কাজের দোষ তুই পেলে মা গো, দুঃখ দিবি এমন দিনে।
সেটা সইব হেসে দেখব ব’সে, কত ভোগাস কঠিণ প্রাণে॥
তোর খেলা মা দেখ্‌ছি সকল, বুঝেছি সব মনে মনে।
শেষে ছেলের দুঃখ দেখলে পরে, সোজা হবি মায়ার টানে॥
সময় পেলেই সব কথা মা, বলব তোকে সঙ্গোপনে।
একবার দেখা হ’লে মায়ে পোয়ে, তোর রাঙ্গা চরণ লব টেনে॥
কালের ভয় যে আছে হেথা, সে কথা মন আর কি মানে।
হেথা কাজ ফুরালে ললিত মা তোর, বস্‌বে হেসে তোর চরণে॥ (৪৮৫)

প্রসাদি সুর।

মন জানে আর ধর্ম্ম জানে।
কেন দুঃখ বাড়ছে দিনে দিনে॥
কাল নিবারণ কর্ম্ম সাধন, ও মা কর্‌তে চেষ্টা প্রাণপণে।
কিন্তু কপাল দোষে অবশেষে, হই দুঃখের ভাগী মায়ার টানে॥
সংসার হ’ল বিষের লাড়ু, এটা কারও হয় কি মনে।
সেটার উপরেতে চিনি দেওয়া, খেলেই জ্বালা বাড়ে প্রাণে॥
যে জন বুঝ্‌তে পারে সেটা, তাকে দুঃখ দেবে কেনে।
আজ না বুঝে গোল বাড়ে সকল, লোভ বেড়ে যায় দেখে শুনে॥
মায়ায় বাঁধা ললিত হেথা, সে সব কথা কই সে মানে।
তার দিনে দিনে দিন যত যায়, মায়া বাড়ছে সঙ্গোপনে॥ (৪৮৬)

প্রসাদি সুর।

একবার দেখনারে মন মায়া কেটে।
ওরে কি ধন আছে আপন ঘটে॥
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা, বিরাজ করেন ঘটে পটে।
তাঁকে দেখ্‌তে জান্‌লে দেখ্‌তে পাবি, রক্ষা পাবি এ সঙ্কটে॥
কে তোর হেথা বুঝবি কিসে, গোল করে সব মায়া জুটে।
শেষে অন্ধকারে ঢুকে কেবল, দুঃখের জ্বালায় বুক যে ফাটে॥
পাঁচ কাজেতে ঘুরে এখন, পাওয়া ধন যে যাচ্ছে ছুটে।
তাই সকল দিকে কষ্ট পেয়ে, ইচ্ছা হয় যে পালাই ছুটে॥
ললিত বলে বাঁধা এখন, প'ড়েছিস মন আটে কাটে।
ওরে আর কি ছাড়িয়ে যেতে পারিস, ডেকে ঢেঁকে চলি খুঁটে॥ (৪৮৭)

প্রসাদি সুর।

আমায় রক্ষা কর মা শুভঙ্করী।
আমি জন্ম হতে ভুগছি হেথা, আর কত মা সইতে পারি॥
ওমা যেমন শিক্ষা দিলি আমায়, সেই মত সব কাজ যে করি।
তবে কি দোষে মা দুখী হলাম, বুঝিয়ে দিলে সে দোষ সারি॥
মায়ার ঘোরে ঘুরছে জগৎ, পরে পরে ধরাধরি।
আজ সে মায়া মা কাট্‌তে গেলে, বাড়ে পাঁচের জারিজুরি॥
সংসারকে মা সুখের ভেবে, হয়ে আছি এ সংসারী।
কিন্তু দুঃখ ছাড়া সুখ কোথা মা, আগাগোড়া জ্বলে মরি॥
তোর দয়া না হ'লে মাগো, এ বিপদে কিসে তরি।
ওমা তোর ললিতের কপাল দোষে, সব যে বিষম হয় শঙ্করী॥ (৪৮৮)

প্রসাদি সুর।

এই কি তারা ছিল মনে।
হেথা জন্ম হতে অশান্তি ভোগ, করব আমি নিশিদিনে॥
পলেক মাত্র শান্তি নাই মা, সদাই জ্বলে মলাম প্রাণে।
আবার তার উপরে কর্ম্মভোগ যে, করতে হয় মা জেনে শুনে॥
ধন দিয়ে তুই আমায় তারা, এত জ্বালা দিলি কেনে।
আমি যা ছিলাম তায় ছিলাম ভাল, কেন এতে নিলি টেনে॥
যে যাতনা সইছি আমি, পেয়ে মা এই তুচ্ছ ধনে।
সেটা ভাবতে গেলে বুক ফেটে যায়, বল্‌তে সকল পারব কেনে॥
এমন ধন কে চেয়েছিল, কেন আমায় দিলি এনে।
এখন তোর ললিতের ভিক্ষা, কেবল, বিদায় দে মা মানে মানে॥ (৪৮৯)

প্রসাদি সুর।

আরও কি মা দেরি আছে।
কবে যেতে পাব তোমার কাছে॥
সদাই প্রাণ যে জ্বলছে আমার, কত রকম ভোগ হতেছে।
আমার বাইরে সবাই দেখছে ভাল, ভিতর জ্বলে প্রাণ যেতেছে॥
কাজ নিয়ে মা ঘুরে মলাম, কাজে কাজেই সব গিয়েছে।
এখন আপন কর্ম্মে আপনা হ'তে, মন যে আমার ফল পেতেছে॥
তোর ছেলে এই ললিত যে মা, জগৎ জুড়ে এই রটেছে।
ও মা আরও কত ভোগাবি তায়, তোর এখনও কি মনে আছে॥ (৪৯০)

প্রসাদি সুর।

মা গো তারা ও শঙ্করী।
আমার কি দোষ পেয়ে বলনা তারা, করেছিস মা এ সংসারী ॥
যে দিন হ'তে জ্ঞান হ'য়েছে, হয়ে আছি আজ্ঞাকারী।
আমায় যেমন চালাস তেম্নি চলি, যা করাস্ মা তাই যে করি ॥
এখনও মা কাজ ফুরাতে, আরও কত আছে দেরী।
আমি কত দিনে হব মা তোর, চরণ ধুলার অধিকারী ॥
ললিতকে তোর পেয়ে একা, ছটা রিপু করছে জারি।
আমি এ বিপদে প'ড়ে তারা, তোর নাম গেয়ে যে সকল সারি ॥ (৪৯১)

প্রসাদি সুর।

তারা ভাঙ্গছে ক্রমে শিরের খুঁটী।
দেখি ক্রমে ক্রমে আমার দেহ, হ'তেছে মা রোগের কুটী ॥
দায়ে দায়েই দিন গেল মা, খেটে খেটেই হলাম মাটী।
আমার এমন সময় নাই কিছু মা, যে নিজের কাজে ক্ষণেক খাটি ॥
ছয় পেয়াদায় মসিল করে, বাড়ছে তাদের আঁটাআঁটি।
তারা জোর করে মা সঙ্গে চলে, কি ক'রে মা তাদের আঁটি ॥
পাঁচ দায়ে মা পড়ে আমি, পথ চলেছি গুটীগুটী।
আমি কত দুঃখে কাল কাটাই মা, তোকে আমি বলব কটি ॥
এখনও কি সময় হয় নাই, তোর ললিতকে দিতে ছুটী।
ও মা কি করে আজ সাহস করি, তুই যে মা পাষাণের বেটি ॥ (৪৯২)

প্রসাদি সুর।

ঘুচিয়ে দেমা ভবের লেঠা।
ওমা শিবের বচন তন্ত্রের লিখন, শুনবি কি না শুনবি সেটা॥
এই সংসারে মা কর্ম্ম যত, সব হয়েছে পথের কাঁটা।
ও মা কাজের দায়ে ভয়ে ভয়ে, কেউ যে থাকতে পায়না গোটা॥
পর নিয়ে ঘর বেঁধে তারা, সদাই খেতে হচ্ছে খোঁটা।
যার ছটা রিপু বেড়ে আছে, ঘর কি তার মা থাকে আঁটা॥
আসা যাওয়া ক'রে কেবল, বুদ্ধি হ'য়ে গেছে মোটা।
তবে সাহস কেবল এই আছে মা, তোর ললিত ব্রহ্মময়ীর বেটা॥ (৪৯৩)

প্রসাদি সুর।

তারা কি হবে মা শমন এলে।
তখন তুই যদি না দেখিস আমায়, সে যে নিয়ে যাবে চলে॥
ঘরে পরে এ সংসারে, দুখী হলাম কাজের ভুলে।
সব দেখে শুনে এমন দিনে, ঠকেছি মা মায়ার ছলে॥
দুঃখের ভাগী হ'য়ে তারা, সদাই আমি মলাম জ্বলে।
আমার কি হবে মা শেষের দশা, কেউ কি আমায় দেবে ব'লে॥
এ দিন ফুরালে ভুলিস্ না তুই, তুলে নিস্ মা তোর ঐ কোলে।
যেন কাল এলে সে দেখতে পায় মা, ললিত ব্রহ্মময়ীর ছেলে॥ (৪৯৪)

প্রসাদি স্থর।

মন ভয় করিস না কোন ভয়ে।
যার মা রয়েছেন ব্রহ্মময়ী, সে কি কাতর হবে ভয়ে॥
যত দুঃখ হ'ক না রে তোর, সকল দুঃখ থাকনা সয়ে।
সদা মায়ের চরণ করনা স্মরণ, অভয় পাবি সকল দায়ে॥
হেসে খেলে দিন কাটানা, মায়ের নাম তুই গেয়েগেয়ে।
এই জগৎ মাঝে সকল সাজে, মা রয়েছেন দেখনা চেয়ে॥
ললিত যে দিন শেষের দিনে, পারের ঘাটে উঠবে নায়ে।
সে দিন সব যে রে মন সোজা হবে, মিলন হবে মায়ে পোয়ে॥ (৪৯৫)

পসাদি স্থর।

মা দিন কারও নয় বশীভূত।
মা গো দিনে দিনে দিন চলে যায়, এই দীনের দিনও হচ্ছে গত॥
সহজেতে মন বোঝেনা, হলে মা গো প্রতিহত।
আবার পড়লে দায়ে দায় বেড়ে যায়, মন বোঝে তখন বিপরীত॥
বিপথেতে চলে এখন, মন হ'লনা মনের মত।
ও মা লাভের আশায় দিন কাটিয়ে; অলাভ বাড়ছে শত শত॥
কর্ম্মদোষে মা সব কাজেতে, ফলের ভাগী হব কত।
তাই ভয় বেড়েছে সব কাজে মা, তুই কি দেখলে হ'ত এত॥
মা হ'য়ে মা এমন দিনে, ভুলেছিস কি আপন স্থত।
ওমা জন্মাবধি ললিত যে তোর, হ'য়ে আছে পদাশ্রিত॥ (৪৯৬)

প্রসাদি সুর।

আর হেথা মা ঘুরব কত।
মা তোর সন্তানের নাই যে বিরাম, ঘুরে মরছে অবিরত॥
মনের ভ্রম যে বাড়ে বেশী, হলে মাগো প্রতিহত।
আবার লাভের আশায় লোভ বেড়ে যায়, ফল যে হয় তার বিপরীত॥
চোখের বাঁধা ঘুচল না মা, দিন যে ক্রমে হ'ল গত।
আপন কাজের ফলে মলাম জ্বলে, ভুলে যাই মা কর্ম্ম যত॥
হেথা চারিদিকে আঁধার কেবল, ঘুরে আমি দেখছি যত।
ও মা যদি করাস্ জ্যোতির প্রকাশ, পোরে মা আশ্ মনের মত॥
আপন প্রাণের ব্যথা মা গো, তোর এই ললিত বলবে কত।
ও মা দেখছি হেথা পেয়ে ব্যথা, ভুলেছিস তুই আপন সুত॥ (৪৯৭)

প্রসাদি সুর।

আর কত মা সইব প্রাণে।
আমায় লোভ দেখালি কাজ ভোলালি, গোল বাধালি সকল জেনে॥
পাঁচের উদয় পাঁচেতে হয়, শেষ্ পাঁচেই পাঁচকে নিচ্ছে টেনে।
আবার পাঁচ নিয়ে মা পাঁচাপাঁচি, কিসে বাঁচি এমন দিনে॥
অহঙ্কারে লক্ষ কোটি, আঁটাআঁটি ঘরের কোণে।
শেষে ঘর ছেড়ে মা গেলে পরে কার কোথা কে কেউ কি চেনে॥
কর্ম্মেতে মা ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্ম বুঝে দেখবে কেনে।
সেই কাজের ফলে ভাসায় জলে, মরি জ্বলে মনে মনে॥
আজ তোর ললিতকে ঠেকিয়ে দিলি, ভোগ বাড়ালি জেনে শুনে।
তাই মায়ার টানে পড়ে তারা, সার ভেবেছে অসার ধনে॥ (৪৯৮)

প্রসাদি সুর।

নাই মা তারা কাজের নেশা।
আমি পাঁচের ঘরে পাঁচকে পেয়ে, দেখ্‌ছি কেবল ভাসা ভাসা॥
আশী লক্ষ বেশ ধরে শেষ্, এই ঘরেতে হ'ল বাসা।
এখন কাজ দেখিয়ে ফাঁকি দিয়ে, ফলের বেলা হলি কসা॥
পাঁচের ছলে মনের ভুলে, দিনে দিনে বাড়ছে আশা।
তাতে এম্নি বাধা লেগেছে মা, বুঝতে দেয়না শেষের দশা॥
তোর ললিতের মনের ভিতর, পাঁচের মায়া রইল পোষা।
সেটা থাক্‌লে ঘরে ঘরে পরে, করবে কত মাজা ঘষা॥ (৪৯৯)

প্রসাদি সুর।

মন রয়েছিস আশার আশে।
তাই দেখে শুনে সব ভুলেছিস্ কিসে কি হয় বুঝবি কিসে॥
হেথা কর্ম্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি, ফলের তরে আছিস ব'সে।
সেই লোভে প'ড়ে সব গেল তোর, চক্ষে কেবল লাগছে দিশে॥
পরকে আপন ক'রে এখন, দিন কাটাচ্ছিস মিলে মিশে।
ওরে ভাঙ্গলে এ ঘোর থাক্‌বে কে তোর, আপনার কাকে পাবি শেষে॥
মায়ার ঘোরে ঘুরে ফিরে, দেখ্‌লি সকল মেজে ঘষে।
তাতে পেলিনা সার বাড়ল বিকার, করলি কিরে শেষের নিসে॥
আপনার ঝোঁকে দিন কাটালি, রইলি না তুই কারও বশে।
ওরে তোর দোষে এই ললিত মল, তাকে ডুবিয়ে দিলি সর্ব্বনেশে॥ (৫০০)

প্রসাদি সুর।

সংসার সদাই কুয়ের গোড়া।
তার সার হ'ল মা ধন রত্ন, তারই যত্ন আগাগোড়া ॥
যার ধন কিছু নাই তাকে সবাই, বলছে সদাই লক্ষ্মীছাড়া।
মা যার ধন ধান্যে ঘর পোরা আছে, সেই দিতে চায় মা ধনের নাড়া ॥
আপনার বলতে যারা আছে, তাদের চাই যে লক্ষ টাকার তোড়া।
এই সংসারেতে মায়া যত্ন, সবই যে এক ধনের ঘড়া ॥
রতন থাকলে যতন মেলে, ভাঙ্গা কপাল লাগে জোড়া।
যে দীন ভিখারী দুঃখ তারই, কেউ যে তাকে দেয়না সাড়া ॥
সদা দেখছে ললিত এ সংসারে, সবাইকার মা কপাল পোড়া।
হেথা কেউ কারও নয় সর্বদিকে ভয়, শেষ ভাগ্যে আছে যমের কোড়া ॥
(৫০১)

প্রসাদি সুর।

ধনের লোভ মা এম্নি ধারা।
ওমা তাই নিয়ে এই জগৎ সারা ॥
ধনের জন্য মায়া আদর, করছে পুত্র কন্যা জায়া।
যার মনের আশা না পোরে মা, সেই সে সদাই দিচ্ছে তাড়া ॥
ধনেতে মা বন্ধু মেলে, ধনে আপদ বিপদ সারে;
হেথা এম্নি ধনের গুণ আছে মা, আপন হয় যে শত্রু যারা ॥
ধন হলে মা গর্ব্ব বাড়ে, সকল কষ্ট যায় যে স'রে;
কিন্তু পরে পরে সবাই ধ'রে, করে কেবল নয়ন হারা ॥
সেই ধনের মাঝে তোর ললিত মা, করছে কেবল ঘোরা ফেরা।
তার শেষের দশা কি হবে মা, ভেবে ভেবেই হ'ল সারা ॥ (৫০২)

প্রসাদি সুর।

আমার চিরকালটা সমান গেল।
ও মা জন্ম হ'তে দুঃখ পেয়ে, দুঃখেতেই এ দিন ফুরাল॥
এলাম গেলাম তায় ভাবিনা, আমার হেথা কাজ কি হ'ল।
ও মা আপন ভেবে যতন করে, পর নিয়ে এই ঘর মজিল॥
যাদের আমি আপন ভাবি, তারাই আমায় সব ঠকাল।
তাদের আশা পূর্ণ না হলে মা, তারাই আবার পর সাজিল॥
লাভের তরে ঘরে পরে, টানাটানি সব করিল।
কিন্তু দিন ফুরালে যাব চলে, থাক্‌বে সেটার প্রতিফল॥
রং তামাসা দেখে মা তোর, ললিতের যে মন ভুলিল।
তার কপাল যেমন হচ্ছে তেমন, তাই মা এমন ফল ফলিল॥ (৫০৩)

প্রসাদি সুর।

তোর খেলার কে পাবে মা সীমা।
ওমা ব্রজপুলিনেতে গোপিনী ভোলাতে, শ্যাম হলি সেথা তুই মা শ্যামা॥
তুই কখন পুরুষ কখন প্রকৃতি, তোর কি মুরতি বুঝিবে কে মা।
ওমা যে রূপে যে ডাকে সেই রূপে তাকে, দেখা দিয়ে হ'স্ মনোরমা॥
শত কর্ম্ম করে হেথা ঘুরে ফিরে, মিলাবে কে আপন খরচ জমা।
দেখে কত অপরূপ তোর কি স্বরূপ, কিছুই মা তোর নাই উপমা॥
কর্ম্ম দোষে ডুবি ললিত হেথা আসি, কৃপা করে তারে কর মা ক্ষমা।
বারেক দেখা একাধারে হৃদয় মাঝারে, হরি হর দুর্গা কৃষ্ণ শ্যামা॥
(৫০৪)

প্রসাদি সুর।

শেষে করবি কি মা চরণ ছাড়া।
নইলে কেন আমি এ সংসারে, খাচ্ছি কেবল পাঁচের তাড়া॥
জেনে শুনে সেজেছি মা, ছয় সওয়ারের একলা ঘোড়া।
তারা ছ'জন করে টানাটানি, আর কি হবে সেটার বাড়া॥
ডাকের উপর ডাক চলেছে, ধরবে কবে খাড়া খাড়া।
আমার সব দিকে হয় কাজের দোষ মা, এম্নি আমার কপাল পোড়া॥
মনে মনে ললিত মা তোর, করছে কত ভাঙ্গা গড়া।
তাতে তোর কৃপা না হ'লে তারা, সমান থাক্‌বে আগা গোড়া॥ (৫০৫)

প্রসাদি সুর।

কে কার হেথা এ সংসারে।
সেটা বুঝতে আমার মন কি পারে॥
দিন কতকের তরে হেথা, ঘুরছে সবাই মায়ার ঘোরে।
কেবল দেখে স্বপন ভেবে আপন, কোলে টান্‌ছে সকলেরে।
ছায়াবাজীর ছায়া যেমন, খেলার পরে যায় যে সরে:
হেথা আদি অন্ত সব যে আঁধার, সব মধ্যে দেখায় প্রকাশ করে॥
সেই মত যে সব মা হেথা, কেউ কারও নয় ঘরে পরে।
কেবল সং সেজে সং সাজাতে সব, আস্‌ছে যাচ্ছে বারে বারে॥
এই জগৎ সংসার সকল মিছে, ললিত বুঝিয়ে বলবে কারে।
এক মায়ার টানে সবাই বাঁধা, তাই পরকে পর যে আছে ধরে॥ (৫০৬)

প্রসাদি সুর।

আমি কাজ হারালাম মায়ার বসে।
আমার এই ছিল কি অবশেষে॥
আমার দিন মজুরী দিনের কড়ি, খাচ্ছে পাঁচে ব'সে ব'সে।
হেথা কার্য্য কারণ না বুঝে মা, সব ভুলেছি তাদের দোষে॥
মনের শান্তি প্যাবার তরে, ডুবলাম গিয়ে রঙ্গরসে।
সেই রঙ্গ তামাসাই সঙ্গী হ'ল, এখন মিলন হচ্ছে বিষে বিষে॥
যাদের মায়া করি আমি, তারাই ঠকিয়ে দিচ্ছে এসে।
তবু আশা কুহক ছাড়েনা মা, ধরে রাখছে আশার আশে॥
ক্রমে দিন যে গেল আমার, কি হবে মা এই দিনের শেষে।
এই ভবের পারে যেতে কি মা, তোর ললিত শেষ যাবে ভেসে॥ (৫০৭)

প্রসাদি সুর।

করুণা ক'রে মা হের অপাঙ্গে।
আমায় রাখ রাখ শিবে এই ভব তরঙ্গে॥
ওমা সংসার তাড়না সহেনা সহেনা, বাড়িছে যাতনা সদা আতঙ্গে।
আমার স্বকর্ম্মের ফল হইয়া প্রবল, সতত কেবল চলেছে সঙ্গে॥
আশা দিয়া যত মরিচিকা মত, ভুলায়েছ এত এই মন কুরঙ্গে।
আমি এ ঘোর জগতে মায়ার ছলেতে, সদা বিপথেতে ভ্রমি যে রঙ্গে॥
আছে ছয় রিপু ঘেরে তোমার মোহনেরে, দূর কর তাদের ভ্রকুটি ভঙ্গে।
আসি হৃদিপদ্মাসনে বস মা অপর্ণে, বারেক অভয় দাও দীনে সমনাতঙ্গে॥
(৫০৮)

প্রসাদি সুর।

দিব কি মা কাজের নাড়া।
কেবল খেটে মলাম আগা গোড়া॥
যে দিনেতে এসেছি মা, সেই দিন হ'তে খাটছি তারা।
আমি আজও বোঝা বইছি সমান, বোঝা নিয়েই হ'লাম সারা॥
মা মা ব'লে প্রাণের দায়ে, যে দিন তোকে ডাকি তারা।
ওমা সে দিন খুঁজে পাইনা তোকে, সদা হয়ে আছিস নিরাকারা॥
কর্ম্ম কাণ্ড কি দেখাস মা, বুঝব কিসে কাজের ধারা।
আমায় যা করাস তুই তাই করে মা, করপুটে আছি খাড়া॥
ললিত মা তোর এই বুঝেছে, তোর ঐ চরণ হেমের ঘড়া।
ও মা দেখিস্ যেন শেষের দিনে, করিস্ না তায় ও পদ ছাড়া॥ (৫০৯)

প্রসাদি সুর।

আমার মায়ের বিচার এম্নি ধারা।
যে সদাই চক্ষে বইবে ধারা॥
যার কাছেতে আত্ম পর নাই, তার খেলা আজ বুঝবে কারা।
হেথা তার ছলনা কেউ বোঝেনা, খেটে খেটেই সবাই সারা॥
হয়ে পাষাণের বেটী পাষাণী যে মা, মায়া নাই তার আগা গোড়া।
তাই ঐ শিবের বুকে পা রেখে মা, পথ দেখায় তন্ত্র মন্ত্র যোঁড়া॥
শুনি মা মা ব'লে ডাকলে মাকে, পায় যে মায়ের স্নেহের ধারা।
কিন্তু ডাকাডাকি সকল ফাঁকি, আমার মা সেজেছেন নিরাকারা॥
ললিত বলে এই বুঝে লও, মায়ের কাজ যে সৃষ্টিছাড়া।
কেবল এইটি দেখতে পাই যে মায়ের, তাকে ভয় দেখালে দেয় মা সাড়া॥
(৫১০)

প্রসাদি সুর।

মন কেনরে বেড়াস ঘুরে।
ওরে ফুল্ল কোকনদ মায়ের শ্রীপদ, ও পদে আপদ্ সকল সারে॥
জ্ঞান সূর্য্যের উদয় হ'লে, ঐ কমল ফোটে হৃদ্‌মাঝারে।
তখন যায় যে আঁধার সকল বিকার, কে হেথা কার বুঝতে পারে॥
মায়ার বসে পড়ে এখন, পরকে নিস মন আপন ক'রে।
একবার ক'রে দয়া ভোলনা মায়া, এই ভবের ছায়া যাক্‌রে দূরে॥
মা মা ব'লে ঐ মায়ের চরণ, করনা স্মরণ থাক্‌না ধ'রে।
তোর পুরবে আশা ছুটবে নেশা, সেই শেষের দশায় সব পাবি রে॥
ললিত বলে আর কেন মন, মরিস্ এখন মায়ার ঘোরে।
হৃদে পরাৎপরা ব্রহ্মময়ীর, দেখনা রে রূপ নয়ন ভরে॥ (৫১১)

প্রসাদি সুর।

মন কেনরে ঘুরিস এত।
যেন মা হারা বালকের মত॥
ঘুরে ফিরে এ সংসারে, দেখলি রে মন শত শত।
তুই আপন ভেবে যার কাছে যাস্, সেই যে ফল দেয় বিপরীত॥
হেথা মায়া এখন করিস কাকে, বুঝতে তোর দিন হ'ল গত।
সেটা বুঝবি কিন্তু শেষের দিনে, মায়া হ'লে প্রতিহত॥
কর্ম্মকে সার ভেবে এখন, তাতেই যে মন হলি রত।
তুই যে খেটে খুটে দিন কাটালি, দেখনা ফল তার পেলি কত॥
ললিত বলে চেয়ে দেখ মন, চারি ধারে তোর আছে যত।
একবার ভাল ক'রে দেখলে পরে, পাবি দেখতে মাকে মনের মত॥ (৫১২)

প্রসাদি সুর।

মা আমি নই তোর তেমন ছেলে।
আমি ভয় খাব কি ভয় দেখালে॥
আপনার ধনে করলে দাবি, মা ভোলাতে চাষ কতই ছলে।
আবার কালের ভয় মা দেখিয়ে হেথা, ফেলিস কত গণ্ডগোলে॥
দুঃখে সুখে এক রকমে, দীনের দিন যে যাচ্ছে চলে।
তাতে ছল ক'রে সব ভুলিয়ে দিলে, কি হবে মা দিন ফুরালে॥
ভয় দেখিয়ে ভক্তি চাষ মা, লোভ দেখাস্ তুই কাজের ফলে।
কিন্তু শিবের উক্তি ভক্তি মুক্তি, মা সব আছে তোর পদতলে॥
অনেক হ'ল আর কেন মা, ভ্রম বাড়িয়ে ঠকাস ছেলে।
কেটে সংসার মায়া কর মা দয়া, তোর ললিতকে মা নেনা কোলে॥
(৫১৩)

প্রসাদি সুর।

আমি নই মা গো তোর সৃষ্টি ছাড়া।
আমার কি দোষ পেয়ে বলনা তারা, সদা দিতে চাষ মা তাড়া॥
তোর আদেশ মা করতে পালন, করপুটে আছি খাড়া।
কিন্তু আমার এম্নি কপাল যে মা, ডেকে মা তোর পাইনা সাড়া॥
আমার জন্ম হ'তে চলছে সমান, দুঃখ পাচ্ছি আগাগোড়া।
আবার দিন ফুরালে কাজের শেষে, তোলা আছে কালের কোড়া॥
ছটা রিপু ঘরের ভিতর, বাড়ছে যেন শালেরকোঁড়া।
ও মা তার উপায় কি করি আমি, কিছুই হয়না তাদের ছাড়া॥
এ সংসারে এনে মাগো, দিয়েছিস যে মায়ার ঘেরা।
ও মা তাতেই ললিত সব ভুলেছে, এম্নি তার যে কপাল পোড়া॥ (৫১৪)

প্রসাদি সুর।

রাস দেখে আজ হয় গো মনে।
মা আমার নটবর বেশে, রাধা লয়ে পাশে, যুগল হলেন শ্রীবৃন্দাবনে ॥
সবেতে যুগল, দেখালেন যুগল, কল্পতরু মূলে কুঞ্জবনে।
আহা মরি কিবা রূপ, হেরি অপরূপ, ও রূপের স্বরূপ বলি কেমনে ॥
সেথা ছেড়ে মুণ্ড অসি, ধরেছেন মা বাঁশী, সর্ব্ব শক্তি আসি মিলে যতনে।
মা যে ব'লে রাধা রাধা, ঐ রাধা প্রেমে বাঁধা,
যেন সদা নাম সাধা আছে বদনে ॥
মা পুরুষ রূপেতে, পৃথক বীজেতে, সাধ্য যে সাধনা দেখান জীবনে।
হ'য়ে নিজে মহাশক্তি, দেখালেন আশক্তি, জীবে সদা মুক্তি দেন মরণে ॥
ঐ যুগল রূপ হেরে, নিকুঞ্জ মাঝারে, সকলে কাতরে ধরে চরণে।
হ'লে ও রূপে মোহিত, হৃদয়ে উদিত, তরিবে ললিত কাল শাসনে ॥
(৫১৫)

প্রসাদি সুর।

আমি সব হারালাম কাজের বসে।
ও মা সংসারেতে পাঁচকে নিয়ে, বাঁধা আছি মায়াপাশে ॥
কালের শাসন ক'রে স্মরণ, ভয়ে করপুটে আছি ব'সে।
কিন্তু এমনি মায়া প্রবল হেথা, ঠকিয়ে দেয় সব মিলে মিসে ॥
মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে তারা, আপন কর্ম্ম করি কিসে
আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখতে গেলে, ঠকায় পাঁচে মিষ্ট ভাষে ॥
এই হ'ল মা কালের ধর্ম্ম, পরকে পরে ভোলায় হেসে।
কিন্তু সেই পরও আবার চিরকাল মা, ব'সে আছে পরের আশে ॥
ঘরে পরে সমান হ'ল, আপনা হ'তে কে আর আসে।
তাই ললিত মা তোর ভাবছে ব'সে, কি হবে তার দশার শেষে ॥ (৫১৬)

প্রসাদি সুর।

এ সংসারে কে হবে মা কার।
ওমা সেইটি বোঝাই হ'ল যে ভার॥
সংসারেতে মায়া বড়, মায়াই হ'ল সকলের সার।
ঐ মায়া বিনা দেখছি তারা, এই ঘরে পরে সব যে অসার॥
যে সব সঙ্গী আছে হেথা, মনের তারাই বাড়ায় বিকার।
আবার তাদের তরে ভেবে মরি, এই হ'ল মা কালের বিচার॥
মনে মনে সদাই শিবে, অহংকার যে করে বিহার।
ও মা সব দিকেতেই গোল যে দেখি, উপায় এখন করি কি তার॥
কিছুই সম্বল নাই ললিতের, সুধবে কিসে শেষেতে ধার।
সেটা শোধ না হ'লে ভবের পারে, তাকে হতে দেবেনা পার॥ (৫১৭)

প্রসাদি সুর।

শমন রে তোর ভয় করিনা।
তুই আমার ধরা আর পাবিনা॥
দুর্গা নামে মন মেতেছে, আর কিছু তার নাই কামনা।
আমার কাজের নাই আর বাড়াবাড়ি, করি মায়ের নাম সাধনা॥
মায়ের ছেলে মাকে পেলে, দূর হয়ে যায় সব ভাবনা।
ওরে এ কথা যে চিরকেলে, তোরও সেটা আছে জানা॥
তুই কাজ করিয়ে সব ভোলাবি, সেটা এবার আর হবেনা।
করে মাকে স্মরণ কর্ম্ম সাধন, শেষে কার্য্য কারণ আর রবেনা॥
সংসারের কাজ ফুরিয়ে গেলে, যাবে আমার সব যাতনা।
তখন হেঁসে উঠবো মায়ের কোলে, তোকে ধরা আর দিবনা॥
ভয় দেখালে বলব মাকে, তোর তাড়না আর সবনা।
সদা মা মা বলে ললিত ব'সে, করছে কেবল দিন গণনা॥ (৫১৮)

প্রসাদি সুর।

মা কেন হলি রণ রঙ্গিণী।
কেন রণ মাঝে এসে মুক্ত করি কেশে, আসব আবেশে নাচিস জননী॥
ধনের মধ্যে চরণ দুটি, শিবের বুকে রাখলি সেটি;
করিস শ্মশানেতে ছুটোছুটী, হলি কি মা উন্মাদিনী॥
গলে পরে মুণ্ডমালা, ত্রিনয়নে খেলে চপলা;
ও মা নগেন্দ্র নন্দিনী বালা, একি রূপ তোর ভব ভামিনী॥
বিলোল করি রসনা, হয়েছিস মা শবাসনা;
কেবল নরকর পরিধানা, সেজে আছিস উলাঙ্গিনী॥
তরুণ অরুণ বরণ, কোথা গেল তোর মা এখন;
ও মা কালী রূপ তুই করে ধারণ, হলি দিতিসুত দল দলনী॥
ওরূপ হেরে মরি ভয়ে, আর কত মা থাকব স'য়ে;
তোর ললিত যে মা কালের ভয়ে, কাতর হেথা দিবা যামিনী॥ (৫১৯)

প্রসাদি সুর।

কি শুনিলাম বল্‌ব কারে।
আমার প্রাণ যে জুড়াল, কর্ণ শীতল হল, আর কিছু আমি শুন্‌বনা রে॥
তারা স্বপ্নে দেখা দিয়ে, মনকে ভুলায়ে, কি কথা আজ মা বল্‌লে আমারে।
মাগো পূর্ণ শশধর, তোমার অধর, শান্তিরূপে সুধা তাহাতে ক্ষরে॥
মা কবে কি হ'য়েছে, কিম্বা হবে পাছে, তুমি বিনা কে আর জানে তাহারে।
মা গো যা শুনালে ফল, কর্ম্ম ফলাফল, দেখি বিফল আমরা মরি যে ঘুরে॥
যা দেখলাম অপরূপ, নাহি তার স্বরূপ, ও রূপ ভাবিতে কেউ কি পারে।
মা গো সহজেতে কে, ধরিবে তোমাকে, ধরা দাও যাকে সেই যে ধরে॥

মা মিছে মরি খেটে, সারা জগৎ ঘেঁটে, মা বিনা এ দুঃখ বলি কাহারে।
হ'য়ে তোমার সন্তান, হ'লনা মা জ্ঞান, এমনি অজ্ঞান করেছে মোরে॥
ও মা এ দিন ফুরালে, কি আছে কপালে, সব আছি ভুলে, মায়ার ঘোরে।
মা গো তোমার ললিতে, শেষের দিনেতে, রেখ শ্রীপদেতে ভুলনা তারে॥
(৫২০)

প্রসাদি সুর।

মা সবাইকার যে থাচ্ছি তাড়া।
তবু ডাক্‌লে কেউ মা দেয়না সাড়া॥
কাজ নিতে মা মিষ্টভাষে, তোষে সবাই আগাগোড়া।
আবার কাজ ফুরালেই হই মা পাজি, শেষ বিদায়কালে গোবর ছড়া॥
ভয়ে ভক্তি দেখিয়ে মা গো, সবার কাছেই আছি খাড়া।
তবু কারও ভাল হলাম না মা, এম্নি আমার কপাল পোড়া॥
এখন আদর যত্ন করছে সবাই, লক্ষ তাদের টাকার তোড়া।
কিন্তু কাজের সময় ডাক্‌লে তখন, অম্নি সেজে বসে খোঁড়া॥
তোকে ডেকে ডেকেই দিন গেল মা, কত দেব স্নেহের নাড়া।
হেথা তোর ললিতের ভাঙ্গা কপাল, কি ক'রে মা দিবি জোড়া॥ (৫২১)

প্রসাদি সুর।

মা কিরে সামান্য কালো।
সে আমার হৃদয় পদ্মে বস্‌লে পরে, ঘরে বাইরে করে আলো॥
মায়ের রূপে রূপ ধরেনা, সে রূপ দেখতে শুনতে সদাই কালো।
কিন্তু আঁধার ঘরে অন্ধকারে, সদা সেই কালো যে সাজে ভাল॥

মা যে নামে কালী বর্ণে কালী, কালকে নিয়ে ঐ কালী সাজিল।
ওরে বারেক ও রূপ দেখলে পরে, ঐ রূপেতেই যে মন মজিল॥
কালরূপ যে অনেক আছে, দেখি এ এক অপূর্ব্ব কালো।
যার পদে শিব শব হ'য়ে যে, দেথায় মিলন করে কাল ধল॥
আদি পুরুষের আদ্যাশক্তি, যাদের হতে এই জগৎ হ'ল।
ওরে ললিত বলে সেরূপ হেরে, আমার মন যে সকল ভুলে গেল॥ (৫২২)

প্রসাদি সুর।

আমার আশার সুসার কর মা তারা।
আমি নয়ন থাকৃতে নয়ন হারা॥
যে অন্ধকূপে ফেলে আমায়, দিয়েছিস মা মায়ার ঘেরা।
ও মা সেটার ভিতর দেখছি কেবল, আছে মিছে কর্ম্ম পোরা॥
আত্মপর নাই এ সংসারে, আমার দায়ের দায়ী হবে কারা।
তবু আপন সেজে আছে কত, সুখের ভাগি হচ্ছে তারা॥
নাক ফোঁড়া বলদের মত, ঘুরছি মাগো আগা গোড়া।
আমার বাজে কাজে দিন ফুরাল, কাজে কাজেই হলাম সারা॥
স্থির হ'য়ে মা দেখব তোকে, এ সময় কৈ দিস্ মা তারা।
তাই ললিত ভাবে কি ভাব মা তোর, মায়া কি তোর এম্নি ধারা॥ (৫২৩)

প্রসাদি সুর।

আমার এমন দিন কি হবে তারা।
যে ছিঁড়বে কর্ম্ম ডোর, নিশি হবে ভোর, মা মা বলে হব সারা

মা মা বলে পাগল হয়ে, তুই নয়নে বইবে ধারা।
আমার কাটবে আঁধার, ঘুচবে বিকার, প্রাণভরে তোয় ডাকব তারা॥
ধুলায় মিসে ধুলা হয়ে, দেখব ঘর সব ধুলায় পোরা।
তোর চরণ যুগল, করে মা সম্বল, কাটব এ সব মায়ার ঘেরা॥
সংসার নিয়ে অন্ধকারে, পড়ে আছি আগা গোড়া।
ও মা ছজন শাসন, করছে এখন, সুখের ভাগী সদাই তারা॥
আঁধার ঘরে থেকে ললিত, হয়েছে মা নয়ন হারা।
বসে হৃদি পদ্মাসনে, এ তোর সন্তানে, রূপ দেখা মা ভূবন ভরা॥

(৫২৪)

প্রসাদি সুর।

মা আমার কি সামান্য মেয়ে।
সে যে ভব সাগরের প্রধান নেয়ে॥
উঠলে তুফান, করে পরিত্রাণ, এমনি সন্ধান জানে সে মেয়ে।
ওরে হলে জীর্ণ তরী, মা হয়ে কাণ্ডারী, পার ক'রে দেয় ভবের দায়ে॥
হেথা চাইনা সম্বল, চাইনা কর্ম্মবল, দিন কাটা মার নামটী গেয়ে।
ও রে ডাকার মতন, ডাকলে এখন, মা যে আপনি আসবে ধেয়ে॥
কেন করে তাড়াতাড়ি, কাজে বাড়াবাড়ি, দিন যে ক্রমেতে যেতেছে বয়ে।
ওরে কাঁদলে সন্তান, মায়ের কাঁদে প্রাণ, শান্ত করে তায় কোলেতে লয়ে॥
সদা মা মা বলে ডেকে, অন্তরেতে রেখে, সংসার যাতনা থাকনা সয়ে।
শেষে রবেনা যাতনা, হবেনা তাড়না, ভয় কি রে ললিত কালের ভয়ে॥

(৫২৫)

প্রসাদি সুর।

আমি ক্ষেপী মায়ের ক্ষেপা ছেলে।
আর থাকৃতে পারি কি মাকে ভুলে ॥
মায়ে পোয়ে এক ঘরেতে, বাস করি যে মিলে জুলে।
ওরে যখন যেমন থাকি তেমন, ধরি শ্রীচরণ সময় পেলে ॥
ভয়ের মধ্যে কেবল আছে, মাকে সবাই কঠীন বলে।
তাই ভাবছি কেবল কি হবে গোল, শেষের দিন যে নিকট হ'লে ॥
ঘর বেঁধে ঘর করছি বটে, জ্বলছি ছটা রিপুর ছলে।
তারা বিষম ঠেঁটা বাধিয়ে লেঠা, ফেলছে আমায় গণ্ডগোলে ॥
কালের ভয়ে ভয় করিনা, মায়ে পোয়ে থাকলে মিলে।
যে দিন আসবে শমন অম্নি তখন, ডাকবে মোহন মা মা ব'লে ॥ (৫২৬)

প্রসাদি সুর।

সদা কালী তারা বল রসনা।
আর করনা ব'সে দিন গণনা ॥
মায়ার ঘোরে ঘুরিস কেন, ঘুরে কিছু ফল হবেনা।
মায়ায় পড়লে বাঁধা লাগবে ধাঁধা, বাড়বে কেবল যম যাতনা ॥
আস্‌ছিস্‌ যাচ্ছিস্‌ বারে বারে. যাওয়া আসা তোর গেলনা।
মায়ের নামের সাধন করলে এখন, শমন তোকে আর ছোঁবেনা ॥
আজ কামিনী কাঞ্চন পেয়ে, সংসারে তোর এই তাড়না।
ওরে ঐ দুটো যে পথের বিপদ, সেটা যেন মন ভোলেনা ॥
সংসারে সং সেজে কেবল, আপনার কাকেও আজ পেলিনা।
তুই মাকে ধরে থাকলে পরে, ললিতের আর ভয় রবেনা ॥ (৫২৭)

প্রসাদি সুর।

ক্ষেপা ক্ষেপির সঙ্গে খেলা।
আমার এইটি হ'ল বিষম জ্বালা॥
ছল করে ছল বাড়িয়ে কেবল, মায়ায় বেঁধে রাখছে গলা।
আবার তার মাঝেতে ছটা রিপু. কানে কানে দিচ্ছে সলা॥
যা সব কর্ম্ম করে বেড়াই, ফলগুলি তার রাখে তোলা।
সেই শেষের দিনে বার ক'রে সব, এক করে যে দেখায় মেলা॥
সময় বুঝে ধরতে গেলে, ক্ষেপা ক্ষেপি করে ছলা।
আবার ধরা পেলে ধরা দিয়ে, গোল করে যে কাজের বেলা॥
মায়ে পোয়ে কি যে ব্যাভার, কাউকে কিছু যায় কি বলা।
এই ললিত বলে ভয় কেবল এক. বাপ মা শেষে সাজে কালা॥ (৫২৮)

প্রসাদি সুর।

দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাকনা ভোলা।
ক্রমে যে তোর যাচ্ছে বেলা॥
এলি অনেক দিন. গেলনা তোর প্রাণ, ক্রমে যে ঘাটেতে লাগছে ভেলা।
তোর কি আছে সম্বল. আছে কিরে বল, শেষে পার হবি কিসে সে রাম মেলা॥
নগদ টাকা নোট. প্রমিসারি নোট, আবরণচেষ্টে তোলা রইল মেলা।
যখন ভাসবে তোর সে বোট, কোথা রবে নোট,
শেষের সেই হাইকোর্ট বিষম জ্বালা॥
সেথা নাই যে প্লিডার, নাইক ব্যারিষ্টার, কোর্ট মাষ্টার গেলেই ধরবে গলা।
তখন কাকে সঙ্গি পাবে, কে তোমায় দেখিবে,
কেউ যে কেও সেথা নাই সে বেলা।
এখন ষড় রিপু এসে, ধরে আছে ব'সে, শেষে তারাই মিলে তোর ভাঙ্গবে খেলা।
এখন বেঁধে এই মায়াতে, রেখেছে জগতে, শেষে এই ললিতে করবে ছলা॥
(৫২৯)

প্রসাদি সুর।

আর কি হবে মিছে আশায় থেকে।
কেবল মরবি সদাই বকে বকে ॥
ছেড়ে কর্ম্ম যত, দুর্গা নামে রত, হ'লে কিরে মনের ভয় আর থাকে।
হেথা মায়ার বন্ধন, রবেনা কখন, আর ঘুরিসনারে মন আপন ঝোঁকে ॥
দেখতে পেলি কত, খেটে অবিরত, মনমত কিছু পড়ে কি চোকে।
কেবল মায়ার বশেতে, ঘুরে এ জগতে, পড়িলে বিপদে সব দাঁড়ায় ফাঁকে ॥
কর্ম্ম ফলাফল, হতেছে বিফল, সব কেবল কাম্য কাজের পাকে।
হ'লে কামনা রহিত, এ দীন ললিত, আপনা হতে সে পাবে তার মাকে ॥

(৫৩০)

প্রসাদি সুর।

হের হের শিবে হের অপাঙ্গে।
আমায় রাখ রাখ মা গো ভ্রুকুটি-ভঙ্গে ॥
এ সংসার মা সবই শূন্য, ষোল কলায় সদা পূর্ণ;
আমায় যেতে যে মা হবে তূর্ণ, স্বকর্ম্ম ফল যে চলেছে সঙ্গে ॥
কর্ম্মে বাধ্য ক'রে জীবে, ভুলায়ে রেখেছ সবে;
ও মা শেষে আমার কি যে হবে, ভেবে তাই মা মরি আতঙ্গে ॥
এই কর্ম্ম সাগর হতে পার, পাইনা যে মা পারাপার;
আমি কি করে তায় হব পার, সেই শেষের দিনেতে এ খেলা ভঙ্গে ॥
ললিত হেথা একা এসে, বদ্ধ হ'ল মায়াপাশে;
তাকে একাই ফিরতে হবে শেষে, ভেসে মা এই ভব তরঙ্গে ॥ (৫৩১)

প্রসাদি সুর।

হলে ভাবের অভাব ভাব মেলেনা।
তবু ভাবে ভাবেই হয় সাধনা॥
এই মায়া মোহ আদি যত, ভ্রমিছ যায় অবিরত;
আজ কিছুতে নয় প্রতিহত, সংসারের এই বিড়ম্বনা॥
এই দারা সুত পরিবার, তুমি যাদের ভাব আমার;
সেই শেষে কেবা হবে যে কার, এখনও মন তাও জাননা॥
এক ভাবের যে অভাব এখন, কিন্তু সকল ভাবের কর মিলন;
ও মন বুঝবে তখন কার্য্য কারণ, তোমায় এখন বুঝতে কেউ দেবেনা
যে ভাবে যে আছে হেথা, ললিত সে ভাব পাবে কোথা;
সে করে কেবল হেথা সেথা, ব্যথার জ্বালায় পায় যাতনা॥ (৫৩২)

প্রসাদি সুর।

ভাব সদা মন ভব ভামিনা।
দেখ তাঁর চরণপদ্ম দিন যামিনী॥
মন মানস আচারে, মাকে পূজা করে, বর্ণে বর্ণ মিলন কর আপনি।
করে জপ আরাধনা, ক'রোনা কামনা, নিষ্কামেতে সদা ভাব ঈশানী॥
মন ছাড় মায়া মোহ, বলি দাও দেহ, পঞ্চাকারে পঞ্চভূত রূপিণী।
কর রিপুগণে ছেদ, ছাড় ভেদাভেদ, সকলি অভেদ হবে তখনি॥
কর নিজ প্রতিকার, ছাড়রে বিকার, সব একাকার হবে আপনি।
সদা করিলে সন্ধান, পাবে যে বিধান, সবে পরিত্রাণ করেন শিবাণী।
কর্ম্মফলে ভাগ্য, হয়েছে অযোগ্য, তা হতে আরোগ্য করেন শিবানী।
তাই সতত ললিত, ভাবে বিপরীত, ঐ শ্রীপদে বঞ্চিত হ'য়ে জননী॥ (৫৩৩)

প্রসাদি সুর।

মা কি রে সামান্য মেয়ে।
এই ভব সাগরের অকুল দুকুল, মা যে আমার তারই নেয়ে॥
হেথা মায়া কেটে পারের ঘাটে, গেলে ছুটে দেখবি চেয়ে।
মায়ের চরণ তরি মা কাণ্ডারি, দিচ্ছে পাড়ি যাচ্ছে বেয়ে॥
পেয়ে চোদ্দ পোয়া তরি, হয়েছিস্ সংসারী, পাপে হ'ল ভারি রয়েছিস্ সয়ে।
ক্রমে হতেছে জীর্ণ, কাল যে পূর্ণ, যেতে হবে তূর্ণ মরি যে ভয়ে॥
বুঝিনা কি মর্ম্ম, করি যত কর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব তুলি যে নায়ে।
শেষে হতে হবে পার, লয়ে গুরুভার, মনের বিকার ফেলেছে দায়ে॥
গেলে এই বেলা ভেঙ্গে সব খেলা, দাঁড়াবে ললিত ঘাটেতে গিয়ে।
তখন মা কি নেবে নায়ে, রাখবে তাকে পায়ে,
ভয়ে অভয় দেবে কোলেতে লয়ে॥ (৫৩৪)

প্রসাদি সুর।

ভয় কিরে মন ডাকনা মাকে।
একবার দেখনারে মন কি হয় ডেকে॥
কালের ভয়ে অভয় পাবি, মাকে পাবি চ'কে চ'কে।
মা যে সর্ব্ব ঘটে আছে, দূরে কিবা কাছে,
আর ধরতে হবেনা যাকে তাকে॥
মায়ের রাঙ্গা পায়, স্থান যেবা পায়, তার কিরে দায় জগতে থাকে
যে দিন হবি তুই আপন, ভাঙ্গবে রে স্বপন,
তখন কেরে শাসন করবে তোকে॥

পড়ে বিষম মায়াতে, এই ঘর পেতে, ঢুকেছিস্ তাতে আপন ঝোঁকে।
ওরে এলে শেষ দিন, কিসে যাবে ঋণ, হবে উপায় বিহীন মরবি বকে॥
এখন বল্‌ছে ললিত, করনা বিহিত, উচিত অনুচিত সকল দেখে।
ও মন থাকতে সময়, কর্‌না রিপু জয়, আর ভয় করিসনা কালের পাকে॥

(৫৩৫)

প্রসাদি সুর।

মায়ের অন্ত পাবি কোথা।
যার মাথা নাই তার মাথা ব্যথা॥
মা মা বলে ঘুরে ঘুরে, খুঁজে বেড়াস্ ঘরে ঘরে;
একবার দেখলে পরে ঘরে পরে, পাবি তাঁরে যথাতথা॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তারা, মা সকলের সারাৎসারা;
যদি হস্‌রে মন তুই নয়ন হারা, তাঁকে নিরাকারা দেখবি হেথা॥
ললিত বলে একেতেই সব, শিব ব্রহ্ম সূর্য্য কেশব;
একবার মিলন করে দেখনারে সব, মা বিনা কেউ রয়না সেথা॥ (৫৩৬)

প্রসাদি সুর।

মা তোমার কি এম্নি ধারা।
তুমি আপন ছেলে থাক ভুলে, সদাই ছেলের চক্ষে বহে ধারা॥
এল ছেলে গেল কোথা, বুঝলেনা মা তার কি ব্যথা;
সে যে ক'রে মাগো হেথা সেথা, প্রাণের জ্বালায় হল সারা॥

ছেলে ডাকছে মা মা বলে, ঠকাও তাকে কতই ছলে;
শেষে ফেলে মা তায় গণ্ডগোলে, তুমি সেজে থাক নিরাকারা॥
এই কি হল মায়ের ধর্ম্ম, জাননা কি স্নেহের মর্ম্ম;
ওমা অবশেষে দেখিয়ে কর্ম্ম, হরণ কর তার নয়ন তারা॥
ললিত বলে আর কেন মা, দেখিয়ে এখন দাওনা সীমা;
করে এই অধম সন্তানে ক্ষমা, একবার কোলে ক'রে নাও মা তারা॥

(৫৩৭)

প্রসাদি সুর।

তারা ডাক্‌বনা তোয় মা মা বলে।
মা তুই হ'য়ে সর্ব্বনাশী, হলি মা উদাসী, ভুলে রইলি আপন ছেলে॥
জন্ম হতে এই যাতনা, করলি মাগো কত তাড়না;
ও মা তবু আমার মন মানেনা, ছুটে উঠতে চায় মা কোলে॥
পাঁচের বোঝা মাথায় দিয়ে, ঘুরিয়ে মারিস তাদের দায়ে;
আমি আর কত মা থাকি সয়ে, সেটাও যে তুই রইলি ভুলে॥
জীবের সম্বল যে কর্ম্মফল, তাই দেখিয়ে হবে নিলি যে বল;
তেথা আর কত তুই করবি মা ছল, আমায় যখন এসে ধরবে কালে॥
ললিত ব'সে পথের ধারে, ভাবছে দুঃখ বলি কারে;
তেথা আমার মায়ের এই বিচারে, ঢুক্‌ছি কেবল গণ্ডগোলে॥ (৫৩৮)

প্রসাদি সুর।

সংসার হ'ল ধোকার টাটী।
তাতে যে ঢুকেছে সেই যে মাটী॥
চক্ষু থাকতে হয়ে কানা, করে লাভের জন্য ছুটোছুটি।
কিন্তু তার মাঝেতে মায়া এলে, বাড়ায় মাথা কুটোকুটি॥
যারা আদর ক'রে আদর বাড়ায়, মুখে ধরে দুধের বাটী।
তাদের মনের মত না হ'লে শেষ, করে কেবল ফাটাফাটি॥
ধন ধান্য রত্ন যত, পরে পরেই থাকবে সেটী।
আবার হেথায় যত বাড়াবে অভাব, ততই বাড়বে আঁটাআঁটি॥
পাঁচ রকমে সেজে সবাই, দিন কাটাচ্ছে পরিপাটী।
তাই ললিত বলে দুর্গা ব'লে, ঘর ফিরে চ গুটি গুটি॥ (৫৩৯)

প্রসাদি সুর।

সংসার হ'ল মায়ার খেলা।
হেথা তাই নিয়ে মন সদাই ভোলা॥
দেখেনা কেউ পর ও আপন, সদাই ব'সে দেখছে স্বপন;
শেষে আপন কর্ম্মে হয়ে কৃপণ, কাজের কথায় সাজে কালা॥
সদা মনের বাড়ে অহংকার, ক্রমেতে আসে বিকার;
আবার দিনে দিনে হয়ে অসার, গোল ক'রে যে গেল বেলা॥
কিছুতে আজ নাহি যে সত্য, হেথা চারিধারে সব অনিত্য।
সদা তথাপি মন হয়ে মত্ত, করে এখন কত খেলা॥
ললিত বলে কত দিনে, বস্‌বো মায়ের শ্রীচরণে।
কখন ভ্রম যাবে সব দেখে শুনে, দূর হবে এই প্রাণের জ্বালা॥ (৫৪০)

প্রসাদি সুর।

মা আমায় ঘুরাবি কেনে।
একবার বস্‌তে দেনা শ্রীচরণে॥
মায়ের প্রাণ যে এত কঠিন, জানতাম না মা কোন দিনে।
হেথা কি করে মা কাটবে এ ঋণ, ভাবি সদাই মনে মনে॥
কর্ম্ম আমার সদাই অরি, সদাই ছটা রিপু আছে ধরি;
আমার মন যে নয় মা আজ্ঞাকারী, আমি কিসে তরি এমন দিনে॥
জগৎ হলো লোভে পোরা, চারিধারে মায়ার ঘেরা;
আজ তোর ছেলে মা হয়ে সারা, পড়ে আছে একটি কোণে॥
মর্ম্মে বাজে এত ব্যথা, তুই মা হয়ে শুন্‌লিনা কথা।
তাই ললিত বলে যাব কোথা, যদি থাকিস্ এত কঠিন প্রাণে॥ (৫৪১)

প্রসাদি সুর।

মন ভুলিস্ না মায়ার ছলে।
আর ঠকিস নারে পাঁচের বোলে॥
দিন মজুরি দিনের কড়ি, দিনে দিনেই যায় যে চলে।
ওরে থাকে কেবল নামের সাধন, কেন যাতনা পাস্ কর্ম্মফলে॥
একা এলি একা যাবি, কাকে তুই আর সঙ্গে পাবি;
ওরে আপনার মাথা আপনি খাবি, তুই এখন হ'তে সব ভুলিলে॥
যত এখন দেখিস্ স্বপন, সে সব কি তোর থাকবে ম'লে।
কেবল থাকতে কায়া ঘরের মায়া, তাও থাকেনা দিন ফুরালে॥
কোথা হতে এলি হেথা, ভেবে দেখনা সে সব কথা;
তাতে ঘুচবে তোর যে প্রাণের ব্যথা, পড়বিনারে কোন গোলে॥
প্রাণের জালায় বল্‌ছে ললিত, আর কেন তুই থাকিস ভুলে।
ওরে মায়া হতেই মোহ বেড়ে, ফেলে বিষম গণ্ডগোলে॥ (৫৪২)

প্রসাদি সুর।

মা কি ধন দিবি তোর কি ধন আছে।
তোর ধনের মধ্যে চরণ দুটী, তাও রয়েছে শিবের কাছে॥
শিব হ'ল মা শ্মশানবাসী, তাকে দিলি ধনরাশি ;
আমি কি দোষ করলাম সর্ব্বনাশী, সব যে আমার হ'ল মিছে॥
সকল পথই রেখে মুক্ত, যাতায়াত তায় করলি শক্ত ;
ওমা বেদাগমে আছে ব্যক্ত, সব জীবে মুক্তি যায় পেতেছে॥
চাইনা ধর্ম্ম চাইনা কর্ম্ম, তার কি আমি বুঝব মর্ম্ম :
মা তোর চরণ দুটি ধর্ম্মাধর্ম্ম, মন যে আমার এই বুঝেছে॥
পেলে মা ঐ যুগল চরণ, দেখব কেমন ধরে শমন ;
তোর পা দুটী সব কার্য্য কারণ, তাতে সাধ্য সাধন এক হয়েছে॥
আমায় ভব পারে হবে যেতে, অনেক তুফান আছে তাতে ;
ও মা এখন আমায় করলে খুঁতে, বিষম ভয় যে শেষ রয়েছে॥
আর কেন মা করিস খেলা, ওমা এখনও যা আছে বেলা ;
একবার দে মা চরণ পারের ভেলা, তোর ললিত ভোলা যায় মজেছে॥

(৫৮৩)

প্রসাদি সুর।

মন হিসাব আমি করব কটা।
আবার সব যে রইল চাবি আঁটা॥
একা খাতক আমি হেথা, মহাজন যে আছে ছটা।
তারা সবাই করে টানাটানি, লাভ যে কর্‌তে চাইছে মোটা॥
দিন মজুরী যা করি তার, ভাগ যে করতে বাধে লেঠা।
তাই দায়ী হয়ে দায় পোয়াতে, সবার কাছেই খাচ্ছি খোঁটা॥

ধরাধরি করে সবাই, কেউ যে থাক্‌তে দেয়না গোটা।
আমার সুদের দায়ে সব বিকাল, লাভের পথে পড়ল কাঁটা॥
ক্রমে দিন যে ফুরিয়ে এলো, কবে ধরবে এসে যমের ভটা।
কেবল এক সাহসে আছি ব'সে, তোর ললিত ব্রহ্মময়ীর বেটা॥ (৫৪৪)

প্রসাদি সুর।

এবার রইল তারা দেনায় বাকি।
আমি খেটে খুটে যা আনি মা, সব যে দেখছি হ'ল মেকি॥
পাঁচের দায়ে পাঁচকে নিয়ে, দিন কাটাই মা কেবল সয়ে;
তাই আমি যে মা গেলাম বয়ে, দেখতে পাচ্ছি চকোচোকি॥
নাতওয়ানি কাচ কেচে মলাম, লাভের কড়ি সব হারালাম;
ওমা কেবল মাত্র এলাম গেলাম, পরেই সব যে দিলে ফাঁকি॥
কর্ম্ম করলাম আগাগোড়া, তবু কাটলনা মা মায়ার বেড়া;
ওমা আমার এম্নি কপাল পোড়া, কেবল সার হল যে ডাকাডাকি॥
দুঃখের ভাগী হয়ে তারা, চক্ষে কেবল বইছে ধারা;
আজ ললিত মা তোর হ'ল সারা, আরও কি তার আছে বাকি॥ (৫৪৫)

প্রসাদি সুর।

কে বলে গো কঠিন তারা।
যে জন সংসারেতে মায়ায় বাঁধা, মাকে কঠিন দেখে তারা॥
কর্ম্ম করতে গিয়ে হেথা, ডেকে ডেকে মাকে সারা।
শেষে অন্ধের মত ঘুরে ফিরে, হতে হয় যে নয়ন হারা॥

যাদের কর্ম্ম ধর্ম্ম সমান হেথা, তাদের মর্ম্ম বুঝবে কারা।
সেটা বুঝতে গিয়ে গোল বাধে সব, চক্ষে কেবল বহে ধারা॥
এই সংসার ধর্ম্ম কর্ম্ম যত, মা সকলের সারাৎসারা।
তাঁকে আপন ভেবে দেখলে পরে, দেখবে মা নয় নিরাকারা॥
মায়ের কাছে আব্দার আদব, জোর যে করবি আগা গোড়া।
ওরে ভক্তি দেখিয়ে ভক্ত সেজে, খেটে খেটেই হবি সারা॥
এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড মায়ের, সকলেতেই আছেন তারা।
যে জন মায়ের ছেলে ললিত বলে, কঠিন কি তার মাকে ধরা॥ (৫৪৬

প্রসাদি সুর।

এই ছিল কি মা তোর মনে।
আমায় অকুল সাগর মাঝে ফেলে, হাল ছেড়ে দিলি এমন দিনে।
দিন মজুরি কর্ম্ম করি, ঘুরি ফিরি দেখে শুনে।
তাতে কি দোষ পেয়ে আমায় নিয়ে, বাঁধলি মা গো মায়ার টানে॥
আপনার বলতে কেউ যে নাই মা, একাই পড়ে আছি কোণে।
যাদের আপন ভেবে ধরেছিলাম, তারাই দুঃখ দিচ্ছে টেনে॥
কি দোষ পেয়ে লোভ দেখালি, দিয়ে মা এই তুচ্ছ ধনে।
এই ধন নিয়ে কি করব তারা, যদি সারা হলাম মনে প্রাণে॥
সংসারের মা দেখে ধারা, ধারা বইছে দুই নয়নে।
এখন ললিতকে তোর বিদায় দিলে, ঘর ফিরে যায় মানে মানে॥ (৫৪৭)

প্রসাদি সুর।

এমন দিন মা কবে হবে।
যে বলব তারা তারা, চক্ষে বইবে ধারা, মায়া মোহ সকল আমার যাবে॥
করি অনুযোগ ক'রে কর্ম্মভোগ, আর কত ভোগ আমাকে দেবে।
এত স'য়েছি যাতনা, মায়ার তাড়না, আর যে সইতে পারি না ভবে॥
ভুলে নিজ ধর্ম্ম, ধন লোভে কর্ম্ম, মাগো কি যে তার মর্ম্ম কে বোঝাবে।
মা তার না হ'লে বিহিত, হ'লে দিন গত, এই পতিতকে পথ কে দেখাবে॥
মা ঐ শ্রীচরণপ্রান্তে, ব'সে একান্তে, প্রাণের যাতনা জানাব কবে।
কবে শিখে ভক্তিযোগ, ভুল্‌ব ভোগাভোগ, এই রোগ শোক আমার সকল যাবে॥
কবে ডেকে মা মা ব'লে, উঠে মা তোর কোলে, এ ভব যাতনা ভুলিতে দেবে।
পাছে হয় বিপরীত, তাই ভাবিছে ললিত, হিতে কি মা অহিত শেষ করিবে॥ (৫৪৮

প্রসাদি সুর।

এই ছিল কি মা তোর মনে।
আমায় নাক্‌ ফোঁড়া বলদের মত, ঘোরাস্‌ সদাই হেথায় এনে॥
পরের দায়ে আপনার মাথা, আপনি খাচ্ছি জেনে শুনে।
আমি যাদের দায়ে খাটছি হেথা, তারাই আবার ধ'রছে টেনে॥
ঘরে পরে সবাই অরি, তাই দেখে মা ভয়ে মরি ;
আমায় এত যে মা ধরাধরি, লক্ষ্য কেবল তুচ্ছ ধনে॥
মনের মত না হ'লে মা, গোল বাধায় সব মনে মনে।
তখন সব দিকে মা মরি জ্ব'লে, শান্তি পাইনা এমন দিনে॥
তোর ললিত সব দেখে শুনে, ব'সে আছে ঘরের কোনে,
এখন তোর দেওয়া ধন দেখে নিয়ে, বিদায় দে মা মানে মানে॥ (৫৪৯)

প্রসাদি সুর।

আর কত কাল ম'রব খেটে।
আমায় রক্ষা কর মা এ সঙ্কটে॥
পাঁচকে নিয়ে আছি ব'সে, জানি না মা কি উদ্দেশে ;
আমার কর্ম্মফল সব এসে শেষে, বাঁধবে আমায় আটে কাটে॥
মাথায় বোঝা তুলে দিয়ে, ফেলেছিস মা বিষম দায়ে,
আমি ডুবি হচ্ছি পায়ে পায়ে, জেনে শুনে হ'লাম খুঁটে॥
একলা এসে একলা যাব, শেষের সঙ্গি কাকে পাব ;
শেষে কাকে এ সব বুঝিয়ে দিব, তাই ভেবে দিন গেল কেটে॥
ললিতকে তোর সাজিয়ে ভোলা, আর কত মা দিবি জ্বালা ;
আর দেখ না মাগো যাচ্ছে বেলা, ক্রমে সূর্য্য বসবে পাটে॥ (৫৫০)

প্রসাদি সুর।

আমার মন হ'ল মা কুয়ের গোড়া।
সে যে অজ্ঞান হয়ে দিন কাটাচ্ছে, ভুলেছে মা আগা গোড়া॥
রঙ্গ ক'রে সব ভোলাবে, পরের কাছে ছুটে যাবে ;
ওমা আমি কেবল মরি ভেবে, খাচ্ছি সদাই পরের তাড়া॥
যে পারে সে ধ'রছে এঁটে, টেনে নিচ্ছে আপন কোটে ;
আমায় সাজায়ে মাগো পাঁচের মুটে, দিচ্ছে যে মা কাজের নাড়া॥
এলাম যেমন যাব তেমন, এখন ব'সে দেখছি স্বপন ;
শেষে কেউ কি মাগো হ'য়ে আপন, এই ভাঙ্গা কপাল দেবে জোড়া॥
দিন ফুরালে শমন এসে, ধ'রবে যখন অবশেষে ;
তখন হৃদয়পদ্মে তুই কি ব'সে, ললিতকে তোর দিবি সাড়া ! (৫৫১)

প্রসাদি সুর।

তারা এই তোর বিচার বটে।
আমায় সংসারেতে এনে মাগো, বেঁধে রাখলি আটে কাটে॥
পাঁচের দায়ে কর্ম্ম করি, মিছে কাজে ঘুরে মরি ;
তবু ছাড়ে না মা ধরা ধরি, সবাই টানছে আপন কোটে॥
ছটা রিপু আছে সঙ্গে, দিন কাটাচ্ছে নানারঙ্গে ;
ওমা তাদের দেখে মরি আতঙ্কে, তারাই আমায় ক'রলে খুঁটে॥
কেউ হেথা নাই মনের মত, জ্ব'লছি তাই মা অবিরত ;
আমার সব হ'ল মা বিপরীত, দেখ্‌ছি এই মা ঘেঁটে ঘুঁটে॥
ক্রমে আমার যাচ্ছে বেলা, আর কত মা ক'রবি ছলা ;
দেখিস্ শেষে যেন হ'স্ না কালা, মা বল্‌ছে ললিত তোর করপুটে॥ (৫৫২

প্রসাদি সুর।

এখনও মা ছাড়না ছলা।
হেথা আর যে আমার নাই মা বেলা॥
ক্রমে আমার দিন যে গেল, কর্ম্মদোষে কাজ বাড়িল ;
মন যে আমার হয়ে ভুলো, মায়া নিয়ে ক'রছে খেলা॥
বাড়ছে ক্রমে অন্ধকার, আসছে মনে কত বিকার ;
হেথা যা দেখি মা সবই অসার, বাড়ছে তাতে প্রাণের জ্বালা॥
কতদিন এই রঙ্গ রসে, থাকতে আমায় হবে ব'সে ;
ওমা দিন কাটালাম আশার আশে, তবু সেজে আমি আছি ভোলা॥
হেথা কেটে গেল অনেক দিন, তবু ঘুচ্‌ল না মা ভবের ঋণ ;
মাগো ললিতের সেই শেষের দিন, যেন ভুলে সাজিস না মা কালা॥ (৫৫৩)

প্রসাদি সুর ।

মা আর কি আমি ব'লব তোরে ।
সব জেনে শুনে অবিচারে, অতল জলে ডোবাস ধ'রে ॥
দিয়ে তাড়া কাজের নাড়া, আগা গোড়া ভোগাস যারে ।
তারে সুখে দুঃখে দগ্ধে শেষে, পাঠিয়ে দিস্ মা যমের ঘরে ॥
কার প্রতি কি করিস তারা, তোর খেলাকে বুঝতে পারে ।
তোকে কঠিন দেখি তারই প্রতি, যে জন ভক্তি স্তুতি করে ॥
যে জন তোকে ভয় করে না, দিন কাটায় মা আপন জোরে ।
সদা তাকেই মা তোর কৃপা বেশী, দেখ্‌তে পাই যে ঘরে পরে ॥
তোর এমন ধারা দেখে ধারা, দুঃখের কথা ব'লব কারে ।
মা তোর ললিতকে তুই ক'রলি সারা, হেথা এত মায়ার ঘেরায় পুরে । (৫৫৪)

প্রসাদি সুর ।

কালী কালী ব'লে ডাক রসনা ।
(দেখিস ওনাম যেন ভুলিস নারে)
কালী নামের গুণে, এই জীবনে, দূর হবে তোর সব যাতনা ॥
কালী নামে মত্ত হ'লে, ছোঁবে না যে তোকে কালে ;
ওরে অভয় পাবি জলে স্থলে, ওরে পূর্ণ হবে তোর সাধনা ॥
মুখে সদা বল্‌না কালী, হৃদয়ে দেখ্‌ মুণ্ডমালী ;
ওরে দূর হবে তোর সকল কালি, আর ক'রবেনা তোয় কেউ তাড়না ॥
ষড় রিপুর ক'রে সঙ্গ, দেখেছিস্ মন কতই রঙ্গ,
ওরে সবাই তোকে করে ব্যঙ্গ, তাই আতঙ্ক যে তোর গেলনা ॥
ছেড়ে দে মন সকল কর্ম্ম, লক্ষ্য ছাড়রে ধর্ম্মাধর্ম্ম ;
ওরে কর্ম্মের হেথা কি যে মর্ম্ম, ললিত বুঝ্‌তে তাও পারে না ॥ (৫৫৫)

প্রসাদি সুর।

মন দেখ না কে তোর হৃদয়বাসি।
ওরে মন মনরে আমার, কেন তুইরে হ'স্ উদাসী॥
সংসারেতে এসে হেথা, শিখ্‌লি কেবল দেখাদেখি।
ওরে জানিস না কি শেষের দিনে, হয় একেই পাঁচের মেশামিশি
গুরু যে রূপ দেখিয়ে দিলেন, দেখ্‌তে সেইটী ভালবাসি,
ওরে গুরুদত্ত ধন, করিয়া সাধন, আনন্দ সাগরে ভাসি॥
মর্ম্ম বুঝে কর্ম্ম ক'রে, বেড়ে গেছে কর্ম্মরাশি।
যত খেটে খুটে দিন কাটাবি, ততই খাটবি বেশীবেশী॥
ললিত ভাবে কোন্ ভাবে মা, দেখা হেথা দেয় যে আসি।
সেটা দেখ্‌তে গেলে, ফেলে গোলে, ভুলায়ে দেয় সেই সর্ব্বনাশী॥ (৫৫৬)

প্রসাদি সুর।

কে জানে গো তারার খেলা।
তিনি সর্ব্ব ঘটে বিরাজ ক'রে, দেখান পঞ্চ ভূতের মেলা॥
ভূতের সঙ্গে ভূতের মিলন, ভূতই ভবের সর্ব্ব কারণ;
হেথা যোগ ও বিয়োগ জন্ম মরণ, বোঝে না মন হ'য়ে ভোলা॥
দেখ্‌লে পরে সর্ব্ব ভূতে, সব পাবে যে ভূতে ভূতে;
এখন মিলিয়ে নিলে সকল ভূতে, ভ্রম হবে দূর থাকতে বেলা॥
মন মায়াময় সব এ সংসার, হেথা কেহ নয় যে নির্ব্বিকার;
তার না হলে মন প্রতিকার, চির বাঁধা থাকবে গলা॥
ললিত বলে সঙ্গোপনে, সব পাবি মন ভূত সাধনে;
আর সদা মায়ের চরণ ধ্যানে, দিন কাটা মন পাবি মেলা॥ (৫৫৭)

প্রসাদি সুর।

কাট্‌ব কিসে মায়ার বেড়া।
ওমা আমার যে এই কপাল পোড়া ॥
আমি মা মা ব'লে সদাই ডাকি, মা হ'য়ে মা দিচ্ছিস্ ফাঁকি ;
আর রাখ্‌লি না মা কিছুই বাকি. তাই দুঃখ পাচ্ছি আগাগোড়া।
ঘর পেতে ঘর ক'রলাম বটে, সেজে রইলাম পাঁচের মুটে ;
তবু ঠকিয়ে সবাই ক'রলে খুঁটে, সবাই জুটে পেটে দিচ্ছে তাড়া ॥
মা হ'য়ে মা এমন ধারা, কেন তোর মা হ'ল ধারা ;
ওমা ছেলেকে যে ক'রলি সারা, দিয়ে কেবল মায়ার নাড়া ॥
ললিত কি তোর নয় মা ছেলে, ওমা সেইটী এখন দেনা ব'লে ;
মাগো নইলে তাকে নিয়ে কোলে, তার ভাঙ্গা কপাল দেমা জোড়া ॥ (৫৫৮)

প্রসাদি সুর।

বল না কি মা উপায় করি।
যাদের আপন ভেবে আছি ধ'রে, তারাই ক্রমে হ'চ্ছে অরি ॥
কপাল আমার এমনি ধারা, চক্ষে সদাই বইছে ধারা ;
আমি দেখে শুনে হ'লাম সারা, আর কত মা সইতে পারি ॥
কিছুতে যে লাভ হ'লনা, চিরকালই ক'রলাম দেনা ;
ওমা চক্ষু থাকতে হ'লাম কানা, রইল মা এই বাহাদুরী ॥
ভাব্‌লে যারা আমার তরে, তারা আগেই চ'লে গেল ঘরে ;
আমার দিন যে কাট্‌ছে পরকে ধ'রে, তারা লাভ না পেলেই যাচ্ছে সরি' ॥
ওমা ক্রমেতে যে গেল দিন, শোধ হ'ল না ভবের ঋণ ;
মা তোর ললিত হ'ল উপায় বিহীন, হ'য়ে মা তোর আজ্ঞাকারী ॥ (৫৫৯)

প্রসাদি সুর।

এখন স্রোত চলেছে উল্টো দিকে।
ওমা এমন দিনে, সব জেনে শুনে, আপন ব'লে পাব কাকে ॥
দেখে স্বপন, সাজি কৃপণ, আপন বলি যাকে তাকে,
মা এই গণ্ডগোলে, আমায় ফেলে, সব ভুলালি মায়ার পাকে ॥
সংসারের এই বিড়ম্বনা, সবাই কাতর পরের ঝোঁকে।
ওমা তার ভিতরে মায়া প্রবল, সদা দেখ্তে পাচ্ছি চোকে চোকে ॥
আত্ম পর যে নাই হেথা মা, সবাই ঘুর্ছে ফাঁকে ফাঁকে।
তাই পথহারা তোর ললিত হ'য়ে, সব হারালে ব'কে ব'কে ॥ (৫৬০)

প্রসাদি সুর।

আর কি শাসন কাল ক'রতে পাবে।
আমার যে শাসন মা হেথায় এসে, হ'চ্ছে এখন ঘরে পরে ॥
আপন ঘরে পর সেজেছি, সংসার ক'রছি পরে পরে।
আমি শেষের দিনে ঠেকব দায়ে, যে দিন যেতে হবে পারে ॥
যা স'য়ে দিন কাটাই হেথা, আমার মন কঠিন তাই সইতে পারে।
তাতে সব দিকে না হ'লে প্রভেদ, আপনা হতে সবাই হারে ॥
যাদের জন্য খেটে মরি, তারাই দুঃখ দেয় যে ধ'রে।
ওমা তাদের সুখী ক'রতে গিয়ে, চিরদিনটা মলাম ঘুরে ॥
ললিত বল্ছে এত করেও মা, কেউ কারও নয় এ সংসারে।
ওমা তার চেয়ে কি শাসন আমার, বল না তারা হ'তে পারে ॥ (৫৬১)

প্রসাদি সুর।

ভাবির ভাব কে বুঝতে পারে।
যার অন্তরে যে ভাবের উদয়, সে কি সেটা প্রকাশ করে॥
ভাবের তরে ভাব সাধনায়, এ সংসার যে সদাই ঘোরে।
যে দিন ভাবে ভাবে মিলন হবে, এক হবে যে ঘরে পরে॥
পঞ্চ ভাবের মিলন যেথা, সেথা পাঁচকে এক যে করে।
শেষে ভেদাভেদ জ্ঞান থাক্‌লে পরে, অভেদ ভাব্‌বে কি প্রকারে॥
হেথা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড একই, আবার একেতেই সব জগৎ ঘোরে।
সেই একেতেই যে সব র'য়েছে, ঘুর্‌ছে কেবল অন্ধকারে॥
ললিত বলে এ সংসার মা, দেখ্‌ছে সবাই পঞ্চাকারে,
যে জন পাঁচ ভেঙ্গে এক ক'রে দেখে, কে এখন মা ঠকায় তারে॥ (৫৬২)

প্রসাদি সুর।

কি হবে মা ভাবছি পরে।
আমার সব যে রইল পরে পরে॥
আপনার ব'ল্‌তে কেউ হ'ল না, যাদের আমি আছি ধ'রে।
ওমা কাজের সময় ছেড়ে দিয়ে, সবাই যে মা যাচ্ছে স'রে॥
লাভের আশায় সবাই আমায়, চারিদিকে আছে ঘেরে।
শেষে লাভ না পেলে তারাই মিলে, আমাকে যে চেপে ধরে॥
সাম্‌নে যারা দেখায় মায়া, দয়া তারা কৈ মা করে।
তাই জন্ম হ'তে অশান্তি ভোগ, ক'র্‌ছি আমি এ সংসারে॥
অনেক ভোগ মা হ'ল হেথা, এইবার কি মা দিবি ছেড়ে,
হেথা আর কতকাল তোর এই ললিত, দেনা সুধ্‌বে ধারে ধোরে॥ (৫৬৩)

প্রসাদি সুর।

ওমা গোল বেধেছে আমার মনে।
আমি কি ক'রে সব দায় পোয়াব, যাব ঘরে ফিরে শেষের দিনে॥
যে জ্বালাতে সদাই হেথা, জ্ব'লে আমি ম'রছি প্রাণে
সেটা প্রাণ বুঝেছে মন বোঝে না, বুঝিয়ে ব'ল্লে কৈ সে শোনে॥
ধন হ'ল মা সুখের কাঁটা, দেখ্‌ছি ব'সে ঘরের কোনে।
ও মা সবাই আপন দেখ্‌ছি এখন, বাঁধা যাদের মায়ার টানে॥
মাগো দেখ্‌ছি যত ভুগ্‌ছি তত, ভাব্‌ছি কেবল দেখে শুনে।
আমার শেষের দশায় কি হবে মা, কি ক'রে তোয় ধ'রব চিনে॥
আমার জন্ম হ'তে শান্তি নাই মা, এ কথা যে সবাই জানে।
তবু ভুগ্‌ছে ললিত এক মনে সব, তোর ঐ যুগল চরণ ধ্যানে॥ (৫৬৪)

প্রসাদি সুর।

সদা দিন কাটা মন দুর্গা ব'লে।
ওরে দুর্গা নামে মন মাতে যার, তার কি ভয় আর থাকে ম'লে॥
কর্ম্ম ফলে বাধ্য হ'য়ে, ঘুরে বেড়াস্ ভয়ে ভয়ে;
ও মন আর কত তুই থাক্‌বি স'য়ে, সব যাবে তোর দিন ফুরালে॥
মায়ার বশে বাড়িয়ে মায়া, সদাই মন তোর জ্ব'লছে কায়া;
তোর পর হবে ভাই বন্ধু জায়া, এই ভবের দিন তোর ফুরিয়ে এলে॥
ভেঙ্গে দে তোর মায়ার স্বপন, সমান কর না জন্ম মরণ;
আজ অশান্তি দূর হ'লে মোহন, হেসে ঘরে যাবে চ'লে॥ (৫৬৫)

প্রসাদি সুর।

এখন ডাক্ না দুর্গা দুর্গা ব'লে।
আর ডাক্তে কি তুই পারবি রে মন, রসনা তোর অবশ হ'লে॥
এখনও দিন আছে রে তোর, থাকিস্‌না রে সকল ভুলে।
ওরে শেষে তোর সব কাজের হিসাব, দিতে হবে দিন ফুরালে॥
মায়া আশা নিয়ে এখন, আছিস্ ভবের গণ্ডগোলে।
ওরে সে সব কি তোর্ থাক্‌বে সে দিন, যে দিন তোকে ধ'রবে কালে॥
রসনাকে বশ্ ক'রে নে, মাকে দেখ না জলে স্থলে।
তোর আপনার ঘরে কি ধন আছে, দেখ না ঘরের কপাট খুলে॥
মায়ের চরণ তারণ কারণ, সদাই ললিত দিচ্ছে ব'লে।
সব সমান হ'লে মায়ের ছেলে, উঠ্‌বে গিয়ে মায়ের কোলে॥ (৫৬৬)

প্রসাদি সুর।

আমি কর্‌ব না মা তোর সাধনা।
সেটা আমা হ'তে আর হবে না॥
আমি মা মা ব'লে ডাকব সদাই, কর্‌ব ব'সে দিন গণনা।
ঘরে বাড়ুক মায়া জ্বলুক কায়া, তবু সইব আমি সব যাতনা॥
কর্ম্ম কর্‌তে গিয়ে হেথা, কেবল যে মা খাই তাড়না।
আমার কর্ম্ম ধর্ম্ম সবই সমান, যদি না ঘোচে মা আনাগোনা॥
আস্‌ব যাব খাটব ব'সে, তোর কি মাগো এই বাসনা।
কিসে ঘুচবে আমার আছে যে ঋণ, সেইটি আমায় ব'লে দেনা॥
হেথা ঘেরে আমায় আছে যারা, তারা আমায় আপন কেউ ভাবেনা।
শেষে সকল ভুলে করবি কোলে, তোর ললিতের এই কামনা॥ (৫৬৭)

প্রসাদি সুর।

প্রাণের জ্বালায় মলাম তারা।
আর সইব কত জানি না মা, সইতে গিয়ে হই মা সারা॥
ছ'জন আমায় ঘেরে থেকে, করেছে মা দিশেহারা।
সেই ছটাই যে মা শেষ্ ডুবাবে, দিয়ে কেবল মায়ার বেড়া॥
যাদের নিয়ে সংসারী মা, তাদের দেখ্‌ছি এম্নি ধারা।
তারা আপনার ভাগ যে বেশ বুঝে লয়, পরের বেলায় দেয় মা তাড়া॥
কি নিয়ে মা ঘরে আছি, বুঝ্‌তে গিয়ে হই যে সারা।
সব দেখে শুনে বাড়্‌ছে ব্যথা, শুখাল না চ'কের ধারা॥
ললিত দেখ্‌ছে এ সংসারে, কে কার ঘরে রইল পোরা।
সেইটী বুঝে এখন বল্‌তাম সব মা, থাক্‌ত যদি নয়ন তারা॥ (৫৬৮)

প্রসাদি সুর।

আমি খেপা খেপির খেপা ছেলে।
লোকে ডাকুক্ না মন খেপা ব'লে॥
এই ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে যে মন, ঐ খেপা খেপি চিরকেলে।
যে সেই বাপ মাকে আজ মেনে চলে, সেকি ঢোকে গণ্ডগোলে॥
হেথা গণ্ডগোল যে সদাই মনে, মনে মনেই বেড়ে চলে।
ওরে পেলে খোঁটা, রিপু ছটা, গোল বাঁধায় যে জলে স্থলে॥
জোর ক'রে মন কর্ম্ম ছেড়ে, বাপ মার কাছে যাবি চ'লে।
ওরে কেঁদে কেটে ধর্‌বি চরণ, তেড়ে উঠ্‌বি মায়ের কোলে॥
কাজের কথায় কাজ বাড়াস্ না, সংসার নিয়ে যাস্ না ভুলে।
নইলে বাপ মা খেপা ললিত খেপা, এই তিন খেপাতে ঘর কি চলে॥ (৫৬৯)

প্রসাদি সুর।

মুক্ত কর্ না মুক্তকেশী।
আজ কর্ম্মে বাধ্য হয়ে মাগো, হারাই বুঝি তোর কৃপারাশি ॥
সদাই কর্ম্ম ক'রে বেড়াই, সময় পাইনা ক্ষণেক বসি।
আমার কর্ম্ম ধর্ম্ম সব হ'ল এক, ক'রে পাঁচের সঙ্গে মেশামিশি ॥
লক্ষর অভাব সদাই হেথা, ঘুরছি আমি দিবানিশি।
ওমা সব ভুলে এই সংসারেতে, শিখেছি মা দ্বেষাদ্বেষি ॥
তোকে বারেক দেখ্‌লে বুকে, আনন্দ সাগরে ভাসি।
আমার সে সুখ যে মা ক্ষণেকমাত্র, অম্নি ধরে কর্ম্ম আসি ॥
কি দুঃখে দিন কাট্‌ছে আমার, দেখ না মাগো বারেক আসি।
নইলে ললিত মা তোয় চিরকাল যে, ডাক্‌বে ব'লে সর্ব্বনাশী ॥ (৫৭০)

প্রসাদি সুর।

মা আমার যে সদাই ভোলা।
আবার ডাকলে পরে হয় যে কালা ॥
মায়ে পোয়ে ব্যাভার কেমন, বুঝ্‌তে কেউ কি পারবে এখন ;
মা দেখিয়ে সকল কার্য্য কারণ, এই সংসারেতে বাড়ায় জ্বালা ॥
লক্ষ হ'লে লক্ষ হরে, অলক্ষে সব রাখে দূরে ;
সদাই গোল করে মা ঘরে পরে, মায়ের আমার এম্নি খেলা ॥
ছেলেকে মায়া নাই যে মনে, দিন কাটায় মা সঙ্গোপনে ;
তাকে ধ'রতে এখন গেলে চিনে, বাধা বিঘ্ন দেয় যে মেলা ॥
ললিত বলে দেখে এ ছল, ষড় রিপু হয় যে প্রবল ;
মা দেখিয়ে দিয়ে স্বকর্ম্ম ফল, স'রে যায় যে থাকতে বেলা ॥ (৫৭১)

প্রসাদি সুর।

মন ক'রে নে ধূলোখেলা।
ওরে ধূলোর সঙ্গে ধূলো হ'লে মন্, দেখবি ধূলো আছে মেলা॥
ধূলোর পুতুল ধূলোর ঘরে, আছে কত ঘরে পরে;
যে জন ধূলো কি যে বুঝ্‌তে পারে, তাকে কেউ কি করতে পারে ছলা॥
ধূলোয় হ'চ্ছে সকল মিলন, ধূলোই সকল কার্য্য কারণ;
ওরে এটা মন তুই বুঝবি যখন, তখন ঘুচ্‌বে যে তোর সকল জ্বালা॥
এ সংসারে খেল্‌তে এসে, কেবল ধূলো নিয়ে আছিস ব'সে;
শেষ এই ধূলোর সঙ্গে মিলে মিশে, বিদায় পাবি গেল বেলা॥
ঐ ধূলোর সঙ্গে ধূলো হ'য়ে, দিন কাটা মন সকল স'য়ে;
ললিত ঐ ধূলো শেস্ মেখে গায়ে, পায় যেন মার চরণ ধূলা॥ (৫৭২)

প্রসাদি সুর।

মা তোকে আর ব'লব কত।
আজ মা হয়ে মা সব ভুলেছিস্, হলিনা তুই মনের মত॥
ভুলে গিয়ে দেখ্‌লি না মা, কোথা রইল আপন সুত।
কেবল ভ্রমে ফেলে পাঁচের ছলে, ঘুরিয়ে মারিস্ অবিরত॥
চ'লেছে যে স্রোত হেথা মা, কিছুতে নয় প্রতিহত।
সেটা দেখে শুনে মনে মনে, প্রাণের ভয়ে হই যে ভীত॥
ভয়ে ভয়ে হেথায় এসে, কর্ম্ম ক'রছি শত শত।
সেই কর্ম্মফলে বাঁধা প'ড়ে, গোল আমার মা বাড়্‌ছে যত॥
ললিত বলে সংসার পেতে, সংসারী মা হ'চ্ছি এত।
তবু ভোগাভোগ যে ঘুচ্‌লো না মা, ডুবল তোর এই অনুগত॥ (৫৭৩)

প্রসাদি সুর।

ফল কি আছে তীর্থে গিয়ে।
আমি সকল তীর্থ একস্থানেতে, দেখ্‌তে পাব মায়ের পায়ে॥
কাশী গেলে মুক্তি হবে, মায়ের চরণ সেটাও দেবে;
ও মন শিবের যুক্তি দেখ্‌লে ভেবে, আর কি ভয় হয় কালের ভয়ে॥
প্রয়াগে মুণ্ডনের ফলে, সর্ব্ব পাপের ক্ষয় যে বলে;
ও মন মায়ের চরণ ক'রে স্মরণ, রক্ষা পাবি সকল দায়ে॥
হেরে বৃন্দাবনে রাধা কৃষ্ণ, দূর হ'য়ে যায় সকল কষ্ট;
কিন্তু সবই সেই এক মা যে আমার, সেটা দেখান কৃষ্ণ কালী হ'য়ে॥
ললিত বলে মনের ভ্রমে, ঘুরে বেড়াই তীর্থধামে;
ও মন সকল তীর্থ মায়ের নামে, দেখ্‌তে পাবি দেখ্‌লে চেয়ে॥ (৫৭৪)

প্রসাদি সুর।

বেশ তুই শিক্ষা দিলি তারা।
দেখি চক্ষু থাক্‌তে অনেক দিন মা, হারিয়েছি যে চক্ষের তারা॥
সর্ব্ব ঘটে বিরাজ ক'রে, আছিস্ মা তুই সকল ঘরে;
মাগো যে জন তোকে বুঝ্‌তে পারে, তাকেই তুই মা দিস্ যে ধরা॥
সুখে দুঃখে সমান ভেবে, মা তোকে ধ'রে থাক্‌তে হবে;
দেখি নইলে মাগো এ ছার ভবে, ঘুরে ঘুরেই হবে সারা॥
লাভের অংশ ক'রলে জমা, তার থাকে না দুঃখের সীমা;
মাগো শেষ পাবে সে শূন্যনামা, এই দেখি মা তোর যে ধারা॥
কালের ধর্ম্ম হয় যে কালে, গোল হয় কেবল কর্ম্ম ফলে;
সব দেখে শুনে ললিত বলে, তুই যে নস্ মা নিরাকারা॥ (৫৭৫)

প্রসাদি সুর।

তারা বেশ দেখালি ভবের খেলা।
যে সব আপন ভেবে দেখ্‌ছে স্বপন, গণ্ডগোল তার বাধে মেলা॥
জন্ম হ’তে কর্ম্ম করি, হ’য়ে মা তোর আজ্ঞাকারী;
তাতে কর্‌তে গেলে বাহাদুরী, আপনা হ’তে বাড়ে জ্বালা॥
জন্মালে মা আছে মরণ, নাই যে তাতে কার্য্য কারণ;
ওমা সেইটি যে জন রাখে স্মরণ, সে কি কভু হয় মা ভোলা॥
তোকে দেখ্‌তে পেলে সর্ব্ব ঘটে, ভবের বাঁধন যায় যে ছুটে;
নইলে চিরদিনই ভবের মুটে, মোট ব’য়ে সব যায় যে বেলা॥
ললিত প’ড়ে মায়ার ঘোরে, ঘুরছে ফিরছে অন্ধকারে;
তাকে শেষে নিস্ মা কোলে ক’রে, সে দিন ডাক্‌লে যেন হস্‌না কালা॥

(৫৭৬)

প্রসাদি সুর।

আমি তোর বাপের কি খাতক তারা।
যে সময় পেলে ফাঁকি দিয়ে মা, আমায় ধ’রে কর্‌বিস্ সারা॥
তুই যে মা পাষাণের মেয়ে, তাই ভেবে যে মরি ভয়ে;
আমি আর কত মা থাক্‌ব স’য়ে, ক্রমে হ’চ্ছি দিশেহারা॥
মা মা ব’লে ডাক্‌ব যত, আমায় দুঃখ দিস্ মা তত;
মা তোর যে হবে অনুগত, সদাই বইবে তার যে চক্ষে ধারা॥
মা হ’য়ে সন্তানের ব্যথা, ভুলে কোন মা থাকে কোথা;
মা তোর খেলা সব নূতন হেথা, দেখ্‌তে পাই যে আগাগোড়া॥
মা তোর খেলায় এই জগৎ ভোলে, এ’ম্নি ভুলিয়ে রাখিস্ ছলে;
কিন্তু ললিত যে তোর কোলের ছেলে, এটা ভুলিস্ না মা শম্ভুদারা॥ (৫৭৭)

প্রসাদি সুর।

কবে আমি পাব ছুটী। (হ্যাদে ও পাষাণের বেটী);
এই মায়ায় বাঁধা থেকে আমি, কর্‌ব কত খাটা খাটি॥
আমার অভাবেতে স্বভাব নষ্ট, কর্‌ছি কেবল ছুটোছুটি।
আমি দিন মজুরি যা করি মা, বাড়্‌ছে তাতে রিপু ছটি॥
এই সংসারে সং সাজিয়ে দিয়ে, দেহ কর্‌লি রোগের কুটী।
আবার আশা দিয়ে সব ভুলায়ে, সব দিকে মা কর্‌লি মাটি॥
আমার সঙ্গী যারা সদাই তারা, বেড়ায় কেবল মজা লুটি।
তাদের মনের মতন না হ'লে মা, করে তারাই কাটাকাটি॥
হেথা যা দুঃখ মা আমায় দিলি, তোকে আমি বল্‌ব কটি।
মা তোর ললিতকে না দেখ্‌লে এখন, আরও বাড়্‌বে মাথা কোটাকুটি॥

(৫৭৮)

প্রসাদি সুর।

মা তারা এই তোর বিচার বটে।
যে জন মা মা বলে সদাই ডাকে, তারই নিত্য বিপদ ঘটে॥
কার্য্য কারণ দেখে এখন, সবাই ব'সে দেখ্‌ছে স্বপন;
হেথা কেউ কারও যে নয় মা আপন, ঘুর্‌ছে কেবল ভবের হাটে॥
এসে মাগো এই জগতে, পরকে আপন করি এতে;
হেথা বাধা সবাই এক মায়াতে, ইচ্ছা হয় যে পালাই ছুটে॥
ল'য়ে মাগো কর্ম্মডুরী, হ'য়েছি মা জাত্‌ ভিখারী;
মা তোর নামের সাধন কখন করি, বাঁধা যে মা আটেকাটে॥
ললিতের কি নাই মা উপায়, স্থান কি দিবিনা মা ও পায়;
আমার ক্রমে দিন মা ফুরিয়ে যে যায়, তাই ডাক্‌ছি মা তোর করপুটে॥

(৫৭৯)

প্রসাদি সুর।

রক্ষা কর মা এ সঙ্কটে।
দেখি চারি দিকে একাকার মা, কি ক'রে যাই পারের ঘাটে ॥
কভু জলে কভু স্থলে, ভ্রমি সদাই মনের ভুলে ;
আমি কি করি কে দেবে ব'লে, তাই ভাব্‌ছি কেবল দাঁড়িয়ে তটে ॥
সমান হল আগা গোড়া, কাট্‌ল না মা মায়ার বেড়া ;
আমি খেয়ে কেবল কালের তাড়া, দিন কাটাই মা খেটেখুটে ॥
প্রাণের ব্যথা রইল প্রাণে, মন জানে আর ধর্ম্ম জানে ;
যদি স্থান পাই মা তোর শ্রীচরণে, তবেই বল'তে পারি ফুটে ॥
তোর ছেলে মা হ'য়ে মোহন, এলো যেমন যাবে তেমন ;
কেবল সংসার নিয়ে দেখে স্বপন, দাঁড়িয়ে আছে করপুটে ॥ (৫৮০)

প্রসাদি সুর।

ক্রমে সব মা ঘুচ্‌লো লেঠা।
ওমা, শেখাস্‌ যেমন ক'রছি তেমন, তবু বিফল যে শেষ্‌ হ'চ্ছে সেটা ॥
আমার কপাল দোষে দুঃখ এত, ক'রব কি তোয় দিবে খোঁটা।
মা গো, নিজের কর্ম্মে ঠকৃছি নিজে, বাড়্‌ছে তাতে রিপু ছ'টা ॥
মায়াতে মা এ সংসারি, সুখের তরে মন ভিখারী ;
মা ক'রে পরকে ধরাধরি, কেউ যে থাকতে পায় না গোটা ॥
তোর নাম গেয়ে দিন কাটিয়ে তারা, পাব মা তোর স্নেহের ধারা ;
কিন্তু ডেকে ডেকে হ'লাম সারা, এইবার ধর্‌তে আস্‌ছে কালের ভটা ॥
যে দুঃখ মা দিবা নিশি, [illegible]কে ললিত বল্‌বে ক'টা।
সে তোয় ভাব্‌তে গিয়ে সব ভুলে যায়, এম্নি তার মা বুদ্ধি মোটা ॥ (৫৮১)

প্রসাদি সুর ।

ক্রমে সূর্য্য বস্‌ছে পাটে ।
এই বার সব ফেলে মা তোর এই ছেলে, ঘরে ফির্‌বে সব মায়া কেটে ॥
সাধ ক'রে এই সংসার পেতে, ধরা পড়্‌লাম হাতে হাতে ;
এখন বিদায় পেলে কোন মতে, প্রাণ বাঁচে মা পালাই ছুটে ॥
মনের আশা মনে মনে, বাড়্‌ছে কম্‌ছে সঙ্গোপনে ;
মা সব গোল বাধালে এমন দিনে, ঘরেতে ছয় সঙ্গী জুটে ॥
এলাম একা যাব একা, কাজ ক'রে সব গেলাম ফাঁকা ;
ওমা, ফের্‌বার পথ যে সদাই বাঁকা, দেখ্‌ছি মাগো ঘেঁটে ঘুঁটে ॥
যখন মা মা ব'লে তোকে ডেকে, বিদায় লব ডেকে হেঁকে ;
তখন ভুলিস্‌ না মা তোর ললিতকে, ভিক্ষা মা এই করপুটে ॥ (৫৮২)

প্রসাদি সুর ।

এইবার বিদায় আমায় দে মা তারা ।
আমি ভেবে ভেবেই হ'লাম সারা ॥
এই জগতে যে মায়া বেশী, আছে কেবল কর্ম্মরাশি ;
আর কেবল মা গো দ্বেষাদ্বেষি, এই সংসারেতে আছে পোরা ॥
যত কর্ম্ম করি ততই বাড়ে, পরের বোঝা উঠে ঘাড়ে ;
একবার ধ'রলে মা আর কেউ কি ছাড়ে, এই দেখি যে আগাগোড়া ॥
যত মায়া পরকে নিয়ে, তারাই শেষে ফেল্‌ছে দায়ে ;
ওমা, এই ক'রে সব আছি স'য়ে, একবার দেখ্‌ না আমায় শত্রুদারা ॥
মনে মনে সদাই ডাকি, কত করি মা বকাবকি ;
তবু রাখ্‌লি না যে কিছু বাকি, মা হ'য়ে তোর একি ধারা ॥
ললিতকে কি রইলি ভুলে, সে যে মা তোর কোলের ছেলে ;
তোকে খুঁজে মা গো ধ'রতে গেলে, সেজে থাকিস্‌ নিরাকারা ॥ (৫৮৩)

প্রসাদি সুর।

আমার আজও কি মা হয় নাই খেলা।
ক্রমে ফুরিয়ে যে মা গেল বেলা॥
এই খেলা ভেঙ্গে যা'ব ঘরে, গিয়ে মা সব ব'লব তোরে ;
ওমা, এই যে আমার ইচ্ছা করে, তাতে কেন এত সাজাস্ ভোলা॥
মা তোর কাছে তোর ছেলে গেলে, আদর ক'রে কর্‌বি কোলে ;
দেখি মায়ের নিয়ম এই চিরকেলে, তবে কেন এত করিস্ ছলা॥
প্রাণের ব্যথা মা ব'লে তোকে, অভয় পাব ঐ চরণ দেখে ;
কিন্তু ম'লাম যে মা ব'কে ব'কে, তবু তুই ত সেজে রইলি কালা॥
প'ড়ে মা এই মায়ার ফাঁদে, তোর ললিত কি মর্‌বে কেঁদে ;
ওমা আরও কত দিনের বাদে, দিবি মা তায় চরণ ধুলা॥ (৫৮৪)

প্রসাদি সুর।

সদা স্রোত চ'লেছে উল্টো দিকে।
শেষে মন যে পাগল, সব করে গোল, খুঁজে দেখেও পায় না কা'কে॥
হেথা আশার আশায় সব ভুলে যায়, লক্ষ্য কেবল আশার দিকে।
একটা কার্য্য কারণ হ'লে পূরণ, ভুলে গিয়ে দাঁড়ায় ফাঁকে॥
নিজে ধরা না পড়্‌লে মন, ধর্‌তে যায় যে যা'কে তা'কে।
শেষে সব সে ভুলে, এই গণ্ডগোলে, মরে মিছে ব'কে ব'কে॥
ললিত বলে কেউ কারও নয়, ঘুর্‌ছে জগৎ কর্ম্মপাকে।
হেথা আজও যেমন কালও তেমন, দেখা যা'চ্ছে চ'কে চ'কে॥ (৫৮৫)

প্রসাদি সুর।

ঝড় উঠেছে উল্টো দিকে।
হেথা গেলে বেলা, ছেড়ে খেলা, আপনার ব'লে পা'বে কা'কে॥
মনের কথা, ব'লতে ব্যথা, বাধ্য বাধক কাজের পাকে।
দেখে মিছে ছায়া, বাড়্ছে মায়া, কোলে টান্ছে যা'কে তা'কে॥
যাদের ভেবে আপন, দেখ্ছে স্বপন, তারা কৃপণ চ'কে চ'কে।
তবু হ'য়ে পাগল, সব ক'রে গোল, লক্ষ্য রাখ্ছে তাদের দিকে॥
ললিত বলে, মনের ভুলে, সদাই ভুলে আছি যাকে।
তাঁকে হ'লে মনে, এমন দিনে, আর কি কিছু দুঃখ থাকে॥ (৫৮৬)

প্রসাদি সুর।

আমি এই অভিমান মা সদাই করি।
কেন বেঁধে মায়া পাশে, আমায় অবশেষে, ক'রছিস্ মা এ সংসারী॥
জন্ম হ'তে দুঃখ পেয়ে, ঘুর্ছি আমি শুভঙ্করী।
আমার আপনার বলতে কেউ হ'ল না, কপালের জোর এম্নি ভারী॥
যা'দের আশ্রয়েতে ছিলাম, একে একে গেলেন ছাড়ি।
এখন একা আমি আছি প'ড়ে, কেবল সইছি কালের জারিজুরি।
এখন তোর সাহসে সাহস বেঁধে মা, হ'য়ে আছি তোর আজ্ঞাকারী
কিন্তু আমার কপাল দোষে দেখি, তোর যে লক্ষ্য নাই শঙ্করী॥
ললিতকে তোর দেখিয়ে স্বপন, কেবল যেতে চাস্ মা সরি।
মা, তুই জেনে শুনে দুঃখ দিলে, কত আমি সইতে পারি॥ (৫৮৭)

প্রসাদি সুর।

আমি এই খেদে খেদ করি তারা।
পায়ে দিয়ে মায়া বেড়ি, করিয়া সংসারী, এ জীবনে কর্‌লি সারা॥
আমায় কেন অকারণ, দিয়ে মা নয়ন, হ'রে নিলি শেষে নয়নতারা
কেন পেয়ে কর্ম্ম দোষ, করিস্ মাগো রোষ, এই কি জগতে মায়ের ধারা॥
আমায় বেঁধে এ জগতে, রেখেছিস্ মা যাতে, তাতেই ক'রছি ঘোরা ফেরা।
তবু নাই মা পরিত্রাণ, কর্ম্মের অবসান, এমি কঠিন ক'রে মা দিয়েছিস্ বেড়া॥
মা তোর কেমন যে মায়া, কারে করিস্ দয়া,
তোর কর্ম্ম এখন বুঝিবে কারা।
কেবল কর্ম্মের অনুরাগে, এই কর্ম্ম ভোগে, তোর ললিত যে মা হতেছে সারা॥ (৫৮৮)

প্রসাদি সুর।

মন ভুলে যা সুখের দশা।
যদি মায়ের চরণ করিস্ আশা॥
স্বপ্ন যেমন মায়া তেমন, মায়ার কর্ম্ম অতি খাসা।
তাতে বাধ্য বাধক এক হ'য়ে যায়, ঘরে পরে বাড়ায় নেশা॥
একবার বাঁধা পড়্‌লে পরে, সবাই আপনি হ'চ্ছে কসা।
তখন সব ফেলে মন কার্য্য কারণ, দেখে কেবল ভাসা ভাসা॥
হেথা একবার সঙ্গ ছাড়িয়ে দিলে, রিপু ছ'টা ক'রবে গোসা।
তখন জোর ক'রে তোয় ধ'রে নিয়ে, ভাঙ্গ্‌বে তোর যে সাধের বাসা॥
মুক্তির জন্য ভক্তি ক'রে, কর্ম্মে যদি দেখাস্ নেশা।
তখন কাম্য কাজে কাজ হারাবি, হবে কেবল কর্ম্ম পেশা॥
ললিত বলে কর্ম্ম ক'রে, করিস্ না রে ফলের আশা।
তবু যা আছে তোর সব দিবিরে, রাখিস্ না তার রতি মাসা॥ (৫৮৯)

প্রসাদি সুর।

এ কি মা তোর নূতন ধারা।
আমার পাতের অন্ন রইল পাতে, উঠ্‌ল না যে মুখে তারা॥
প্রাণের জ্বালায় হই ভিখারী, পেটের দায়ে ঘুরে মরি ;
তাতে ঠকিয়ে কি হয় বাহাদুরি, বুঝিয়ে দে মা শম্ভুদারা॥
ইচ্ছা করি ধ'রব এঁটে, তোর ছলে সব যায় মা ছুটে ;
কেবল মিছে ম'লাম বেগার খেটে, খেটে খেটেই হ'লাম সারা॥
আস্‌ছি যাচ্ছি বারে বারে, ভেবে মলাম ঋণের তরে ;
আমি কি ক'রে মা সুধ্‌ব তারে, উপায় কিছুই নাই মা তারা॥
ললিতের কি এমন দিনে, স্থান দিবি না শ্রীচরণে ;
ওমা, সদাই কি সে জ্বলবে প্রাণে, বইবে মা তার চক্ষে ধারা॥ (৫৯০)

প্রসাদি সুর।

মাকে সবাই বলে কাল।
কিন্তু কেউ দেখে নাই কাল কি ধল॥
কখন মা অরুণ বরণা, কভু পীত যে হন্‌ অপর্ণা ;
আবার কখন মা ধলরূপেতে, এই ত্রিজগৎ যে করেন আলো॥
কখন প্রকৃতিরূপা মা, শ্যামাঙ্গেতে শ্যামা হ'ল।
আবার কখন মা পুরুষরূপে, ব্রজাঙ্গনার মন হরিল॥
মা যে তরুণ অরুণরূপে, করীন্দ্রারি হ'য়ে ছিল।
আবার হর উরে দাঁড়াইয়ে মা, রণমাঝে নাচে ভাল॥
ললিত বলে আদি পুরুষের আদ্যাশক্তি চিরকাল।
তাঁর বুঝ্‌তে খেলা, যায় যে বেলা, ভোলানাথও হয় যে ভুলো॥ (৫৯১)

প্রসাদি সুর।

কালী কালী বল রসনা রে।
দেখ জগৎ মাঝে, কত সাজে, মা আমার যে বিরাজ করে॥
কারণ জলে ভাস্‌লি যখন, কার্য্য কারণ মিলন ক'রে,
তখন মাতৃরূপা মহাশক্তি, তো'কে যে রে ছিলেন ধ'রে॥
তিন গুণে এই জগৎ বাঁধা, সর্ব্ব গুণাতীতা মা তোর যে রে,
যখন যে গুণের উদয় হয় তো'তে মন, সেই গুণে তুই বেড়াস্ ঘুরে॥
এই অনন্ত জগতে তারা, অনন্ত যে সর্ব্ব ঘরে।
তাঁকে দেখ্‌তে হ'লে সব রূপেতে, আপন ক'রে দেখে নে রে॥
কর্ম্মে বাধ্য হ'লে জীব, কর্ম্ম নিয়ে ভ্রমে পড়ে।
যে দিন কর্ম্ম ধর্ম্ম এক হবে মন, সে দিন পাবি মাকে আধারে॥
ললিত বলে সঙ্গোপনে, খুঁজে দেখ্‌না অন্ধকারে।
তোর ঘরেই যে ধন আছে এখন, ধর্‌তে যা মন আপন জোরে॥ (৫৯২)

প্রসাদি সুর।

আমি সব হারালাম মনে মনে।
প্রথম ছিল সন্দ, বাড়ল দ্বন্দ্ব, ক্রমে হ'ল মন্দ সাধন বিনে॥
কৃপা ক'রে গুরু যে ধন, শিখিয়ে দিলেন কানে কানে।
সে'টা কর্ম্ম দোষে গেল ভেসে, তার নিশে কে ক'রবে জেনে॥
আঁধারে থেকে দাঁড়িয়ে ফাঁকে, মন ব'কে মল এমন দিনে।
তার এখনও সব বুঝ্‌তে বাকি, তবু দেখ্‌ছে ফাঁকি ঘরের কোনে॥
এ দিন গেলে ভাস্‌বে জলে, জলে স্থলে সমান জেনে।
তখন সব যে অহিত, দেখবে ললিত, তার বিহিত কে কর্‌বে শুনে

প্রসাদি সুর।

মন কেন রে মরিস্ ঘুরে।
ও মন দেখ্‌না কি ধন আছে ঘরে॥
তীর্থে গমন, কর্ম্ম সাধন, মিথ্যা সে সব করিস্ না রে।
ক'রে মায়ের চরণ, সদাই স্মরণ, দিন কাটা না আমোদ ভ'রে॥
কাজের গোলে, থাকিস্ ভুলে, মন ঘুরিস্ না রে অন্ধকারে।
শেষে সব হারালে, পাঁচের গোলে, একেই সকল মিল্‌বে যে রে॥
ওরে সেই মিলনে, যে সুখ আনে, সেই সুখ পেতে সবাই ঘোরে;
তখন জেনে শুনে, সংগোপনে, সব পাবি মন একাধারে।
সদা শিবের বচন, মান্‌লে এখন, ঘরে বাইরে প্রভেদ কিরে।
শেষ, কার্য্য কারণ, হবে মিলন, মোহন এইটী ব'লছে জোরে॥ (৫৯৪)

প্রসাদি সুর।

মা, তোর এম্নি বিচার বটে।
যে জন মা মা ব'লে সদাই ডাকে, তা'রই ভাগ্যে বিপদ ঘটে॥
ঘুর ছি হেথা মায়ায় বাঁধা, সে বাঁধা আজ কই মা কাটে।
তো'র সব চাতুরী, ক'রে জারী, ঘুরিয়ে ফেলিস্ এ সঙ্কটে॥
তোর খেলার ভিতর ঢুক্‌তে পারি, এমন বুদ্ধি নাই মা ঘটে।
কেবল ছ'টা সঙ্গী হ'য়ে আমার, সবাই টান্‌ছে আপন কোটে॥
জেনে শুনে আমায় তারা, সাজিয়ে দিলে সবার মুটে।
শেষে কত বাধা বিঘ্ন দিয়ে, আমায় কেবল কর্‌লি খুঁটে॥
তোর ছলে এই খেল্যার ঘরে, ললিত বাঁধা সটে পটে।
একবার কৃপা ক'রে দেখ্‌না তাকে, তার সূর্য্য ক্রমে বস্‌ছে পাটে॥ (৫৯৫)

প্রসাদি সুর।

মা, তো'র বিচার কি এমনি ধারা।
যে জন দিবা নিশি মা মা বলে, তারই চক্ষে বইবে ধারা ॥
শয়নে স্বপনে জাগরণে, যে তোকে ডাকছে মনে মনে,
তাকে ঠকিয়ে মা তুই এমন দিনে, তার মাথায় দিস্ মা দুঃখের ভরা ॥
কিছুতে তার শান্তি নাই মা, কিছুই তার যে হয় না সীমা।
মা গো, তোর নামের কি এই মহিমা তাই ভেবে ভেবে হ'লাম সারা ॥
কাজের দোষ মা সদাই ধ'রে, ঘুরিয়ে মারিস্ এ সংসারে।
এখন রক্ষা পাই মা কেমন ক'রে, হলাম নয়ন থাকতে নয়নহারা ॥
ভুলে থাকিস্ আপন ছেলে, এটা শিখেছিস্ কি বাপের কালে,
তোর ললিতকে মা ক'রে কোলে, পদে স্থান দিবি কি শম্ভুদারা ॥ (৫৯৬)

প্রসাদি সুর।

আর কিছুই কামনা নাই মা ভবে।
শেষে করিয়া করুণা, ওমা শবাসনা, এই দীন সন্তানে কোলেতে লবে ॥
তুমি হ'লে মায়াহীন, এই ভবের ঋণ, এই ভবে বাকি র'য়ে যে যাবে।
সে'টা করতে পাবি শোধ, লাগিবে বিরোধ, পুনঃ আমায় জন্ম নিতে যে হবে ॥
মা, কর্ম্মেতে সম্প্রীত, বাড়িলে আসক্ত, স্থির হ'তে শক্তি কা'রও কি রবে।
মাগো, ক'রে কর্ম্মভোগ, বাড়লে অনুযোগ, রোগে শোকে জীর্ণ করিবে সবে
হেথা স্বকর্ম্মের ফলে, সদা প্রাণ জ্বলে, জলে স্থলে সমান ক'রে যে দেবে।
তখন কি হবে জননী, ওমা ত্রিতাপ হারিণী,
আর তাকে কি মা শিবে কোলেতে লবে।
এই অসার সংসারে, মনের বিকারে, ঘুরে ফিরে কে আর স্ববশে রবে।
তাই সবে চায় মা মুক্তি, ভাবে না কি ভক্তি,
ওমা শক্তিহীনের শক্তি থাকে কি শিবে ॥
আমার সহে না যাতনা, মায়ার তাড়না, আর মোহনের মন বুঝিবে কবে।
শেষে দেখো মা কৃপায়, কোলে ক'রো তায়,
সেই শমনের দায় আসিবে যবে ॥ (৫৯৭)

প্রসাদি সুর।

বাদ দেখিয়ে বাদ সাধলি তারা।
আমি বাদাবাদির মাঝে প'ড়ে, হ'য়েছি মা দিশেহারা॥
একে পঞ্চরূপ পাঁচে এক স্বরূপ, ভেদাভেদে হয় বিরূপ তারা।
মাগো পাঁচের ধারণা, মন যে বোঝে না, কামনাতে কেবল হ'তেছে সারা॥
দ্বৈত কি অদ্বৈত বাদে, সব হ'য়ে যায় নিরাকারা।
যে ব্রহ্মভাবের ভাব বুঝেছে, সদা বইছে তা'র যে চক্ষে ধারা॥
কার্য্য কারণ ক'রে মিলন, সমে বিষম দেখ্‌ছে যারা।
ছেড়ে সকল বাসনা, করে না কামনা, এক সাধ্য ও সাধনা বুঝেছে তা'রা॥
বাদ দিয়ে বাদ সাধিস্‌ না মা, হরিস্‌ না মা নয়ন তারা।
আর তো'র ললিতকে ভোলাস্‌ না মা, ধরিস্‌ না তোর বাপের ধারা॥

(৫৯৮)

প্রসাদি সুর।

মা, আমি কি আর কুল পাব না।
আমার ঘুচ্‌বে না কি আনাগোনা॥
চিরকাল মা কুলের দাবি, নায়ে কাণ্ডারী নাই কতই ভাবি;
শেষে ছেলের কি তুই মাথা খাবি, একবার এসে কি মা কোলে নিবি না॥
আছিস্‌ মা গো সর্ব্ব ঘটে, তোকে খুঁজ্‌তে হয় মা ঘটে পটে;
ওমা, কেবল কর্ম্মবিপাক জুটে, দেয় মা সবে ভব যাতনা॥
আপন সন্তানে তারা, করিস্‌ না মা দিশেহারা;
মা গো তুই সেজে থাকলে নিরাকারা, কর্ম্মফল যে করে তাড়না॥
সাজিয়ে সবে ভবঘুরে, কর্ম্ম করাস্‌ পরের তরে;
মা, তো'র ললিত বলে এ সংসারে, কেউ কা'রও তার শেষ ভাবে না॥

(৫৯৯)

প্রসাদি সুর।

মন বোঝে না প্রাণের ব্যথা।
আমার মনে প্রাণে নাই একতা॥
যে জ্বালায় প্রাণ সদাই জ্বলে, সে কথা কৈ বুঝিয়ে বলে;
মন ফেলে আমায় বিষম গোলে, নিয়ে যায় যে যথা তথা॥
অহংকারে হ'লে মত্ত, ভুলে যায় মন কি যে সত্য;
সে যে অনিত্যকে ভাবে নিত্য, পরম তত্ত্ব চায় না হেথা॥
ক্রমেতে বাড়িলে বিকার, মন কি কর্‌বে তার প্রতিকার;
তাকে হ'তে হ'লে নির্ব্বিকার, বুঝ্‌তে হবে প্রাণের কথা॥
ললিত বলে মনের ভুলে, ঘুর্‌ছে জগৎ গণ্ডগোলে;
আমি দোষী নই মা কোন কালে, সেই মনের দায়ে ভুগ্‌ছি বৃথা॥ (৬০০)

প্রসাদি সুর।

আমি এই ভয়ে ভয় করি তারা।
পায়ে দিয়ে মায়া বেড়ি, করিলি সংসারী,
আবার করিস্ কেন মা দিশেহারা॥
সঙ্গে আছে ছ'টা রিপু, সুখের ভাগী হ'চ্ছে তারা।
আমার আপনার সবাই পর সেজে মা, দুঃখ দিচ্ছে আগাগোড়া
নিজের বেলা নিজেই ভুলে, পরের বেলা থাকি খাড়া।
আমায় পথ ভুলিয়ে যাচ্ছে নিয়ে, সঙ্গের সাথী আছে যা'রা॥
ঘর বেঁধে ঘর কর্‌লাম বটে, পরের দায়ে হ'লাম সারা।
মা তোর ললিতকে এই গোলে ফেলে তুই,
সদাই ভুলে যাস্ মা শম্ভুদারা॥ (৬০১)

প্রসাদি স্থর।

হেথা ফুল ফুটেছে ফুলের ঘরে।
হ'লে শক্তির উদয়, যাবে কাল ভয়, জয় হবে যে ঘরে পরে॥
ফুলের লতা, ফুলের পাতা, ছটা কমল ফুট্‌ছে সেথা;
ও মন যে বোঝে সেই ফুলের কথা, তা'র ভয় কি আছে শমনেরে॥
পাঁচ্ জনে ঘর বেঁধে আছে, ভাগ করেছে বেছে বেছে;
কিন্তু দিন ফুরালে কে কার পোছে, আপনা আপনি যায় যে স'রে॥
পাঁচে বোঝে পাঁচের ব্যভার, পাঁচ ভূতে হয় সর্ব্ব আধার;
ও মন ভেদাভেদে বাড়ে বিকার, দেখ একাকার যে সকল ক'রে॥
ললিত বলে বিড়ম্বনা, এই সংসারেতে আনাগোনা;
আজ ফুলের মর্ম্ম যে বোঝে না, তা'কেই শেষ যে ভূতে ধরে॥ (৬০২)

প্রসাদি স্থর।

ভয় কি রে কাল এলে কাছে।
আমি মায়ের দোহাই দিয়ে, বগল বাজিয়ে, যাব কালের পাছে পাছে॥
কালের নিয়ম কাল আগমন, বিদায় তখন ধরা আছে।
গেলে ভবের এ দিন, যার যত ঋণ, মা বিনা দায় কে নিতেছে॥
মায়ার বাঁধা চ'কের ধাঁধা, চ'কে চ'কেই ফাঁদ পেতেছে।
শেষ্ তুই বাহু তুলে, জয় দুর্গা ব'লে, ধাঁধা বাধা সব যেতেছে॥
জীবের এখন কার্য্য কারণ, শেষ্ মরণ জীবন এক হ'তেছে।
তখন স্ব ভাবে ও পরম ভাবে, একাধারে দুই মিলেছে॥
ললিত বলে কালাকালের, বিচার ক'রে কে দেখেছে।
কেবল কালের যে কাল, সেই মহাকাল, মায়ের পায়ে প'ড়ে আছে॥
(৬০৩)

প্রসাদি সুর।

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।
মিছে বাড়াস্ না মা কর্ম্মরাশি ॥
পরের সঙ্গে পর সেজে মা, খেটে মরি দিবা নিশি।
আমার কি দোষ পেয়ে, কর্‌লি তারা পরের সঙ্গে মেশামিশি ॥
ভ্রমে প'ড়ে বাড়্‌ছে মায়া, সেই মায়াতে জ্ব'লছে কায়া;
ও মা এ দেখেও কি হয় না দয়া, আমায় সময় দিস্ না বারেক বসি ॥
দিন গেল মা কর্ম্ম ক'রে, মিছে কাজে ম'লাম ঘুরে;
আমার কেউ যে নাই মা ঘরে পরে, শেষ সার হবে মা দৈত্যের হাঁসি
আপন সন্তানে এখন, দেখ না মা গো বারেক আসি।
আর মোহনকে মা ভুলে থেকে, ভোলাস্ না তুই সর্ব্বনাশী ॥ (৬০৪

প্রসাদি সুর।

কোথায় ওগো ভব ভামিনী।
এসে কৃপা কর দীনে দীনজননী ॥
তুমি আছ মা গো সর্ব্ব ঘটে, দেখ্‌তে তোমায় বিপদ ঘটে;
ও মা, কর্ম্মফলে বেড়াই ছুটে, কৈ তোমায় লক্ষ্য হয় ঈশানী ॥
হেথা দিয়েছ যে কর্ম্মডুরি, তাতে বদ্ধ হয়ে ঘুরি ফিরি;
ও মা পাঁচকে নিয়ে সংসার করি, মায়ার ভ্রম যে বাড়ে তারিণী ॥
হেথা পূর্ণ হয় না ভবের আশা, কেউ ভাবে না যে শেষের দশা;
মা গো সংসারেতে বাড়িয়ে নেশা, সব যে ভুলে যাস্ জননী ॥
হেথা ক্রমে দিন যে ফুরিয়ে এল, ওমা আমার কর্ম্মের শেষ্ কৈ হ'ল;
মা গো মিছে কাজে দিন যে গেল, তাই ভাব্‌ছে ললিত দিন যামিনী।
(৬০৫)

প্রসাদি সুর।

আমি মা মা ব'লে ডাক্‌ব কত।
মা তুই কাজ করিস্ কি মায়ের মত ;
এই সংসারে সন্তানে এনে, ঘুরাচ্ছিস্ মা অবিরত।
একবার স্থির হ'তে তুই দিলি না মা, তাই বাড়্‌ছে কেবল ভাবনা যত ॥
তোর মা হওয়া কি কথার কথা, যদি বুঝিস্ না সন্তানের ব্যথা ;
আমায় মিছে মায়ায় বেঁধে হেথা, দুঃখ কেবল দিস্ মা এত ॥
ও মা সাধন ভজন সব অকারণ, যদি পেলাম না তো'র যুগল চরণ ;
কেবল খুঁজে ম'লাম কার্য্য কারণ, হয়ে সব দিকে মা প্রতিহত ॥
হেথা কার দোষে এই দুঃখ বাড়ে, কেন সব হয়ে যায় বিপরীত।
সেইটি বল না মা গো ললিতকে আজ, সে যে তোর মা চির পদাশ্রিত ॥
(৬০৬)

প্রসাদি সুর।

মা ছেলের সঙ্গে একি খেলা।
দেখি অপর সময় বেশ থাকিস্ মা, কাজের সময় করিস্ ছলা।
হেথা ডাক্‌তে মা তো'য় তুই শেখালি, ধ'রতে গেলেই অবহেলা।
এই কি মায়ের ব্যভার, তো'র কি বিচার, এই ক'রে কি যাবে বেলা ॥
এই খেলার ঘরে খেল্‌তে দিয়ে, মায়ায় বেঁধে দিলি গলা।
আবার দায়ে প'ড়ে ডাকলে তো'কে, শুনিস্ না তুই সাজিস্ কালা ॥
মা, কে জানে তোর কেমন মায়া, তো'র মায়া দেখে জ্বলছে কায়া ;
যদি দিবি না তোর পদ ছায়া, তবে ও পদ কেন হয় পারের ভেলা ॥
হেথা জন্মাবধি ললিত মা তো'র, কর্ম্ম ক'রেই হ'ল ভোলা।
এইবার এসে মা তুই কর না কোলে, ঘুচে যাক্ তার সকল জ্বালা ॥ (৬০৭)

প্রসাদি সুর।

কে জানে মা তোর কেমন দয়া।
মা, তো'র ছেলের দুঃখ দেখে কি আজ, হয় না একটু দয়া মায়া॥
এই ঘরে এনে ঘর বাঁধালি, শত্রু হ'ল আপন ভায়া।
আবার সবদিকে মা বিপরীত ভাব, ধ'রে আছে আপন জায়া॥
আমায় কন্যা তিনটী দিয়েছিলি, দুটা তার মা কেড়ে নিলি;
ও মা বাকিটাকে পর সাজালি, আমার ঘরকে কর্‌লি সকল ভূয়া॥
হেথা দিনে দিনে বাড়ছে আশা, কর্ম্ম ক'রছি ভাসা ভাসা;
আমার কি হবে মা শেষের দশা, তাই ভেবে ভেবে জ্বল্‌ছে কায়া॥
আজ লোভ দেখিয়ে এ সংসারে, সব ভোলালি বাড়িয়ে পায়া;
শেষ মনে ক'রে এই ললিতকে তোর, দিবি কি মা ও পদছায়া॥ (৬০৮)

প্রসাদি সুর।

আমি কাজের ফল কি কর্‌ব নিয়ে।
ও মা ডেকে ডেকে বলছি মা তো'য়, আমায় স্থান যেন শেষ দিস্ মা পায়ে
আমি হ'য়ে মা তো'র আজ্ঞাকারী, তো'র নিয়মে সকল করি;
আমার নাই কিছু মা বাহাদুরি, এই দিন কাটাই যে ভয়ে ভয়ে।
হেথা ছ'টা রিপু সঙ্গোপনে, করছে সকল আপন মনে;
আবার আছি প'ড়ে মায়ার টানে, আমার সাধা কর্ম্মে পড়ি দায়ে॥
মা গো এ সংসারে তোর কি খেলা, এখন দেখ্‌তে গেলে হই যে ভোলা;
ও মা দেখ্‌ব সকল গেলে বেলা, কি ব্যভার হয় শেষ্ মায়ে পোয়ে॥
ও মা যে দিন হবে কাজের নিসে, সেই দিন সকল দেখিস্ এসে;
তো'র চরণ দুটী লক্ষ্য ক'রে মা, তো'র ললিত সব আছে স'য়ে॥ (৬০৯)

প্রসাদি সুর।

ও মন, ডাক্‌রে দুর্গা দুর্গা ব'লে।
আর থাকিস্ না মন ও নাম ভুলে॥
ওরে কি ক'রে নাম বল্‌বি তখন, যে দিন তো'কে ধ'রবে কালে।
সে দিন জিভ যে অবশ হবে, সব ভোলাবে, ঠক্‌বি তখন মায়ার ছলে॥
হেথা এলি যেমন, যাবি তেমন, এই ভোগ হ'ল সব স্বকর্ম্মফলে।
হেথা কাজের সাধন, হ'লও এখন, তো'র জ্ঞান হবে না কোন কালে॥
হেথা কিসে কি হয় দেখ না ভেবে, ওরে রঙ্গরসে বাস্‌না ভুলে।
মা আমার একাধারে সর্ব্বময়ী, আছেন সমভাবে জলে স্থলে॥
দুর্গা নামের কর্ না সাধন, হৃদে ভাব সেই মায়ের চরণ;
শেষে মিলন হলে কার্য্য কারণ, উঠ্‌বে ললিত মায়ের কোলে॥ (৬১০)

প্রসাদি সুর।

আমার মন যে ভাল নয় মা তারা;
সে যে মায়ার বশে প'ড়ে এখন, হ'য়েছে মা দিশেহারা॥
হেথা যতন ক'রে কর্ম্ম করে, মায়ার ঘোরে বেড়ায় ঘুরে;
তাই শান্তি নাই তার ঘরে পরে, বাড়িয়ে বিকার হ'চ্ছে সারা॥
মা গো নয়ন থাক্‌তে হারিয়ে নয়ন, খাচ্ছে সদাই এত শাসন;
ও মা ধরতে গিয়ে তোমার চরণ, দেখ্‌ছে তোমায় নিরাকারা॥
তুমি জীবকে সদা ক'রে ভ্রান্ত, ক'রে দাও মা জ্ঞানের অন্ত;
এখন আর কেন মা হও গো ক্ষান্ত, একবার কেটে দাও মা মায়ার ঘেরা
আমায় বল মা তারা কি দোষ পেয়ে, ফেলেছ মা এমন দায়ে;
তবু ললিত তোমার সকল স'য়ে, বইছে কেবল পাপের ভরা॥ (৬১১)

প্রসাদি সুর।

কে জানে গো কালী কেমন।
হেথা আগম পুরাণ বেদ বেদান্ত, কেউ বলে না মনের মতন॥
মাকে কভু মূলাধারে, কভু সহস্রারে, যুগলেতে যোগী করিছে মিলন।
কভু হৃদয় কমলে, কল্পতরু মূলে, যুগলেতে মা যে করেন আসন॥
মা আনন্দরূপিনী সদা সদানন্দে, কমলের বনে করেন ভ্রমণ।
মা যে সর্ব্বকাল কর্ত্রী, ভক্তি মুক্তি দাত্রী, কালাকালের সদা করেন শাসন॥
কভু জ্যোতির বিকাশে, জগৎ প্রকাশে, হয় হৃদাকাশে সর্ব্ব তত্ত্বের মিলন।
কভু হ'য়ে মনোহরা, সদা মনমাঝে তারা, একাধারে দেখান কার্য্য ও কারণ
আজ ললিতের ভাব, সকলি অভাব, সেই শক্তির প্রভাব হবে না কথন।
সে যে আশা কুহকেতে, ভ্রান্ত এ জগতে, হিতে ও অহিতে দেখিছে স্বপন॥
(৬১২)

প্রসাদি সুব।

আমায় আরও মা তুই কর্‌লি ভোলা।
মা তোর আবার একি নূতন খেলা॥
এক রকমে যাচ্ছিল দিন, এইবার কর্‌লি উপায় বিহীন;
এখন আরও আমার বাড়িয়ে মা ঋণ, কাটিয়ে দিবি যা আছে বেলা॥
ক্রমে মায়ার ঘোর মা যেত ছুটে, ভ্রম আমার সব যেত কেটে;
মা গো এইবার আমায় ক'রে খুঁটে, আরও বাড়িয়ে দিলি প্রাণের জ্বালা।
চারের ঘরে নাবিয়ে নিয়ে, নাতির একটি ছেলে দিয়ে;
মা গো ফেলে আমায় বিষম দায়ে, লোক দেখান সাজালি কালা॥
তোকে ধ'রে দিয়ে কন্যাগনে, ভেবেছিলাম মনে মনে;
মা তুই বিদায় দিবি এই মোহনে, আর কর্‌বি না মা কোন ছলা॥
(৬১৩)

প্রসাদি সুর।

কে জানে গো কেমন আশা।
যাতে বাড়িয়ে দেয় মা ঘরের নেশা॥
মা পরের কুহকেতে ফেলে, কর্ম্ম করাস্ ভাসা ভাসা।
কিন্তু শেষের দিনে নিদয় হ'য়ে, দেখে নিস্ মা রতি মাষা॥
স্বকর্ম্ম ভুলিয়ে দিয়ে মা, পাঁচের দিকে বাড়াস্ নেশা।
আবার বাজে কথায় মন ভুলায়ে, সময় হ'লেই হ'স্ মা কসা॥
ভয়ে ভাবনা বাড়্ছে যত, ততই জীর্ণ হচ্ছে বাসা।
আমার এম্নি কপাল না বুঝে কাল, মন হয়েছে কর্ম্মনাশা॥
মাথার বোঝা থাক্‌তে মাথায়, কেউ বোঝে না আপন দশা।
তাই বল্‌ছে মোহন তার কর্ম্ম দেখে মা, করিস্ না তুই শেষে গোসা॥

(৬১৪)

প্রসাদি সুর।

এ আবার মা কেমন মায়া।
আমার নাই যে ভবে কোন ছায়া॥
ধন এল মা পরে পরে, ধন দেখে পর বাড়্‌ল ঘরে;
আমার আপনার যা সব গেল স'রে, শত্রু হ'ল মা বন্ধুভায়া॥
যাকে ধন না পারব দিতে, সেই বোঝে না কোন মতে;
দেখি সবাই মাগো আস্‌ছে নিতে, না পেলেই তার জ্বলছে কায়া॥
জন্ম হ'তে সমান ভাবে, দিন কাটালাম ভেবে ভেবে;
তাই ভাবছে মোহন শেষ্ কি হবে, তখন ভুলিস্ না তায় করিস দয়া॥

(৬১৫)

প্রসাদি সুর।

মন রে কোন কাজ জান না।
হ'য়ে কাজের পাগল করেছ গোল, তাই কাজে কোন ফল ফলে না॥
তুমি স্ব ভাবে কাজ কর্‌লে পরে, কাজ হ'ত সব নির্ব্বিকারে;
এখন অন্ধ তুমি মায়ার ঘোরে, আজ তাইতে সদাই পাও যাতনা॥
সদা ডাক্‌বে মাকে মনে মনে, করবে নাম সাধনা সঙ্গোপনে;
তুমি মুক্ত হবে সকল ঋণে, তোমার দায় কিছু শেষ্ আর রবে না॥
মন নিষ্কামেতে কর্ম্ম ক'রে, মায়ের চরণ থাক ধ'রে;
হেথা সমান ভাব ঘরে পরে, কাকেও এখন পর ভেব না॥
তোমার যত দিন এই আছে কায়া, সর্ব্বজীবে কর দয়া;
ও মন অনিত্যতে ছাড় মায়া, ভবে নিত্য কি যে তাই দেখ না॥
হেথা যে ভাবে যে মাকে ভাবে, সেই ভাবেতেই তাঁকে পাবে;
এই ললিত বলে রূপের ভাবে, শেষ্ ভাবের অভাব আর ক'রো না॥
(৬১৬)

প্রসাদি সুর।

হেথা মায়ায় প'ড়ে কাজ হ'ল না।
তাই সংসারেতে এই যাতনা॥
আমি আপন ভেবে যতন ক'রে, কাজ করে যাই এ সংসারে;
তাতে বাড়্‌ছে বিকার পাচ্ছি অসার, কেবল পর নিয়ে এই দিন যাপনা॥
আমার মনে যখন ভক্তি আসে, অম্নি বাড়ে মায়া সর্ব্বনেশে;
আবার ঘুরিয়ে আমায় ফেলে শেষে, পাঁচ রকমে হয় তাড়না॥
এই বিষয় বিভব হাতে লয়ে, পড়েছি যে বিষম দায়ে;
হেথা স্বকর্ম্ম ফল আপনি সয়ে, করি কেবল দিন গণনা॥
আমি যতদিন এই থাক্‌ব ভবে, তত দিনই মর্‌ব ভেবে;
এই দুঃখ ললিত কাকে কবে, সে যে ডাকলে মাকে তার মা শোনে না॥
(৬১৭)

প্রসাদি সুর।

মন করিস্ না দ্বেষাদ্বেষি।
যদি পেতে চাস কৈবল্য রাশি॥
ওরে বিমল তোর যে হ'লে চিত্ত, সূর্য্যের উদয় হবে নিত্য,
ও মন তার মাঝেতে দেখ্‌বি সত্য, সকল রূপের মেশামিশি॥
আজ মিছে কাজে কাজ ভুলে মন, পথে ব'সে আছিস্ এখন;
ওরে সকল একে হ'লে মিলন, একাকার হয় আপনি আসি॥
হেথা দ্বন্দ্ব কেবল ঘরে ঘরে, কেউ থাকে না পরে পরে;
ও মন দেখলে সকল মিলন ক'রে, দেখ্‌বি এক বিনা কেউ নাই যে বেশী॥
হেথা পাঁচটা ভাবকে প্রভেদ ভেবে, গোল যে হয় তার সদাই ভাবে;
ও মন ভাবের অভাব হ'লে ভবে, সবাই কর্ম্মে হয় যে দোষী॥
তাই মোহন বলে নাই ভেদাভেদ, আজ করে নে মন সকল অভেদ;
ওরে মোহ আঁধার ক'রে তুই ভেদ, তার ভিতরেতে থাক্‌না বসি॥ (৬১৮)

প্রসাদি সুর।

আমার নাই মা হেথা কাঁনা কড়ি।
আমি যে ঘরেতে বাস করি আজ, সেটাও যে মা পরের বাড়ী॥
ভাড়া দিয়ে আছি হেথা, বাকি পড়লে কইবে কথা;
ওমা উঠিয়ে দিলে যাব কোথা, ছাড়তে হবে যে তাড়াতাড়ি॥
ক্রমে জীর্ণ হচ্ছে সেটা, মেরামত নাই নামেই কোটা,
আছে তদারকে ছজন ঠেঁটা, আজ তারাই কচ্ছে বাড়াবাড়ি॥
শুনতে বাড়ীর তিনটে তালা, নটা দ্বার তার আছে খোলা;
ও মা বাড়ীর কর্ত্তা সেজে কালা, কেবল দেখছে পাঁচের জড়াজড়ি॥
কবে মা গো তাড়িয়ে দেবে, তখন আমার দশা কি মা হবে;
আজ মোহন সেইটী ম'ল ভেবে, আর কর্‌ছে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি॥ (৬১৯)

প্রসাদি সুর।

মন করিস্ কি মার সাধনা।
ওরে তোর সাধনা নয় বিড়ম্বনা॥
মায়ার ঘোরে বেড়াস্ ঘুরে, স্থির হ'তে তোর কেউ দিলে না।
কেবল বাড়িয়ে বিকার দিচ্ছে অসার, তাই বেড়ে যাচ্ছে তোর যাতনা॥
মাকে প্রাণভ'রে তুই ডাক্‌তে গেলে, সদা রিপু ছটার হয় ছলনা।
আবার ক'রে যতন দেখায় স্বপন, কিন্তু আপন হ'তে কেউ আসে না॥
মাকে ডাক্‌তে হয় যে সঙ্গোপনে, সেটা গোপন করতে তোয় দেবে না।
ওরে নিষ্কামেতে পূজবি মাকে, তাতে আস্‌ছে যাচ্ছে কত কামনা॥
মনের মত মন হ'লে তুই, কাজ করে কি হয় ভাবনা।
ললিত ধ'রে মায়ের যুগল চরণ, পূর্ণ কর্‌ত সব সাধনা॥ (৬২০)

প্রসাদি সুর।

কবে বুঝিয়ে দিবি ঘরের ভাড়া।
শেষে দেনায় বাকি থেকে যাবে, শমন এসে দিলে তাড়া।
মন কি করতে তুই এসেছিলি, করলি কি তুই আগাগোড়া।
সেটা না বুঝে হেথা কেবল, সদা মিছে কর্ম্মে রইলি জোড়া॥
ছটা রিপুর শুন্‌তে হুকুম, করযোড়ে আছিস্ খাড়া।
ওরে তাদের তরে ঘরে পরে, আছে তোর যে বিষম ফাঁড়া॥
সাধের কাজল পরে এখন, বেঁধেছিস্ যে মায়ার বেড়া।
শেষে চোক হারিয়ে কানা হ'য়ে, যাবি পথে চল্‌তে কাদায় গাড়া॥
আসল কাজে মন ওঠে না, স্বপন দেখিস্ টাকার তোড়া।
ওরে ভাব্ দেখি মন মায়ের চরণ, পাবি শত শত হেমের ঘড়া॥
ললিত বলে পাঁচের ঘরে, বাস ক'রে তুই দিস্ না সাড়া।
শেষে হিসাবেতে থাকলে বাকি, করবে তোকেই ফড়াছেঁড়া॥ (৬২১)

প্রসাদি সুর।

আমি পরের মাকে মা বলি না।
হেথা কার মা কে যে তাও জানি না॥
মা আমার যে জগতের মা, তারই করি নাম সাধনা।
সেই মা যে আমার ব্রহ্মময়ী, সবই যে তাঁর আছে চেনা॥
পরের মাকে মা বল্‌ব কেনে, ধারে হয় না দিন যাপনা।
মায়ের সত্য তত্ত্বে মন যে মত্ত, অনিত্যতে নাই কামনা॥
ব্রহ্মাণ্ড যাঁর উদরেতে, তাঁর কাছে কেউ পর হবে না।
হেথা পরে পরে মিলন বটে, শেষ্‌ একস্থানে সব হয় যোজনা॥
সাধ্য সাধক কেউ হেথা নয়, মায়ে পোয়ে নাই ছলনা।
কেবল কর্ম্মফলে মনের ভুলে, কর্‌ছে ললিত আনাগোনা॥ (৬২২)

প্রসাদি সুর।

মা আমি তোর নই কি ছেলে।
আমার কি দোষ পেয়ে বল্‌ দেখি মা, ঠকাস্‌ সদাই পাঁচের ছলে।
এমন ধারা করতে মায়া, শিখেছিলি কি বাপের কালে।
তোর ছেলেকে তুই না দেখলে মা, শেষ্‌ যে তাকে ধরবে কালে।
ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার ক'রে, ফেলতে সদাই চাস্‌ মা গোলে।
তুই এত নিদয়া হ'য়ে দয়াময়ী নাম, ধরেছিস্‌ মা কিসের ফলে॥
তোর লক্ষ্য হ'লে লক্ষ্য মেলে, সব গোল হ'য়ে যায় থাকলে ভুলে।
আবার বাড়িয়ে বিকার খাটাস বেগার, খেটে খেটেই মলাম জ্বলে॥
মা হ'য়ে বিমাতার মত, ব্যবহার তুই মা করতে গেলে।
ও মা তোরই ললিত তোর কাজ দেখে আজ, ডাক্‌বে সর্ব্বনাশী ব'লে॥
(৬২৩)

প্রসাদি সুর।

মা তোর ভুল ধরেছি বলব কারে।
আমার বাপ হ'ল মা ভাঙ্গড় ভোলা, সে কি তোকে আঁটতে পারে॥
তুই যে মা পাষাণের মেয়ে, রয়েছিস্ পাষাণী হ'য়ে;
হেথা তোর ছেলে আজ পড়লে দায়ে, আরও ঘোরাস মা তায় অন্ধকারে॥
বাপ মার ধনে করলে দাবি, ছলেতে সব ভুলিয়ে দিবি;
শেষে কর্ম্ম দেখে ফল ফলাবি, বল্ না মা তুই কোন বিচারে॥
তুই হ'য়ে মা শ্মশানবাসী, পুত্রে দিলি ধনরাশি;
ক'রে মায়ায় বদ্ধ দিবানিশি, ঠকাতে মা চাস্ কাহারে॥
সদা ডাক্‌ছে ললিত কাতর প্রাণে, স্থান দে মা তোঁর শ্রীচরণে;
মা তুই একথা সব জেনে শুনে, ভুলে আছিস্ কেমন ক'রে॥ (৬২৪)

প্রসাদি সুর।

কেমন মা কে বলতে পারে।
মা আমার কভু হন ধাতা, কভু পরম পিতা, কভু ত্রিজগৎ মা প্রসব করে
জ্যোতিঃরূপা মা ব্রহ্মময়ী, সর্ব্বঘটে মন আছেন যে রে।
মা আমার সকলেতেই পূর্ণরূপে, পূর্ণানন্দে বিরাজেরে॥
যে ভাবে মন তাঁকে ভাবে, হয় সেই ভাবের উদয় হৃদ্‌মাঝারে।
যার নাই ভেদাভেদ তাঁর কাছে ভেদ, এই প্রভেদ জ্ঞান যে কেবল ঘরে॥
একরূপে মা শত রূপা, একেতেই মন সব পাবিরে।
তাঁর রূপ সাধনা বিড়ম্বনা, কি ব'লে মন ডাকবি কারে॥
যে রূপে মা এই জগতের মা, সেইরূপে মন ভাব না তাঁরে।
এই ললিত বলে ডাকলে ছেলে, সবাই আস্‌বে একাধারে॥ (৬২৫)

প্রসাদি সুর।

মন ঠকিস্ না রে কথার ছলে।
যিনি জগতের মা তাঁর সীমা আজ, করতে যাই সব মনের ভুলে॥
মা কারও নয় একার বাঁধা, সেটা ভাবতে গেলে অনেক বাধা;
ও মন অমন ধারা লাগলে ধাঁধা, পড়বি যে রে বিষম গোলে॥
দে'খ না রে মন সব দিকেতে, মা আছেন যে সব রূপেতে;
ওরে প্রভেদ জ্ঞান হয় এক মনেতে, কেবল ভ্রম বাড়ে স্বকর্ম্ম ফলে॥
তত্ত্ব জ্ঞানে আত্মকথা, পাবিরে মন যথা তথা,
মাকে অভেদ ভাবে দেখলে হেথা, সমান হবে রে জলে স্থলে॥
সবাই যে এক মায়ের বেটা, এক ছাড়া মা হবে কটা;
ওরে স্থির হ'য়ে তুই বুঝলে সেটা, শেষ্ উঠবে ললিত মায়ের কোলে॥

(৬২৬)

প্রসাদি সুর।

এমন ভুল আজ হ'ল কেনে।
এই ব্রহ্মাণ্ড যার উদরেতে, তার আপন পর কি জনে জনে॥
সবাই হ'ল যে মায়ের বেটা, আমারও মা সেই কুপটা;
ও মন দেখে তন্ত্র শাস্ত্র ঘটা, ভ্রম কি বাড়ছে মনে মনে॥
যিনি জগৎ করেন প্রসব, যা দেখা যায় তাঁরই যে সব;
পাবে তাতেই শিব অর্ক কেশব, যে ধরতে তাঁকে পারবে চিনে॥
যে ভাবে যে ডাকবে মাকে, সেই ভাবে সে পাবে তাঁকে;
মা আপন পর আজ করবেন কাকে, তাঁর সব যে সমান এমন দিনে॥
সেই মায়ের মায়া ভবের ছায়া, যতদিন এই আছে কায়া;
শেষে পেতে মন সেই মায়ের দয়া, কাঁদছে ব'সে ঘরের কোনে॥
এই ধন রত্ন আদি যত, ভ্রম বাড়ায় যে অবিরত;
ললিত হ'য়ে মায়ের পদাশ্রিত, কি লক্ষ্য করবে তুচ্ছ ধনে॥ (৬২৭)

প্রসাদি সুর।

ভাবির ভাব যে সদাই বেশী।
তাতে ভাবের উদয় দিবানিশি ॥
ভাবের অভাব হ'লে পরে, অভাব বাড়ে আপন ঘরে;
তখন বাঁধা পড়ে মন পরে পরে, স্বকর্ম্মেতে হয় যে দোষী ॥
কি ভাবে দিন যাচ্ছে চলে, কেউ কি ভাবে কোন কালে;
কেবল লক্ষ্য ক'রে কর্ম্মফলে, দিন কাটায় সব হেথায় আসি ॥
পাঁচকে প্রভেদ ক'রে হেথা, গোল ক'রে ভাব পাবে কোথা;
তাতে বাড়ে সদাই প্রাণের ব্যথা, আর বাড়্‌ছে কেবল কর্ম্মরাশি ॥
ললিত বলে কাজের ছলে, স্ব ভাবে সব মিলন হ'লে;
আজ কেউ পড়ে না কোন গোলে, আর থাকে না যে দ্বেষাদ্বেষি ॥ (৬২৮)

প্রসাদি সুর।

ভাব সাগরে ভাবের খেলা।
হ'লে ভাবের উদয় দ্বন্দ্ব কি রয়, ভাবেই ভাবের লাগে মেলা ॥
কর্ম্ম ক'রে বেশী বেশী, বাড়ে মনের দ্বেষাদ্বেষি;
হ'লে সকল ভাবের মেশামিশি, আর গোল বাধে না গেলে বেলা ॥
যে দিন লাগবে পাঁচের দ্বন্দ্ব, সেই দিন মনের বাড়বে সন্দ;
তখন এক ছাড়া সব হবে মন্দ, স্বকর্ম্মেতেই হবে ভোলা ॥
ফলের আশায় ক'র্‌লে কর্ম্ম, লক্ষ্য হয় না ধর্ম্মাধর্ম্ম;
তখন বুঝবে কে আর কাজের মর্ম্ম, কেবল পরকে পেলেই করে ছলা
ভবের খেলা দেখে শুনে, গোল বেধেছে মনে মনে;
তাই ললিত বলে এমন দিনে, সংসার হ'ল বিষম জ্বালা ॥ (৬২৯)

প্রসাদি সুর।

আমি থাক্‌তে চাই মা তোর যে সাথে।
তাই ভিক্ষা করি তোর চরণ-তরি মা, শেষ্ উঠতে চাই না পুষ্পরথে॥
কর্ম্মডুরি হাতে ল'য়ে, দিন কাটাই মা ভয়ে ভয়ে;
আমি ভবের খেলা সকল স'য়ে, ঘুরুছি সদাই পথে পথে॥
সংসার হ'ল বিষম বোঝা, কোন দিকেই হয় না সোজা;
আজ এই ক'রে মা দিয়ে সাজা, ফল দেখাচ্ছিস্ হাতে হাতে॥
চক্ষে মা গো লাগিয়ে দিশে, গোল বাধাস্ মা ঘরে ব'সে;
ওমা ঠকিয়ে আমায় অবশেষে, পরের বোঝা দিস্ যে মাথে॥
পুষ্পরথের দায় যে ভারী, তাতে আছে যে মা ফেরাফিরি;
ওমা স্বকর্ম্মফল তার যে অরি, শেষে ছাড়াছাড়ি হয় মা তাতে॥
ওমা স্বকর্ম্মের শেষ্ হয় না নিশে, আমি আবার কি মা যাব ভেসে;
তাই কাল কাটায় তোর ললিত ব'সে, তোর দুর্গা নামের মালা গেঁথে॥
(৬৩০)

প্রসাদি সুর।

ভাল দেখালি মা টাকার খেলা।
হেথা টাকাই ধর্ম্ম, টাকাই কর্ম্ম, অফলা হয় টাকার ফলা॥
অধর্ম্ম দূর হয় মা টাকায়, সব আশার সুসার হয় যে মা তায়;
ও মা টাকাই সকল ধর্ম্ম বাড়ায়, কেবল হয় না কিছু শেষের বেলা॥
শমন এসে ধরবে যে দিন, টাকায় রক্ষা হয় না সে দিন;
টাকায় কর্ম্মফলের কাটে না ঋণ, সেটা শেষের জন্য মা থাকে তোলা॥
যে জন কর্ম্মফলকে দেখে চলে, সব টাকার মায়া থাকে ভুলে;
সে পড়ে না মা কোন গোলে, তাকে ভুগ্‌তে হয় না কালের জ্বালা॥
মা তোর ললিতকে তুই টেনে এনে, ধন দিয়ে তায় বাঁধলি কেনে;
ও মা কি হবে তার সেই তুচ্ছ ধনে, আর করিস্ না মা তাকে ছলা॥ (৬৩১)

প্রসাদি সুর।

মা আমি যে তোর কোলের ছেলে।
আমি ভয় খাব না চোক্ রাঙ্গালে॥
তুই যত পারিস কর্ না জারী, তোকে আমি ভয় কি করি;
মা শেষ্ সব ভোলাব তোর চরণ ধরি, মা গো যে দিন এসে ধরবে কালে॥
বেঁধেছিস্ মা কর্ম্মফলে, কর্ম্ম দেখিয়ে ফেলিস্ গোলে;
ও মা আমার এ দিন ফুরিয়ে এলে, দেখব তুলে নিস্ কি না নিস্ কোলে॥
ছেলেকে তুই দিয়ে ফাঁকি, দেখাতে চাস্ কাজের বাকী;
একবার দেখা হ'লে চোকচোকি, বুঝব কেমন ক'রে থাকিস্ ভুলে॥
আজ মায়ের ব্যভার এম্নি ধারা, আমার শুথাল না চোকের ধারা;
মা তোর ললিতকে তুই ক'রে সারা, শেষে ঠকিয়ে দিতে চাস্ কি ছলে॥
(৬৩২)

প্রসাদি সুর।

তারা একি হ'ল নূতন লেঠা:
কোথা রইল এখন শিবের বচন মা, কাকেও দেখ্তে পাই না গোটা
কর্ম্মযোগী কর্ম্ম করে, তায় গোল বাধায় সব রিপু ছটা।
তাদের ক'রে শাসন ক'রতে দমন, কেবল ব'সে এখন পায় যে খোঁটা।
ফেলে এখন মায়ার টানে, আমার ক'রে দিলি বুদ্ধি মোটা।
আবার কর্ম্মফলের ফল দেখায়ে, ফলেই বাড়্ছে ফলের কাঁটা॥
আমি আশা ক'রে আছি তারা, সদা আপন ঘরকে রাখব আঁটা।
কিন্তু ঘরের যে মা সবাই অরি, তাই যাকে দেখি তার কপাল ফাটা॥
সদা কালের শাসন দেখে ললিত, ভাব্ছে কি তার হবে বিহিত;
হেথা কর্ম্মফলে হয় বিপরীত, দুঃখের কথা বলব ক'টা॥ (৬৩৩)

প্রসাদি সুর।

আর মিছে মায়ায় মন ভুলো না।
ক্রমে দিন যে তোমার ফুরিয়ে এল, এখন পথ ভুলে মন আর যেও না
মাথায় বোঝা যাচ্ছ সোজা, ভবের বাজার আর ক'রো না।
এখন যা আছে তাই নিয়ে থাক, আর কেনা বেচায় মন দিও না॥
হেথা যাদের জন্য তুমি দায়ী, তারা তোমার দায় নিলে না।
দেখি লাভের বেলায় কম হবে যার, সেই যে কর্‌তে চায় তাড়না॥
এখন কালাকালের বিচার ক'রে, কর ব'সে কালের দিন গণনা।
হেথা কালে কালে বাড়্‌ছে যে ঋণ, সে ঋণ ব'সে শোধ কর না॥
এখন সকল কর্ম্ম ছেড়ে সদাই, কর মায়ের নাম সাধনা।
এই মোহনকে মন সঙ্গে নিও, দেখ যেন তায় ভুল না॥ (৬৩৪)

প্রসাদি সুর।

মা আমি আজ বুঝ্‌লাম তোরে।
তুই কারও আপন হ'স্ না হেথা, সদাই থাকিস্ অন্ধকারে॥
মা মা ব'লে সদাই তোকে, যে জন ভক্তি স্তুতি করে।
তাকে দুঃখে সুখে দগ্ধে শেষে, পাঠিয়ে দিস্ মা যমের ঘরে॥
মা যে জন তোকে ভয় করে না, দিন কাটায় মা আপন জোরে।
ও মা তার কাছে আশ্রিত হ'য়ে, থাকিস্ যে তুই প্রাণের ভয়ে॥
তোর ঐ দুটী রাঙ্গা চরণ মহাদেব যা হৃদে ধরে।
সেই হর-আরাধিত পদ, তুই ভয়ে দিলি মা মহিষাসুরে॥
মোহন বলে বুঝলাম স্বরূপ, ধরতে হয় তোয় জোর জবরে।
তোর চক্ষে আঙ্গুল না দিলে তারা, দেখিস্ না তুই বিচার ক'রে॥ (৬৩৫)

প্রসাদি সুর।

মন রে বৃথা কাজ ক'রো না।
তুমি মা মা ব'লে নিত্য ডাক, কর মায়ের নাম সাধনা॥
মাকে সদাই ডাক্‌লে পরে, সকল আপদ যাবে দূরে;
আর শমন কি শেষ্ ধর্‌তে পারে, ঘুচে যাবে মন সব যাতনা॥
যাতায়াত মন ক'রে হেথা, পেতেছ যে অনেক ব্যথা;
করে কর্ম্মফলে হেথা সেথা, কর্‌ছ কেবল দিন গণনা॥
হ'য়ে তুমি মায়ের ছেলে, মাকে কেন আছ ভুলে;
ও মন প'ড়ে ভবের গণ্ডগোলে, সংসারেতে এই তাড়না॥
সাধ্য সাধক মায়ে পোয়ে, ভেবে ললিত পড়্‌ছে দায়ে;
তাই কাতর সদাই কাজের ভয়ে, হেথা কিছুতে তার ভয় গেল না॥ (৬৩৬)

প্রসাদি সুর।

মন কাতর তুই আজ কিসের ভয়ে।
তোর মায়ের চরণ ক'রে স্মরণ, রক্ষা পাবি সকল দায়ে॥
কর্ম্মফলে এ সংসারে, ভ্রান্ত হলি মায়ার ঘোরে;
ও মন দোষী তুই তাই ঘরে পরে, সব যাতনা আছিস্ স'য়ে॥
প্রাণ ভ'রে তুই মাকে ডেকে, বসিয়ে তাঁকে রাখ্ না বুকে;
মিছে মরিস্ না মন ব'কে ব'কে, এক হ'য়ে থাক্ মায়ে পোয়ে॥
ভবের খেলা দেখলি মেলা, সেই খেলা দেখেই গেল বেলা;
ও মন কাজের কথায় হলি কালা, কেবল পাঁচের তত্ত্বে মত্ত হ'য়ে॥
কি হবে তোর শেষের দিনে, সেইটী ভেবে দেখ্‌না মনে;
ও মন সব কথা তুই ভুল্‌লি কেনে, এই মোহনের তুই মাথা খেয়ে॥
(৬৩৭)

প্রসাদি সুর।

মন কেন রে হলি ভোলা।
একবার বদন ভ'রে বলনা রে মন, বম্ ববম্ বম্ বম্ বম্ ভোলা॥
সংসারে মন কর্ম্ম ক'রে, ক্রমে যে তোর গেল বেলা।
ও মন সন্ধ্যা হ'লে ধরবে কালে, তখন রাখ্‌তে কেবল পারবে ভোলা॥
বাপ তোর হ'য়ে শ্মশানবাসী, দেখছে সদাই ভূতের খেলা।
আবার মা আমার যে শ্যামারূপা, তার পদতলে পড়ে ভোলা॥
কর্ম্ম তোর অসাধ্য হ'লে, বাপ মা কি তোয় করবে ছলা।
শেষে ডাকলে ছেলে লবে কোলে, সে দিন ললিতের মা হয় কি ভোলা॥
(৬৩৮)

প্রসাদি সুর।

আর কেউ যে দোষী নয় মা তারা।
আমার মনই দোষী পরাৎপরা॥
মায়ার ঘোরে ঘুরে ফিরে, হয়েছি মা দিশেহারা।
আবার কর্ম্মফলের লোভে প'ড়ে মা, কর্ম্ম করছি আগা গোড়া॥
যে রিপু ছটা সঙ্গে আছে, সুখের ভাগী সদাই তারা।
তাদের হাতে প'ড়ে এই কালের শাসন, দেহ হচ্ছে জীর্ণ জ্বরা॥
নিজের দিকে লক্ষ্য নাই মা, সংসারের কল এম্নি ধারা।
সদাই দুঃখের ভাগী হ'য়ে মা গো, চক্ষে কেবল বইছে ধারা॥
পাঁচ রকমে পাঁচের টানে, ললিত মা তোর হ'ল সারা।
তার কপাল দোষে তুই আবার মা, সেজে রইলি নিরাকারা॥ (৬৩৯)

প্রসাদি সুর।

ভাল ভেবেছি মা ভালর তরে।
আর থাক্‌ব না মা তোকে ধ'রে॥
বিপদে সম্পদে তারা, ডাকি তোকে নির্ব্বিকারে।
তবু এনে বিপদ বাড়াস্‌ আপদ, ঘুরিয়ে ফেলিস্‌ অন্ধকারে॥
যার ভিতর আঁধার বাইরে আঁধার, সেকি আঁধার এখন ছাড়তে পারে।
শেষ্‌ তার যবে হবে জ্ঞান, পাবে মা সন্ধান,
তখন আপনার বিধান আপনি করে॥
স্ব কর্ম্ম সাধন ক'রে মা এখন, কে কোথা মা আপনি তরে।
হেথা কর্ম্মফলের ফল, সকলি বিফল, ফলাফল যত বাড়িছে ঘরে॥
ভোলায়ে জগতে, রেখেছিস্‌ মায়াতে, সে মায়া কাটিতে পারে কে জোরে।
মা তোকে বুঝিলে ললিত, করিত বিহিত,
এখন হিতাহিত ভুলে ধর্‌বে কারে॥ (৬৪০)

প্রসাদি সুর।

গুণ দেখে গুণ কেউ কি ধরে।
মা তোতে আছে তিন গুণ, তবু মা নিগুর্ণ,
কেবল সগুণা হ'স্‌ মা পরের তরে॥
তোর নামের গুণ যত, কে বোঝে মা তত, শত শত জীব মরে যে ঘুরে।
যে পেয়েছে সন্ধান, তার পরিত্রাণ, আপনা আপনি হতেছে জোরে॥
সদা মা তোর যুগল পদে, আপদে বিপদে,
প'ড়ে যে থাকে তুই রাখিস্‌ তারে।
কিন্তু এমনি সাধনা, মায়ার ছলনা, কামনাতে মন সতত ঘোরে॥
আমার মন অশান্ত, তুই করিলি ভ্রান্ত, তাকে মা ক্ষান্ত করি কি ক'রে।
তোকে এত ডাকাডাকি, সব হবে ফাঁকি, বাকির হিসাব দিতে ললিত হারে॥
(৬৪১)

প্রসাদি সুর।

তুই বাস করিস্ মন পাঁচের ঘরে।
ও মন সেটা যেন ভুলিস্ না রে॥
আদি অন্ত সমান যে তোর, মধ্যে গোল হয় পরে পরে।
হেথা স্রোতের মধ্যে প'ড়ে শেষে, ডুবে মরিস্ অন্ধকারে॥
আত্ম পর নয় সমান হেথা, পরকে পর তুই ভাবিস্ না রে।
যে দিন পর ও আপন সমান হবে, সেই দিন সকল দেখাবে রে॥
কর্ম্মসূত্রে বাঁধা জগৎ, ধ'রে আছে সকলেরে।
কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম সকল, আছে দুর্গা নামের দুই অক্ষরে॥
যে দিন পাঁচ জনে ঘর ছেড়ে যাবে, সে দিন ভুলে যাবে ললিতেরে।
তখন কোন সাহসে থাকৃবি ব'সে, মা বিনা কে দেখবে তোরে॥ (৬৪২)

প্রসাদি সুর।

আবার ঘর ভেঙ্গে ঘর বাঁধবি কেনে।
ও মন দিন কাটা মার চরণ ধ্যানে॥
মায়ের যুগল পদতলে, চতুর্ব্বর্গ ফল যে ফলে ;
ও মন পেতে হ'লে ফলে ফুলে, মাকে ডাক্ না ব'সে সঙ্গোপনে॥
লোক দেখান করলে পূজা, পাঁচ জনের যে বাড়ে মজা ;
ওরে যমরাজকে দিতে সাজা, মাকে বসিয়ে রাখ্ হৃদ্‌পদ্মাসনে॥
কর্ম্মে বাধ্য হ'লে এসে, ঘর পাবি যে পরে ব'সে ;
কিন্তু নূতন ঘরে ঢুকে শেষে, তুই কেঁদে মরবি মনে মনে॥
ললিত বলে কাজ কি ঘরে, ঘর থাকুক তোর পরে পরে ;
আর বেড়াস্ না মন ঘুরে ফিরে, ওরে ধর না এখন মাকে চিনে॥ (৬৪৩)

প্রসাদি সুর।

মাকে খুঁজ্‌তে হবে কেনে।
ওরে জগৎ মাঝে যে ধন আছে, সেই সব আছে তোর ঘরের কোনে॥
পাঁচের মিলন আছে যেথা, তুই সকল তত্ত্ব পাবি সেথা;
মিছে ভেবে কেন পাস্‌রে ব্যথা, খুঁজে দেখ্‌তে হয় মন আগে চিনে॥
না জানা তোর থাক্‌লে পরে, বল্‌ না রে মন ধর্‌বি কারে;
ওরে মিছে কেবল ঘুরে ফিরে, গোল বাধাবি জেনে শুনে॥
প'ড়ে এখন মায়ার ঘোরে, ঘুরে বেড়াস্‌ অন্ধকারে;
ওরে ধর্‌তে যাস্‌ তুই যারে তারে, তাই ফল ফলে না এমন দিনে॥
মিছে কাজে ঘুরিস্‌ যত, গোল যে আপনি বাড়্‌ছে তত;
শেষ্‌ হ'লে তুই মন প্রতিহত, সব বুঝ্‌বি তখন মনে মনে॥
এই ললিত হেথা পড়্‌ছে দায়ে, ভূতের বোঝা ঘাড়ে ল'য়ে;
ও মা আর কত সে থাক্‌বে স'য়ে, তাকে নে না মা তোর কোলে টেনে॥
(৬৪৪)

প্রসাদি সুর।

আমি নহ মা গো তোর তেমন ছেলে।
ও মা ভয় খাব না তুই চোক্‌ রাঙ্গালে॥
যে নিয়মে কর্ম্ম করি, তাতে কি কেউ পড়্‌বে গোলে।
শেষ্‌ কর্ম্মফলের ফল থাকে না, শিব বাক্য সত্য হ'লে॥
যে জন লাভের কড়ি নিত্য এনে, নিত্য দেয় তোরে করে তুলে;
তার সব হিসাব যে তোর কাছে মা, মিছে হিসাব দেখে সেকি ভোলে॥
আদি অন্ত সমান যে মা, মধ্যে কেবল মরি জ্বলে।
আমার সকল সময় সুখের হ'ত, তুই না সকল ভুলিয়ে দিলে॥
কাজের বেলা চোক্‌ রাঙ্গাবি, লুকিয়ে থাকিস্‌ কাজ ফুরালে।
শেষ্‌ কাজে কাজে কাজ ভুলায়ে, দুঃখ দিতে চাস্‌ মা ছলে॥
ললিত বলে মায়ে পোয়ে, এই কি ব্যবহার চিরকেলে।
মা তোর কর্ম্ম দেখে এই মনে হয় যে, আর ডাক্‌ব না তোয় মা মা ব'লে॥
(৬৪৫)

প্রসাদি সুর।

মন করিস্ না সুখের আশা।
যদি মায়ের চরণপদ্মে চাস্ রে বাসা॥
বিলাসেতে ডুবে থেকে, কর্ম্ম করিস্ ভাসা ভাসা।
মা যে দুঃখী জনে দয়া করে, সুখীকে মা সদাই কশা॥
সদা ভুলে যা মন অহঙ্কার, দূর করে দে সব বিকার;
যদি কালের তুই চাস্ প্রতিকার, তবে লক্ষ্য কর মন শেষের দশা॥
এখন দেখ্‌না কে তোর আপন ভবে, সুখ কিসে তাও দেখ্‌না ভেবে;
শেষে শমন তোকে ধর্‌বে যবে, ওরে তখন কি তোর ছুট্‌বে নেশা॥
তোর ঘরের ভিতর ছ'টা রিপু, তারাই যে সব কর্ম্মনাশা,
ওরে তাদের শাসন না হলে এখন, এই ললিতের মা কর্‌বে গোসা॥

(৬৪৬)

প্রসাদ সুর।

বাঁধ না মাকে ভক্তিডোরে।
মন ফল কি মিছে কর্ম্ম ক'রে॥
কাজ ক'রে তুই ফল ফলাবি, এ কথা মন ভাবিস্ না রে।
মন তোর কাজের দোষে অবশেষে, জন্ম জন্ম মর্‌বি ঘুরে॥
কর্ম্মফলে ঘুর্‌বি কত, জন্মান্তর যে শত শত;
হ'লে স্বকর্ম্মেতে প্রতিহত, ঘুরতে সদা হয় বিকারে॥
মা আমার যে ভক্তাধীনা, ভক্তের পূরাণ সব কামনা;
ও মন ভক্তের কোন নাই সাধনা, মা মা ব'লে ডাক্ না জোরে॥
পেয়েছিস্ যে ভবের খেলা, তাতেই যদি কাটাস্ বেলা;
তবে কি হবে তোর শেষের বেলা, একবার ভেবে সেটা দেখ্‌বি কি রে
ললিত বলে কেবল ভক্তি, সকল মুক্তি দিতে পারে।
কিন্তু তোর ক্ষমতায় যত দূর হয়, সব যে দিতে হবে তাঁরে॥ (৬৪৭)

প্রসাদি সুর।

কেউ সুখী নয় এ সংসারে।
সবাই মায়ায় বাঁধা, চ'ক্ষে ধাঁধা, ঘুরে বেড়ায় অন্ধকারে॥
সব দিকে ভুল হয় দেখি মা, সুখের ভাগী হ'লে পরে।
ও মা দুঃখী যে জন সুখী এখন, তোর যুগল চরণ সদাই স্মরে॥
লোক দেখান ডাকাডাকি, সেটায় কেবল বাড়ে ফাঁকি;
ও মা থেকে যায় তার দেনায় বাকী, দিন কাটায় সে ধারেধোরে॥
বসিয়ে মা তোয় হৃদ্‌কমলে, থাক্‌বে মা তোর চরণ ধ'রে।
সদা প্রাণভ'রে মন মা মা ব'লে, হেথা যা আছে সব দেবে তোরে॥
এমনি ক'রে যে জন ডাকে, মা সাড়া দিস্ যে তারই ডাকে।
নইলে থেকে কেবল ফাঁকে ফাঁকে, তাকে বেঁধে রাখিস্ মায়ার ঘোরে॥
কর্ম্মডুরি বাঁধা ললিত, ঘুরে বেড়ায় কর্ম্ম ক'রে।
কবে কাজের শেষ তার ক'রে তারা, কোলে তুলে নিবি তারে॥ (৬৪৮)

প্রসাদি সুর।

তারা সুখের আশা সবাই করে।
হেথা কারও আশা পূর্ণ হয় মা, কেউ বা বৃথা ঘুরে মরে॥
রাজা কিম্বা কুটিরবাসী, সবাই হ'তে চায় বিলাসী।
এম্নি মায়া আশার মেশামিশি, কেবল ফেরে সবাই আঁধার ঘরে॥
লোভে প'ড়ে স্বভাব নষ্ট, ও মা তাতেই আনে যত কষ্ট;
ক্রমে মন যে আপনি হ'য়ে রুষ্ট, গোল বাধায় সে ঘরে পরে॥
মনের মতন না হ'লে মন, সংসারে সব দেখায় স্বপন;
কেবল সুখের আশা ক'রে এখন, সব ভুলে যায় মায়ার ঘোরে॥
এই হ'ল মা ভবের খেলা, যতদিন এই আছে বেলা;
ও মা শেষের সে এক বিষম জ্বালা, মন কি সেটা ভাব্‌তে পারে॥
সুখের আশা নাই ললিতের, দুঃখের ভাগী কর্ মা তারে।
যেন চির দুঃখী হ'য়ে মা গো, থাক্‌তে পায় তোর চরণ ধ'রে॥ (৬৪৯)

প্রসাদি সুর।

আমার মনের মত মন হ'ল না।
আমি কর্‌ব কত মা আনাগোনা ॥
হেথা যে ভ্রমে আজ ঘুর্‌ছে জগৎ, সহজে সে ভ্রম যাবে না।
কিন্তু শেষের দিনে কাজ ফুরালে, কাজের কাজি কেউ হবে না ॥
হেথা ভোলা মনের ভুল বেড়েছে, ভুলেই কর্‌ছে ভুল ধারনা।
তাই সংসারেতে সঙ্গদোষে, মা এত ব'সে খায় তাড়না ॥
হেথা আপনার কথা আপনি বুঝে, আপনা আপনি কেউ দেখে না।
যে জন দেখ্‌তে যেত সব যে পেত, তার হ'ত না মা এই যাতনা ॥
সদা কর্ম্মফলে ঘুর্‌ছে জগৎ, ঘোরাঘুরির শেষ হ'ল না।
আবার ফলের ভাগী করিস্ পাছে, তোর ললিতের যে এই ভাবনা ॥ (৬৫০)

প্রসাদি সুর।

মা আমার মন মানে না বোঝাই কারে।
তাকে ছয় জনায় যে আছে ধ'রে ॥
মা গো ঘরের ছটা প্রধান ঠেঁটা, সবদিকে মা বাধায় লেঠা ;
হেথা কাকেও থাক্‌তে দেয় না গোটা, তারা নিজের জোরেই ঘোরে ফেরে।
সদা জ্ঞানেতে অজ্ঞান বেড়ে মা, ফেলেছে আজ মায়ার ঘোরে।
হেথা যারা আপন তারাই যে পর, কেউ কি সেটা মা বুঝ্‌তে পারে ॥
হেথা পরকে নিয়ে আপন সেজে, সংসারে সব কর্ম্ম করে।
কভু কর্ম্মকে মা ধর্ম্ম ভেবে, দিন কাটায় যে পরে পরে ॥
হেথা তোমার লক্ষ্য বিনা তারা, ললিত মা তোর হ'ল সারা ;
তুমি সেজেছ মা নিরাকারা, তাই সব ডোবালে অন্ধকারে ॥ (৬৫১)

প্রসাদি সুর।

মন হলি তুই কুয়ের গোড়া।
মিছে মায়ায় পড়ে, এ সংসারে, কাজ করিস্ সব সৃষ্টিছাড়া॥
রত্নহারা হ'য়ে এখন, ভুলে গেলি মন্ত্র সোঁড়া।
ওরে বৃথা কাজে কাজ হারিয়ে, পথের মাঝে হলি খোঁড়া॥
এ দিন যে তোর ফুরিয়ে এল, কবে কাল তোর মারবে কোড়া।
তখন কে তোর আপন হবে রে মন, কে শেষে তোয় দেবে সাড়া।
কত জন্ম ঘুরলি হেথা, ভুলেছিস্ তুই আগাগোড়া।
তাই ঘরের কথা তোর মনে নাই, কেবল ছটা রিপুর খাচ্ছিস্ তাড়া
কত মা মা ব'লে ডেকে ললিত, এই ভাঙ্গা কপাল দেবে জোড়া।
ও মন তোর দোষে আর কাজের দোষে,
তোকে করছে সবাই ফড়া ছেঁড়া॥ (৬৫২)

প্রসাদি সুর।

মাকে ডাক্ রে মনে মনে।
ওরে স্থির হ'য়ে মন একা থেকে, মায়ের নাম কর জপ্ সঙ্গোপনে॥
লোক দেখান ক'রে পূজা, অহংকারে মরবে কেনে।
যে কাজ করবে মন আজ আপন ঘরে, সেটা লুকিয়ে করবে ঘরের কোনে॥
ঘরে পরে সমান রেখে, আপনি মাকে নেবে চিনে।
তখন সব হবে যে মনের মত, আর গোল হবে না শেষের দিনে॥
পাঁচ জনে পাঁচ ঘরে আছে, এক ক'রে সব নেবে টেনে।
ও মন পাঁচ ভাবের সব ভাব মিশায়ে, আপন ভাবে সব দেখ এনে॥
ফলের লোভে কর্ম্ম ক'রে, সদাই জ্বলে মরবে প্রাণে।
ও মন তখন যেন ললিতকে আর, ডুবিও না সব জেনে শুনে॥ (৬৫৩)

প্রসাদি সুর।

নাচে সমরে রঙ্গে কাল কামিনী।
ঐ যে মহাকালের মনোমোহিনী॥
শ্রীপদ নখরে সিত কিরণ, ঐ যুগল চরণ তারণ কারণ;
বামা নৃকর বসন করিয়া ধারণ, হ'য়েছেন অসুরদল দলনী॥
শবোপরে বামা হইয়া নগনা, ভব ভাব্য হয়ে পূরাণ কামনা;
সদা কাম ও কাম্য সাধ্য সাধনা, একাধারে শিবে শিবদায়িনী॥
ঐ চকিত চপলা চমকে নয়নে, মৃদু মৃদু হাসি রয়েছে বদনে;
হেথা জীব ভাবে ঐ রূপের সাধনে, সদা হন্ কালী কালবারিণী॥
ঐ আদ্যারূপা বামা ভব তরঙ্গে, অমরে বরদা নাচেন ত্রিভঙ্গে;
এই ভব আতঙ্কে হেরে অপাঙ্গে, বরাভয় দেন সকলে ঈশানী॥
হেথা কাল কুটিল কাল শাসনে, ভ্রান্ত করে জীবে মায়ার কুস্বনে;
ও মা কালাকাল কর্ত্রী এ দীন মোহনে,
ঐ শ্রীপদেতে স্থান দাও গো জননী॥ (৬৫৪)

প্রসাদি সুর।

আমি ব্রহ্মময়ীর ছেলে।
কালেরে ভয় খাব না ভয় দেখালে॥
কালাকালের কর্ত্তা শিব, পড়ে মায়ের পদতলে।
ওরে তোর শাসনে রয়েছে সব, ভাবিস্ না তুই কোন কালে॥
শমন এসে ধর্‌বে যখন, ডাক্‌ব মাকে মা মা ব'লে।
তখন দেখ্‌বি রে কাল হেঁসে আমি, উঠ্‌বো গিয়ে মায়ের কোলে॥
অনিত্য যে নিত্য হয় রে, মায়ের দুর্গা নামের ফলে।
ঐ নাম ধ'রে আজ ডাকতে শিখে, আর কিরে এই ললিত ভোলে॥ (৬৫৫)

প্রসাদি সুর।

তোকে মা মা ব'লে আর ডাক্‌ব না।
মা তোর মিছে মায়ায় আর ভুল্‌ব না॥
তুই যে পাষাণী মেয়ে, তোর মায়া নয় মা সব ছলনা।
একটু ফাঁক পেলেই তুই গোলে ফেলে, ও মা কেবল এখন দিস্ যাতনা॥
এমন সঙ্গোপনে আছিস, কাকেও ধরা তুই দিলি না।
মিছে লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে দিয়ে, কর্‌তে কেবল চাস্ তাড়না॥
মা তুই নিজে হ'য়ে মহামায়া, সন্তানে মায়া তোর হল না।
মা তোর নাই কি কিছু মায়া দয়া, একবার বুঝ্‌তে পারলে আর ভুলি না॥
এই ললিত তোকে বেশ বুঝেছে, তোর কাছে তার নাই কামনা।
যে দিন আপনি এসে মা করবি কোলে, সেই দিন যাবে সব যাতনা॥
(৬৫৬)

প্রসাদি সুর।

আমার অশান্ত মন আজ ক্লান্ত কেনে।
ওরে নিতান্ত কি ভ্রান্ত হ'য়ে, ডুবে মরবি কর্ম্ম ঋণে॥
তুই হলি মন ভবঘুরে, বেড়াস্ সকল দেখে শুনে।
এখন এমন কি তোর হ'ল বল্ না, কেন স্থির হলি তুই মনে মনে॥
আদি অন্ত নাই কিছু তোর, হেথা থাকিস্ পাঁচে রয় যেখানে।
ওরে তোর খেলাতেই সবাই ভোলা, সব পাগল সাজে তোর বিহনে॥
ব্রহ্মময়ীর যুগল পদে, লক্ষ্য রাখ্‌বি ধরবি চিনে।
আর ললিতকে সব ভুলিয়ে দিয়ে, ফল পাবি কি এমন দিনে॥ (৬৫৭)

প্রসাদি সুর।

মাকে মন তুই থাক্ না ধ'রে :
ও মন মায়েতে তুই সকল পাবি, তাতেই সকল আছে যে রে॥
মা আমার যে পঞ্চরূপা, পঞ্চে পঞ্চ আছে ঘেরে।
ওরে পঞ্চাধারে পঞ্চাকারে, পূর্ণানন্দে বিহার করে॥
পূর্ণ তাঁকে দেখ্‌তে হলে, পূর্ণে পূর্ণ ক'রে নে রে।
মা আজ পূর্ণরূপে এলে হৃদে, সদা পূর্ণানন্দ পাবি ঘরে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ, মা যে পূর্ণ একাধারে।
ও মন একের অভাব হ'লে এখন, ডুবিয়ে দেবে ললিতেরে॥ (৬৫৮)

প্রসাদি সুর।

ও মন ভুল করিস্ না অন্ধকারে।
ওরে চাঁদ পেলে চাঁদ আপনি এসে, উদয় হবে আঁধার ঘরে॥
ভ্রান্ত জীবের অন্তরেতে, ভ্রম বেড়ে যায় মায়ার ঘোরে।
হেথা বাড়্‌লে মায়া জ্বলে কায়া, বাঁধা পড়ে ঘরে পরে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হেরে, ব্রহ্ম ভাবকে বিচার করে।
যে জন ব্রহ্মভাবের ভাব বুঝেছে, তাকে কি কাল ধর্‌তে পারে॥
আদি অন্ত সমান হ'লে, সব পাবি মন একাধারে।
এই ললিত কেবল এই বুঝেছে, সব তুলে দে সেই মায়ের করে॥ (৬৫৯)

প্রসাদি সুর।

কি ব'লে তোয় ডাকব তারা।
তাই ভেবে ভেবে হলাম সারা ॥
তুই মা কখন পুরুষ, কখন প্রকৃতি, কখন কি যে ধরিস্ মুরতি ;
মা তোর কর্ম্মভেদে পৃথক আকৃতি, কিন্তু দেখ্‌তে গেলে হ'স্ নিরাকারা ॥
মা মা ব'লে ডাক্‌লে ছেলে, মা হ'য়ে মা করিস্ কোলে।
আবার ডাক্‌লে তোকে বাবা ব'লে, দেখি সেইরূপে এই জগৎ ঘেরা ॥
যে ভাবে যে তোকে ভাবে, সেই ভাবেতেই দেখ্‌তে পাবে ;
হেথা ভাব না পেলে তার অভাবে, সবাই হয় মা দিশেহারা ॥
ললিত বলে মায়ে পোয়ে, থাক্‌ব মা গো সমান হ'য়ে ;
হেথা পঞ্চভাবের ভাব মিশায়ে, কর্‌ব ভবে ঘোরা ফেরা ॥ (৬৬০)

প্রসাদি সুর।

কাল আমার দেখ্‌তে ভাল।
ঐ কাল জগৎ করে আলো, কে বলেরে মাকে কাল ॥
কালী কাল কালা কাল, কালতে যে কাল মিশাল।
আবার কখন মা অরুণ বরণা, কখন কাল হয় যে ধল ॥
কখন মা কারণ-রূপা, কার্য্য কারণ এক করিল।
ঐ সর্ব্বভাবের অভাব হ'লে, এখানে সব হয় বিফল ॥
ভিতর কাল বাইরে কাল, দেখ্‌তে কাল চিরকাল।
কেবল রূপের ভেদে প্রভেদ ক'রে, লক্ষ্য হয় না কাল ধল ॥
সাধ্য সাধক ভাব্‌তে গেলে, বাড়্‌ছে ভবে কর্ম্মফল।
তাই কর্ম্ম ক'রে ফলের আশায়, মোহনের এই মন মজিল ॥ (৬৬১)

প্রসাদি সুর।

এটা কি মা কাজের কথা।
তুই জানিস্ না সন্তানের ব্যথা॥
মা মা ব'লে ডাক্‌লে ছেলে, মা এসে যে করে কোলে;
ও মা এ কথা যে চিরকেলে, এটা নূতন কিছু নয় মা হেথা॥
ছেলে হ'ল মায়ের জীবন, ছেলে মায়ের সর্ব্বস্বধন;
মা তুই জগন্মাতা হ'য়ে এখন, তোর ভুল হওয়া কি কথার কথা॥
যে ভাবে মা তোকে কঠিন, তার কেমন ক'রে যাবে মা দিন;
তার ভবের মাঝে কাট্‌বে না ঋণ, সে যে দুঃখ পাবে যথা তথা॥
ললিত হ'য়ে মায়ের ছেলে, তার কাল্‌কে ভয় নাই কোন কালে;
আজ ঢুক্‌লে নিজে গণ্ডগোলে, ওমা নিজেই ভুগ্‌বে হেথা সেথা॥ (৬৬২)

প্রসাদি সুর।

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।
আর ভুগ্‌ব কত মা দিবানিশি॥
কর্ম্ম কর্‌তে আন্‌লি হেথা, কর্ম্ম কর্‌ছি রাশি রাশি।
আজ সেই কর্ম্মফলের মাঝে ফেলে, কর্‌লি সুখ ও দুঃখের মেশামিশি॥
মা মা ব'লে ডাকি যখন, আনন্দ সাগরে ভাসি।
আবার মায়ায় বেঁধে ভোগাস্ যখন, তার ফল দেখে মা পায় যে হাসি॥
আমাদের সব কর্ম্ম দেখে, তোরই খেলা বাড়্‌ছে বেশী।
আমায় আর কত তুই ভোগাবি মা, বারেক আমায় দেখ্‌না আসি॥
এই সংসারে মা দুঃখ দিয়ে, তুই কি এখন হ'স্ মা খুশী।
তোর ললিত বলে তুই মা'ত বটিস্, নস্ ত মা তুই মাসী পিসী॥ (৬৬৩)

প্রসাদি সুর।

দেখ মা তারা নয়ন কোনে।
হ'ক্ মা দিনের কর্ম্ম দিনেতে ক্ষয়, হিসাব নিকাশ দিনে দিনে॥
পঞ্চরূপে পঞ্চভূতে, বিরাজ করিস্ সঙ্গোপনে।
সেই পঞ্চে পঞ্চ মিলন ক'রে, দেখ্তে পাই না মনে জ্ঞানে॥
তোর লক্ষ্য না হ'লে তারা, স্বপক্ষ কেউ হবে কেনে।
এই পক্ষাপক্ষ লয়ে এখন, গোল বেধেছে মনে মনে॥
আমায় কর্ম্মফলের মাঝে ফেলে, ঢুকিয়ে দিস্ এই গণ্ডগোলে;
ও মা তুই আমায় না করলে কোলে, আমি সদাই জ্ব'লে মরব প্রাণে॥
ললিত বলে মায়ে পোয়ে, এই কি ব্যভার হেথা এনে।
তুই মা হ'য়ে মা এত দুঃখ, দিতে চাস্ সব জেনে শুনে॥ (৬৬৪)

প্রসাদি সুর।

কিবা তরুণ অরুণ শোভিত বরণ॥
ঐ পদ নখরেতে সুধাংশু কিরণ॥
করি অরিরাঐ পৃষ্ঠে আসন, পরিধান সদা লোহিত বসন;
হের চারি করে চারি আয়ুধ ধারণ, ঐ শঙ্খ চক্র বাণ শরাসন॥
রত্ন অলঙ্কারে হইয়া ভূষিতা, নাগ যজ্ঞোপবীত গলে সুশোভিতা;
বামা সুর নর ঋষির হইয়া পূজিতা, শতদলদলে বসেছেন এখন॥
মা যে জগদ্ধাত্রী রূপা জগতবন্দিনী, ভবভয় ভয়ে অভয় দায়িনী;
সদা ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে জননী, ঐ দুর্গা রূপে করেন দুর্গতি হরণ॥
সাধ্য ও সাধনা ঐ যুগল চরণ, জীবের কামনা করেন পূরণ;
সদা ওপদ-আশ্রিত হইয়া মোহন, এই সংসারেতে দিন করিছে যাপন॥
(৬৬৫)

প্রসাদি সুর।

কে ঐ আসব আবেশে এসে নাচে সমরে।
কিবা সুধাংশু কিরণ শোভা ঐ পদ নখরে॥
প'রে নৃকর বসন ছলে, গলে মুণ্ডমালা দোলে;
শিশু শশী শোভে ভালে, হাঁসে আদরে॥
দিয়ে জীবে বরাভয়, দূর করেন কালভয়;
হেলাতে যে পার হয়, এই ভব সাগরে॥
চারি ধারে সঙ্গিনী, নাচে রণ রঙ্গিনী;
ঐ অমর ভয় হারিণী, নাশেন অসুরে॥
শ্যামাঙ্গে রুধির ধারা, বামার পদভরে কাঁপে ধরা;
সদা জয় জয় জয় তারা, বলে অমরে॥
চতুর্ভুজা ত্রিনয়না, বামা শিব শবাসনা;
ক'রে ও পদ সাধনা সবে, তরে ভব সাগরে॥
আদি অন্ত সমভাবে, মিলন হ'য়েছে ভাবে;
মোহন ভাবের অভাবেতে, কাঁপিছে ডরে॥ (৯৬৬)

প্রসাদি সুর।

আমি মা মা ব'লে ডাকৃব কত।
আমার প্রাণ যে জ্বলছে অবিরত॥
আমি সহি যে যাতনা, আমার মা ত দেখেনা,
আর মা মা ব'লে ডেকে বলিব কত।
যার নাই সন্তানের ব্যথা, সে মা থাকে কোথা,
কেবল ঘুরে ঘুরে বৃথা বেড়াই এত॥
এনে মা সন্তানে, সংসার সাধনে, এ যাতনা কেনে ভাবি সতত।
যে মা দেখে না সন্তান, সে মায়ের কেমন প্রাণ,
সদা নিদয় পাষাণ মায়া বিরহিত॥

স্বকর্ম্মের ফল, করিয়া সম্বল, ভ্রমিছে কেবল সংসারে যত।
তাতে মায়ার ছলনা, করিছে তাড়না, তবু মন যে বোঝেনা হয় প্রতিহত॥
দেখে কার্য্য ও কারণ, ভাবিছে মোহন, মায়াতে এই বন্ধন কেন হয় এত।
মা দেখিলে সন্তানে, সে কি জ্বলে প্রাণে,
হেথা এই ঘোর দিনে মায়ের চরণ পেত॥ (৬৬৭)

প্রসাদি সুর।

মন ডাক্‌রে মাকে প্রাণপণে।
ওরে মা যে আমার ব্রহ্মময়ী, তাকে ভুলে সদাই থাকিস্ কেনে।
করিয়া কামনা করিলে সাধনা, ভ্রম যে সতত হয় সাধনে।
হ'লে নিষ্কামেতে কর্ম্ম, দূরে যায় অধর্ম্ম,
এখন ধর্ম্মাধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝ্‌বে কেমনে॥
সংসার বন্ধন, মায়ার কারণ, সেই মায়াকে যে ভেদ কর যতনে।
তবে হবে মা'র আপন, ঘুচিবে বন্ধন, স্থান পাবে মন তাঁর চরণে॥
দেখ্‌বে মায়া বিরহিত, হ'লে তব চিত, সাধ্য সাধক ভাব যাবে মিলনে।
তখন হবে একাকার, যাবে সব বিকার, সমভাব হবে কার্য্য কারণে॥
সদা হ'য়ে প্রতিহত, এই ললিত মোহিত, তাই সব বিপরীত দেখিছে মনে।
হয়ে দুরাশা প্রবল, করিতে সম্বল, কেবল দিন কাটায় মার চরণ ধ্যানে।
(৬৬৮)

প্রসাদি সুর।

ও মন ভয় কিরে তোর কালের তরে।
ওরে কাল কিছু কি কর্‌তে পারে॥
সংসারেতে মন দেখিয়া স্বপন, ভাবিস্ না তোর সে সব আপন;
ওরে দিন কাটাবি হ'য়ে কৃপণ, কর্ম্ম কর্‌বি আপন জোরে॥

ভেবে দেখ্ মন কোথায় ছিলি, কোথা হ'তে হেথায় এলি ;
ও মন কালাকালের কর্ত্রী কালী, তিনি সদাই ব'সে আছেন ঘরে ॥
মায়ার ঘোরে ঘুর্‌ছে মাথা, কাকে আপন পাবি হেথা ;
ওরে বুঝ্‌বে কে তোর শেষের ব্যথা, সব যে থাক্‌বে পরে পরে ॥
কাল তোকে শেষ্ ধর্‌তে এলে, উঠবি ছুটে মায়ের কোলে ;
মাকে তার কথা সব ব'লে দিলে, মা দেবে তায় শাসন করে ॥
হ'ক্ না মা তোর নিরাকারা, মায়ের দুর্গানাম সব দুঃখহরা ;
সে নামের মর্ম্ম বুঝ্‌বে যারা, আর কাঁপে কি তারা কালের ডরে ॥
ওরে মিছে কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, মায়ের যে আজ বুঝবে মর্ম্ম ;
তখন তার কাছে কি কর্ম্ম ধর্ম্ম, এইটী ললিত ভুলিস্ না রে ॥ (৬৬৯)

প্রসাদি সুর।

মা গো তোমার একি ধারা।
যে জন মা মা ব'লে সদাই ডাকে, তাকেই দুঃখ দাও মা তারা ॥
জন্ম হ'তে সংসার পেতে, বাঁধা তাতে আগা গোড়া।
যা সব করি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, তার মর্ম্ম বুঝ্‌তে হই যে সারা ॥
যারা হেথা কর্ম্মযোগী, কাজ ক'রে দিন কাটায় তারা।
কিন্তু তার ফলাফল সবই বিফল, বহে কেবল চক্ষে ধারা ॥
মা তোমায় লক্ষ্য কর্‌তে গেলে, সাজ তুমি নিরাকারা।
আবার অবশেষে আপন দোষে, হ'তে হয় মা নয়নহারা ॥
ঘর বেঁধে ঘর ক'রে এখন, আপনি যে মা দিলাম ধরা।
নইলে কালের শাসন থায় কি মোহন, এত করে কি মা ঘোরা ফেরা ॥
(৬৭০)

প্রসাদি সুর।

ত্রাণ কর মা আমায় তারা।
হ'য়ে মায়ায় বদ্ধ, হ'লাম অন্ধ, আর করব কত ঘোরা ফেরা॥
সংসারেতে এসে মা গো, ঘুরে ফিরেই হ'লাম সারা।
আমি জন্ম হ'তে পর সেজে মা, হয়েছি যে নয়নহারা;
পাঁচ ভূতেতে পাঁচের বেগার, খাটছে হেথা আগাগোড়া।
তার হিসাব নিকাশ না হ'লে মা, হ'তে হবে লক্ষ্মীছাড়া॥
ফলের আশায় কর্ম্ম ক'রে, কাজের শেষ্ কি হয় মা তারা।
তাই হয় বিপরীত হিতে অহিত, পড়্‌ছে কেবল চক্ষে ধারা॥
আদি অন্ত সমান ক'রে মা, তোর কি কর্ম্ম বুঝ্‌বে কারা।
মা তোর ললিত বলে সকল ভুলে, তুই সেজেছিস্ মা নিরাকারা॥ (৬৭১)

প্রসাদি সুর।

শেষের কাজ হারালাম কাজের বশে।
মন রইলি ভুলে রঙ্গ রসে॥
হ'য়ে সবাইকার মা আজ্ঞাকারী, পাঁচের বেগার খেটে মরি;
আমার শেষ্ রবে এই বাহাদুরি, ও মা অন্ধকারে যাব ভেসে॥
ফলের আশায় কর্ম্ম ক'রে, দিন কাটাই মা ধারে ধোরে।
ও মা রিপু ছটা আপন জোরে, ধ'রে আমায় রাখ্‌বে শেষে॥
পাঁচের ধর্ম্ম পাঁচের কাছে, আমায় এখন কেউ কি পোছে;
ও মা লাভের হিসাব ক'রে মিছে, হেথা ধরা পড়্‌ছি আপন দোষে॥
মিছে কর্ম্ম আছে যত, না হ'লে মা প্রতিহত;
মা গো ডুব্‌বে শেষ্ তোর অনুগত, এই বুঝেছে তোর ললিত এসে॥

(৬৭২)

প্রসাদি সুর।

আর কেন মা দে না ছেড়ে।
কত ভূতের বোঝা বইব ঘাড়ে॥
মায়ার ঘেরা চারি ধারে, তার মাঝে মা মরছি ঘুরে ;
আমার মনের দুঃখ বলি কারে, মা গো সইছি কেবল পড়ে পড়ে॥
সবাই মত্ত রঙ্গরসে, দেখ্‌ছি কেবল ব'সে ব'সে।
তাতে মন কি থাকে মা আপন বশে, সে যে সদাই আছে ঘোড়ায় চ'ড়ে॥
যাতায়াত মা করব কত, আমার সব হবে শেষ্ ভূতগত ;
মা গো কেউ রবে না মনের মত, এখন মিছে কেবল উঠছে বেড়ে॥
ঘরের রিপু আছে ছটা, তারাই কেবল থাক্‌বে গোটা ;
যে দিন ধরবে এসে যমের ভটা, তোর ললিতকে মা দেবে তেড়ে॥ (৬৭৩)

প্রসাদি সুর

বল জয় জয় জয় শ্যামা জয় জয় জয় রে।
সদা জয় জয় বল সবে জয় জয় জয় রে।
হের শিব শব ছলে, প'ড়ে আছেন পদ তলে,
কিবা শশাঙ্ককিরণ শোভা, বামার পদ নখরে॥
কটিতে নৃকর পরা, শ্রীঅঙ্গে রুধির ধারা ;
হয়ে ভয়ঙ্করা অতি ঘোরা, শোভিছে ঐ তিমিরে॥
ভালেতে ঐ বাল শশী, মুখে মৃদু মৃদু হাসি ;
সদা হয়ে বামা এলোকেশী, ভ্রমিছে ঐ সমরে॥
গলে মুণ্ডমালা দোলে, ত্রিনয়নে বহ্নি জ্বলে ;
মা ঐ দিতিসুত দলদলে, হেলাতে যে নাশেরে॥
দলিতে অমর অরি, হ'য়ে চতুর্ভুজা শুভঙ্করী ;
ঐ শিবে শ্যামারূপ ধরি, দেয় বরাভয় কাতরে॥
পেতে মায়ের শ্রীচরণ, কাতর সদা মোহন ;
ও মা যে দিন আসিবে শমন, সে দিন ভুলো না তারে॥ (৬৭৪)

প্রসাদি সুর।

ভাবনা কিরে বল্‌না কালী।
ওরে কালী কালী কালী ব'লে, হৃদে দেখ্‌না মুণ্ডমালী॥
সেই মায়ের রূপে জগৎ ঘেরা, হেথা সকলেতেই আছেন তারা;
সেইটা ভাব্‌তে গিয়ে হ'স্‌না সারা, এই কথা তোয় সদাই বলি॥
ভয় কেন তুই খেয়ে মনে, কর্ম্ম করিস্‌ সঙ্গোপনে;
ওরে আপন ধন্‌ তুই নেনা চিনে, দিন যে ক্রমে যাচ্ছে চলি॥
মন স্বকর্ম্ম ফলেতে যত, কর্ম্ম হচ্ছে অবিরত,
ওরে মিছে কাজে হয়ে রত, এই মোহনকে যে তুই ডুবালি॥ (৬৭৫)

প্রসাদি সুর।

সং সেজে সং দেখ্‌বি কত।
হেথা সঙ্গের বাজার চারিধারে, সাজ্‌ছে কত অবিরত॥
পাঁচ ভূতে আজ সব একাকার, পাঁচে মিলে হয় যে আধার;
যে দিন দূর হবে তোর সকল বিকার, দেখ্‌বি সব হবে তোর মনের মত॥
ভ্রান্ত হ'য়ে মায়ার ঘোরে, ঘুর্‌ছে জগৎ পাঁচ আধারে;
এখন আপন ব'লে পাবি কারে, হেথা ভাসছে স্রোতে শত শত॥
কর্ম্ম বশে সবাই হেথা, সং সেজেছে যথা তথা;
কেবল রঙ্গরসে ঘুর্‌ছে মাথা, তাই ফল ফলে সব বিপরীত॥
লক্ষ্য মিছে কর্ম্মফলে, আপন কর্ম্ম সবাই ভোলে;
মন প'ড়ে এখন বিষম গোলে, হচ্ছে সদাই [illegible] হত॥
মোহনের যে নাই কিছু জ্ঞান, কিসে পাবে সে পরিত্রাণ;
তার কপাল গুণে সব যে সমান, তাই হচ্ছে সব তার ভূতগত॥ (৬৭৬)

প্রসাদি সুর।

দুর্গা দুর্গা বল রসনা রে।
সদা তরুণ অরুণ বরণা বামা, আমার হৃদ্‌কমলে বিরাজ করে॥
চকিত চপলা চমকে কান্তি, দূর করে সব মনের ভ্রান্তি;
ঐ চরণ সাধনে যাবে অশান্তি, একবার প্রাণ ভরে ডাক তাহারে॥
কভু মা পুরুষ কভু মা প্রকৃতি, কভু মা সগুণা কভু নির্গুণা মূরতি;
আবার কখন মা কি ধরেন আকৃতি, সেটা বুঝিতে ভ্রান্ত মন কি পারে॥
মা যে আদ্যারূপা এই জগত জননী, জগদ্ধাত্রিরূপে দুর্গতি-নাশিনী;
সদা কালাকাল কর্ত্রী কাল নিবারিণী, পূর্ণরূপা হন শিবে একাধারে॥
শতদল দলে হইয়া আসীনা, সর্ব্বজীবের সর্ব্ব পূরাণ বাসনা;
এই মোহনের মার চরণ কামনা, ঐ শ্রীপদেতে স্থান দিও মা তারে॥
(৬৭৭)

প্রসাদি সুর।

তারা সব গেলে কি থাকে বাকি।
বল মা থাকে কি শেষ্‌ বকাবকি॥
সংসারেতে মায়ায় পড়ে, বাঁধা রইলাম ঘরে পরে;
মা গো দিন কাটালাম আপন জোরে,
কিন্তু সব যে গোল হয় চোকোচোকি॥
শেষ্‌ পর হবে সব আপনার জনে, আর ফিরব না মা সেটা জানে;
আমায় বিদায় দিয়ে মানে মানে, করবে লাভের জন্য রোকারুকি॥
পর নিয়ে ঘর ক'রে এত, সব যে ভাবি নিজের মত;
কিন্তু হ'লে সব মা প্রতিহত, ফাঁকির উপর বাড়ে ফাঁকি॥
ললিত বলে মা এত ক'রে, কি পাব সেই শেষের তরে;
ও মা যে দিন ফিরে যাব ঘরে, তুই সে দিনেও কি দিবি ফাঁকি॥ (৬৭৮)

প্রসাদি সুর।

একে একে যে মা সবাই গেল।
মা এই দীনের দিনও ফুরিয়ে এল ॥
দিন ভিখারী সংসার করি, তাতে কত আশা শুভঙ্করী;
শেষ্ থাক্‌বে মিছে বাহাদুরি, মানে মানেই বিদায় ভাল ॥
আমার ভিক্ষা যত ছিল মনে, সব রইল মা যে মনে মনে,
সবাই যাচ্ছে ফিরে সরল টানে, সব কর্ম্মের এই মা ফল ফালল ॥
মায়া মোহ রইল কোথা, এইবার গেল যে মা নিজের মাথা;
এখন জোর করে কে কইবে কথা, যার ব্যথা আজ সেই ছাড়িল ॥
লক্ষ্য ক'রে তোর যুগল চরণ, এই জগতের হয় কর্ম্ম সাধন;
ও মা তোর ধ্যানে এই তোরই মোহন, যন্ত্রণা যে সব ভুলিল ॥ (৬৭৯)

প্রসাদি সুর।

মন ভাবিস্ কি দিবানিশি।
দেখি সংসারে তোর মায়া বেশী ॥
মায়ায় অন্ধ হয়ে এখন, বেড়েছে তোর কর্ম্মরাশি।
ওরে পাঁচ ভূতে তোয় ভুলিয়ে দিয়ে, বাড়িয়ে দিলে দ্বেষাদ্বেষি ॥
হেথা যেমন কর্ম্ম তেম্নি ধর্ম্ম, যদি মন তার এখন বুঝিস্ মর্ম্ম;
তবে কোথায় থাক্‌বে ধর্ম্মাধর্ম্ম, হবে ধর্ম্মে কর্ম্মে মেশামিশি ॥
কি শিক্ষা তুই পেলি হেথা, ভুলে গেলি সে সব কথা;
আর মনের মত সব পাবি কোথা, কেবল শেষকালে তুই হবি দোষী ॥
কার মায়ায় মন ভ্রান্ত হলি, আপন মায়ের চরণ ভুলে গেলি;
তাই ললিত বলে কি সুখ পেলি, তোর কর্ম্ম দেখে পায় যে হাঁসি ॥ (৬৮০)

প্রসাদি সুর।

মা মা ব'লে ডাক্‌না রে মন।
আজও চিন্‌লি না তুই মা তোর কেমন॥
মূলাধারে সহস্রারে, যোগী যাঁরে করে সাধন।
সেই মা আমার যে জগৎ মাঝে, সকলরূপে করেন ভ্রমন॥
আদি অন্ত সমান মায়ের, আদ্যারূপা সর্ব্ব কারণ।
আবার শেষের দিনে দিন ফুরালে, সংহার রূপ যে করেণ ধারণ॥
ব্রহ্মাণ্ড যাঁর উদরেতে, সেই মায়ের রূপ মন কর্ না স্মরণ।
মায়ের একাধারে সকল পাবি, সব হবে তোর মনের মতন॥
মা মা ব'লে ডাক্‌লে ছেলে, মা যে আপনি আসেন এখন।
ওরে ললিত বলে এক মায়েতে তার, আছে সর্ব্ব কার্য্য কারণ॥ (৬৮১)

প্রসাদি সুর।

আজও বুঝ্‌লি না মন মা তোর কেমন।
মা যে সর্ব্বঘটে সর্ব্বময়ী, এই ব্রহ্মাণ্ড যে মায়ের আপন॥
মায়ের ঘটে পটে আরাধনা, উপাসনা সাধ্য সাধন।
আছে ত্রিজগৎ মার একাধারে, সকল রূপের হয় যে মিলন॥
এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, মা আমার তার সর্ব্বকারণ।
সদা মাতৃরূপা মহামায়া, সকলেরে করেন পালন॥
সকলের যে আদি অন্ত, এক মায়েতে সব আছে এখন।
ও মন মায়ের তত্ত্ব বুঝ্‌লে সত্য, অনিত্য কি থাকে কখন॥
কর্ম্মদোষে লক্ষ্যহারা, বিপক্ষ তাই হয় রে শমন।
তাই ললিত বলে সব ছেড়ে মন, লক্ষ্য কর্ না মায়ের চরণ॥ (৬৮২)

প্রসাদি সুর।

মা মা ব'লে ডাক্‌না রে মন।
মা আমার সর্ব্বঘটে বিহার করেন, দেখ্‌তে পাবি হ'লে আপন॥
পঞ্চভূতে পঞ্চরূপা, পঞ্চে পঞ্চ হচ্ছে মিলন।
আবার পঞ্চরূপ ঐ একাধারে, দেখ্‌বি মাকে চিনবি যখন॥
আদি অন্ত মায়ের পদে, ও মন আপদে সম্পদে পদে;
ও মন পড়্‌বি যখন তুই বিপদে, মায়ের দুর্গা নামটী কর্‌বি স্মরণ॥
ছেলের দাবি মায়ের ধনে, ওরে তাতে ভয় তোর আসে কেনে;
সদা ডাক্‌বি মাকে প্রাণপণে, যেথা তিনি যে সব কার্য্যকারণ॥
যে কথা তোয় মোহন বলে, সে কথা মন যাস্‌ না ভুলে;
যদি উঠ্‌তে চাস্‌রে মায়ের কোলে, সদা থাক্‌বি ধ'রে মায়ের চরণ॥

(৬৮৩)

প্রসাদি সুর।

তারা তপনতনয় করিছে তাপিত।
আমি ক্রমে ক্রমে শিবে হ'তেছি পতিত॥
এলাম অনেক দিন, শুধিতে মা ঋণ, এই দীন হীন জন তোমার আনীত।
কিন্তু চিরঋণী ক'রে, রাখ কেন ধ'রে, মা সকলই সংসারে তোমার বিদিত॥
ক্রমে বাড়িছে দুর্গতি, ভাবি মা সম্প্রতি, কি শেষ নিজ গতি হয়ে ত্রাসিত।
আমি কর্ম্মের দোষেতে, এই সংসারেতে,
হ'লাম ভ্রমিতে ভ্রমিতে কর্ম্মের অতীত॥
তুমি হ'লে মা নিদয়, বাড়ে কালভয়, দেখে শুনে হই মা বড়ই ভাবিত।
সদা মায়ার বশেতে, এ ঘোর জগতে, আসিতে যাইতে হ'লাম জড়িত॥
পেতে মা সংসার, বাড়িছে বিকার, তার নাহি প্রতিকার তুমি ব্যতীত।
মা কবে এ দীন মোহনে, লবে শ্রীচরণে, আর অকারণ কেন কর মোহিত॥

(৬৮৪)

প্রসাদি সুর।

ভবে ত্রাণ কর তারা এই তাপিত জনে।
আর থেকোনা মা ব'সে কঠিণ প্রাণে॥
কর্ম্মফলে এলাম ভবে, চিরদিন মা ম'লাম ভেবে;
আমার অবশেষে কি যে হবে, তাই ভাবি যে মা মনে মনে॥
হ'য়ে আমি দিশেহারা, যত কর্ম্ম করি তারা;
তার ফলেতে মা কর্‌লে সারা, ছটা রিপু সঙ্গোপনে॥
তাদের আমি দমন ক'রে, কি ক'রে শেষ্ ফির্‌ব ঘ'র;
আমার প্রাণের দুঃখ বলি কারে, শুন্‌বে কে মা তুই বিহনে॥
তোর মোহনের এই মনের আশা, সংসারের মা ছুট্‌বে নেশা;
তার এলে মা গো শেষের দশা, স্থান পাবে সে তোর চরণে॥ (৬৮৫)

প্রসাদি সুর।

মা অন্ধকারে চাঁদের আলো।
ও মা দেখ্‌তে গেলে দেখায় ভাল॥
সংসারেতে আলো পেতে, ঢুক্‌ছে মন যে যাতে তাতে;
হেথা দিন কাটিয়ে কোন মতে, অন্ধকারে সব ডুবিল॥
মনের মত সকল হ'লে, প্রাণের জ্বালায় কেউ কি জ্বলে:
ও মা সমান হ'ত জলে স্থলে, এখন ঢেউ দেখে যে মন ভুলিল॥
আজ ডাকাডাকি মায়ে পোয়ে, কে কায় বোঝায় ব'লে ক'য়ে;
কেবল দিন কাটাই মা সকল স'য়ে, তোর কাজের যে এই ফল ফলিল॥
ললিতের এই মনের আশা, আঁধার দেখে ছুট্‌বে নেশা;
আর ভুলিস্ না মা শেষের দশা, দেখ্‌না মিছে কাজে কাজ বাড়িল॥ (৬৮৬)

প্রসাদি সুর।

মা আবার ফিরে চল্লি ঘরে।
আবার দেখা হবে মা বৎসর পরে॥
যদি মা গো হেথায় থাকি, তবে আবার আমি আনব তোরে।
নইলে মায়ে পোয়ে দেখা হবে, যাব যখন ঘরে ফিরে।
তোকে পূজা কর্‌ব কি মা, তোর পূজা কে করতে পারে।
এই ব্রহ্মাণ্ড যাঁর উদরেতে, কি দিয়ে আজ তুষিব তারে॥
মন মানসে করলে পূজা, তুই পূর্ণ করিস্ স্নেহের ভরে।
নইলে আমার কিবা সাধ্য আছে, তোকে তুষ্ট কর্‌ব পূজা ক'রে॥
মায়াতে মোহিত হ'য়ে, ম'লাম সদাই ঘুরে ফিরে।
মা তোর ললিতকে কি চিরকালটা, ফেলে রাখবি অন্ধকারে॥ (৬৮৭)

প্রসাদি সুর।

দেখ্‌বি কি মন অন্ধকারে।
ও মন যা পেলি তোর আপন ঘরে, সেই মত সব ঘরে পরে॥
সেথা জ্যোতির্ম্ময়ী বামা সর্ব্বগুণধামা, তাঁর অপরূপ রূপের নাহি উপমা;
তিনি সর্ব্ব তত্ত্বময়ী এই জগতের সামা,
আছে যে রে মন সেই এক আধারে॥
কর্ম্ম ক'রে যত বেড়াস্ অবিরত, কিছুতে মন তুই হ'স্‌না প্রতিহত;
ওরে ক্রমে ক্রমে ভবের দিন হ'লে গত, অনাহত মাঝে পাবি যে তাঁরে॥
ঐ ভুবন মোহিনী ভব নিস্তারিণী, সদা ভবে-ভাব্য হয়ে অভয়দায়িনী;
ও মন ভক্তি মুক্তি দাত্রী ঐ ভবমনোমোহিনী,
সদা সাধনার ধন এই ভব মাঝারে॥
ঐ রূপেতে মগনা মনরে হইও না, শেষেতে ও রূপ কিছুই রবেনা;
কর ললিত ঐ যুগল চরণ কামনা, যেন মায়াতে ডুবোনা এই ভব বিকারে॥
(৬৮৮)

প্রসাদি সুর।

ডাকনা রে মন মা মা ব'লে।
কবে উঠ্‌বি রে তুই মায়ের কোলে॥
মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে হেথা, সংসার দেখে আছিস্ ভুলে।
ও মন আপন এখন ভাবিস যাদের, তারাই ফেলবে গণ্ডগোলে॥
ওরে একা এলি একাই যাবি, ঠকিস্ কেন পাঁচের ছলে।
মন পরের বশে থাক্‌লে পরে, শেষকালে যে মর্‌বি জ্বলে॥
আজ ধর্ম্ম ভেবে কর্ম্ম ক'রে, লক্ষ্য রাখিস্ কর্ম্মফলে।
কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মের মর্ম্ম সকল, বুঝ্‌বি যে দিন ধর্‌বে কালে॥
মন মহামায়ার কৃপায় এখন, ললিতের দিন যাচ্ছে চ'লে।
কিন্তু আর কত তুই ভোলাবি তায়, সে যে ব্রহ্মময়ীর ছেলে॥ (৬৮৯)

প্রসাদি সুর।

আমি দিন কাটাই মা ভয়ে ভয়ে।
ওমা আর কতকাল থাক্‌ব সয়ে॥
করপুটে দাঁড়িয়ে আছি, তোর কাছে মা আর্জ্জি দিয়ে।
আর কবে তার মা হুকুম হবে, দিন যে ক্রমে গেল ব'য়ে॥
এই অনন্ত সাগরে তারা, ডুবলাম আমি পরের দায়ে।
তবু কেউ যে আপন হ'লনা মা, সবাই দোষী কর্‌ছে পায়ে পায়ে॥
হেথা সকল সহ্য ক'রে মাগো, দিন গণি তোর দিকে চেয়ে।
তবু এ দিন যে আর ফুরায় না মা, তাই পড়েছি যে বিষম দায়ে॥
পারের দিন পারের ঘাটে, উঠ্‌তে কি মা দিবি নায়ে।
ও মা তোর ললিতকে অভয় দিয়ে, স্থান দিবি কি যুগল পায়ে॥ (৬৯০)

প্রসাদি সুর।

জয় কালী জয় কালী তারা।
মায়ের রূপ ঐ দেখ্‌না ভুবন ভরা॥
গিরীশ উরসি কিবা রূপরাশি, উলঙ্গিনী হ'য়ে সদা এলোকেশী;
নব নীরদ বরণে হয়ে মেশামিশি, ঘের ঘেরে যে সতত আছেন ধরা॥
মহা ব্যোম সদা হ'য়ে ব্যোমকেশ, ধরেছেন আপনি শবাকার বেশ;
সদা হৃদয়েতে ধ'রে আছেন ভূতেশ, ঐ যে নীলাম্বর হের তিমিরহরা॥
শিশু শশী ঐ শোভিছে ভালে, শ্রীঅঙ্গেতে শত তারকা জ্বলে;
আজ সংসার মায়াতে মোহিত হ'লে, সবে অন্ধকারে হয় ও রূপ হারা॥
মহা ব্যোমে ব্যোম হইলে মিলিত, জীবের জীবভাব হবে তিরোহিত।
তখন শীত কিরণ হইবে উদিত, পাবে সবে শান্তি সুধার ধারা॥
কাল বশে হ'লে কালের শাসন, কর্ম্মদোষে জীব ভ্রান্ত এখন;
কবে মায়ের চরণ পাবে এ মোহন, আজ স্বকর্ম্মের ফলেতে নয়নহারা॥

(৬৯১)

প্রসাদি সুর।

আর হ'ল না হবে না ভবের খেলা।
মা গো সংসার হ'ল তার প্রধান জ্বালা॥
এলাম একা যাব একা, হেথা অন্ধকারে যে হলাম ভোলা।
আমার আপনার ব'ল্‌তে যারা আছে মা,
তারা কাজের সময় হয় মা কালা॥
পাঁচের বোঝা মাথায় ক'রে, কেটে গেল আমার বেলা।
আমার নিজের কর্ম্ম কে করে মা, পরেই বেঁধে রাখ্‌লে গলা॥
পাঁচেতে পাঁচ মিশ্‌বে যে দিন, সে দিন সবাই কর্‌বে ছলা।
হেথা মন বোঝে ত প্রাণ বোঝেনা, শেষ্‌ ললিতের কাজ বাড়্‌ছে মেলা॥

(৬৯২)

প্রসাদি সুর।

আর দেখ্‌ছ কি মা ঘরে ব'সে।
যে জন পাঁচ ভেঙ্গে এক ক'রেছে মা, ঠকাতে তায় পারবে কিসে॥
হ'লে একাকার, যাবে মা বিকার, আর যে ভেদাভেদ রবেনা শেষে।
তখন পেয়ে ব্রহ্মভাব, আস্‌বে মা স্ব ভাব, সর্ব্বভাব রবে একেতে মিশে॥
কর্ম্মবশে তারা, হ'য়ে পথহারা, যাতায়াত করি স্বকর্ম্ম দোষে।
তুমি করিলে করুণা, যাতনা রবেনা, আর যেতে যে হবেনা কালের বশে॥
হ'য়ে দৃষ্টিহীন, হয়েছি মা হীন, অবশেষে কোথা যাব মা ভেসে।
মা গো দেখ কৃপা ক'রে, এই মোহনেরে,
একবার কোলে কর শিবে আপনি এসে॥ (৬৯৩)

প্রসাদি সুর

হেথা সং সাজিয়ে মা সব ভোলালি।
আমায় যে কাজ করতে আনলি হেথা, সেটাও যে মা ভুলিয়ে দিলি॥
ফলের প্রতি লক্ষ্য হ'লে, আপনি পড়ি গণ্ডগোলে;
আর সোজা কি মা হব ম'লে, আমায় দায়ে ফেলে এই করিলি॥
যত দেখতে যাই মা তোকে, ততই যে মা দাঁড়াস্‌ ফাঁকে;
শেষে মরি কেবল ব'কে ব'কে, যত কর্ম্মফল কি এই দেখালি॥
ভাব্‌তে গেলে হই মা ভোলা, মন বোঝেনা এইত জ্বালা;
আমার ক্রমে ফুরিয়ে দিয়ে বেলা, পাঁচের কাছে সং সাজালি॥
তোর ললিত বলে এমন দিনে, আর শিখ্‌ব কত দেখে শুনে;
আমি প'ড়ে থাকব তোর চরণে, তাতেও যে মা তুই ঠকালি॥ (৬৯৪)

প্রসাদি সুর।

মা আমি আর ঘুর্‌ব কত।
ও মা পর নিয়ে ঘর বেঁধে হেথা, ঘুর্‌ছি আমি অবিরত॥
সবাইকার পর হ'য়ে আমি, কারও নই মা মনের মত।
আমার পরে পরেই ঘর মজালে, তারা কিছুতে নয় প্রতিহত॥
এই সংসারের মাঝেতে তারা, কর্ম্ম ক'রে বেড়াই যত।
তার ফলের ভাগী হ'তে দেখি, দাঁড়িয়ে আছে শত শত॥
পথের মাঝে দিশেহারা, স্বভাবে হই মর্ম্মাহত।
আবার স্বকর্ম্ম দোষেতে সদা, সব হ'য়ে যায় বিপরীত॥
মা হ'য়ে কি শত্রু হবি, দেখ্‌বি না কি আপন সুত।
ও মা এই ক'রে কি করবি শেষে, ললিতকে তোর পদচ্যুত॥ (৬১৫)

প্রসাদি সুর।

কবে কর্ম্মডুরি মা দিবি কেটে।
আমি জয় দুর্গা জয় দুর্গা ব'লে, একবার সব ফেলে মা পালাই ছুটে॥
আস্‌ছি যাচ্ছি বারে বারে, ঘর বেঁধেছি পরে পরে ;
আমার আপনার কর্ম্ম কে করে মা, ক্রমে বাঁধা পড়্‌ছি আটে কাটে॥
বাড়্‌ছে যে মা মনের বিকার, কিসে করি তার প্রতিকার ;
আমার ধর্ম্মাধর্ম্মের সব লয়ে ভার, রক্ষা কর মা এ সঙ্কটে॥
তোর ললিতের কি এম্নি ধারা, সদাই চক্ষে বইবে ধারা ;
ও মা হ'লে শেষে পথহারা, তাকে সবাই মিলে ধর্‌বে এঁটে॥ (৬১৬)

প্রসাদি সুর।

আমায় ফেলে মা গো রিপুর বশে।
তার ফল কিবা হয়, হয় কিবা নয়, তাই দেখছিস্ কি মা ঘরে ব'সে॥
ঢুকে মা গো খেলার ঘরে, পুতুল নিয়ে ম'লাম ঘুরে;
আমার সব যে রইল পরে পরে, এই ফল ফলেছে অবশেষে॥
আমি যত ডাকি মা মা ব'লে, ততই ফেলিস্ গণ্ডগোলে;
মা আমায় কি শেষ্ থাক্‌বি ভুলে, একবার বল দেখি মা সামে এসে॥
তোর ললিতকে ঘর দেখিয়ে দিয়ে, ফেলেছিস্ মা বিষম দায়ে;
আর কত সে মা থাক্‌বে সয়ে, সেই ঘরের মায়া যে সর্ব্বনেশে॥ (৬৯৭)

প্রসাদ সুর।

মন কি বোঝে সে তীর্থে গিয়ে।
সে যে প'ড়ে আছে মায়ের পায়ে॥
কর্ম্মফলের লোভে কভু, কর্ম্ম কর্‌তে যাচ্ছে ধেয়ে।
হ'য়ে জাত ভিখারী ঘোরাঘুরি, কর্‌ছে সদাই বাধা পেয়ে॥
কর্ম্মে বাধ্য হ'লে পরে, অনেক দূর হয় মায়ে পোয়ে।
যে জন মা মা ব'লে মাকে ডাক্‌তে জানে,
সে যে শান্তি পায় মার কোলে গিয়ে॥
মনে মনে বাড়্‌লে আশা, মা আমার হয় সদাই কশা;
হেথা বাড়িয়ে এই সংসারের নেশা, ফেলে দেয় মা বিষম দায়ে॥
হেথা সদাই মায়ের চরণ ধ্যানে, দিন কাটা মন আপন মনে;
আর ললিত তীর্থে যাবে কেনে, ভয় কি তার শেষ্ কালের ভয়ে॥ (৬৯৮)

প্রসাদি সুর।

আমার মন সরেনা যেতে কাশী।
সে কেবল চায়না কৈবল্য রাশি॥
কাশী গেলে মুক্তি হবে, সে মুক্তির নই অভিলাষী।
মায়ের চরণ-যুগল শিরে ধ'রে, আনন্দসাগরে ভাসি॥
মা মা ব'লে এক মনেতে, ডাক্‌ব মাকে দিবানিশি।
ওরে তাতেই আমার সব যে হবে, তীর্থ পাব রাশি রাশি॥
তীর্থে গমন মিথ্যা এখন, কর্ম্মে বাধ্য তীর্থবাসী;
আমার সকল তীর্থের সার যে তারা, শবাসনা এলোকেশী॥
মা আমার যে সর্ব্বময়ী, একেতেই সব মেশামিশি।
এই ললিত কেবল মায়ায় প'ড়ে, গোল বাধাচ্ছে ঘরে বসি॥ (৬৯৯)

প্রসাদি সুর।

যেতে যে মন চায়না কাশী।
সে যে মায়ের চরণ অভিলাষী॥
তীর্থবাসে যেতে হ'লে, মায়ের চরণ যে সেই তীর্থরাশি।
তাতে একাধারে সব আছে যে, গয়া গঙ্গা প্রয়াগ কাশী॥
সদা মায়ের যুগল চরণ ধ্যানে, যে আনন্দসাগরে ভাসি।
আমার সেটা কি হয় তীর্থে গিয়ে, সেথা সদাই আছে দ্বেষাদ্বেষি॥
মায়ে পোয়ে থাক্‌লে মিলে, হয় সকল রূপের মেশামিশি।
কিন্তু প্রভেদ ভাবে ভাব্‌লে শেষে, গোল বাধায় মা সর্ব্বনাশী॥
ললিত বলে ভেদাভেদে, বাড়ে কেবল কর্ম্মরাশি।
যখন এক ক'রে মন দেখ্‌বি সকল, তখন সব পাবি যে ঘরে বসি॥ (৭০০)

প্রসাদি সুর।

মন করিস্‌না সুখের আশা।
ওরে ছাড়্‌না সংসারের নেশা॥
পাঁচের কথায় ভুলে আছিস্, শুনে ঝুটো মিষ্টভাষা।
ওরে অবশেষে দেখ্‌তে পাবি, তোর প্রতি সে সবাই কশা॥
আত্মপর তোর জ্ঞান হ'লনা, সদাই দেখিস্ ভাসা ভাসা।
কেবল মায়ায় প'ড়ে এ সংসারে, খেটে খেটেই সাজ্‌লি চাষা॥
হেথা স্বকর্ম্ম ফলেতে কেবল, করিস্ যে তুই যাওয়া আসা।
ও মন সেটা এখন ভুলে গিয়ে, ভুলিস্‌না তোর শেষের দশা॥
তোর দোষে মন্ হ'য়ে দোষা, গেল ললিতের আজ সব ভরসা।
আজও পারিস্ যদি তোর মাকে ধ'রে, ছাড়্‌না রে মন সকল নেশা॥ (৭০১)

প্রসাদি সুর।

মহাপাপী আমি বটে।
তাই কি দেখিস্ না মা এ সঙ্কটে॥
ছটা রিপু ঘরের অরি, লক্ষ্য সবাই রাখ্‌ছে জুটে।
ওমা তাদের তরে আমি হেথা, সদাই হ'য়ে রইলাম খুঁটে॥
হেথা সংসারে সংসারী হ'য়ে, মায়ায় বাঁধা আটে কাটে।
ওমা কবে আমি পাব ছুটি, এই সব ফেলে মা পালাই ছুটে॥
ভাল মন্দ বিচার ক'রে, না দেখে মা বাঁধলি এঁটে।
হেথা যাদের দায়ে হচ্ছি দায়ী, তারাই আমায় তুল্‌বে লাটে॥
সদা ভয়ে কাতর হ'য়ে ললিত, দাঁড়িয়ে আছে করপুটে।
আর কত দিন মা ভবের হাটে, সেজে থাক্‌বে নগদা মুটে॥ (৭০২)

প্রসাদি সুর।

কে বোঝে মা তোর কি খেলা।
তুই সংসার পেতে কাজ করিয়ে, সেই কাজের ফল সব রাখিস্ তোলা॥
যে ঘরেতে বাস করি মা, তার যে নটা দোয়ার খোলা।
তাতে আছে আবার ছটা রিপু, তারাই যে মা দিচ্ছে জ্বালা॥
পারের দিনে কর্‌বি মা পার, দিয়ে যুগল চরণ ভেলা।
কিন্তু এম্নি মায়া বাড়াস্ হেথা, যে মায়ায় প'ড়ে হই মা ভোলা॥
সদা কর্ম্ম করি পরের তরে, সব ভুলে যাই নিজের বেলা।
আজও দায়ের দায়ী কেউ হ'লনা, ক্রমে ফুরিয়ে যায় মা বেলা॥
আমার একভাবে সব গেল যে দিন, আর কত দিন মা কর্‌বি ছলা।
আবার তোর ললিত সেই শেষের দিনে, ডাক্‌লে কি মা সাজ্‌বি কালা॥
(১০৩)

প্রসাদি সুর।

মন বলরে তারা তারা।
ঐ তারা নাম যে বিপদ্ হরা॥
সংসার বন্ধনে স্বকর্ম্ম সাধনে, দিনে দিনে মন হ'তেছ সারা।
হেথা পথ ভ্রমে পথ ধরেছ বিপথ, অন্ধ হ'য়ে হল সুপথ হারা॥
ভব কর্ম্মস্থানে, জ্বলিছ যে প্রাণে, সতত নয়নে বহিছে ধারা।
হেথা ক্রমে দিন গত, শমন আগত, এখন কবে তুমি ছেড়ে যাবে এ ধরা॥
আজও তোমার বাসনা, পূর্ণ যে হ'লনা, যার তরে কর এই ঘোরা ফেরা।
কেবল করিয়া কামনা, পেতেছ যাতনা, বেড়ে গেছে তোমার মায়ার ঘেরা।
ঐ মায়ের চরণ, ভাব সর্ব্বক্ষণ, আর বাড়াইওনা মন পাপের ভরা।
এই ললিতের বাসনা, পূর্ণ কি হবেনা, তার মা যে রে নয় নিরাকারা॥
(১০৪)

প্রসাদি সুর।

মন মানসে ভজ শ্রীকান্ত।
আর মনরে আমার হইওনা ভ্রান্ত॥
কে জানে কখন, কবে কোন দিন, হবে আমার এই দিনের অন্ত।
তখন না বুঝিয়া কাল, ধর্‌বে এসে কাল, কালাকালের কর্ত্তা হবে কৃতান্ত॥
হ'য়ে কর্ম্মহীন, ভব কর্ম্মঋণ, পরিশোধ হ'তে হবে প্রাণান্ত।
ক্রমে ঋণের দায়েতে, এ ঘোর জগতে, আসিতে যাইতে হবে জ্ঞানান্ত॥
যিনি পরম পিতা, তিনিই জগন্মাতা, ঐ মাতা পিতা একে সতত চিন্ত।
তখন সংসার তাড়না, আর যে হবেনা, মোহন যাতায়াতে হবে যে ক্ষান্ত॥
(১০৫)

প্রসাদি সুর।

শ্যামা মায়ের চরণ দুটি।
ঐ হর হৃদে শোভা করে, দেখ্‌তে কিবা পরিপাটী॥
কিবা রজত কিরণে নীরদ বরণে, ঐ যুগল মিলন হের নয়নে;
হেথা ভ্রান্ত এ জীবনে ও রূপ সাধনে, থাকেনা কাহারও মন যে খাঁটী॥
ঐ একে পঞ্চাকার পঞ্চের সাধন, পৃথক্ বীজে পৃথক্ রূপ যে ধারণ;
ঐ একাধারে হয় সৃজন পালন, সেটা বুঝ্‌তে গিয়ে মন হয় যে মাটি॥
সদানন্দময়ী আনন্দে মগনা, আসব আবেশে হ'য়েছেন নগনা;
দিতিসুতদল দক্ষদলনা, ঐ রণ মাঝে ভ্রমেন অসুরে কাটি।
এই সংসার বন্ধনে রিপুর ছলনা, কিসে দূর হবে মোহন ভাবনা;
হ'য়ে কালীনামে মত্ত ছাড়রে কামনা, যদি পেতে চাস্ রে ঐ পাগ্‌লি বেটী।
(১০৬)

প্রসাদি সুর।

হেথা কাকে বল্‌ব কে বা শোনে।
আমার কেউ হেথা নাই এমন দিনে॥
আপনার সবাই পরের মত, তাড়া দিচ্ছে জেনে শুনে।
আমি প্রাণ খুলে মা প্রাণের কথা, বল্‌তে গেলে শুন্‌বে কেনে॥
অহংকারে মত্ত সবাই, নিজের কথা সবাই জানে।
আমি ঘরে পরে পর সেজে মা, পড়ে আছি ঘরের কোনে॥
কে কার আপন হবে হেথা, ব্যথার ব্যথী নেব চিনে।
সেটা দেখ্‌তে গেলে সব দিকে গোল, সদাই জ্বলে মরি প্রাণে॥
সকল কথা জেনে শুনে, এ দুঃখ মা দিবি কেনে।
এই ললিত যে তোর পদাশ্রিত, স্থান তাকে শেষ দিস্ চরণে॥ (১০৭)

প্রসাদ সুর।

আমি আবদেরে মা তোর আসামী।
আমায় দে কিছু মা দেনায় কমি॥
এতদিন মা কষ্ট পেয়ে, দেনার দায় যে টান্‌ছি আমি।
সেটা দেখেও কি তুই দেখিস্ না মা, কেন আজও হ'তে চাইছিস্ হামি
সুদের দায়ে সব বিকাল, এখন নিস্তেজ হ'য়ে এল জমি।
আর কোন সাহসে সাহস বেঁধে, আমি হব পূর্ণ ফসল কামী॥
ঘরে বাইরে হ'চ্ছে পীড়ন, আর কত সইতে পারি আমি।
তোর ইচ্ছা হয় ত সব নেনা মা, আমি সবই দিচ্ছি তোয় প্রণামী॥
আমি প্রথম হ'তে জানি মা গো, তুই যে সবার অন্তর্যামী।
যদি এখনও না কৃপা করিস্, তবে ললিত কর্‌বে সব বেনামি। (১০৮)

প্রসাদি সুর।

মা আমি কি কুল পাবনা।
আর কত দিন মা অকুলেতে, ভেসে পাব এই যাতনা॥
স্বকর্ম্ম ফলেতে তারা, জেনে শুনে হ'লাম সারা;
আবার তুই সেজে মা নিরাকারা, সকল দিকে হয় তাড়না॥
বেঁধেছ মা ভবের ঋণে, কর্ম্ম করাও দিনে দিনে;
কিন্তু মা হ'য়ে মা কঠিন প্রাণে, কেন এমন কর বলনা॥
ভাবি আমি অবিরত, কি ক'রে দিন হবে গত;
হেথা কিছুই হয়না মনের মত, সদাই আমার এই ভাবনা॥
তোমার সন্তান হ'য়ে শিবে, এ জীবন কি এম্নি যাবে;
ও মা চিরদিন কি মরব ভেবে, আর ললিতকে শেষ্ ভুলাইও না॥ (৭০৯)

প্রসাদি সুর।

এইবার আস্‌বে কবে যমের ভটা।
ও মা সে যে একটা বিষম লেটা॥
দিনে দিনে দিন ফুরাল, কর্ম্মসূত্র কৈ কাটিল;
আমার স্বকর্ম্ম যে মন ভুলিল, তাই সব দিকে মা পাই যে খোঁটা॥
আঁধার ঘরে ঘুরে ফিরে, সব গোল হ'ল মা অহংকারে;
আমার সদাই দুঃখ ঘরে পরে, দেখি বাড়্‌ছে কেবল রিপু ছটা॥
ক্রমে মনের দর্প হ'ল চূর্ণ, সব থেকে গেল অসম্পূর্ণ;
কবে যেতে আমায় হবে তূর্ণ, আমার হেথা কিছুই নাই মা গোটা॥
মা হ'য়ে মা কেন এত, হলি মায়া বিরহিত;
মা তোর ললিতকে কি ক'রে পতিত, তার সকল পথে দিবি কাঁটা॥
(৭১০)

প্রসাদি সুর।

আনন্দময়ী সদানন্দে এস এই হৃদয় মন্দিরে।
আর ভেদাভেদ রেখোনা মা, সব দেখাও মা এই একাধারে॥
তুমি পুরুষরূপে জগৎ পিতা, প্রকৃতিরূপেতে মাতা;
আবার সৃষ্টিকালে হ'য়ে ধাতা, দেখাও মা সব এ সংসারে॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম কিসের জন্য, এই কর্ম্মসূত্র কর মা ছিন্ন;
ও মা শেষেতে যে সকল শূন্য, ভিন্ন ভাব সব ঘরে পরে॥
শেষের দিনে সবাই সমান, শিব বাক্য আছে প্রমান;
তবু দেখে শুনে হয় না মা জ্ঞান, আমার মনকে বোঝাই কেমন ক'রে॥
মা ললিতের সেই শেষের দিনে, স্থান দিও ঐ শ্রীচরণে;
তখন অভিন্ন ভাব এই হৃদাসনে, যেন দেখ্‌তে পাই মা নয়ন ভরে॥

(৭১১)

প্রসাদি সুর।

কালী নামে যে কাল্ নিবারণ।
সদা ভাবনা হৃদে সেই কালীর চরণ॥
সংসারেতে কর্ম্ম বেশী, মিলন হয়না কার্য্য কারণ।
সেথা মায়ায় প'ড়ে মায়া বাড়ে, সদাই তাতে জ্বল্‌ছে জীবন॥
হয় অন্ধকারে জ্যোতির প্রকাশ, ঐ কালী নাম যে কর্‌লে স্মরণ।
সদা কালাকালের কর্ত্রী কালী, অভয় পায় জীব কর্‌লে সাধন॥
সেই আদ্যারূপা মহাকালী, জগৎ করেন সৃজন পালন।
তাঁর পদে মহাকাল পূর্ণ হ'লে কাল, তিনিই করেন শাসন মারণ॥
কেবল রূপের ভেদে বাড়্‌ছে মোহ, তাই অন্ধকারে সদাই ভ্রমন।
কবে যাবে ভেদাভেদ হবে সব অভেদ, একাধারে সব পাবে এ মোহন॥

(৭১২)

প্রসাদি সুর।

এই আনন্দ কাননে এসে।
ও মন দিন কাটাস্ না কর্ম্মবশে॥
কর্ম্মসূত্রে বাঁধা প'ড়ে, এখানে তুই এলি ভেসে।
হেথা ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম সকল, কিছুরই যে হয়না নিসে॥
এটা ব্রহ্মানলে মহাশ্মশান, ব্রহ্মজ্ঞান হয় এই স্থান পরশে।
আছে শিব বাক্য ব্রহ্মবীজে, মুক্তি লাভ যে শিব উদ্দেশে॥
হেথা সদা সদাশিব নাশেন অশিব, শিব হেরে কাল পলায় ত্রাসে।
সদা পেয়ে মোক্ষফল জীবের হয় সম্বল,
আর থাকতে হয় না আশার আশে॥
সংসারী সংসারে থেকে, কর্ম্মক্ষেত্রে থাকে মিশে।
সেথা পাঁচের কাজে মায়ায় বাঁধা, লক্ষ্য হয়না আশে পাশে॥
হেথা অন্নপূর্ণা মহামায়া, মায়ার ক্ষয় যে করেন এসে।
সদা পিতা মাতার চরণ ধ্যানে, ললিত হেথা থাক্‌না ব'সে॥ (৭১৩)

প্রসাদি সুর।

মা কেমন তা মন জানে না।
যাতে কোটী কোটী সূর্য্যের উদয়, সেই চরণ দুটী আছে চেনা॥
হৃদয়ে মা উদয় হ'লে, মন থাকে মার পদতলে;
তখন জগতের সব যাই যে ভুলে, চক্ষু থাকতে হই যে কানা॥
হৃদ্‌কমলে দিয়ে আসন, মনের মত সাজাই চরণ;
আমার তাতেই প'ড়ে থাকে নয়ন, তখন কিছুই সে যে আর দেখেনা॥
মায়ের চরণ যখন হৃদে ধরি, তখন কিছুরই মন নয় ভিখারী;
মা হারা হ'লে হই দিন ভিখারী, কেবল বাড়ে হেথা লেনা দেনা॥
আমার মন যদি হয় ভব ঘুরে, সে পাঁচ রকমে ঘুরে মরে;
তার দিন কেটে যায় অহংকারে, তাই ললিত করে আনাগোনা॥ (৭১৪)

প্রসাদি সুর।

বইছে বাতাস উল্টো দিকে।
এখন বাজিয়ে বগল সাজ্‌রে পাগল, কিন্তু সূর্য্য ডুবলে পাবি কাকে॥
লাভের তরে সবাই ঘুরে, সাগর পার যাচ্ছে ঝোঁকে।
কিন্তু ভাঙ্গলে আশা ছোটে নেশা, দেখে আপন দশা মরে ব'কে॥
ধ'রে কর্ম্মডুরি ঘুরে মরি, কর্ম্ম করি মনের ঝোঁকে।
কিন্তু কে হেথা কার ক'রে বিচার, বাড়্‌ছে বিকার চোকে চোকে॥
হেথা গেলে বেলা ভেঙ্গে খেলা, হ'য়ে কালা দাঁড়ায় ফাঁকে।
তখন থাক্‌বে কোথা, প্রাণের ব্যথা, হেথা সেথা পাবে একে॥
বাড়্‌লে কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, তার কি যে মর্ম্ম কেউ কি দেখে।
শেষে মনের ভুলে ললিত ভুলে, গণ্ডগোলে বাস্‌না ঢুকে॥ (৭১৫)

প্রসাদি সুব।

শেষেতে কি থাকে ম'লে।
এই মাটির দেহ হবে মাটি, পাঁচ যাবে মা পাঁচে চ'লে॥
ক্ষিতি অপ্‌ বহ্নি বায়ু, মহাব্যোমে থাকে মিলে।
সেই মহা আকাশ মাঝে থেকে মন, আবার ঘর বাঁধায় স্বকর্ম্ম ফলে॥
কর্ম্মে বাধ্য হ'য়ে মা জীব, কর্ম্ম করে আপন ব'লে।
কিন্তু আপনার হেথা নাই কিছু মা, সব যাবে মা ধ'র্‌লে কালে॥
ভাল মন্দ বিচার ক'রে, দেখ্‌বে কে মা সময় এলে।
কিন্তু শেষের বিচার তোর হাতে মা, তখন ঠকাবি তুই কতই ছলে॥
সংসারে কি থাকে শেষ্‌ মা, বুঝ্‌তে পারি বুঝিয়ে দিলে।
নইলে মায়ে পোয়ে বোঝাবুঝি, হয় যেন শেষ্‌ ললিত বলে॥ (৭১৬)

প্রসাদি সুর।

প্রাণ গেল মা খেটে খেটে।
আমায় রক্ষা কর মা এ সঙ্কটে ॥
আপনার ঘরে পর সেজে মা, পরে পরেই হ'লাম খুঁটে।
আবার পরের দায়ে কাজ ক'রে মা, সেজে আছি পাঁচের মুটে।
লাভের আশায় সদাই তারা, ঘুর্‌তে হয় মা ভবের হাটে।
নইলে ঘরে বাইরে অলাভ দেখে, শাসন কর্‌বে সবাই জুটে ॥
পাঁচের মায়ায় সংসারেতে, বাঁধা আমি আটে কাটে।
সদাই পরের দোষে দোষী হ'য়ে, ধরা পড়্‌ছি সটেপটে ॥
হেথা প্রাণের দায়ে সদাই তোকে, জানাই মা সব করপুটে।
একবার সময় দিলে তোর এই ললিত, সব ফেলে মা পালায় ছুটে ॥ (৭১৭)

প্রসাদি সুর।

সংসার হ'ল মায়ার কুটী।
সেটা চক্ষের সায়ে ধোঁকার টাটি ॥
আপন ভেবে কর্ম্ম ক'রে, ফল ফলে তার পরিপাটি।
ও মা দিনে দিনে দিন যত যায়, ততই বাড়ে আঁটাআঁটি ॥
মনের সুখে সেথায় থেকে, মনে হয় যে মজা লুটি।
কিন্তু শেষের দিনে তার হিসাব দিতে, বাড়ে মাথা কোটাকুটি ॥
লোভে প'ড়ে লাভের আশায়, ক'রে বেড়াই ছুটোছুটি।
কিন্তু সব দিকে মন অলাভ দেখে, একবারেতে হয় সে মাটী ॥
কত দিকে গোল যে হেথা, ললিত বুঝে দেখ্‌বি কটি।
হেথা ছল ক'রে সব ভুলিয়ে কেবল, খেল্‌ছে সেই মা পাগল বেটী ॥ (৭১৮)

প্রসাদি সুর।

বলনা কালী ভাবনা কিরে।
ও মন কালী কালী কালী ব'লে, ভয় দেখানা শমনেরে॥
সকল সম্পদ যার রাঙ্গা পদ, মহাদেব যা হৃদে ধরে।
ও হর হৃদে শোভা কিবা, দেখ্‌নারে মন নয়ন ভরে॥
মায়ের চরণ তারণ কারণ, ভুলেছিস্‌ কি মায়ার ঘোরে।
একবার মা মা ব'লে ঐ চরণ ধ'রে, সেই মায়ার ঘোর তুই কেটে নেরে॥
কালী নাম যে শমন দমন, কাল্‌নিবারণ এ সংসারে।
ঐ নামের তথ্য জান্‌লে সত্য, আর কিরে গোল হয় বিকারে॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল মিছে, কর্ম্ম সব হয় অহংকারে।
যে দিন মনের মত মন হবি তুই, ললিত সব পাবে যে একাধারে॥ (৭১৯)

প্রসাদি সুর।

ভয় কি রে কৃতান্ত ভয়ে।
ওরে দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, ডাক্‌বি রে মন পড়্‌লে দায়ে॥
ও মন সংসারের যাতনা যত, এতদিন তুই আছিস্‌ সয়ে।
ওরে সকল দুঃখ দূর হবে তোর, যে দিন এক হবি রে মায়ে পোয়ে॥
ওরে সকল কামনা ভুলে, প'ড়ে থাক্‌বি মায়ের পায়ে।
ঐ মায়ের চরণ ক'রে স্মরণ, শেষে উঠ্‌বি পারের নায়ে॥
মিছে কর্ম্মে দিন কাটিয়ে এখন, দোষী হ'স্‌ তুই পায়ে পায়ে।
শেষ্‌ তোর ভাঙ্গা তরি স্বপথ ছেড়ে, চল্‌বে উজান উজান বায়ে॥
সংসার পেয়ে তুই ভাবে ভোলা, এই ললিতের যে মাথা খেয়ে।
আর পরের ঘরে পর সাজিস্‌ না, কেবল পরের মায়া পেয়ে॥ (৭২০)

প্রসাদি সুর।

মা কোথা কে ব'লতে পারে।
হ'লে ভাবের অভাব পায়না সে ভাব, আর কি খুঁজে পাবে তাঁরে॥
চারি ধারে ঘরে বাইরে, খুঁজে সবাই বেড়ায় যাঁরে।
তাঁরে দেখ্তে হ'লে সব তত্ত্ব মিলে, ঢুক্তে হয় যে অন্ধকারে॥
যে পেয়েছে মায়ের তথ্য, তার সাম্নে আঁধার যায় যে দূরে।
সে যে আপন ভাবে ভাব মিলায়ে, ব'সে থাকে আপন ঘরে॥
সংসারে সব স্বপ্ন দেখে, বাঁধা সদাই পরে পরে।
সেই বাধা পেয়ে লাগে ধাঁধা, মায়া অমি ধরে তারে॥
আজ মায়ার ঘোরে ঘরে পরে, বেধেছে এই ললিতেরে।
তাই ভ্রান্ত হ'য়ে মা কোথা তার, বুঝ্বে এখন কেমন ক'রে॥ (৭২১)

প্রসাদি সুর।

ফল কি হ'য়ে তীর্থবাসী।
আমার মায়ের চরণ সর্ব্ব কারণ, তীর্থ তাতে রাশি রাশি॥
যদি যাবি রে কৈবল্যধামে, মজে থাক মন মায়ের নামে;
নইলে বিষম সদাই দেখবি সমে, যদি করিস্ রে তুই দ্বেষাদ্বেষি॥
মায়ের নাম মন ক'রে স্মরণ, হৃদে ধর সেই মায়ের চরণ;
করেন মা'ই জগৎ সৃজন পালন, আছেন তাতেই হ'য়ে মেশামিশি॥
মুক্তি হবে তীর্থে ঘুরে, সে ফল আমি চাইনা যে রে;
সদাই থাক্ব মায়ের চরণ ধ'রে, সেইটি আমি ভালবাসি॥
ললিত বলে ঘুরিস্ মিছে, ব'সে থাক মন মায়ের কাছে;
যাঁর চরণ পদ্মে সদাই আছে, গয়া গঙ্গা বারানসী॥ (৭২২)

প্রসাদি সুর।

মা সবাইকার যে খাচ্ছি তাড়া।
তবু ডাক্‌লে কেউ মা দেয় না সাড়া॥
কাজ নিতে মা মিষ্টভাষে, তোষে এখন আগা গোড়া।
আবার কাজ ফুরালেই হই মা পাজি, শেষ্ বিদায়কালে গোবর ছড়া॥
ভয়ে ভক্তি দেখিয়ে মা গো, সবার কাছেই আছি খাড়া।
তবু কারও ভাল হ'লাম না মা, এম্নি আমার কপাল পোড়া॥
এখন আদর যত্ন কর্‌ছে সবাই, লক্ষ্য তাদের টাকার তোড়া।
কিন্তু কাজের সময় ডাক্‌লে তাদের, অম্নি সেজে বসে খোঁড়া॥
তোকে ডেকে ডেকেই দিন গেল মা, কত দেব এখন স্নেহের নাড়া।
হেথা তোর ললিতের ভাঙ্গা কপাল, কি ক'রে মা দিবি জোড়া॥ (১২৩)

প্রসাদি সুর।

হেথা কাকে বল্‌ব কেবা শোনে।
আমার কেউ হেথা নাই এমন দিনে॥
আপনার সবাই পরের মত, তাড়া দিচ্ছে যেনে শুনে।
আমি প্রাণ খুলে মা প্রাণের কথা, বল্‌তে গেলে শুন্‌বে কেনে॥
সদা অহংকারে মত্ত সবাই, নিজের কথা সবাই জানে।
আমি ঘরে পরে পর সেজে মা, প'ড়ে আছি ঘরের কোনে॥
কে কার আপন হবে হেথা, ব্যথার ব্যথী নেব চিনে।
সেটা দেখ্‌তে গেলে সব দিকে গোল, সদাই জ্বলে মরি প্রাণে॥
সকল কথা জেনে শুনে, এ দুঃখ মা দিবি কেনে।
এই ললিত যে তোর পদাশ্রিত, স্থান তাকে শেষ্ দিস্ চরণে॥ (১২৪)

প্রসাদি সুর।

ঐ মেঘের কোলেতে সৌদামিনী।
যেন আসব আবেশে নাচেন জননী॥
আহা কিবা অপরূপ, চপলা স্বরূপ, রণ মাঝে ঐ ভ্রমেণ ঈশানী।
কভু হাঁসিতে হাঁসিতে, নাচিতে নাচিতে, হ'য়েছেন অসুরদল দলনী॥
মুক্ত কেশ পাশ, হেরে লাগে ত্রাস, করেন রিপুর বিনাশ ভব ভামিনী।
করি দিক্ অন্ধকার, রসনা বিস্তার, হ'লেন হরিতে ভূভার রণরঙ্গিনী॥
পেলে ঐ পদ, তুচ্ছ ব্রহ্মপদ, সব আপদ ও বিপদ যায় আপনি।
হেথা সদা সর্ব্বক্ষণ, কাতর মোহন, পেতে ঐ চরণ ভব তরণী॥ (৭২৫)

প্রসাদি সুর।

সাজ সমরে রঙ্গে মন্‌রে আমার।
আজ ষড়্‌রিপু হ'তে কর্‌রে নিস্তার॥
মায়ের চরণ ক'রে স্মরণ, রণ সাজ আজি কর্‌রে ধারণ;
কর ভক্তির আরাধনা, জ্ঞানের সাধনা, ছাড়রে কামনা হররে বিকার॥
আজি মায়া মোহ ভয়, কর সবে জয়, এই সংসার বন্ধন কিছুই যে নয়;
দেখ' কেন এ স্বপন, কে তোমার আপন,
হেথা যা দেখ এখন সকলি অসার॥
হের মায়ের যে ছটা, ঘোর ঘন ঘটা, হেরিলে পালাবে ষড়্‌রিপু কটা;
মা হ'লে হৃদয়ে উদয়, সব হবে জয়, ললিত মিছে কেন ভয় থাবে হেথা আর
(৭২৬)

প্রসাদি সুর।

কালো নয় মা কালোয় আলো।
ঐ কালো রূপেই দেখায় ভাল ॥
কালীরূপ যে কাল বরণ, কালী নাম হয় কাল্ নিবারণ;
ঐ মায়ের নাম যে করে স্মরণ, তার কাছে সব হয় যে ধল ॥
জগৎ কালো ভিতর কালো, জ্যোতির নাশে দেখায় কালো;
হ'লে জ্যোতির বিকাশ, অন্ধকার নাশ,—
কিন্তু থাকে না সে চিরকাল ॥
ললিত বলে ভেবে দেখ্ মন, আদি কাল অন্ত কাল।
কেবল দিন কতকের তরে তারা, সকল প্রকাশ ক'রে দেখায় ধল ॥

(৭২৭)

প্রসাদি সুর।

কালী নামে দুঃখ হরে।
কালী নাম মাহাত্ম্য, জান্‌লে তথ্য, আর কি দুঃখ আস্‌তে পারে ॥
কালী নাম যে কাল্ নিবারণ, রিপুর দমন সদাই করে।
মা আমার সর্ব্বঘটে বিরাজ করে, দেখান স্বরূপ এ সংসারে ॥
কর্ম্ম ক'র্‌তে গিয়ে এখন, প্রভেদ জ্ঞান হয় ঘরে পরে।
কিন্তু সাধ্য সাধক খুঁজ্‌লে হেথা, সব পাওয়া যায় একাধারে ॥
ললিত বলে ভেদাভেদ সব, হচ্ছে কেবল পাঁচ বিকারে।
নইলে একেই পাঁচ পাঁচেই এক, কেবল রূপের প্রভেদ হয় আঁধারে ॥

(৭২৮)

প্রসাদি সুর।

মন কেন রে ভাবিস্ এত।
তোর মা আছেন যে ঘরে ব'সে, দেখ্না তাঁরে অবিরত ॥
মা আমার এই জগৎ মাঝে, করেন খেলা মনের মত।
তাঁর লক্ষ্য বিনা এ সংসারে, মায়া হয়না প্রতিহত ॥
স্ব কর্ম্ম সাধনের তরে, মায়ের থাক্‌বি অনুগত।
নইলে দিনের শেষে দেখ্‌বি রে মন, সব হবে তোর ভূতগত ॥
মায়ের কর্ম্ম মা ক'রে সব, আমরা সে সব বুঝ্‌ব কত।
হবে কার ভয়ে এই ললিত কাতর, হ'য়ে ব্রহ্মময়ীর সুত ॥ (৭২৯)

প্রসাদি সুর।

কাজ কি মিছে কর্ম্ম ক'রে।
হ'লে কাজের পাগল, হয় সব দিকে গোল,
তার ফল ফলাতে পার্‌বি না রে ॥
ফলের দাবি কর্‌তে গেলে, ঘুরে মর্‌বি অন্ধকারে।
তখন লাভের মধ্যে দেখে স্বপন, ধর্‌তে যাবি যারে তারে ॥
জন্ম হ'তে কর্ম্ম হেথা, সে কর্ম্ম তোর ফুরায় কিরে।
যে দিন ছাড়্‌বি সকল যাবে তোর বল,
ওরে সেই দিনে কাজ ছাড়্‌বে তোরে ॥
জগৎ জুড়ে নামের ঘটা, যার তরে এই ললিত ঘোরে।
একবার মিছে কর্ম্ম ছেড়ে মন তুই, মায়ের চরণ দুটী থাক্‌না ধ'রে ॥ (৭৩০)

প্রসাদি সুর।

কি ভাব পেয়ে মন হলি ভোলা।
ও মন ভাবের অভাব, এইত স্বভাব, যত দিন তোর আছে বেলা॥
জন্ম হ'তে কর্ম্ম ক'রে, বাঁধা রইলি আপন ঘরে;
তোকে ধ'রে কেবল রাখ্‌ছে পরে, তাই সদাই যে মন বাড়্‌ছে জ্বালা॥
বাড়াবাড়ি ক'রে হেথা, ঘুরে বেড়াস্ যথা তথা;
তাই আপনি আপন মাথা খেলি, শুনিস্ না রে কারও সলা॥
ললিত বলে সঙ্গোপনে, বস্‌গে গিয়ে ঘরের কোনে;
মন তোর আপন মাকে নে না চিনে, যাঁর চরণ ভব পারের ভেলা॥
(৭৩১)

প্রসাদি সুর।

কেন স্বপন দেখে মন কাতর এত।
যেন মাতৃহীন বালকের মত॥
ওরে যার মা হেথা ব্রহ্মময়ী, সে কার ভয়েতে হবে ভীত।
মন সকল কর্ম্ম কর্‌বি হেথা, হ'য়ে মায়ের অনুগত॥
স্ব কর্ম্ম সাধনের কালে, মায়াতে হ'স্ প্রতিহত।
তাতে ভুল্‌লে কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, ফল ফলে তার বিপরীত॥
জগতের আসক্তি ছেড়ে, হবি মায়া বিরহিত।
তখন কাজ ক'রে কাজ ফুরিয়ে যাবে, ফল যে ফল্‌বে মনের মত॥
ললিত বলে মিছে কাজে, ঘুর্‌ছে হেথা শত শত।
ওরে তাদের সঙ্গে মিলন হ'লে, হিত যে কর্‌তে হয় অহিত॥ (৭৩২)

প্রসাদি সুর।

মন মাকে ডাক্‌বি সঙ্গোপনে।
ওরে লোক দেখান ক'রে পূজা, অহংকার হয় মনে মনে॥
সাধ্য সাধক হ'তে গেলে, এক হ'য়ে থাক মনে জ্ঞানে।
যে দিন মায়ে পোয়ে মিলন হবে, মন সেদিন শান্তি পাবি প্রাণে॥
মুক্তি পথের পথিক হ'তে, চাস্ না রে মন এ জীবনে।
মায়ের যুগল চরণ পেতে হ'লে, দিন কাটা মায়ের চরণ ধ্যানে॥
স্ব কর্ম্ম সাধনের তরে, ভাবিস্ না মন অকারণে।
হেথা কোন কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, হয় না মায়ের লক্ষ্য বিনে॥
কার্য্য কারণ ক'রে মিলন, কর্ম্ম কর্‌বি দেখে শুনে।
ওরে একা কিছু করিস্ না মন, সঙ্গে ক'রে নিস্ মোহনে॥ (৭৩৩)

প্রসাদি সুর।

হের নয়ন ভ'রে মন মায়ের চরণ।
কেবল তাতেই হবে তোর কর্ম্ম সাধন॥
সংসারের এই কর্ম্ম যত, কর্‌তে হয় যে তোয় অকারণ;
ওরে মায়ায় বাঁধা চ'ক্ষে ধাঁধা, কে তোকে আজ কর্‌বে বারণ॥
গুরুদেব করুণা ক'রে, আমার মাকে চিনিয়ে দিলেন যখন।
ও মন সেই অবধি মায়ে পোয়ে, এক ঘরেতে হচ্ছে মিলন॥
হৃদয় পদ্মে পদ্মাসনে, তোর মা রয়েছেন সদাই এখন।
তিনি ব'সে ব'সে দেখেন সকল, বিচার করেন কার্য্য কারণ॥
ললিত বলে এ সংসারে, সকল কাজই মায়ার শাসন।
সেই মায়া কাটাতে পার্‌বি যে দিন, সব হবে তোর মনের মতন॥ (৭৩৪)

প্রসাদি সুর।

মা তোর মায়া নেই যে কোন কালে।
এম্নি খেপী সেজে বেড়াস্ মা তুই, দেখিস্ না তুই আপন ছেলে॥
আপনি পাষাণের বেটী, পাষাণী তুই চিরকেলে।
তোকে ডাকাডাকি যে জন করে, তাকেই নিয়ে ফেলিস গোলে॥
সব জনে শুনে ফাঁকি দিতে, বাড়াস্ ফাঁকি মায়ার ছলে।
কভু লোভ দেখায়ে দেখা দিয়ে, ভাসাস্ কেবল চোখের জলে॥
তোকে সাধাসাধি কর্‌তে গেলে, বাদ দিয়ে সব থাকিস্ ভুলে।
আবার ধরাধরি কর্‌লে পরে, দেখিয়ে দিস্ মা কর্ম্মফলে॥
এ সব খেলা শিখ্‌লি কোথা, মা যে খেলাতে ভোলাও ভোলে॥
কিন্তু ডেকে হেঁকে বল্‌ছে ললিত, জোর ক'রে শেষ্ উঠ্‌বে কোলে॥ (৭৩৫)

প্রসাদি সুর।

এ সংসারে সুখ ত কত।
আমি কি সুখেতে বল না তারা, ক'রব সেথা এ দিন গত॥
জন্ম হ'তে জ্বলছি এসে, ঘুর্‌ছি কেবল মায়ার বশে;
এখন চ'ক্ষে ক্রমে লাগ্‌ছে দিশে, ভোলা মন হ'ল পাগলের মত॥
আপনার ব'ল্‌তে আছে যারা, লাভের ভাগী সদাই তারা;
মাগো আমি কেবল হ'লাম সারা, খেটে বেড়াই অবিরত॥
যাদের আমি ভেবে আপন, কত রকম দেখ্‌ছি স্বপন;
ওমা তারাই আমায় করে শাসন, সব ক'রে দেয় ভূতগত॥
ললিত বলে এ সংসারে, আমি থাকি মা গো কেমন ক'রে;
কবে ফির্‌তে আমায় দিবি ঘরে, আর দুঃখ আমায় দিস্ না এত॥ (৭৩৬)

প্রসাদি সুর।

ওমা মনের ভুল যে চিরকেলে।
সেই ভুলের তরে দোষী ক'রে, ওমা কর্‌বি না কি আমায় কোলে॥
আমি যত দোষী হইনা মা গো, আমি যে তোর কোলের ছেলে।
একটা দোষ পেয়ে কি সে দোষ ধ'রে, আমাকে মা রাখ্‌বি ঠেলে॥
আগাগোড়া খাট্‌ছি হেথা, লক্ষ্য নাই মা কাজের ফলে।
আমি যা সব কর্ম্ম করি তারা, সব যে দিই তোর করে তুলে॥
তোর হাতে যেটা দেওয়া যায় মা, সেটা বেড়ে যায় যে শাস্ত্রে বলে।
তাই দোষের ভাগ্‌টা হাতে নিয়ে, বাড়িয়ে কি তুই নিস্‌ মা ছলে॥
এই ললিত মা তোর ছেলে হ'য়ে, ঢুক্‌তে চায় না গণ্ডগোলে।
তার আশা ভরসা লক্ষ্য কেবল, মা তোর ঐ যুগল চরণ তলে॥ (৭৩৭)

প্রসাদি সুর।

তোকে মা গো আর ডাক্‌ব না।
আমায় এই জগৎ মাঝে এনে শিবে, কেন দিয়েছিস্‌ দিতেছিস্‌ এত যাতনা
মায়ায় বাঁধা প'ড়্‌লে হেথা, কত রকম হয় তাড়না।
কিন্তু কাকে মা গো কর্‌ছি মায়া, সেটা আমার মন জানে না॥
প্রাণের জ্বালায় ছুটোছুটি, সে জ্বালার কি মা শেষ্‌ হবে না।
সেই শেষে যে দিন ছাড়্‌ব সকল, তখন কাছেতে যে কেউ রবে না॥
অহংকারে মনঃ মত্ত, ষড়রিপুর তায় ছলনা।
হেথা এত কষ্ট দিয়েও কি মা, মনের মত তোর হ'ল না॥
কি দোষ পেয়ে কর্‌লি দোষী, সেইটী বুঝ্‌তে মন পারে না।
তাই ললিত বলে এই জগতে মা, আসা যাওয়াই বিড়ম্বনা॥ (৭৩৮)

প্রসাদি সুর।

তুই কখনও মা নস্ যে ভাল।
দেখি যেমন মা তোর বাইরে কাল', তেম্‌নি যে তোর ভিতর কাল'॥
সংসারেতে এনে তারা, কষ্ট দিস মা চিরকাল ;
হয়ে তোর মা সন্তান, নাই যে পরিত্রাণ, সেটাও কি মা তোর দেখায় ভাল।
মা তোর কাল বরণ কাল নিবারণ, যুগল চরণ শমন দমন ;
তবু খেয়ে মাগো এত শাসন, কেবল মিথ্যা কাজে এদিন গেল॥
তোর নামের সাধন করে মা এখন, মনে করি তারা হবে যে ভাল।
কিন্তু এম্নি কপাল নাই কালাকাল, কালের যে কাল সেও ঠকাল॥
মাগো তন্ত্র, যন্ত্র, মন্ত্র যোড়া, তার বুঝি না মা আগাগোড়া ;
আমার কপাল এম্নি মা সৃষ্টি-ছাড়া, তার ফলেতেই সব বিফল হ'ল॥
তুই মা আমার ভাল হলে, ভয় কি থাকত' কোন কালে ;
তোর ললিতকে শেষ্ ধর্‌লে কালে, তোর কি মা তায় হয় গো ভাল॥৭৩৯॥

প্রসাদি সুর।

মন করিস্ কি তুই সাধনা।
সদা হৃদয় বাসি শবাসনা॥
অন্ধকারে নিরাকারা, প্রকাশ হলেই যায় গো জানা।
হেথা সাধ্য সাধক দেখ্‌তে গেলে, কোথায় কেউ কি হয় গণনা॥
হেথা সমেতে বিষম জ্ঞান, কর্ম্মদোষে জ্বলে প্রাণ ;
সদা অহংকারে মায়ার ঘোরে, ভিক্ষা করে লক্ষ সোণা॥
ভেদাভেদ যে কোটী কোটী, তাইতে অভেদ কেউ বোঝে না।
যে দিন পাঁচ গিয়ে সব মিল্‌বে একে, সেই দিনে সব হয় গণনা॥
যতদিন এই আছে কায়া, ততদিনই মন বোঝে না।
হেথা ভাঙ্গলে কায়া ছাড়্‌বে মায়া, ললিত ভুলবে যম যাতনা॥৭৪০॥

প্রসাদি সুর।

তোর মা হওয়া ত কথার কথা।
তুই বুঝ্‌বি কি সন্তানের ব্যথা॥

হেথা দশ মাস কষ্ট পেয়ে, পুত্র প্রসব করেন মাতা।
মা তোর ইচ্ছাতে হয় সবার জন্ম, ব্যথা নইলে পায় কে ব্যথা॥
ভয় খেলে মা কোন ছেলে, ছেলে ডাকে মা মা ব'লে;
অমনি মা এসে তায় করে কোলে, দূর করে তার প্রাণের ব্যথা॥
হেথা ছেলেকে কেউ কর্‌লে শাসন, মা ছুটে গিয়ে হয় তার আপন;
কিন্তু সব কাজে তুই হয়ে কৃপণ, আরও দিস্ মা কেবল মনে ব্যথা॥
ললিত বলে দেখ্‌লি না তুই, তোর ছেলে এল গেল কোথা।
মা এত কঠিন হস্ যদি তুই, নাম ধরিস্ না জগন্মাতা॥৭৪১॥

প্রসাদি সুর।

আমার কাজের কি মা শেষ হবে না।

আমি চিরদিন কি এমনিধারা, কর্‌বো মাগো আনাগোনা॥
জন্ম হ'তে খাট্‌ছি এসে, তবু যে তার শেষ হ'ল না।
ওমা এত দুঃখ দিয়ে শেষে, দিবি কি তুই মন তাড়না॥
অন্ধকারে খেটে খুটে, সব কাজ হারালাম এই ভাবনা।
তার ফলের ভাগি চাইনা হ'তে, আজ ফল পেলে শেষ্ ফল ফলে না॥
মা তোকে একবার দেখ্‌তে পেলে, দেখাই কত পাই যাতনা।
তোর মিছে মায়ায় ভুলে তারা, আমার যে এই মন বোঝে না॥
যতদিন এই থাক্‌ব' ঘটে, কর্‌ব' মা তোর নাম সাধনা।
তুই ছল ক'রে তোর ললিতকে মা, আর ভুলাস্ না শেষ্ এই কামনা॥৭৪২॥

প্রসাদি সুর।

আমার কি আর নাই মা ছুটি।

হেথা যে কাজ আমায় করতে দিলি মা, তার ফল ফলেছে পরিপাটী

সংসারেতে এনে তারা, বাড়িয়ে দিলি আঁটাআঁটি।

আমি আপ্ত বশে সব ভুলে মা, অহংকারেই হলাম মাটী॥

মায়াতে মা বদ্ধ হ'য়ে, করি চারিধারে ছুটোছুটি।

সদাই খেটে খুটে এই দেহ আমার, হল যে মা রোগের কুটী॥

ভেবে ভেবেই দিন গেল মা, হেথা কিছুতে যে হয় না ত্রুটী।

যারা চারিধারে ঘেরে আছে মা, তাদের মায়া কিসে কাটী॥

মা তোর ললিতের দুঃখের কথা, বলব কত শুনবি কটি।

আমি সকল সইতে পারি কিন্তু, তুই যে মা পাষাণের বেটী॥১৪৩॥

প্রসাদি সুর।

কালী কালী বল ভাব্না কিরে।

ও মন সব পাবি তোর আপন ঘরে॥

জগৎজুড়ে নামের ঘটা, রূপের ছটা অন্ধকারে।

যে নাম জেনেছে ভাব পেয়েছে, তাকে কাল কি ধরতে পারে॥

এই ভবের ঘরে মায়ার ঘোরে, সদাই কেন মরিস ঘুরে।

একবার নাম মাহাত্ম্য তথ্য ক'রে, দিন কাটানা আপন জোরে॥

কালী নাম যে কাল নিবারণ, কালের শাসন মায়ের করে।

মা আমার সর্ব্বঘটে সর্ব্বময়া সকলেতেই পাবি তাঁরে॥

যখন আনন্দে আনন্দময়ী, উদয় হন্ এই হৃদ্মাঝারে।

তখন হয়ে আপন এ দীন মোহন, সব যে পায় সে একাধারে॥১৪৪॥

প্রসাদি সুর।

ওমা প্রাণ কাঁদে যে তোমার তরে।
একবার স্থির হয়ে মা বসো ঘরে॥
মা গো তারণ কারণ যুগল চরণ, দেখি একবার নয়ন ভ'রে।
তুমি আপনি না স্থির হলে মাগো, কে তোমাকে রাখ্‌বে ধ'রে॥
সকলেতেই দেখ্‌ছি তোমায়, সকল রূপই আছ ধ'রে।
এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে তুমি, সব যে মা রেখেছ ঘেরে॥
হেথা আশিলক্ষ যোনি ঘুরে, তোমায় কে মা বুঝ্‌তে পারে।
তুমি একাধারে সর্ব্বরূপা, এই ত্রিজগৎ যে তোমার করে॥
মা তোমার যুগল চরণ তারা, কাল নিবারণ এ সংসারে।
এই ললিতের শেষ ভিক্ষা কেবল, ঐ চরণ দুটী দাও মা তারে॥১৪৫॥

প্রসাদি সুর।

তোর দয়া দেখে ভয় যে করে।
আমার কি কারণে ঘুম ভাঙ্গালি, জাগিয়ে দিলি হাতে ধরে॥
মায়ে পোয়ে যেমন ব্যাভার, মর্ম্ম এখন বুঝবে কে তার,
ওমা কর্‌তে গেলে তার প্রতিকার, প্রাণ যে জ্বলে মায়ার ঘোরে॥
আমি হয়ে মা তোর অনুগত, খেটে মলাম অবিরত;
হলে কাজের সময় প্রতিহত, কেবল যে মা মরি ঘুরে॥
মনের মত মা তুই হলে, ভয় কি মা হয় শমন এলে,
হেথা মায়াতে কি ললিত ভোলে, দিন কাটাত' আপন জোরে॥১৪৬॥

প্রসাদি সুর।

সদা আছ মা এ দীনের হৃদ্‌কমলে।
তবু কেন মাগো থাক ভুলে॥
কর্ম্মডুরি বেঁধে দিয়ে, ঘুরাচ্ছ মা কতই ছলে।
ওমা নাক ফোঁড়া বলদের মত, আস্‌ছি যাচ্ছি কালে কালে॥
সাধনা অসাধ্য তারা, তাই ডাকি সদাই মা মা ব'লে।
কিন্তু কপালের দোষ এম্নিধারা, সব গোল হয়ে যায় কর্ম্মফলে॥
যে মায়াতে বাঁধা আমি, তাতেই যে মা মলাম জ্বলে।
তোমার অন্তরে কি নাই মা দয়া, হেথা দেখ্‌বে কি শেষ্
ললিত মলে॥১৪৭॥

প্রসাদি সুর।

আমার মন ভাব ভবে ভবানী ভব
কিন্তু ছাড়ে না মা মায়া বিষয় বৈভব॥
স্বকর্ম্ম দোষেতে, ভ্রমি বিপথেতে, তাই ঘুরে ঘুরে
এখন বেড়াই পথে পথে।
কেউ থাকে না মা সাথে, কেবল বোঝা লয়ে মাথে,—
আর আশাতে নৈরাশ কত মা হব॥
আমার যত কর্ম্মফল, হয়েছে সম্বল, দিনে দিনে তারা ক'রছে দুর্ব্বল;
কেবল মায়ার দেখে ছল, সব হতেছে বিফল,—
আর তাড়না যাতনা কত মা সব॥
হেথা যে ডাকে তোমাকে, ফেলিয়া বিপাকে,
সদা ভ্রান্ত ক'রে শিবে দুঃখ দাও মা তাকে;
ক্রমে দিন গেল দুঃখে, মিছে মলাম বকে বকে
এইবার ঐ চরণ প্রান্তে স্থান কি পাব॥
মা গো কর্ম্মের সাধনা, হল না হবে না,
আর তোর এই ললিতের দিন যে কাটে না;
সদা করে মা তাড়না, ফল যে-হবে না,
দাও মা সন্তানের যুগল চরণ তব॥১৪৮॥

প্রসাদি সুর।

মনরে ছাড়না কর্ম্মডুরি।

ও মন কর্ম্ম করতে হেথায় এসে, হল এখন কি বাকমারি॥

হেথা এলি যেমন, যাবি তেমন, তোর কাজের কথা সব রইল গোপন;
কেবল মায়ার বশে দেখ্লি স্বপন, এই হল তোর বাহাদুর॥

হেথা কর্ম্মফল, করেছিস্ সম্বল, তাতেই ভাবিস্ তোর আছে যত বল;
কিন্তু সাধনে ভজনে আছে কত ছল, তুই যে আপনি হ'য়েছিস্—
আপন অরি॥

কাম্য ও কামনা, শেষেতে রবে না, সব একাকার হবে তাও কি জান না,
শেষে খুঁজে দেখ্তে গেলে কাকেও পাবে না, তখন কিসে পাবে,—
ভব সাগরে তরি

মন মায়ার কুহকে নয়ন মুদিত, সং সেজে সবে কর প্রমোদিত.
এ দান ললিতে করিয়া মোহিত, আর লইও না রে মন, সকল হরি॥১৪৯॥

প্রসাদি সুর।

এসে হৃদয় কমলে নাচ মা রঙ্গে।

আমার কাল ভয় হর হেরে অপাঙ্গে॥

ক'রিয়া সংসারী তারা, করেছ মা আত্মহারা;
আমি রিপু ভয়ে হলাম সারা, মা-এসে অভয় দাও এই স্বপ্নের ভঙ্গে॥

মায়াতে মোহিত ক'রে, রেখেছ মা এ সংসারে;
আমি শেষের দিনে কি ঐ চরণ ধরে মা, পার হতে পাব এই ভব তরঙ্গে॥

ক্রমে মনের বাড়্ছে বিকার, কি ক'রে তার হয় প্রতীকার;
এসে তুমি কি মা শেষ লবে ভার, আমায় কোলে করে লয়ে যাবে কি সঙ্গে।

আমি ভ্রান্ত যে স্বকর্ম্ম ফলে, তাই স্বকর্ম্ম রয়েছি ভুলে;
● মা ললিতের এই দিন ফুরালে, এসে অভয় দিও মা শমনাতঙ্গে॥১৫০॥

প্রসাদি সুর।

আর কত খেলা মা তুমি খেলিবে রঙ্গে।
আমার কি হবে মা শেষ এই স্বপ্নের ভঙ্গে॥

যত মা মা ব'লে আজ ডাকি মা তোমাকে, তত পড়ি যে মা আমি স্বকর্ম্ম বিপাকে;
আমার হৃদয়ের যাতনা বলিব মা কাকে, আমার স্বকর্ম্মের ফল — যে চলেছে সঙ্গে॥

সেই কর্ম্মফলে ভাগ্য যেতেছে যেখানে,
আমার মন যে আপনি যেতেছে সেখানে;
আমি যদিও মা তোমায় ডাকি প্রাণপনে,
তবু কাঁপে কেন হৃদয় ভব আতঙ্গে॥

আমার মন যে অশান্ত মায়ার স্বপনে
মাগো শান্ত হয়ে আমি থাকিব কেমনে;
আমি আশ্রিত হয়ে মা তোমার চরণে,
এত ভেসে কেন বেড়াই ভব তরঙ্গে॥

হেথা আসিয়া আমি কি করেছি সাধনা,
যে সেই কর্ম্মদেখে আমায় করিবে করুণা;
শেষ ভিক্ষা মা তোমার এই ললিতে ভুল না,
একবার কৃপা কর মা গো হেরে অপাঙ্গে॥ ৭৫১॥

প্রসাদি সুর।

আমার কি দোষে মা এমন হ'ল।
ওমা সেইটী আমায় বুঝিয়ে বল॥

একটা গিয়ে অবশেষে, দুইটা নিয়ে ছিলাম ব'সে;
ওমা তারও একটা গেল ভেসে, আমার কি দোষে এই ফল ফলিল॥
আমি যেমন জানি তেমি ধারা, তোমার চরণ ভিক্ষা করি তারা;
কেন হরে একটী নয়ন তারা, করলি আমার আশা সব বিফল॥
আছে সবে ধন মা একটী নয়ন, সেটাও কি মা থাকবে আপন;
মা আবার কবে ভাঙ্গবি স্বপন, ললিত ভাবছে তাই মা চিরকাল॥ ৭৫২॥

প্রসাদি সুর।

আজ এই কি মা তোর ভালবাসা।

তুই যে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে, ভাঙ্গ্‌ছিস্ আমার সাধের বাসা॥
মনেতে আনন্দ এলে, নষ্ট করিস্ কতই ছলে,
শেষ ডুবিয়ে মা স্বকর্ম্ম ফলে, দেখাস্ কর্ম্মই যে হয় কর্ম্মনাশা॥
যে ঢুকিছে এই গণ্ডগোলে, তার নিস্তার যে মা হয় না ম'লে;
সে যে দিবানিশি মর্‌ছে জ্বলে, সদাই লক্ষ্য হয় তার ভাসা ভাসা॥
মা তুই জন্ম দিয়ে হেথায় এনে, বেঁধেছিস্ যে মায়ার টানে;
সেটা কাট্‌তে গেলে প্রাণপনে, হেথা কত তুই যে দিস মা আশা॥
ললিত বলে এই খেলাতে, তুই ভুলিয়েছিস্ মা ভোলানাথে;
তোকে বুঝ্‌বে কে মা এই জগতে, কেউ দেখ্‌তে চায় কি—
শেষের দশা॥৭৫৩॥

প্রসাদী সুর।

ওমা তুই নিলে কে রাখ্‌তে পারে।
এটা দেখ্‌ছি সদা ঘরে ঘরে॥

এ জগৎ শুধু মায়ার খেলা, মন বোঝে না থাক্‌তে বেলা;
হেথা এই হল মা প্রধান জালা, আমি ভুল্‌ব সেটা কেমন করে॥
যে দিন কন্যা আমায় ছেড়ে গেল, আশা ভরসা সব ফুরাল;
আবার ঘর বেঁধে ঘর কর্‌তে হল, কিন্তু যে গেল সে গেল ত'রে॥
শেষ যেটা আছে তাকে নিয়ে, সকল থাক্‌তে হল সয়ে;
মা তুই কত রকম খেলা দিয়ে, ভুলিয়ে হেথা রাখিস ধ'রে॥
ললিত বলে কর্ম্ম যেমন, আপনি ফল তার ফলে তেমন;
হেথা আস্‌ছে যাচ্ছে দেখ্‌ছে স্বপন, আর ঘুরছে সবাই অন্ধকারে॥৭৫৪॥

প্রসাদি সুর।

মা আর কত সই এ সংসারে।
আমার ক্রমে ক্রমে যাচ্ছে যে সব, ঘুর্‌ছি তবু মায়ার ঘোরে॥
একটা গিয়ে দুটো ছিল, তার বড় যে নিলি তারে।
তোর শ্রীচরণে স্থান পেয়ে তারা, সে যে শান্তি পেলে আপন জোরে॥
আমাদের সব কাতর দেখে, তুই কি মা গো আছিস্ সুখে;
তোকে পেলাম না মা এত ডেকে, হেথা ঘুর্‌ছি কেবল অন্ধকারে।
আমার মর্ম্মে যে তুই ব্যথা দিলি, একথা মা কাকে বলি;
বল মা কি দোষে এই ফল ফলালি, এখন ভুলি তাকে কেমন করে॥
এখন যেটা আছে সেইটা নিয়ে, যেন শেষ কটা দিন যাই মা ত'রে।
আর ললিতকে তুই ঠকাস্ না মা, এই ভিক্ষা কর্‌ছি চরণ ধ'রে॥১৫৫॥

প্রসাদি সুর।

মন হলি, তুই সব কুয়ের গোড়া।
আমি ভাবি এক, তুই করিস এক, ওরে এম্নি কাজ তোর সৃষ্টি ছাড়া॥
কামনাতে কর্ম্ম ক'রে, মিছে কেবল বেড়াস্ ঘুরে;
আজ কেউ নাই আপন এ সংসারে, কেবল খাচ্ছি ছটা রিপুর তাড়া॥
মন এলি যেমন যাবি তেমন, দিন কতক তুই দেখলি স্বপন;
কেবল মায়ায় পড়ে হয়ে কৃপণ, তুই সমান রইলি আগাগোড়া॥
আশা যাওয়া করবি যত, ততই হবি প্রতিহত;
হেথা কর্ম্ম ক'রে অবিরত, তুই সেজে রইলি হাটের নেড়া॥
ললিত ব'সে ঘরের কোনে, অবাক হল দেখে শুনে;
শেষ তায় মা কি তোর কোলে টেনে, তার ভাঙ্গা কপাল দেবে জোড়া॥১৫৬

প্রসাদি সুর।

মা তোমায় কে বোঝে আপনি।
তুমি এত খেলা ভবে খেল ঈশানী॥
তুমি আপনি যাকে দাও মা ধরা, সেই বোঝে মা তোমার ধারা;
হেথা সর্ব্বঘটে থেকে তারা, তুমি হও মা সর্ব্ব রিপু নাশিনী॥
কর্ম্মডোরে বাঁধা থেকে, পড়েছি মা এই বিপাকে;
যদি ইচ্ছা করি থাক্‌ব ফাঁকে, কিন্তু মায়ায় ধ'রে রাখে শিবানী॥
ভুলে মা গো তোমার ছলে, ঢুকেছি যে গণ্ডগোলে;
কিন্তু আমার মা গো ছাড়্‌বে ম'লে, এই ভয়ে ভয় করি তারিণী॥
আমার যে দিনে দিন ফুরিয়ে যাবে, সে দিন কি মা ধরা দেবে;
শেষে ললিতকে কি ল'য়ে কোলে, শান্ত করবে এসে জননী॥ ৭৫৭॥

প্রসাদি সুর।

আমি জান না মা আছি কোথা।
আমার সমান যে মা হেথা সেথা॥
আমি আস্‌ছি যাচ্ছি বারে বারে, অন্ধকারে বেড়াই ঘুরে,
আমার সংসার হ'ল পরে পরে, এই যে প্রধান প্রাণের ব্যথা॥
আমায় এনেছ সংসারে তারা, সদা দুঃখ দিয়ে কর্‌ছ সারা;
তোমার এই কি মা গো স্নেহের ধারা, হেথা মা হওয়া কি কথার কথা॥
মা মা ব'লে ডাক্‌লে ছেলে মা ছুটে গিয়ে কর্‌বে কোলে;
তাকে ভুলাতে কি চায় মা ছলে, এই মায়ের নিয়ম দেখি হেথা॥
তুমি ছেলে নিয়ে ক'রে খেলা, গোল কর শেষ কাজের বেলা;
এই ললিত ডাক্‌লে সাজ কালা, দেখি সব যে আমার হ'ল বৃথা॥ ৭৫৮

প্রসাদি সুর।

আর দেখাইও না মায়া জননী আমার।
এই ভব পারাবারে কর মা নিস্তার॥
অনিত্য যে নিত্য জ্ঞানে, দিন কাটাই মা এই জীবনে;
আমি এই ভব ঋণ শুধি কেমনে, তাই ভেবে ভেবে হতেছি অসার॥
কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ ক'রে রেখেছ মা আমায় ধ'রে;
আমি যা করি সব পরের তরে, তাই মনের মধ্যে আসে বিকার॥
যত ডাকি তোমায় তারা, ততই সাজ নিরাকারা;
হেথা এ ত নয় মা মায়ের ধারা, এই নূতন ধারা দেখি তোমার।
শুনি তুমি মা ভক্তাধীনা, তোমার জীবের প্রতি সদা করুণা,
কত ললিতকে মা দেবে যাতনা, তাকে করবে কি মা শেষ আপনার॥ ১৫৯॥

প্রসাদি সুর।

মায়ের নামের ভেলা এই ভব তরঙ্গে।
হেলায় করে পার, ভব পারাবার;—
মন অভয় পাবি যে শমনাতঙ্কে॥
মিছে কর্ম্ম ক'রে হেথা, মন তুই শান্তি পাবি কোথা,
ওরে আপনার দোষে পাস যে ব্যথা, তোর কর্ম্মফল যে রয়েছে সঙ্গে।
কর্ম্মে বাধ্য হয়ে যত, ঘুরে বেড়ায় শত শত;
মন কিছুতে নয় প্রতিহত, শেষে বুঝ্‌বে সকল এ খেলা ভঙ্গে॥
কত রকম দেখে স্বপন, ভ্রান্ত হয়ে আছে মোহন;
যখন ধর্‌বে তাকে এসে শমন, তখন রক্ষা হবে সে কার প্রসঙ্গে॥ ১৬০

প্রসাদি সুর।

আজ আপন ভাবে মন আপনি ভোলা।
হেথা ক্রমে ক্রমে তার যায় যে বেলা॥
কি করে মন আপন ভাবে, ভাবের অভাব সে কি ভাবে;
তাই ঘুর্‌ছে জগৎ পাঁচের ভাবে, আজ স্বভাব দোষে সাজে কালা॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মগত শেষ সব হয়ে যায় ভূতগত;
যে জন এক ভাবের হয় অনুগত, সেই বুঝ্‌তে পারে ভবের ছলা॥
ভাঙ্গবে যে দিন ভবের খেলা, সে দিন সকল দ্বারই পাবে খোলা;
সেইটি বুঝ্‌লে পরে ললিত ভোলা, তাকে সইতে হয় না এত জ্বালা॥ ৭৬১

প্রসাদি সুর।

আমার কি হবে জননী এ দিন গেলে।
শেষে দেখ্‌বে কি মা আপন ছেলে॥
আমার কর্ম্মদোষে শবাসনা, হতেছে এত তাড়না;
মা দেখেও তুমি তাও দেখ না, আমায় দেখ্‌বে কি মা সব ফুরালে।
আমার চারিধারে মায়ায় ঘেরা, সকলি অনিত্য তারা;
তাই হয়েছি মা দিশে হারা, সব ভুলায়ে দেয় মা কতই ছলে॥
আমি কর্ম্ম ক'রে মর্ম্মে ব্যথা পেতেছি মা হেথা সেথা;
ক্রমে সব যে আমার হল বৃথা, আমি সদাই প্রাণে ম'লাম জ্বলে॥
ললিতের এই মনের আশা, ওমা কাজ করাস্‌ না ভাসা ভাসা;
মা তুই দেখে শুনে সকল দশা, আপনি নে না মা তোর কোলে তুলে॥ ৭৬২

প্রসাদি সুর।

কাজ কি রে মন মিছে কাজে।
কাজ করতে গেলেই হৃদে বাজে॥

কাজের কাজি হয় বিলাসী, তাতে বাড়ে মনের দ্বেষাদ্বেষী;
হ'লে পাঁচে পাঁচে মেশামিশি, তাতেই মন যে থাকে মজে॥
পাঁচকে নিয়ে বাড়ছে রঙ্গ, মনেতে যে বাড়ে আতঙ্ক;
যে দিন হবে রে এই স্বপ্নের ভঙ্গ, তখন বিদায় পায় যে অনেক সাজে।
ঘুচে গেলে পঞ্চাকার, আপনি হয় সব একাকার;
হেথা সে দিন কে যে হবে কার, ও মন সেইটী দেখতে হয় যে খুঁজে॥
একে একে খুঁজলে পরে, সব এক হয়ে যায় ঘরে পরে,
শেষ দেখলে পরে মিলন ক'রে, হেথা একেতেই যে সব বিরাজে॥
মুক্তি পথের পথিক হ'লে, স্বকর্ম্মফল ফেলছে গোলে;
কিন্তু ললিতের শেষ এ দিন গেলে, সে দেখতে চাইবে কার গরজে॥ ১৬৩॥

প্রসাদি সুর।

হেথা স্বপন দেখে আর ভুলিস না মন।
একবার ভেবে দেখ্ রে কে তোর আপন॥

দিন গেল তোর মিছে কাজে, ও মন ভাবতে গেলে প্রাণে বাজে;
হেথা কাকে নিয়ে রইলি মজে, সেটা বুঝে দেখতে করনা যতন॥
মন কি করতে তুই এসেছিলি, সেটা কি তুই ভুলে গেলি;
কেন আপনার মাথা আপনি খেলি কারও হলি না তুই মনের মতন॥
যতদিন তোর যাচ্ছে চলে, ততই ঢুকছিস্ গণ্ডগোলে;
ও মন চির দিনই মলি জ্বলে, কেবল করতে চাস্‌রে কর্ম্ম-সাধন॥
আজ হ'য়ে ললিত জীর্ণ, জরা, আর কত করবে ঘোরা ফেরা,
একবার দেখ্‌না কি তোর মায়ের ধারা, সে যে সকল দিকেই অতি কৃপণ॥১৬৪॥

প্রসাদি সুর।

কত খেলা মা তুই খেলিয়া রঙ্গে।
সব ভাসালি মা এই ভব তরঙ্গে॥

এই ভব সাগরেতে মেলে না তরী, কেমনে এ সাগর যাব মা তরি ;
আমার স্বকর্ম্মফল হইয়া অরি, সদাই যে মা চলেছে সঙ্গে॥
এই সংসার মাঝারে যা দেখি স্বপন, এই দিন গেলে সেটা রবে কি তখন ;
শেষে তুইও মা সে দিনে হবি যে কৃপণ, তখন কাতর হব মা কালের আতঙ্কে॥
ভয়েতে ভাবনা বাড়িছে ভবানী, এই কাতরে করুণা হবে কি জননী ;
একবার হৃদয়েতে কি মা আসিয়া আপনি, ভয়ে অভয় দেবে হেরে অপাঙ্গে॥
এই ললিতের এমন নাই যে সাধনা, যে কর্ম্মফলে তোকে পাবে শবাসনা ;
মা এই দীন সন্তানে আর করনা ছলনা, আর ভুলায়ে মা তায় রেখনা—
রঙ্গে॥১৭৫॥

রামপ্রসাদী সুর।

ভবে ত্রাণ কর তারা ত্রিতাপ হরা।
আমার কেটে দাও মা মায়ার ঘেরা॥

ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে হতেছি মা জীর্ণ জরা।
এতে মায়ায় বাঁধা চক্ষে ধাঁধা, দিবা নিশি হচ্ছি সারা॥
তোমার খেলা তুমিই জান, সে খেলা মা বুঝ্‌বে কারা।
তুমি আত্মবশে সব রেখে মা, সেজে আছ নিরাকারা॥
ওমা জন্ম হ'তে কান্না কেবল, পেতে তোমার স্নেহের ধারা।
তুমি সব জেনে এই দুঃখ দাও মা, এই কি মাগো মায়ের ধারা॥
এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমার, তুমি যে তার সারাৎসারা।
তুমি কৃপা এখন না ক'রে মা, কি পূর্ণ করবে পাপের ভরা॥
এই ললিত আছে তার মনের বশে, কাজ হল তার ব্রহ্মাণ্ড ঘোরা।
কত অন্ধকারে ঘুরে এখন, আর দিন কাটাবে বল মা তারা॥১৭৬॥

প্রসাদি সুর।

আমার মন জানে সব মনের কথা ;
আমি বুঝ্‌তে সময় পাব কোথা ॥
সদাই ব্রহ্মাণ্ড যে ঘুরে মরি, হয়ে আছি জাত ভিখারী ;
আমার ঘরের মধ্যে ছটা অরি, তারা সদাই দিতে চাইছে ব্যথা ॥
আত্মজনে আত্মহারা, কর্‌ছে আমায় পরাৎপরা ;
আমার কি হবে শেষ্ বল্ মা তারা, এখন ভাব্‌তে গেলে ঘোরে মাথা ॥
আমোদ ক'রে হেথায় এসে, দিন কাটালাম মিলে মিশে ;
কিন্তু কান্নাকাটী বাড়্‌বে শেষে, তখন কেউ রবেনা আমার হেথা ॥
মা গো আদি অন্ত ক'রে মিলন, আজ দেখ্‌তে চায় তোর এই মোহন ;
একবার অভয় দিয়ে দিয়ে চরণ, মা তুই দেখানা কেমন হেথা সেথা ॥ ৭৬৭

প্রসাদি সুর।

আমি কাল ভয়ে কাল কাটাই কত।
হেথা ক্রমে ক্রমে দেখি যে মা, সব হতেছে ভুতগত ॥
আমি স্বকর্ম্ম দোষেতে তারা, সব কাজে হই প্রতিহত।
আজ ভাল ভেবে যে কাজ করি, তার ফল ফলে মা বিপরীত
অহংকারে আত্মহারা, তাই হয় না মা কেউ মনেব মত।
কিন্তু লাভের আশায় লোভে পড়ে, আমায় ঘেরে আছে শতশত ॥
সংসারে সংসারী যারা, তাদের আছে মা দাবা সুতাসুত।
কিন্তু আশাপূর্ণ না হতে কাল, তাদের কর্‌ছে হরণ অবিরত ॥
তোর ললিত মা গো সদাই কাতর, সেই কালের ভয়ে হ'য়ে ভীত।
তায় কি দোষে মা ক'রে দেষী, দেখ্‌বি না তুই আপন সুত ॥৭৬৮॥

প্রসাদি সুর।

মিছে করিস্ কি মন কর্ম্ম এত।
কেন ঘুরে বেড়াস অবিরত॥
কার তরে তুই কর্ম্ম করিস্, কাকে আপন বলে ভাবিস;
সর্ব্ব কর্ম্ম ফলের ফল কি বুঝিস্ সব হতেছে দেখ ভূতগত॥
আর কতদিন তুই ঘুর্‌বি হেথা, প্রাণেতে তোর থাক্‌বে ব্যথা;
শেষ ক'রে কেবল হেথা সেথা, হ'তে পারবি কি তুই মনের মত॥
তুই জন্ম হ'তে ভব ঘুরে, সব রেখেছিস্ তুই পরে পরে;
হেথা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার ক'রে, কাজ করলে ফল হয় বিপরীত॥
হেথা ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মভাবে, সদা আছেন তিনি সমভাবে,
এই ললিত বলে আপন ভেবে, সদা তাঁরই কর্ম্মে হনা রত॥১৬৯॥

প্রসাদি সুর।

মন রে তোর কি জ্ঞান হ'ল না।
ওরে ব্রহ্মময়ীর চরণ তলে, আজও কৈ রে স্থান পেলি না॥
মন রে মা মা ব'লে কাতর হ'লে, তোর কথা তোর মা শোনে না।
ওরে আপন হ'য়ে আপন জোরে, ডাকলে মা যে তোর ভোলে না॥
সদা কর্ম্ম ক'রে দিন কাটালে, সে কাজে কেবল হয় ছলনা।
ভুলে সাধন তত্ত্ব হ'য়ে মত্ত, আত্মবসে দিন কাটানা॥
সংসার মায়ায় সব ভুলে আজ, সং সেজে তোর দিন যাপনা।
তোর সেই ভাঙ্গলে স্বপন, হবি আপন, তখন যতন কর্ত্তে তোয় হবে না।
কেবল দুর্গা দুর্গা ব'লে ললিত, ক'র্‌ছে এখন দিন গণনা।
মিছে মর্‌ছে ঘুরে এ সংসারে, শেষ আপন কিছু তার রবে না॥১৭০॥

প্রসাদি সুর।

কবে কেটে দিবি মা এই কর্ম্মডুরি।
আমি জন্ম হতে যে সইছি হেথা, আর সইতে মাগো কত পারি॥
সদাই যাতায়াত মা করতে গিয়ে, ঘরের রিপুছটা হতেছে অরি।
তাই করছি যত মা খাটাখাটি, শেষ তারা নিচ্ছে বাহাদুরী॥
আদি অন্ত থাকবে সমান, কেবল মধ্যেতে হয় জারি জুরি।
শেষ পর নিয়ে পর সেজে যে মা, হচ্ছে পরে পরেই ধরাধরি॥
কালে কালে কাল এসে মা, ক্রমে সকল হেথা নিচ্ছে হরি।
তার নাই মা বিচার নাই প্রতিকার, তাই বাড়্ছে বিকার মর্ছি ঘুরি॥
মা তুই প্রতিকুল থাকলে পরে, আমায় ঘুরতে হয় যে কর্ম্ম করি।
তাই ডাকছে ললিত কর মা বিহিত, আর অভয় দেমা শুভঙ্করী॥৭৭১॥

প্রসাদি সুর।

এত নয় মা ভবের খেলা।
কেন দিচ্ছ আমায় এত জ্বালা॥
মায়ে পোয়ে কে যে কেমন, এটা বুঝ্তে দাও না থাকতে বেলা।
কেবল কাজ দেখে কাজ ভুলিয়ে দিয়ে, শেষকালেতে কর ছলা॥
আজ পাঁচে পাঁচে ঘুরছে জগৎ, সেই পাঁচ নিয়ে পাঁচ সবাই ভোলা।
যে এক ক'রে পাঁচ দেখ্তে পারে, তার সকল পথই সমান খোলা॥
ফলের আশায় কর্ম্ম ক'রে, সেই ফল যে শেষে থাকে তোলা।
কিন্তু এখন বুঝিয়ে বল্তে গেলে মা, সেই কথায় সবাই করে হেলা॥
তোর ললিত বলে ভোগাস্ না আর, হেথায় এসে ভুগ্লাম মেলা।
আর কি ক'রে মন বুঝাই মাগো, সে যে শুন্তে চায় না আমার গলা॥৭৭২॥

প্রসাদি সুর।

ডাক্‌না রে মন কালী ব'লে।

ও মন মায়ের রূপে রূপ ধরে না, দেখ্‌না চেয়ে জলে স্থলে॥
এই জগৎ জুড়ে নামের ঘটা, রূপের ছটা সব ফুরালে।
ও মন একেতেই যে জগৎ আলো, দেখায় ভাল সব মিশালে॥
কর্ম্ম ক'রে ফল ফলালে, শেষ কালেতে ধরবে কালে।
মায়ের নাম গেয়ে হয় সবাই মুক্ত, ব্যক্ত আছে সর্ব্বকালে॥
লোভে পড়ে লোভ বাড়ালে, সকল থাক্‌তে হয় যে ভুলে।
সব জেনে শুনে যে জন ভোলে, তাকে পড়্‌তে হয় শেষ্ গণ্ডগোলে॥
হেথা পাঁচেই বাড়ে পাঁচা পাঁচি, সব ভ্রম যে দূর হয় এক করিলে।
যে দিন এক ভাবে মন সকল পাবি, সে দিন উঠবে ললিত
মায়ের কোলে॥১১৩॥

প্রসাদি সুর।

কে জানে মা তুমি কেমন তারা
তোমার দয়া আবার কেমন ধারা॥

কর্ম্মফলের বিচার ক'রে, খোয়াচ্ছ সব এ সংসারে;
তোমার কর্ম্ম কে মা বুঝ্‌তে পারে, কেবল ছল দেখে হয় দিশেহারা॥
মায়াতে মন ক'রে মত্ত, ভুলিয়ে দাও মা পরম তত্ত্ব;
এ সংসারেতে সবাই নিত্য, খেটে খেটে হচ্ছে সারা॥
পরের পিছে ছুট্‌ছে পরে, এই ঘর ও সংসার পরে পরে;
এম্নি মোহিত করে রাখ্‌ছ ধ'রে, কাকেও বুঝ্‌তে দাও না আপন কারা
এই ভব ভয়ে কাতর হ'য়ে, তোমায় ডাক্‌ছে ললিত ভয়ে ভয়ে;
তাকে দয়া ক'রে কোলে লয়ে, দেবে কি মা স্নেহের ধারা॥ ১১৪॥

প্রসাদি সুর।

তারা এই কি তোমার খেলা।

তুমি কাজের সময় কাজ বাড়ায়ে, দেখাও কর্ম্মফলের ভেলা॥
শেষের দিনে ঐ চরণ ধরে, ভব-সাগর যাব ত'রে।
ওমা সেই দিনেতে সব ভুলায়ে, বাড়িয়ে দাও মা মায়ার ছলা॥
হল জন্ম হতে কর্ম্ম সাথী, ওমা ফল ফলে হাতাহাতি;
আমরা ক'রে কেবল মাতামাতি, ওমা গোল করি সেই শেষের বেলা॥
সদাই ঘরের মধ্যে অন্ধকারে, বদ্ধ আছি মায়ার ঘোরে;
মাগো প্রাণের কথা বল্‌তে গেলে, আপনা হতে হই যে ভোলা॥
ললিত বলে সঙ্গোপনে, এস মা এই হৃদ্‌পদ্মাসনে;
একবার প্রাণ ভরে মা দেখে তোমায়, দূর করি সব প্রাণের জ্বালা॥১১৫॥

প্রসাদি সুর।

কারে এখন বলি মা আপন।
আর দেখ্‌ব কত মায়ার স্বপন॥

হেথা আমার সঙ্গী আছে যারা, সুখের ভাগী সদাই তারা।
আমি দুঃখ পেয়ে হলাম সারা, তবু বুঝি না মা কার্য্যকারণ॥
জগৎ হল নামের খেলা, ঐ নাম বাড়াতে গেল বেলা;
এই ভবের ছল মা প্রধান জ্বালা, কেবল মিছে খুঁজে মলাম রতন॥
আপন ভেবে পরকে নিয়ে, পড়েছি মা বিষম দায়ে;
আমি দোষী তাই মা পায়ে পায়ে, আমার ক্রমে সব যে হয় অকারণ॥
মা হয়ে তোমার পদাশ্রিত, কেন দেখি মা সব বিপরীত;
ওমা কালের ভয়ে এই ললিত ভীত, শেষ পাবে না কি মা
তোমার চরণ॥১১৬॥

প্রসাদি সুর।

মা আমার অন্তরে আছ।

কভু সাজ তুমি চতুর্ভুজা, কভু দশভুজা হয়ে নাচ ॥
আমার হৃদয় মাঝে পদ্মাসনে, আছ মা গো আপন মনে ;
একবার দেখ্‌তে বল্‌লে আড়-নয়নে, কাচ্‌ কত মা তুমি কাচ ॥
ভব আতঙ্কেতে তারা, যখন হই মা আমি দিশেহারা ;
তখন চাইলে তোমার স্নেহের ধারা, সকল ভুলিয়ে দিয়ে তুমি বাঁচ ॥
ললিত বসলে তোমার চরণ ধরে, নিও মা তায় কোলে করে ;
আর রেখ না মা অন্ধকারে, মিছে কাজের সময় কেন হাঁচ ॥ ৭৭৭ ॥

প্রসাদি সুর।

তোর দেখি মা নাই মমতা।

মা তুই এমন পাষাণী হয়ে, কেন নাম ধরেছিস জগন্মাতা ॥
এলাম যেমন, যাব তেমন, কেবল মিছে খেটে মলাম হেথা।
আমার দিন মজুরী, ধরাধরি, ঘুচ্‌ল না মা হেথা সেথা ॥
মায়ের মায়া, এই ভবের ছায়া, শেটা কি মা কথার কথা।
মা তুই এম্‌নি কঠিন, আমার বাড়িয়ে ঋণ,
সদাই দিতে চাস্‌ মা প্রাণে ব্যথা ॥
ললিত বলে, সকল কালে, পুত্রে রক্ষা করেন মাতা।
কিন্তু পাঁচ রকমে সাজিয়ে দুষি, আজ তুই কোথা
আর আমি কোথা ॥৭৭৮॥

প্রসাদি সুর।

আমি দেখ্‌লাম মা তোর কতই খেলা।
হেথা ভাবের সময় অভাব হয় মা, গোল বাধাস্ তুই কাজের বেলা॥
সঙ্গোপনে জেনে শুনে, ঘুরে বেড়াই আপন মনে;
শেষে পড়ে থেকে ঘরের কোণে, কর্ম্মফলের দেখি ছলা॥
ছয় রিপু ছয় দিকে চলে, আমায় সঙ্গে করে নেয় মা ছলে;
তাই সদাই প্রাণে মরি জ্বলে, আর শান্ত পাই না এত জ্বালা॥
কতদিন মা এম্নি ক'রে, দিন কাটাব পরের ঘরে;
আমায় ভুলিয়ে রেখে মা পরে পরে, তোর ললিত ডাক্‌লে সাজিস—
কালা॥১৭৯॥

প্রসাদি সুর।

শোভে হৃদয় মাঝারে কাল কামিনী।
সে যে মহাকালের মনমোহিনী॥
কাম্য ও কামনা ঐ শবাসনা, কাল রূপে কালী নৃকর বসনা;
এই হৃদয়েতে ওরূপ করিলে ধারণা, সব যাতনার দূর করেন ঈশানী॥
কালাকাল-কর্ত্রী কাল শাসনে, সম ভাব দেখান জনমে মরণে;
আছে সর্ব্বকর্ম্মফল ঐ মায়ের চরণে, সাধ্য হন সাধনে আপনি জননী॥
তমো মাঝে তারা চমকে চপলা, ওরূপ হেরিয়ে ত্রিজগৎ ভোলা;
হেথা ষড়রিপু যবে করে ঘরে ছলা, তারা তারা বলে ডাকিবে তখনি॥
ভব ভয় ভয়ে ভাব ঐ চরণ, মা মা ব'লে মায়ের হওরে আপন;
বৃথা মায়ার কুহকে ভুলনা মোহন, ঐ যে ভক্তি মুক্তি দাত্রী—
দীনতারিণী॥১৮০॥

প্রসাদি সুর।

ওমা তোমার মহিমা তুমিই জান।
মা গো অপরে তা বুঝ্‌বে কেন॥
হেথা তুমিই করাও সকল কর্ম্ম, কে বুঝতে পারে তাহার মর্ম্ম;
তোমার কথাই হল ধর্ম্মাধর্ম্ম, তাই পর দিয়ে মা—পর্‌কে টান॥
হেথা এখন যে মা হয়েছে কাল, তাতে যাত্রার কিছু নাই; কালাকাল
ওমা কি বা সকাল কি বা বিকাল, মাগো ঘরে গেলেই ফের টেনে আন॥
হেথা কর্ম্মফলে বাধ্য ক'রে, থাক্‌তে কাকেও দাওনা ঘরে;
ওমা মায়ায় বেঁধে পরে পরে, কেবল বসে সবার কান্না শোন॥
ললিত বলে তোমার খেলা, বুঝ্‌বে না কেউ থাক্‌তে বেলা;
হেথা কার কোথা মা বাড়ে জ্বালা, তুমি মা হ'য়ে মা সকল জান॥৭৮১॥

প্রসাদি সুর।

ভবের ভাব দেখে মন ভাবে ভোলা।
তাই ভাব্‌তে গিয়ে যায় যে বেলা॥
ভাবের অভাব হলে পরে, রিপু্‌ ছটা করে ছলা।
তখন জ্ঞানী যে অজ্ঞানী হ'য়ে, কর্ম্মকরে বেড়ায় মেলা॥
অন্তরে আনন্দ হলে, মন আপন কর্ম্ম থাকে ভুলে।
কিন্তু শেষের দিনে সব ফুরালে, এসে সবাই চেপে ধর্‌ছে গলা॥
হেথা মায়া আশার মিলনেতে, স্থির কেহ নয় কোন মতে;
সব দিন যে যায় মন যাতায়াতে, তাই বাড়্‌ছে প্রাণের এত জ্বালা॥
সংসারে সব ভাঙ্গলে স্বপন, শেষ সকল অভাব বাড়্‌বে তখন;
তাই মা মা বলে ডাক্‌ছে মোহন, আর দেখ্‌ছে পঞ্চ ভাবের খেলা॥৭৮২॥

প্রসাদি সুর।

আমার কর্ম্ম যে অসাধ্য তারা।
আমি পরে পরে মায়ায় প'ড়ে, হয়েছি মা দিশেহারা।
এ ঘোর সংসার, মনের বিকারে, যাতায়াত ক'রে হতেছি সারা।
আমার কি হবে জননী, ওমা ত্রিতাপহারিণী;—
একবার আসিয়া আপনি, দাও স্নেহের ধারা॥
নাই মা কর্ম্মেতে আশক্তি, সদা আসিছে বিরক্তি;
তুমি না শিখালে ভক্তি, বাড়্‌বে মায়ার ঘেরা।
আমি আসিতে যাইতে, সদা মনের ভ্রমেতে,
ওমা কালের হাতে, সদা পড়ি মা ধরা॥
আমার স্বকর্ম্মের ফল, করিয়া সম্বল;
করি জগতে কেবলই, ঘোরা ফেরা।
মা কবে তোমার এই ললিতে, রাখ্‌বে ঐ যুগল পদেতে,
আর হ'য়ে থেক না মা তুমি নিরাকারা॥ ৭৮৩॥

প্রসাদি সুর।

আর কেন গো জননী বুঝেছি তোরে।
মা তুই চিরদিনই কষ্ট দিস্ তায়, যে তোরে ডাকাডাকি করে॥
হেথা ভেবে ভেবে হলে সারা, তুই করিস মা তায় দিশেহারা;
তোর সংসারে মা এই ধারা, দেখি ঈশানী:—
তোকে বল্‌তে গেলে শুনিস্ না মা, দুঃখ দিস্ তুই দোষী করে।
মা তুই কাজের বেলা সব ভুলে আজ, আশায় নিরাশা করিস্ কারে॥
মা তুই কর্ম্ম দেখে ফল ফলাবি, সে ফল দিয়ে মা কি ফল পাবি,
মা তুই বিফলে এই মন ভোলাবি, ওগো শিবাণী:—
হেথা তুই যে কর্ম্ম করাস মা সব, বসে এই পঞ্চভূতের ঘরে।
তোকে সেই কথা মা বল্‌তে গেলে, লুকিয়ে থাকিস অন্ধকারে॥
দেখিয়ে কত মা ভবের খেলা, তুই খেলাস কত থাকৃতে বেলা,
আবার সময় পেলেই করিস্ ছলা, সব জেনে আপনি:—
করে আত্মজ্ঞানে আত্মহারা, মনকে রাখিস্ অহঙ্কারে।
একবার তোর দেখা মা পেলে ললিত, দেখ্‌বে ঠকাস্ কোন্ বিচারে॥৭৮৪॥

প্রসাদি সুর।

কবে যাব গো জননী অকূলে ভেসে।
আর রেখ না মা আশার আশে॥
আজ পাঁচের আমি আপন সেজে, আছি মা গো মিলে মিশে।
যে দিন ফুরাবে মা কাজ, ভাঙ্গবে এ পাঁচ, তখন দিতে হবে কাজের নিসে।
যে দিন মা আস্‌বে শমন, সে দিন বিদায় নিতে চাইব হেঁসে।
এখন মায়ায় বাঁধা চক্ষে ধাঁধা, কি কর্‌ছি হেথা বুঝ্‌ব কিসে॥
হেথা আত্মদোষে আত্মহারা, অন্ধকারে আছি ব'সে।
আমি জেনে শুনে সব হারালাম, হেথা তাই এত মা ভুগ্‌ছি এসে॥
আর মন যে আমার বোঝে না মা, সে যে থাকে না মা আমার বশে।
তোমার দয়া কি আর হবে না মা, ললিতের এই দিনের শেষে॥৭৮৫॥

প্রসাদি সুর।

মা গো কাজ বিনা কি ফল হবে না।
কত করব কাজের উপাসনা॥
যার জন্ম হ'তে কর্ম্ম হেথা, তার কাজের শেষ মা হবে কোথা;
সে যে পেয়ে কর্ম্মফলের ব্যথা, হেথা সেথা পায় যাতনা॥
আজ মর্ম্ম বুঝে হয় কি কর্ম্ম, হেথা মায়ায় বাঁধা ধর্ম্মাধর্ম্ম;
যে তার বুঝ্‌তে এখন পারে মর্ম্ম, শেষে ফলের আশা তার থাকেনা॥
তখন মন যে হয় তার আজ্ঞাকারী, কোন ফলের হয় না সে ভিখারী,
কেবল ধ'রে মা তোর চরণতরী, সে যে পূর্ণ করে সব সাধনা॥
তোর ললিত কি মা এম্নি ক'রে দিন কাটাবে পরের তরে;
তার প্রাণের জ্বালা বোঝায় কারে, ওমা তার কথা যে কেউ শোনে না॥৭৮৬॥

প্রসাদি সুর।

আর করিস্ না মা আমায় দুষি।
মিছে হেথায় এনে করলি আমায়, কেবল দুঃখের ভাগি দিবানিশি।
তোর একটু কৃপা দেখ্‌তে পেলে, আনন্দ সাগরে ভাসি।
অম্‌নি দুঃখ দিয়ে ভয় দেখায়ে, কষ্ট দিস্ মা বেশী বেশী।
তোর ছেলের সঙ্গে খেলা দেখে, কতই মনে মনে হাসি।
দেখি তোর খেলাতে এ ঘর পেতে, বাড়্‌ছে মনের দ্বেষাদ্বেষি॥
এক ঘরেতে পাঁচ্‌কে এনে, করেছিস্ আজ মেশামিশি।
সেই পাঁচের ঘর তুই ভেঙ্গে দিয়ে মা, মনের মধ্যে হস্ কি খুসি॥
ললিত বলে এ সংসারে, আর কত মা যাই আর আসি।
হেথা সকল জ্বালা সইতে পারি, যদি তুই না হস্ মা সর্ব্বনাশী॥১৮৭॥

প্রসাদি সুর।

আর কতকাল মা করব খেলা।
ক্রমে দিন ফুরাল সন্ধ্যা হল, আর খেল্‌তে কি মা পাব বেলা॥
হেথা রং তামাসার সঙ্গী যারা, তারাই আমায় করে ছলা।
আমি তাদের পেয়ে সংসারী হয়ে, সেজে যে মা আছি ভোলা॥
এই খেলার ঘরে মাটীর পুতুল, ভাঙ্গলে মাটী হচ্ছে মেলা।
তখন সেই মাটীর জন্য হয়ে মাটী, কেঁদে কাটাই সাধের বেলা॥
এখানে মা খেলার ফলে, পড়্‌ছি কত গণ্ডগোলে;
আমার আপন কর্ম্ম থাকি ভুলে, এই হ'ল মা প্রধান জ্বালা॥
আর কত ললিত কালের ভয়ে, এই দিন কাটাবে ভয়ে ভয়ে,
কবে এসে মা তুই কোলে ল'য়ে, হেথা ভেঙ্গে দিবি এই মিছে খেলা॥ ১৭৮॥

প্রসাদি স্থর।

আর কত সং সাজাবি এ সংসারে।
হেথা কত খেলা সংঙ্গের মেলা, দেখ্ছি মাগো ঘুরে ফিরে॥
আমি যেমনটী মা হেথা এলাম, তেম্নিটী মা যাব ফিরে।
যখন সন্ধ্যা হবে কাজ ফুরাবে, তখন কেউ কি রাখ্তে পার্বে ধ'রে॥
আপন ভেবে যা কিছু আজ, রেখেছি মা যতন ক'রে।
সে সব ফেলে রেখে যাব চ'লে, যে দিন ফির্ব আমি আপন ঘরে॥
মনের মধ্যে মায়া এনে, পাঁচের কাছে রাখলি ধ'রে।
তাতে এমনি বাঁধা, বাড়ায় বাধা, আমি কি ক'রে মা কাটব তারে॥
মায়ের ছেলে মা কে চিনে, ধর্ব গিয়ে আপন জোরে।
ওমা চিরকাল এই আছে কথা, তুই ঠকাস মা আজ কোন্ বিচারে॥
ললিত কি মা এম্নি ক'রে, দিন কাটাবে অন্ধকারে।
তোর দয়া কি আর হবে না মা, তুই দেখ্বি না কি লক্ষ্য ক'রে॥ ৭৮৯

প্রসাদি স্থর।

কত মিছে কাজে দিন কাটাব।
শেষ কি ব'লে মা এই মন বোঝাব॥
হেথা তোমার নিয়ে তোমায় দিতে, কত ছুটাছুটি এই জগতে ;
তাতে ছল ক'রে মা কোন মতে, তুমি ভুলিয়ে দাও স্বকর্ম্ম সব॥
অহংজ্ঞানে মন সদাই ভোলা, দিন কাটাই মা করে খেলা ;
কিন্তু কেঁদে মরি শেষের বেলা, তখন ঘরে গিয়ে কি দেখাব॥
মায়াতে মা বদ্ধ হয়ে, থাকতে হয় মা সকল সয়ে ;
শেষে কাল যে এসে ফেল্বে দায়ে, তখন কি ক'রে তার হাত এড়াব॥
তোমার নামের মর্ম্ম বুঝ্বে যে জন, হেথা তার যে মা সব ভাঙ্গবে স্বপন ;
ওমা এমন দিন কি পাবে মোহন, যে হেসে তোমার কোলে উঠিব॥ ৭৯০

প্রসাদি সুর।

তোমার ছল দেখে মা এমন ভোলে।
আমার প্রাণ যে তাই মা সদাই জ্বলে॥
আমার স্বকর্ম্মের ফলে, অপার সলিলে,
ভেসে বেড়াই শিবে, বাঁচি কার বলে;
আমায় তুমি না দেখিলে, কে লবে মা তুলে,
একবার কৃপা করে এসে কর মা কোলে॥
হেথা লইয়া সংসার বাড়িছে বিকার,
তুমি বিনা মাগো হব না নিস্তার;
এই পঞ্চের আধার, ক্রমে হতেছে মা ভার,
মা এসে কর প্রতিকার, আর থেক না ভুলে॥
মাগো মিছে এ যাতনা, আর যে সহে না,
মন্‌কে বোঝালে সেও যে বোঝে না;
আর ছেড়ে মা ছলনা, তোমার ললিতে দেখনা,
মিছে রেখ না মা ফেলে এ গণ্ডগোলে॥ ৭৯১

প্রাসাদি সুর

দুর্গা দুর্গা সদা বল রসনা।
আর ছাড় মন ভবের সব কামনা॥
মন রে শিব বাক্য মেনে, মায়ের নাম গানে, দূর কর ভবের সব যাতনা।
সদা হৃদয় মাঝারে, মাকে লক্ষ্য ক'রে, যত অশান্তি মন দূর করনা।
এই কর্ম্মের বিপাকে, মা মা বলে ডেকে, কর মন মায়ের নাম সাধনা।
মায়ের চরণ সম্বল, কর মন কেবল, মিছে কর্ম্মফলে লক্ষ্য আর ক'রো না॥
মন এ ঘোর জগতে, আসিতে যাইতে, কতবার হবে তাও জান না।
দেখে মায়ার ছলনা, মন্‌রে ভুলনা, অনিত্যকে নিত্য কভু ভেব না॥
আজ সর্ব্ব হিতাহিত, ভাবিয়া ললিত, বলিতেছে মন্‌রে পথ ভুলনা।
তুমি গেলে মন বিপথে, সদা ঘুরবে পথে পথে,—
তখন তোমার সঙ্গেতে কেউ রবে না॥ ৭৯২॥

প্রসাদি সুর

শিবে ঘুচিয়ে দে মা ভবের লেঠা।
মা তোর যুগল চরণ, কাল নিবারণ ;—
এখন দয়া করে দে মা সেটা ॥
কর্ম্ম ক'রে এ সংসারে, কত মা গো খাব খোঁটা।
মা যার ধর্ম্মাধর্ম্মে জ্ঞান হ'ল না, সে কি কভু থাকে গোটা।
আমার স্বকর্ম্ম দোষেতে, আপনা হ'তে, বেড়েছে মা ঘরের রিপু ছটা।
তাই সব দিকে গোল হচ্ছে মা গো, হচ্ছে কর্ম্মফলে তারাই মোটা ॥
মা কর্ম্মের পাই না অন্ত, ক্রমে হবে মা প্রাণান্ত,
তুই না করিলে ক্ষান্ত দেখ্‌বে মা কেটা।
মা গো এসে এই ভবে, মলাম ভেবে ভেবে,—
তোর অভাবেতে বাড়্‌ছে পথের কাঁটা ॥
মা গো পেয়ে যে সব জ্বালা, মন হল ভোলা,
সে সব কথা মা তোয় বলিব কটা।
এইবার কোন্ দিন এসে, এই দিনের শেষে,
তোর ললিত কে মা ধরবে কালের জটা ॥৭৯৩॥

প্রসদি সুর।

মন কে বলে মা নিরাকারা।
হেথা সাকারা রূপে, সর্ব্বরূপে, সকলেতেই আছেন তারা ॥
মাকে না পেয়ে কেউ আপন ঘরে, সদা অন্ধজনে দ্বন্দ্ব করে ;
কেউ দেখে মাকে আমোদ ভরে, তাঁর অপরূপ রূপ এই ভুবন ভরা ॥
হেথা মা বিনা যে সব অনিত্য, এক মা যে হ'য়ে আছেন নিত্য ;
যে আজ বুঝ্‌তে পারে এই পরম তত্ত্ব, তার কেটে যায় সব মায়ার ঘেরা ॥
ললিত বলে ভ্রমে পড়ে, মিছে মায়ায় এই জগৎ ঘোরে ;
একবার দেখ্‌লে সকল আপন করে, দেখ্‌বে মা যে সর্ব্ব সারাৎসারা ॥ ৭৯৪॥

প্রসাদি সুর

আরও কি খেলা মা তুই খেল্‌বি তারা।

হেথা ভাগ্যফলে এই জগৎ ঘোরে,

তাই কর্‌তে পারিস্‌ মা দিশেহারা॥

সদা কর্ম্মে আছে ধর্ম্মভাব মা, অধর্ম্মের যে হয় না সীমা;

বারেক লক্ষ্য ক'রে কি কর্‌বি ক্ষমা, আমায় ফিরিয়ে দিবি কি নয়নতারা॥

এই জগৎ যে মা ভ্রান্ত হ'য়ে, সদা ঘুর্‌ছে সবাই সকল সয়ে;

হেথা পর চলেছে পর্‌কে লয়ে, এই সংসারের কাজ এম্‌নি ধারা॥

সদাই ঘুরে ঘুরে হয়ে শ্রান্ত, সবাই অবশ হয়ে হয় মা ক্লান্ত;

কিন্তু মন যে আমার সদা অশান্ত, সে যে কর্‌তে চায় মা ঘোরা ফেরা॥

মা তোর ললিতের বাড়িয়ে আশা, তাকে বুঝ্‌তে দিস্‌ না শেষের দশা;

তাই সংসারে তার রইল নেশা, আর চক্ষে সদাই বইছে ধারা॥ ৭২৫।

প্রসাদি সুর

আমায় ত্রাণ কর তারা ত্রিতাপ হরা।

আমার কর্ম্মফলের ফল দেখে মা,

ভেবে ভেবে হলাম সারা॥

এই জগৎ জুড়ে হচ্ছে কর্ম্ম, মা কেউ ভাবেনা ধর্ম্মাধর্ম্ম;

আমি ভেবে কি তার বুঝ্‌ব মর্ম্ম, কেবল হতেছি মা পথহারা॥

যে না বুঝেছে তোমার খেলা, তার মায়ায় বাঁধা পড়্‌ছে গলা;

তাকে সবাই মিলে করে ছলা, তার কর্ম্মফল মা এম্নি ধারা॥

ডাকাডাকি ক'রে তোমায়, কেউ ধর্‌তে কি মা সহজে পায়;

ক্রমে খেটে খেটেই দিন কেটে যায়, তবু তোমার পায়না ধরা॥

হেথা মা মা বলে কাঁদব কত, আজ কিছুই নয় মা মনের মত;

মা তোমার ললিত হ'য়ে প্রতিহত, তার শুখালনা চক্ষের ধারা॥ ৭২৬

প্রসাদি সুর

আজ জয়কালী জয়কালী বলে। মন ঢুকিস্ না এই গণ্ডগোলে।
বাড়িয়ে মায়া ভবের ছায়া, ভোলা যায় না কোনকালে।
কেবল এক ভাবেতে আপ্‌না হ'তে, চল্‌ছে জগৎ কালে কালে॥
মাতৃহীন বালকের মত, ভুলেছিস্ মন পাঁচের ছলে।
তাই দেখে আঁধার বাড়্‌ছে বিকার, তাই সদাই প্রাণে মরিস্ জ্বলে।
ডাকার মত অবিরত, ডাক্‌না মাকে ভক্তির বলে।
তখন মনের মতন সব হবে মন, শান্তি পাবি জলে স্থলে॥
আজ ললিত কে তুই ডুবিয়ে দিলি, আপন কর্ম্ম আপনি ভুলে।
নইলে কাল কি পারে ভয় দেখাতে,—
মায়ে পোয়ে থাক্‌লে মিলে॥ ৭৯৭।

প্রসাদি সুর

মা হ'য়ে মা একি খেলা।
কেন দেখনা সন্তানে, আছ কঠিন প্রাণে ;
সকল জেনে শুনে কেন করিছ ছলা॥
মা এনেছ সংসারে আপনার ক'রে,
কেন রেখেছ মা দূরে সেজেছ কালা।
মা করে স্বকর্ম্মের ফল, জীবের সম্বল,
হ'রে লওমা বল এই প্রধান জ্বালা॥
মা যত করি ডাকাডাকি তত দাও মা ফাঁকি,
ওমা রেখে কর্ম্মে বাকি সাজালে ভোলা ;
তাই ছটারিপু মিলে, ফেলেছে মা গোলে,
সব যেতেছে মা ভুলে থাকিতে বেলা॥
মন সেজে মাগো খল. হ'য়েছে দুর্ব্বল,
আবার এম্‌নি মায়াতে বেঁধেছে গলা।
আজ ললিত কাতরে, ডাকিছে তোমারে,
আর তাকে ল'য়ে মিছে ক'রনা খেলা॥ ৭৯৮॥

প্রসাদি সুর

কেন ব'সে আছ মাগো কঠিন প্রাণে
বল কি দোষ করেছি মা মনে জ্ঞানে ॥
আমি মা মা ব'লে, ভয়ে ভয়ে,
তোমায় সদাই ডাকি প্রাণের দায়ে,
তবু আরও তুমি ফেল্‌ছ দায়ে,
এত দুঃখ আমায় দিচ্ছ কেনে ॥
হয়ে তোমার সন্তান, হল না মা ত্রাণ,
এই হল শিবে যাতনা প্রধান,
আমি জানি না মা কোন কর্ম্মের সন্ধান,
কেবল ডাকি মা তোমায় আপন জেনে ॥
আমি হয়ে তোমার পদাশ্রিত,
আজ কালের ভয়ে নইমা ভীত,
যদি ফল ফলে তার বিপরীত,
তখন তোমার তুমি নেবে চিনে ॥
আমি কত সব মাগো কর্ম্মের তাড়না,
আর যে এ ভব যাতনা সহে না,
একবার কৃপা ক'রে তোমার সন্তানে দেখনা,
এসে কোলের কাছেতে নাও মা টেনে ॥
কি জানি মা শেষের দিনেতে কি হয়,
কেবল বুঝেছি মা ভবে কিছুই কারও নয় ;
যেন শেষের দিনে ললিত দিয়ে পরিচয়,
তোমার শ্রীপদেতে স্থান পায় মা জ্ঞানে ॥ ৭৯

প্রসাদি সুর

এই ভবের ভাব দেখে আমার মন ভুল না।
হেথা যা দেখ মন কেবল স্বপন, এক মায়া হ'তে এই ছলনা ॥
কার দায়ে সব কর্ম্ম কর, বুঝ্‌তে এখন মন পার না।
সেই শেষের দিনে আপন ব'লে, কিছুই যে মন নয় গণনা ॥
কেবল মায়া হ'তে ভ্রম বেড়ে মন, অন্ধ হ'য়ে দিন যাপনা।
সেই অন্ধকারের মাঝে প'ড়ে, অহংকার কি কেউ দেখেনা ॥
হয়ে আত্মজ্ঞানে আত্মহারা, মনের মধ্যে বাড়ে কামনা।
তাই সংসারেতে যাতায়াতে, জীবের কেবল হয় তাড়না ॥
ললিত বলে এই জগতে, নিত্য কিছুই কেউ পাবে না।
তাই সব ছেড়ে মন ক'রে যতন, কর সদাই মায়ের নাম সাধনা ॥ ৮০০

প্রসাদি সুর।

কেন ভ্রমে বিষম হয় মা তারা।
এই সংসারেত সং সেজে মা, হই আত্মজ্ঞানে আত্মহারা ॥
যে পাঁচ নিয়ে এই জগৎ ভোলা, সেই পাঁচের খেলায় সবাই সারা।
কিন্তু পাঁচের কর্ম্ম পাঁচে করে, বাড়িয়ে দেয় মা মায়ার ঘেরা ॥
কর্ম্ম কর্‌তে গিয়ে সবাই, কর্‌ছে কেবল ঘোরা ফেরা।
কিন্তু ফলের ভাগি হতে গিয়ে মা, সদাই চক্ষে বহে ধারা ॥
এক নামের জন্য এ সংসারে, কাতর হয়ে ঘুর্‌ছে যারা।
তারা বারেক ভেবে দেখে না মা, যে সেই নাম সবেতে আছে পোরা ॥
এই ললিত বলে কি জানি মা, তোমার খেলা কেমন ধারা।
তুমি কোন্‌ ভাবে মা কাকে সাজাও, সেটার মর্ম্ম বুঝবে কারা ॥ ৮০১ ॥

প্রসাদি সুর।

সদাই মা অশান্তি ঘরে।

আমার শান্তি নাই মা কোন কালে, আমি পর সেজেছি ঘরে পরে
ছটা রিপু ঘরের অরি, সবাই আছে আপন জোরে।
হেথা ফাঁক পেলেই মা সবাই বেড়ে, যে যখন পায় সেই যে ধরে॥
কি দুঃখে এই দিন কাটাই মা, সে সব কথা বলি কারে।
আজ আমার কথা কেউ শুনে না, সবাই ঘুর্‌ছে লাভের তরে॥
এ সংসারে কত রকম, খেলা হচ্ছে অন্ধকারে।
তাতে লক্ষ্য কর্‌তে গেলে মা গো, ফলের ভাগী আমায় করে॥
হেথা ললিত এসে আগাগোড়া, দিন কাটাচ্ছে কর্ম্ম ক'রে।
তার লাভের মধ্যে এই হল মা, দিবারাত্র মর্‌ছে ঘুরে॥ ৮০২॥

প্রসাদ সুর

মন বোঝে না আপন দশা।
তার কর্ম্মে কেবল বাড়্‌ছে নেশা॥

এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তারা, হয়ে যাই যে দিশেহারা।
আবার হেথায় এম্নি কাজের ধারা, কেবল লক্ষ্য হয় যে ভাসা ভাসা॥
ভেবে আমি মরব' কত, মন যে ঘুর্‌ছে অবিরত;
সে যে কিছুতে নয় প্রতিহত, তার দিনে দিনে বাড়্‌ছে আশা॥
হেথা ভাব মেলে না ভেবে মরে, মন কাকে ধর্‌তে মা কাকে ধরে;
কিন্তু কেউ থাকে না শেষের তরে, আমার যে দিনে মা ভাঙ্গবে বাসা॥
লক্ষ্য নাই তার কোন দিকে, বেড়ায় সদাই ফাঁকে ফাঁকে;
মা তোর ললিত কেবল মলো বকে, তবু সব দিকে তুই হলি কসা॥ ৮০৩॥

প্রসাদি সুর।

ওমা কি খেলা দেখালি খেলে।
মা গো এম্‌নি খেল্‌বি কি শেষের কালে ॥
জগৎজুড়ে তোর খেলাতে, শান্তি নাই মা কোন মতে ;
ওমা হেথায় কেবল আস্‌তে যেতে, সদাই প্রাণে মলাম জ্বলে ॥
মাগো কর্ম্ম করি দিবানিশি, তুই সব করাস মা ঘরে বসি ;
আবার বাড়িয়ে মনে দ্বেষাদ্বেষি, ঘুরিয়ে ফেলিস গণ্ডগোলে ॥
অন্ধকারে জ্যোতির প্রকাশ, দেখিয়ে করিস্‌ আশার বিনাশ ;
আবার আঁধার করে করিস্‌ হতাশ, ডুবিয়ে রাখিস্‌ কর্ম্মফলে ॥
ললিত বলে কর্ম্ম ক'রে, রাখ্‌বে তোকে কে-মা ধ'রে ;
শেষ্‌ পারের দিনে কৃপা করে, দিস্‌ মা চরণ পারের ভেলা ॥ ৮০৪ ॥

প্রসাদি সুর।

যখন ভব পারের মা কাণ্ডারি।
তখন হক্‌ না মন তোর জীর্ণ তরী ॥
ভব সাগরের মাঝে সদাই, দেখ্‌তে পাবি তুফান ভারি।
কিন্তু মায়ে পোয়ে উঠলে নায়ে, হেলায় সেটা যাব তরি ॥
শেষেতে হয় বায়ুর অভাব, যাত্রাকালে এই ত স্বভাব,
ঘরে থাক্‌লে পরে মায়ের প্রভাব, সেই বায়ু হবে আজ্ঞাকারী ॥
প্রাণ ভ'রে মন বলে তারা নায়ে তোল স্বকর্ম্ম ভরা ;
কেবল হস্‌ না রে মন নয়ন হারা, দেখ্‌বি কেউ রবে না তরির অরি ॥
ললিত বলে মা মা ব'লে, উঠগে ছুটে মায়ের কোলে,
ও মন ভয় করিস না কোন কালে, তোর মা যে সর্ব্ব শুভঙ্করী ॥ ৮০৫ ॥

প্রসাদি সুর।

কাজ কি মা এ তুচ্ছ ধনে।
আমায় হেথায় এনে যে ধন দিলি,
সে সব থাক্‌বে শেষ্ মা ঘরের কোণে॥
পদে পদে বাড়িয়ে বিকার, আমায় ধ'রে হেথা রাখ্‌ছে টেনে।
মা এই তুচ্ছ ধনের লোভে পড়ে, আমি কাজ হারালাম এমন দিনে॥
ধন ধান্য রত্ন পেয়ে, অহংকার হয় মনে মনে।
ভুলে অহং তত্ত্ব মন উন্মত্ত, সে আর পরম তত্ত্ব খুঁজবে কেনে॥
গুরুর কৃপায় যে ধন আমি, পেয়েছিলাম কানে কানে।
হেথা পাঁচের উপর বাড়িয়ে মায়া, তাও ভুলে আছি মা সাধন বিনে॥
সদাই মায়ায় বাঁধা, চক্ষে ধাঁধাঁ, ঘুর্‌ছে ললিত জেনে শুনে।
এমন দিন কি হবে তারা, শেষ ছাড়বে এ সব তোর চরণ ধ্যানে॥৮০৬॥

প্রসাদি সুর।

ভয় কি রে কাল আসুক না রে।
যে জন মা চেনে না কাল বোঝে না, সেই যে এখন ভয়ে মরে॥
কালাকালের কর্ত্রী কালী, কালের জন্ম যার উদরে।
সেই কালের কাল যে মহাকাল, আছেন মায়ের পায়ে শবাকারে॥
ত্রিগুণা ত্রিমূর্ত্তি কালী, বরাভয় যার আছে করে।
তাঁর চরণ পদ্মে থাকলে লক্ষ্য, কাল কিছু কি কর্‌তে পারে॥
হৃদ্‌কমলে মায়ের উদয়, জ্যোতীর প্রকাশ অন্ধকারে।
সেইরূপ দেখে এই ললিত পাগল, ভয় খাবে সে কিসের তরে॥ ৮০৭

প্রসাদি সুর।

আর সংসারে মন ছাড়না নেশা।

একবার ভেবে দেখ্ তোর শেষের দশা॥

কর্ম্মফলের লোভে প'ড়ে, ভূতের বোঝা নিলি ঘাড়ে;

ওরে শেষে তোর সব নিল কেড়ে, কোথায় থাক্‌বে সকল আশা॥

এখন কর্ম্ম করিস্ মায়ার টানে, লাভের আশা মনে মনে;

কিন্তু কি হবে তোর শেষের দিনে, সেটায় লক্ষ্য কেবল ভাসা ভাসা॥

ফল ফলাবি কর্ম্ম ক'রে, সেটা হেথায় সহজ কিরে;

শেষ দেখ্‌বি হিসাব নিকাশ ক'রে, তখন এড়াবেনা রতি মাসা॥

ললিতের তুই শুন্‌লে কথা, তোর সমান হবে হেথা সেথা;

সদাই মায়ের নাম তুই করে স্মরণ, বুক ঠুকে মন থাকনা ব'সে॥ ৮০৮॥

প্রসাদি সুর।

আমি ব্রহ্মময়ীর আজ্ঞাকারী।

আর কাকেও হেথা ভয় কি করি॥

আমার কাছে শমন এলে, দেখাব তায় হৃদয় খুলে;

যদি তাতেও ধরতে চায় সে বলে, তখন মাকে বলে তার ভাঙ্গব জারি

আমার মা যে আছে জগৎ ঘেরে, তাঁর সবাই আপন ঘরে পরে;

ও মন তাঁকে যে আজ চিন্‌তে পারে, হেথা তারই থাকে বাহাদুরি॥

ঘরে ফিরে যাবার বেলা, ললিত যেন হস্ না ভোলা;

এখন সংসারের সব পেয়ে খেলা, করিস্ মিছে ধরাধরি॥ ৮০৯॥

প্রসাদি সুর।

আমার ভয় কি আছে শমন তোরে।

যে জন সংসারেতে মায়ায় বাঁধা, সেই আজ তোকে ভয় যে করে॥
যে দিন মায়া কেটে, ভবের ঘাটে, যেতে হবে পারের তরে।
সে দিন করিস্ জারি ধরাধরি, যত বাড়াবাড়ি তোর অন্ধকারে॥
হলে জ্যোতীর প্রকাশ হয় সর্ব্বনাশ, তোর পোরে না যে আশ পালাস্ দূরে।
তখন কেবা গণে কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এক মায়ের নাম রক্ষা করে সবারে॥
হয়ে মায়ের সন্তান ক'রে মাতৃপদধ্যান, হেলাতে এ ললিত যাবে রে পারে।
তার নাই অন্য আশা, কর্ম্মফলে নেশা, মায়ের শ্রীপদ ভরসায় এ দিন হরে॥৮১০॥

প্রসাদি সুর।

আমি নাতওয়ানি কাচ কাচিনা শমন।
আছে চোদ্দ পোয়া জমি তাতেই আছি আমি,
এখন সেইটী আমার আছে আপন॥

করিস্ দাগা দিয়ে, ভুখি পায়ে পায়ে, জেনে শুনে সবে ধরিস্ এখন।
আমি মায়ের আজ্ঞাকারী ভাঙ্গব তোর জারী, আমার কাছে তুই আস্‌বি যখন॥
হইয়া সংসারী যত কর্ম্ম করি, তার ফলের ভাগী আমি নইরে কখন।
আমার নাই যে ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি না তার মর্ম্ম, মায়ের আজ্ঞামত কর্ম্ম করি যে সাধন॥
যখন মা মা বলে ডেকে পাই মাকে বুকে, একাধারে সব পাই যে তখন।
হেথা সর্ব্ব কর্ম্মফল এই ললিতের সম্বল, সেই ব্রহ্মময়ী তারার যুগল চরণ॥৮১১॥

প্রসাদি সুর।

মা সং সাজালি আমায় কেনে।
আমি কি দোষ কর্‌লাম্ তোর চরণে ॥
মা কেন এখন ধরে আমায়, বাঁধ্‌লি মায়ায় সঙ্গোপনে।
আবার কালাকাল না বিচার ক'রে, মিছে কাজ সব করাস্ এনে ॥
সদাই ভ্রমে ফেলে আমায়, লোভ বাড়াস্ মা তুচ্ছ ধনে।
সেই ধন নিয়ে আজ কি হবে মা, যা যাবে না শেষ্ আমার সনে ॥
পাঁচের কাজে বেগার খেটে, নিজেই মাটি হলাম জেনে।
তবু স্থির হ'তে তুই দিস্ না যে মা, কেবল ধ'রে সদাই রাখিস্ টেনে ॥
ললিত বলে এই কি বিচার, করিস্ তুই মা জেনে শুনে।
আমার মা হ'য়ে তুই সব ভুলেছিস্, ব'সে আছিস্ কঠিন প্রাণে ॥ ৮১২ ॥

প্রসাদি সুর।

সংসার হল কর্ম্ম বাড়ি।
হেথা কাজ করার যে তাড়াতাড়ি ॥
এই সংসারেতে পাঁচজন এসে, বাস যে কর্‌ছে মিলে মিশে ;
আবার কাজ ফুরালে অবশেষে, হবে সবার যে শেষ ছাড়াছাড়ি ॥
সঙ্গ গুণে রঙ্গ বাড়ে, কত ভূতের বোঝা উঠে ঘাড়ে ;
কিন্তু দিন ফুরালে দিচ্ছে তেড়ে, কর্‌ছে কেবল কাড়াকাড়ি ॥
অন্ধকারে ঘুর্‌ছে সবাই, দায় পোয়াতে কেউ হেথা নাই ;
পেয়ে সকল দিকে বাধা সদাই, ঘরে ফিরে যায় গুড়ি গুড়ি ॥
এখন প'ড়ে পাঁচের মায়ার বসে, কান্নাকাটী বাড়ে শেষে ;
তাই ভাব্‌ছে এখন ললিত ব'সে, এর ফল যে ফল্‌বে গড়াগড়ি ॥ ৮১৩ ॥

প্রসাদি সুর।

ও মন আর কতকাল সাজ্‌বি ভোলা।
ওরে দেখ্‌না চেয়ে সব দিকে তোর, ক্রমে ফুরিয়ে যাচ্ছে কাজের বেলা ॥
এলি অনেক দিন ওরে অর্ব্বাচীন, ঘরে বসে বসে দেখ্‌লি মেলা।
ক্রমে বেড়ে গেল ঋণ এখন উপায় বিহীন, ওরে কিসে পার হবি শেষের বেলা ॥
তোর দিন গেল সুখে আমি মলাম বকে, তবু থামল না তোর সাধের খেলা।
তোকে ব'লে অবিরত বোঝাব বা কত, বোঝালে বুঝিস্‌ না এইত জ্বালা ॥
হেথা কর্‌লি যে সব কর্ম্ম, কিছু বুঝলি কি তার মর্ম্ম ;—
ওরে ফলগুলি তার থাক্‌বে তোলা।
শেষ পড়লে বিষম দায়, বলবি কি তোর মায়,
কেন এ ললিতকে এত করিস্‌ ছলা ॥৮১৪॥

প্রসাদি সুর।

কাল্‌কে আমার ভয় কি রে মন।
ওরে মায়ের কাছে ছুটে যাবি, যে দিন কাছে আসবে শমন ॥
কালাকালের কর্ত্রী কালী, কাল নিবারণ মায়ের চরণ।
ওরে মা মা ব'লে ডাকলে ছেলে, কাল কি করতে পারে শাসন ॥
সকল ভয়ে অভয় পাবি, মায়ের নাম তুই করলে সাধন।
সদা আপন ভাবে আপন জেনে, মায়ের তুইরে হবি আপন ॥
কর্ম্মযোগী হ'তে গিয়ে, ভোগ বাসনায় হস্‌না মগন।
হেথা থাক্‌তে কায়া বাড়ে মায়া, সেই মায়াতে জীব ভ্রান্ত এখন ॥
কর্ম্ম ক'রে বাড়িয়ে আশা, ফলের ভাগি হস্‌না এখন।
ওরে তা হলেই শেষ হেসে গিয়ে, ধর্‌বে ললিত মায়ের চরণ ॥ ৮১৫

প্রসাদি সুর।

ভ্রান্ত মন তুই ভাবিস কেনে।
সদা দিন কাটা মায়ের চরণ ধ্যানে ॥
মা মা ব'লে প্রাণপণে ডাকবি মাকে সঙ্গোপনে।
ওরে লোক দেখান করে পূজা, অহংকার তোর বাড়্‌বে মনে
ভাল মন্দ বিচার ক'রে, দেখতে হয় না আপন ঘরে ;
ও মন সমান যে সব ঘরে পরে, ভেবে দেখ্‌লে মিল্‌বে জ্ঞানে
কর্ম্ম কর্‌বি স্বার্থ ছেড়ে, মায়ের পায়ে থাক্‌বি পড়ে ;
ও মন নইলে পড়ে বিষম ঝড়ে, ডুবে মর্‌বি মায়ার টানে ॥
ললিত বলে মিছে কাজে, ভুলিস্‌ না মন এমন দিনে।
ওরে সকল কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, আছে মায়ের নাম সাধনে ॥ ৮১৬ ॥

প্রসাদি সুর।

আমায় ত্রাণ কর তারা ত্রিতাপ হারিণী।
আমি মায়ার তাড়নায় কাতর জননী ॥
আশা কুহকেতে করিছে ভ্রান্ত, স্বকর্ম্ম দোষে মা হল জ্ঞানান্ত ;
আমার যে দিনে এ দিনের হবে মা অন্ত, সে দিন কৃতান্ত এসে যে
ধরিবে তখনি ॥
কর্ম্মে বাধ্য হ'য়ে করি মা কর্ম্ম, যে কর্ম্ম করি তার বুঝিনা মর্ম্ম ;
সদা দেখি খুঁজে কিসে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, শেষে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকেনা ঈশানী ॥
ভিক্ষা করি মাগো তব শ্রীচরণ, হৃদয়েতে যেন পাই সর্ব্বক্ষণ ;
মা কবে এ ললিতে করিয়া আপন, কোলে তুলে এসে লবে মা আপনি ॥ ৮১৭ ॥

প্রসাদি সুর।

মায়ের শ্রীপাদ তরণী এই ভব তরঙ্গে।
কভু ভুলো নারে মন, করিবে স্মরণ,
মিছে ডুবোনারে এই সংসার রঙ্গে ॥
মায়ের পদ-নখরেতে সিতাংশু কিরণ, জবা বিল্বদলে শোভিত চরণ;
জীবের জীব ভাবে মা যে তারণ কারণ, রণে রিপু বিনাশিতে—
নাচেন ত্রিভঙ্গে ॥
যখন কর্ম্মফল আসি করিছে তাড়না, দিনে দিনে জীবের বাড়িছে যাতনা।
তখন যে করে মায়ের নামের সাধনা, তাকে বরাভয় দেন এই ভব আতঙ্কে ॥
সদা মুক্তি পথ আছে মায়ের চরণে, ঐ মুক্তি ভিক্ষা কভু করি না যে মনে,
করি যুক্তি করে ভিক্ষা থাকিব চরণে, সম্পদে বিপদে মা থাকিবে সঙ্গে ॥
মায়ার কুহকে বাড়িতেছে ঋণ, হয়ে আছি সদা ভব কর্ম্মাধীন;
হেথা স্বকর্ম্ম দোষে এই ললিত অতি হীন,—
একবার কৃপা ক'রে মা তায় হের অপাঙ্গে ॥ ৮১৮ ॥

প্রসাদি সুর।

আয় মা শিবে আয়না ঘরে।
আর সইব কত মা ঘরে পরে ॥
ছটা রিপু প্রবল হয়ে দিন কাটাচ্ছে আপন জোরে।
ওমা কার সাহসে সাহস বেঁধে, রাখ্‌ব' তাদের দমন ক'রে ॥
যেমন জানি তেম্নি ক'রে, প্রাণপণে মা ডাকি তোরে।
কিন্তু সদাই আমার দোষ ধ'রে মা, চরণ থেকে রাখিস্ দূরে ॥
আজ মায়াতে যে মোহিত ললিত, পড়ে আছে অন্ধকারে।
কবে এমন দিন তায় হবে তারা, সে উঠবে কোলে তোর চরণ ধরে ॥ ৮১৯ ॥

প্রসাদি সুর।

মা তোর খেলার কি শেষ হল না।
মা তুই কখন হোস নির্গুন আধার, আবার কখন তুই হস্ সগুনা॥
কর্ম্মেতে নিযুক্ত ক'রে, করাস জীবকে দিন গণনা।
যত যাচ্ছে এ দিন বাড়িয়ে মা ঋণ, কেবল ব'সে ব'সে দিস্ যাতনা॥
এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে, শান্তিভাবে তোর ঘোষণা।
কভু রন মাঝে রন সাজে, এলোকেশী দিক্‌বসনা॥
জীবের হৃদয়ে আনন্দ রূপা, সদানন্দে তুই মগনা।
আবার বর ও অভয় দিতে মা কভু, হয়েছিস্ তুই শবাসনা।
হেথা ভ্রান্তজীব যে মায়ায় ভুলে, ভুলেছে তোর নাম সাধনা।
আর অন্ধ করে রাখিস না মা, তোর ললিতের এই শেষ কামনা॥ ৮২০

প্রসাদি সুর।

একবার প্রাণ ভরে মন ডাক্‌রে মাকে।
আর বেড়াস্ না রে ফাঁকে ফাঁকে॥
মা আমার যে সর্ব্বরূপা, সর্ব্বময়ী সদাই এক।
ও মন সব দিকে তোর লক্ষ্য হ'লে, সব পাবি যে চ'কে চ'কে॥
মায়ায় সকল ভুলে এখন, লক্ষ্য কেবল পরের দিকে।
তারা শেষেতে তোর ছাড়্‌বে যে সব, তখন আপন বলে পাবি কাকে॥
ফলের আশায় কর্ম্ম ক'রে, ধর্‌তে যাস্ তুই যাকে তাকে।
মায়ের চরণ ধ্যানে সঙ্গোপনে, সব এক হবে তোর আপন বুকে॥
মা মা ব'লে ডাক্‌রে সদাই, ভয় কিরে তোর কালের পাকে।
ওরে কাল হবে জয় দূর হবে ভয়, বল্‌ছে ললিত ডেঁকে হেঁকে॥ ৮২১॥

প্রসাদি সুর।

ভাব মন শ্যামা নিরদ বরণী।
বসাও হৃদয় কমলে মায়ের চরণ দুখানি ॥
কালী কপালিনী কপাল ভরনা, নিত্যরূপা ঐ বামা শবাসনা;
মন ও রূপেতে সদা হওরে মগনা, কৃপাময়ী কৃপা করিবেন তখনি ॥
মুক্তকেশী মা ঐ জীবে মুক্তি দাত্রি, কাল নিবারিণী সর্ব্বকাল কর্ত্রী;
মন ভাবিলে ও পদ আপদ বিপদ, অনায়াসে দূর হইবে আপনি ॥
কর্ম্মফল জীবের মায়ের চরণ, তুচ্ছ মোক্ষ-পদ যে করে সাধন;
ভব ভবে কাতর কেনরে মোহন, মা মা বলে ডাক্ দিবস রজনী ॥ ৮২২ ॥

প্রসাদি সুর।

জয় কালী জয় কালী তারা।
ঐ নামে যে সর্ব্ব বিপদ-হরা ॥
অন্তরে বাহিরে হেরে, দেখনা মাকে সকল ঘরে;
ওমন বস্‌লে মায়ের চরণ ধরে, পাবি সদাই মায়ের স্নেহের ধারা।
কর্ম্ম ঋণে বদ্ধ হয়ে, দিন কাটাস্ মন সদাই ভয়ে;
ওমন এক হয়ে তুই মায়ে পোয়ে, প্রাণ ভরে বল তারা তারা ॥
অহংকারে হয়ে মত্ত কেন ভুলে আছিস্ পরম তত্ত্ব;
তোর ছল দেখে এই ললিত নিত্য, সব দিকেতে হল সারা ॥ ৮২৩

প্রসাদি সুর

মন ডাকনারে তুই তারা ব'লে।
আর মিছে কেন লক্ষ্য করে, বসে আছিস্ কর্ম্মফলে ॥
কর্ম্মে বাধ্য হলে পরে, মায়া এসে ধরবে তোরে;
তখন রক্ষা হবি কেমন করে সদাই যে মন মর্‌বি জ্বলে ॥

ঘুরছিস্ এখন আপন ঝোঁকে দিবারাত্র মরিস ব'কে ;
কিন্তু মায়া এখন করিস কাকে, শেষ কেউ থাকেনা দেখ্‌তে গেলে
জন্ম হতে কর্ম্মে বাঁধা, আপন কাজে সদাই বাধা ;
তাই চক্ষে মন তোর লাগ্‌ছে ধাঁধাঁ ওমন ভয়ে কাতর জলে স্থলে।
ললিত বলে সঙ্গোপনে, বস্‌গে গিয়ে মার চরণে ;
মায়ের আপন হ'লে শেষের দিনে, হেলাতে তাঁর উঠবি কোলে ॥ ৮২৪

প্রসাদি সুর।

আর অভয় দেমা অভয়া এসে।
ওমা ডুবিয়ে যেন দিস না শেষে ॥
ভব ভয় ভয়ে কাতর জীবন, কি হবে মা শেষে ভাবি সর্ব্বক্ষণ ;
আমার নয়নেতে আমি পেলে মা নয়ন, মায়ে পোয়ে সদাই থাকি মা মিশে ॥
কর্ম্ম ঋণে মা হইয়া বাধ্য, স্বকর্ম্ম সাধন হল অসাধ্য ;
ক্রমে সকল পথই হল মা বন্ধ, আর সইব কত মা হেথায় বসে ॥
এ দীন ললিতের নাহি মা কামনা; একবার হৃদয় আসনে আয় মা শবাশনা ;
এসে দূর করে দেমা এ ভব যাতনা, আর রাখিস না মা আশার আশে ॥ ৮২৫

প্রসাদি সুর।

ভাব মন সদা নীরদ বরনি।
কালী কপালিনী হর-মোহিনী ॥
মা যে তিমিরে তিমির হরা, ভয়ঙ্করা অশি-ধরা ;
হয়ে দানব দলনী তারা, সদা রিপু ভয়ে ভয়-হারিনী ॥

সংসার মায়াতে জলিছে কায়া, সর্ব্বমায়াময়ী শিবে মহামায়া ;
যদি পেতে চাস্ মন ঐ মায়ের পদ ছায়া, ভুলে আপনারে ভাব ভব-ভামিনী ॥
ঐ সদানন্দময়ী সদা অশান্ত, তাঁর পদযুগল ধ'রে কর মন-শান্ত ;
আর কাছে কি আসিতে পারে কৃতান্ত, শেষে মনমত ধন পাবে যে আপনি ॥
ঐ নিত্য রূপা বামা নৃকর বাসনা, রন মাঝে নাচেন হয়ে শবাশনা ;
এই দীন ললিতের ও পদ কামনা, তারে কৃপা কর এসে দীন জননী ॥ ৮২৬ ॥

প্রসাদি সুর।

আয় মা হৃদয়-আসনে তারা।
আমি হয়েছি মা পথ-হারা ॥
কোন পথে মা যাব কোথা, ভেবে ভেবেই মলাম হেথা ;
আমার দিনে দিনে বাড়্ছে ব্যথা, তাতেই যে মা হলাম সারা ॥
ফলের আশায় কর্ম্ম করি, তাতে কি মা বাহাদরি ;
ঘরের ছটা রিপু হয়ে অরি, বাঁধচে দিয়ে মায়ার ঘেরা ॥
কর্ম্ম ফলে কর্‌ব কিমা সকলেরই আছে সীমা ;
ওমা সকল দোষ তুই করে ক্ষমা, তোর ললিত কে দে নয়ন তারা ॥ ৮২৭

প্রসাদি সুর।

মাকে পৃথক ভাবিস না রে।
সেই মহামায়ার এমনি মায়া, সব পাবি যে একাধারে ॥
অব্যক্ত কি ব্যক্ত যাঁরা, সমভাবে আছেন তাঁরা ;
বল বদন ভরে তারা তারা, যদি ধর্‌তে এখন চাস্ রে তাঁরে ॥

পৃথক তত্ত্ব পৃথক সাজে, একেতেই মন সব বিরাজে;
আজ মায়াতে তুই হেথায় মজে, তাও দেখ্‌তে পাস্‌না অহংকারে ॥
এক বীজেতেই হয় যে পূজা, দ্বি-ভূজা আর চতুর্ভূজা;
মা যে নিজেই রাজা নিজেই প্রজা, সদাই বসে আছেন সহস্রারে ॥
মায়ে পোয়ে মিলন যেথা, সকল রূপই আছে সেথা;
সদা ভ্রমে পৃথক করে হেথা, ঘুরে মরিস অন্ধকারে ॥
ললিত মিলিয়ে দেখ্‌তে গেলে, পড়্‌বি নারে কোন গোলে;
মন আর কত তোর দিব ব'লে, বুঝে দেখ্‌না সকল ঠারে ঠারে ॥ ৮২৮

প্রসাদি সুর।

কর্ম্ম যে অসাধ্য তারা।

মিছে কর্ম্ম ক'রে দিন হারালাম, এখন হয়েছি মা দিশেহারা ॥
সাধ্য ও সাধনা মন যে বোঝে না, মিছে কেবল মনে আসিছে কামনা;
হেথা মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে পাই যে যাতনা, তার উপায় কি হবে মা শস্তুদারা ॥
আমি কর্ম্ম করি যত ঘুরে বেড়াই তত, তাই শ্রান্ত হয়ে ক্রমে হতেছি পতিত,
কবে ক'রে লবে আমায় তোমার মনের মত, আর দুঃখ দিয়ে মা গো
ক'রনা সারা ॥
ওমা সন্তান বৎসলে ডাকি মা মা বলে, কি দোষেতে আমায় আছ
মাগো ভুলে,
আর ভুলায়ে আমাকে রেখ না মা ছলে, দাও কৃপা করে স্নেহ সুধার ধারা ॥
হ'লে কর্ম্ম ফলাফল, জীবের সম্বল, ক্রমে ক্রমে সে যে হবে মা দুর্ব্বল;
মা এই দীন ললিত আজ ব'ঝেছে সকল,কেবল স্বকর্ম্ম দোষেতে নয়ন হারা ॥৮২৯॥

প্রসাদি সুর।

মাগো বল্‌তে গেলে বাজে প্রাণে।
তুই মা হয়ে মা ঠকিয়ে দিবি, সেটা সইতে পারব' কেনে॥
নিরন্তর মা খাটছি এসে, আমার কাজের শেষ না হবে শেষে;
কিন্তু শেষের দিনে যে যাব ভেসে, বলনা মা গো কি কারণে॥
ওমা তুই যে কর্ম্ম করাস ভবে, তার ফল গুলি সব সঙ্গে যাবে,
সেটার সৎ ও অসৎ দেখে তবে, আমার ভোগাভোগ না হবে কেনে॥
আমার যে দিনে মা আন্‌বে শমন, মা সেই দিনে কি দিবি চরণ;
নইলে কাল যে আমার করে শাসন, ধরে লয়ে যাবে সঙ্গোপনে॥
মা তোর ভবের খেলায় জগৎ ভোলা, তুই আপনি সেজে থাকিস্ কালা,
ওমা আরও কত তুই কর্‌বি ছলা, ললিত সইবে কত এ জীবনে॥ ৮৩০॥

প্রসাদি সুর।

আমার মন সরে না যেতে কাশী।
মা তোর চরণে পাই কৈবল্য রাশী॥
তীর্থে গেলে মুক্তি হবে, মুক্তির নই মা অভিলাষী।
মা তোর চরণে স্থান দিস্ যদি মা, তবে আনন্দ সাগরে ভাসি॥
কর্ম্ম ক'রে ফল দেখান সে সুখ আমি কোথায় পাব,
আমি কি আশায় মা তীর্থে যাব, হব গিয়ে তীর্থবাসী॥
মা মা বলে ঘরে বসে, ডাকব মা তোয় দিবানিশি।
আমি তাতেই সুখী তাতেই দুঃখি, হবে সুখ ও দুঃখের মেশামেশী।
তীর্থে গেলে দেখে শুনে, অহংকার হয় মনে মনে;
আমি ঘরে বসে তোর চরণ ধরে মা, দূর সে করব দ্বেষাদ্বেষি॥
ললিত বলে ভুলিস না মন, তোর আশা যেন হয় না বেশী।
দেখ্ তোর ঘরে বাইরে সমভাবে, আছে তোর মা সর্ব্বনাশী॥৮৩১॥

প্রসাদি সুর।

হেথা কেউ কি আমার আছে আপন।
ও মা সকলই যে মায়ার স্বপন॥
এই সংসারে সংসারে হয়ে, সকলকে মা ভাবি আপন।
সদাই সুখে দুঃখে ভ্রান্ত হ'য়ে, করি আমি এদিন যাপন॥
কোন্ কাজের কি ফল হবে মা, সেটা আমি ভাবি কখন।
কেবল আত্মসুখে সুখী হ'য়ে, পাঁচের কাছে সাজি কৃপন॥
আজ জ্ঞানে ও অজ্ঞানে তারা, ফলের জন্য করি যতন।
তাই লোভে প'ড়ে এ সংসারে, হারাই শেষ মা পরম রতন॥
এই কর্ম্মডুরি গলায় বেঁধে, ললিত কি সার বুঝ্‌বে কখন॥
হেথা দিন পেয়ে দিন হারিয়ে শেষে, আজও যেমন কালও তেমন॥ ৮৩২

প্রসাদি সুর।

জয় কালী জয় কৃষ্ণ তারা।
সদা পাঁচা পাঁচি করে হেথা, হস না রে মন দিশেহারা॥
কালা কালী কাল, করে জগৎ আলো, অন্তরে বাহিরে সকাল বিকাল,
যে দিন ঐ শ্রীপদেতে মন আপনি বিকালো, সেদিন সমভাবে
পাবে সুধার ধারা॥
মায়ার বশে কর্ম্ম, বুঝি না কি মর্ম্ম, সদা ভ্রমে পড়ে করি কতই কুকর্ম্ম;
যেদিন সমান হবে হেথা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, সেদিন ব্যক্ত ও অব্যক্ত
হয় একাকারা॥
যিনি পরম পিতা, তিনিই জগন্মাতা,—
তিনিই হন জীবের ধাতা ও বিধাতা;
ভ্রমে এ ললিত পেয়ে মনে ব্যথা,—
ভাবিতেছে সদাই মা নিরাকারা॥ ৮৩৩॥

প্রসাদি সুর।

মহামায়া তোর একি ধারা।
আমার বাড়িয়ে দিলি চক্ষের ধারা॥
মায়ায় বাঁধা চক্ষে ধাঁধা, ভেবে ভেবে হলাম সারা।
আমার স্বকর্ম্ম দোষেতে মাগো, কেবল চারিধারে বাড়্‌ছে ঘেরা॥
আগে পিছে কোন দিকেতে, লক্ষ্য করতে পাইনা তারা।
আমি যে বাঁধনে বাঁধা হেথা, কর্‌ছি তারই মধ্যে ঘোরা ফেরা॥
যত মা মা ব'লে ডাক্‌ছে ললিত, ততই ভ্রান্ত করিস তারা।
তোকে লক্ষ্য কর্‌তে গিয়ে দেখি, তুই সেজেছিস্ যে নিরাকারা॥ ৮৩৪

প্রসাদি সুর।

মা আছেন যে সকল ঘরে।
হেথা ভাবের অভাব হ'লে পরে, তাঁকে কি কেউ ধর্‌তে পারে॥
সংসারে সংসেজে সবাই, ধর্‌তে যায় যে যারে তারে।
হেথা এমন সময় নাই কারও যে, মাকে নেবে আপন ক'রে॥
মায়ায় বাঁধা চক্ষে ধাঁধা, ঘুর্‌ছে জগৎ অন্ধকারে।
ক'রে পরকে আপন দেখে স্বপন, ভ্রম যে বাড়্‌ছে অহংকারে॥
থাক্‌তে হেথা মা যে কোথা, কেউ খুঁজে কি দেখ্‌ছে তাঁরে।
সদা কর্ম্মফলে প্রাণ যে জ্বলে, তাই ভুলে থাক্‌ছে আপনারে॥
ললিত বলে মনের গোলে, গোল যত সব হয় বিকারে।
ধ'রে মায়ের চরণ কর্‌লে আপন, সব পাবি মন একাধারে॥ ৮৩৫॥

প্রসাদি সুর।

মা সব হারালাম অহংকারে।
হেথা ক্রমে ক্রমে সব গেল মা, এটা বোঝাই মন্‌কে কেমন করে॥
মায়ায় পড়ে মোহ বেড়ে, ঘুরে বেড়াই অন্ধকারে।
সেই আঁধার মাঝে কি পেলি মন, আজ সেইটে আমায় বুঝিয়ে দেরে॥
কর্ম্মডুরি গলায় বেঁধে, খেটে বেড়াই আমোদ ভরে।
কিন্তু কার তরে যে খাট্‌ছি হেথা, সেটা বোঝে না কেউ মায়ার ঘোরে॥
পাঁচ্‌কে পেয়ে আপন ভেবে, দিন কাটাই মা তাদের তরে।
কিন্তু এলাম একা যাব একা, সেই শেষের সঙ্গী পাব কারে॥
এই জগৎ হল মায়ার খেলা, সে মায়া কে কাট্‌তে পারে।
তাই ললিত ভোলা গেলে বেলা, শেষ দেখিস্ মা সব বিচার ক'রে॥ ৮৩৬

প্রসাদি সুর।

মন কেন তোর মায়া এত।
তুই ভাবিস্ কিরে অবিরত॥
যা লয়ে সংসারি হেথা, শেষে সে সব রবে কোথা,
আজ আপন ভেবে পাস্ যে ব্যথা, মন সেটা যে তোর অনুচিত॥
যা সব তোর আজ আছে আপন, সে সব কেবল মায়ার স্বপন;
তোর দেহটা তোর নয়রে আপন, সেটা বুঝে এখন কর বিহিত॥
কালের বশে কর্ম্ম ক'রে ডুবি হস্‌রে ঘরে পরে;
একবার দেখ্‌লি না মন বিচার ক'রে, তাই ফল ফলে তার বিপরীত
আছে পুত্র কন্যা বন্ধু জায়া, আজ সবাই আপন থাক্‌তে কায়া;
ও মন ভুলে এখন তাদের মায়া, হনা ব্রহ্মময়ীর পদাশ্রিত॥
ললিত বলে সঙ্গোপনে, ডাক্‌না মাকে আপন জেনে;
তাঁকে পূজা কর্‌বি মনে মনে, তবে হবি মায়ের মনের মত॥ ৮৩৭॥

প্রসাদি সুর।

আর বুঝেছি জননী তোমার খেলা।
তুমি ভাল সেজে দেখিয়ে ভাল, এই জগৎ কে মা করলে ভোলা॥
করি যত ডাকাডাকি, ততই তুমি দাও মা ফাঁকি,
হেথা দেখিয়ে কেবল ধনের ফাঁকি, তুমি কর গো আপনি কতই ছলা॥
রেখে আদি অন্ত অন্ধকারে, মিছে কর্ম্ম করাও এ সংসারে;
ওমা তোমার খেলা কে বুঝ্‌তে পারে, সব বল্‌তে গেলে তুমি সাজ মা কালা॥
ওমা শিবের কথা সত্য হলে, আমার ভয় হ'ত না কোন কালে;
তুমি সব যে আপনি থাক ভুলে, এই যে হ'য়েছে প্রধান জ্বালা॥
আমার স্বকর্ম্মের ফল করিলে তাড়না, আমাকে মা তখন কেউ যে দেখে না;
আবার মা হ'য়ে মা তুমি ডাকিলে শোননা,
কেবল জোর ক'রে মায়ায় বাঁধ মা গলা॥
ওমা আদি অন্তহীন সদা নির্ব্বিকার, এমনি মহিমা দেখিমা তোমার;
এই ললিতের কি মা লয়ে সব ভার,
তুমি কোলে লবে কি মা থাকিতে বেলা॥ ৮৩৮॥

প্রসাদি সুর।

সদা দুর্গা দুর্গা ব'লে মন জপনা।
হেথা দূর কর মন যম যাতনা॥
মা আমার যে সর্ব্বরূপা, সর্ব্বরূপে তাঁর সাধনা।
এই ব্রহ্মাণ্ড যে মায়ের মূর্ত্তি, এই জেনে মন কর ধারণা॥
আদি অন্ত নাই যে মায়ের, সম ভাবে হন গণনা।
ও মন এক ভাবে তাঁয় দেখতে গেলে, পূর্ণরূপ যে তাঁর পাবে না॥
কর্ম্ম ক'রে কর্ম্মফলে, পাবে মাকে মন ভেব না।
ও মন তাঁর কৃপা যে সর্ব্বজীবে, সেটার সীমা আর ক'র না॥

মা আমার মাতৃরূপা জগদ্ধাত্রী, এই ত্রিজগৎ যে তাঁর খেল্না।
আবার রাজ রাজেশ্বরীরূপে, পূর্ণ করেন সব কামনা॥
মা যে ধ্বংসকালে কালীরূপা, বাড়ে আপনি তাঁর যে কত ছলনা।
করেন একাই সৃজন পালন মারন, হেথা তাঁর খেলা যে কেউ বোঝে না
মায়ে পোয়ে মিলন হ'লে, সমে বিষম কভু হবে না।
তাই ললিত বলে সর্ব্বকালে, মায়ের নামটি মন ভুল না॥ ৮৩৯॥

প্রসাদি সুর।

মন করিস কি সুখের আশা।
একবার ভাব দেখি মন আপন দশা॥
সংসার নিয়ে মত্ত হ'য়ে, তাতেই মন তোর বাড়্ল নেশা।
তাই ভ্রমে পড়ে অন্ধ হয়ে, লক্ষ্য করিস ভাসা ভাসা॥
এলি যেমন যাবি তেমন, আপনার পক্ষে হলি কসা।
ওরে কোন্ দিনে তোর শমন এসে, ভাঙ্গবে তোর এই সাধের বাসা॥
এখন কর্ম্ম কর্‌তে গিয়ে, পড়েছিস্ যে বিষম দায়ে;
ওরে এ যাতনা সকল সয়ে, শেষ্ কামান পেতে মার্‌বি মোশা॥
ও মন কি কর্‌তে তুই এসেছিলি, হেথা কি তুই করে গেলি;
শেষ আপনার মাথা আপনি খেলি, ওরে মা তোর শুন্‌লে কর্‌বে গোসা॥
তাই তোকে আজ ললিত বলে, এখন ভুলিস্ নারে কথার ছলে;
তোর শেষের হিসাব নিকাশকালে, ওরে এড়াবেনা রতি মাসা॥ ৮৪০॥

প্রসাদি সুর।

কে বোঝে মা তোমার খেলা।
তুমি ঘটে পটে পাঁচরূপে মা, অঘটন যে ঘটাও মেলা॥
কভু হও পাঁচে এক, কভু একে পাঁচ, এম্নি মা গো তোমার ছলা।
কভু আনন্দরূপিনী ও মা জগৎজননী, কভু দেখায়ে আতঙ্ক কর মা ভোলা॥

মা তুমি হয়ে সর্ব্বাকারা সাজ নিরাকারা,
তোমার এই আকারের বিকার বুঝিবে কারা ;
সর্ব্বনয়নের তারা হয়ে সারাৎসারা,
সদা কর মা ভ্রান্ত এইত জ্বালা ॥
মা তোমার আদি অন্ত সকলি অনন্ত,
আসিছে কৃতান্ত করিতে ছলা।
মা গো তব শ্রীচরণ সেই শমন দমন,
একবার দেবে কি মা এখন ছাড়িয়া খেলা ॥
তোমার না পেয়ে সন্ধান সদা কাঁপে প্রাণ,
ত্রাণ কর শিবে থাকিতে বেলা।
হয়ে মায়াতে মোহিত সব হল বিপরীত,
তাই ডাকে মা ললিত আর সেজ না কালা ॥ ৮৪১ ॥

প্রসাদি সুর।

ওমা কালের শাসন সহিব কত।
আমায় ঘুরাও মিছে অবিরত ॥
তার নাই কালাকাল নাই মা বিচার, যখন পায় মা তখন ধরে ;
আজও এমন সাহস হল না আমার, যে তার কর্‌ব শাসন মনের মত ॥
তোমার নাম মাহাত্ম্য গান করে মা, দিন কাটাব দীনের মত।
কিন্তু কাজের ফেরে ঘুরে ফিরে, সব দিকে হই প্রতিহত ॥
অনন্ত যাতনা আছে মা হেথা, পেয়ে দারা সুতাসুত।
ওমা, তাদের মায়ায় সব ভুল হয়ে যায়, ক্রমে সব হয়ে যায় ভূতগত ॥
আজ এই কি মা তোর মায়ের মায়া,
মা দেখ্‌লি না তুই আপন সুত ;
আজ ললিতকে তোর ভুলে তারা,
তুই সব দিকে গোল কর্‌লি এত ॥ ৮৪২ ॥

প্রসাদি সুর।

যদি স্বকর্ম্মফল মা সঙ্গে যাবে।
তবে তোমায় ডেকে মা কি ফল হবে॥
তুমিই মা সব কর্ম্ম করাও, বিফলে মা ফল সবে দাও;
সদা এই ক'রে মা সবে ঠকাও, এত ঠকিয়ে বল মা কি শেষ্ পাবে॥
সংসারে মা এলাম যখন, কেউ কি সঙ্গে ছিল তখন;
হেথা ঘরে ঘরে দেখিয়ে স্বপন, কেবল মিছে লয়ে মন ভুলাবে॥
মায়ায় করে বশীভূত, বুঝ্‌তে দাও না হিতাহিত;
কিন্তু মন হলে মা প্রতিহত, কি করে সে মন বোঝাবে॥
মা এই ললিতকে কি এম্‌নি ক'রে, রাখবে চির অন্ধকারে:
আর নাও না মা তায় কোলে করে, আজও কি মা তায় ঠকাবে॥ ৮৪৩

প্রসাদি সুর।

আমায় ভয় কি দেখাবি যমের ভটা।
আজ ডেকে হেঁকে বল্‌ছি তোকে, আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা॥
কার্য্যকালে কাজের ভুলে, গোল বাধায় সব রিপু ছটা।
তাদের করে দমন কর্‌ব শাসন, ওরে তাতে কি তুই দিবি খোঁটা॥
এ দিন ফুরালে ধর্‌বি বলে, পথে আমার দিস্‌রে কাঁটা।
ওরে তোর কথা সব বল্‌লে মাকে, তুই কি থাক্‌তে পাবি গোটা॥
এই ললিত বলে দুর্গা ব'লে, আমার সকল দ্বার যে রাখব আঁটা।
শেষে মা মা ব'লে উঠে কোলে, ঘুচিয়ে দিব পারের লেঠা॥ ৮৪৪॥

প্রসাদি সুর।

ঐ যে নাচিছে রঙ্গে কাল কামিনী।
সদা আশব আবেশে উন্মাদিনী॥
মা পূর্ণরূপে অন্ধকারে, অরুণ কিরণ প্রকাশ ক'রে;
ঐ জ্যোতীর মাঝে শবোপরে, শোভিতেছেন নীলমণি

আদিকালে আন্ধাকারে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরে,
মা ত্রিগুণে তিন প্রসব ক'রে, কারণ জলে ভাসেন আপনি ॥
মায়ের মুখে মৃদু হাঁসি, ভালে বাল শশী,—
তিমির বিনাশে ঐ রণ-রঙ্গিণী।
হের মুক্ত কেশ পাশ, ঘেরেছে আকাশ—
করে কাল ভয়নাশ, ঐ কাল বারিণী ॥
সদা আনন্দে মগনা হইয়া নগ্‌না, শিবে শবাসনা শিব রূপিনী।
ঐ মায়ের শ্রীপদ যুগল জীবের সম্বল, অন্তে বরাভয় সবে দেন ঈশানী ॥
ঐ চতুর্ভূজা বামা, নব ঘন শ্যামা, সর্ব্বগুণ ধামা ভব-মোহিনী।
একবার কৃপা কর দীনে, তোমার এই মোহনে,—
এসে হৃদি পদ্মাসনে বস জননী ॥ ৮৪৫ ॥

প্রসাদি সুর।

যাব প্রবৃত্তি কি নিবৃত্তি পথে।
কিম্বা ঘুর্‌বো কি মা গো পথে পথে ॥
অন্ধজনে লক্ষহীনে, ঘুরে বেড়ায় সকল পথে।
আমায় চক্ষু দিয়ে মা কর্‌লি অন্ধ, আবার ছটা রিপুকে দিলি সাথে ॥
যখন করে তারা ধরাধরি, মিছে কাজে ঘুরে মরি ;
তখন মন যে হয় না আজ্ঞাকারী, আমার সব যে লুটে নিচ্ছে ভুতে ॥
নিবৃত্তী মার্গেতে তারা, ছুটে যায় মা মায়ার ঘেরা ;
কিন্তু খেটে খেটেই হলাম সারা, সদা অশান্তি মা খেতে শুতে ॥
কভু প্রবৃত্তি মার্গেতে গিয়ে, শেষে পর করে দেয় পরের দায়ে,
মা তোর ললিত কত থাক্‌বে সয়ে, সদাই পাঁচের বোঝা লয়ে মাথে ॥ ৮৪৬ ॥

প্রসাদি সুর।

দেখি কোন' পথ নয় সুগম তারা।
তাই হয়েছি মা দিশে হারা॥
পাঁচ জনে পাঁচ দিকে টেনে, ধরে রাখতে চাইছে তারা।
হেথা সবাই মিলে শাসন ক'রে—আমাকে যে কর্‌লে সারা॥
ভাল ক'রে দেখ্‌তে গেলে, হয়ে যাই মা নয়ন হারা।
এই গণ্ডগোলের মাঝে ফেলে মা, তুই হ'য়ে রইলি নিরাকারা॥
কেন নিরানন্দ সব দিকে মা, এটা বুঝিয়ে আমায় দেবে কারা।
আমি যাকে ধরি সেই জানে না, কেবল ভুল ধরে যায় আগাগোড়া॥
আমি ভেবে ভেবে মলাম শিবে, কিসে কাট্‌ব মা সব মায়ার ঘেরা।
তোর ললিতকে কি এই করে মা, রাখ্‌বি এই সংসারে পোরা॥ ৮৪৭

প্রসাদি সুর।

কাজ কি মা সামান্য পদে।
তাতে বিঘ্ন আছে পদে পদে॥
সকল মা অনিত্য লয়ে, কত মা গো থাক্‌ব সয়ে;
আমার প্রাণ গেল যে ভয়ে ভয়ে, তাই সদাই মলাম কেঁদে কেঁদে॥
নিত্য রেখে সব অন্ধকারে, আমায় করেছিস্‌ মা ভব ঘুরে,
আমার দুঃখের কথা বলি কারে, সব গোল হল মা ভেদাভেদে॥
একা এলাম একা যাব, আমার শেষের সঙ্গী কাকে পাব;
যদি আপনার মাথা আপনি খাব, কেবল বাঁধা থাক্‌ব পরের জেদে॥
তোর ললিতকে মা কৃপা করে, তুলে নে মা কোলে ক'রে,
আর রাখিস্‌ না মা পরে পরে, সে যে ডাক্‌ছে মা তোয় বিষম খেদে॥ ৮৪৮॥

প্রসাদি সুর।

মার স্নেহের হেথা কম কি আছে।
সদাই কোটার উপর কোটায় বসে,
দেখছেন মা সব আগে পাছে॥

মা যে জন্মের আগে আহার যোগান, জন্মান্তরে সকল দেখান ;
ধ'রে রিপু বধের তরে কৃপান, রাখেন মহা কাল্‌কে পায়ের কাছে ॥
যত এখন করি কর্ম্ম, তার বুঝি না যে কোন মর্ম্ম ;
মা আমার বিচার করে ধর্ম্মাধর্ম্ম—সব যে লন মা বেছে বেছে ॥
হেথা ক'রে কেবল দিন গণনা, আজ ভুলে আছি নাম সাধনা ;
মা ললিতকে আর ভুলায়ো না, তাকে দেখিয়ে দাও শেষ্ সকল মিছে ॥ ৮৪৯

প্রসাদি সুর।

আমি পাপের পাপী নই মা তারা।
আমার মন জানে সব আগাগোড়া ॥
ছটা রিপু সঙ্গী হয়ে, সঙ্গদোষে কর্‌লে সারা।
ওমা তারাই আমার সব খেয়ে আজ, কর্‌লে আমায় দিশেহারা ॥
ভবের আদি অন্ত দেখ্‌তে গেলে, দেখি মা তুই নিরাকারা।
সবাই এসে একা আছে একা, শেষের সঙ্গী হতে চাইবে কারা ॥
জ্ঞানে ও অজ্ঞানে শিবে, বাড়্‌ছে কেবল পাপের ভরা।
কিন্তু শেষে আমায় কর্‌বি দুষি, ওমা মা হয়ে তোর একি ধারা ॥
খেটে খেটে ওমা তারা, ক্রমে হলাম জীর্ণ জরা।
আজও তোর ললিতকে দেখ্‌লি না মা, একবার কেটে দে মা
মায়ার ঘেরা ॥ ৮৫০ ॥

প্রসাদি সুর।

আমি দিন কাটাই মা তোর সাহসে।
কেন চুপ করে মা আছিস্ ব'সে ॥
আমার আদি অন্ত মিলন ক'রে, একবার দেখ্‌না মাগো আপনি এসে
আমার কাজের কিছুই ফল হবে না, আমার মন যে মা গো সর্ব্বনেশে ॥

আমার মনের সঙ্গী ছটা রিপু, আছে তারাই যে মা কাছে ঘেঁসে।
আমি তাদের তরে সব হারালাম, তারাই নিলে মা সব মিলে মিশে ॥
আমার কেউ যে আপন নয় মা হেথা,
কোলে টান্‌তে গেলে সবাই হাঁসে।
কিন্তু কাজের সময় কাজ নিতে মা,
কত ভোলায় আমায় মিষ্টভাসে ॥
তোর ললিত কি মা চির দিনই, থাকবে মিছে আশার আশে।
তাকে কোলে তুলে লয়ে মা গো, আর নিয়ে চ তার আপন বাসে ॥ ৮৫১

প্রসাদি সুর।

আর ফেলিস্ না মা, গণ্ডগোলে।
আমি গুরুর আজ্ঞা পালন ক'রে, পথ ধরে মা যাচ্ছি চলে ॥
গুরু যে ধন সঙ্গোপনে, দিয়ে ছিলেন কানে কানে ;
সেটা হারাচ্ছি মা সাধন বিনে, সব ভুলে যাই মা তোমার ছলে ॥
আত্মজনে দিয়ে তাড়া, ক'রে দেয় মা দিশেহারা,
তাই ভেবে ভেবে হই মা সারা, আমার কি হবে এই দিন ফুরালে ॥
কভু মনেতে মা বেড়ে সন্দ, পাঁচ নিয়ে মা বাড়ায় দ্বন্দ্ব,
অম্নি সব দিকে মা হয়ে মন্দ, আমায় ডুবিয়ে দেয় মা কর্ম্মফলে ॥
হেথা এনেছিস্ মা করতে খেলা, কিন্তু শিক্ষা মা গো দিলি মেলা,
কেন ললিতকে তোর ক'রে ভোলা, ওমা এমন ক'রে আছিস্ ভুলে ॥ ৮৫২ ॥

প্রসাদি সুর।

মা আমার দিন যে যাচ্ছে ভয়ে ভয়ে।
আমায় ফেলেছিস্ মা বিষম দায়ে ॥
হেথা পাঁচ নিয়ে মা পাঁচাপাঁচি, তার পেঁচে পড়ে কতই বাঁচি ;
হেথা করতে গেলে বাছাবাছি, অম্নি দেয় যে মা গো মাথা খেয়ে ॥

হেথা নিরানন্দ সকল ঘরে, সদাই দেখ্‌তে পাই মা ঘরে পরে ;
যে জন থাকে মা গো একটা ধ'রে, তাকে গোলে ফেলে মা পায়ে পায়ে ॥
দেখি ডাকাডাকি সকল ফাঁকি, মেলে না মা শেষের বাকি ;
একবার হলে মা গো চকোচকি, হেথা থাকৃতে পারি মা সকল সয়ে ॥
আমার দিন যে যাচ্ছে মিছে কাজে, সদাই মর্‌ছি ঘুরে কত সাজে ;
আজ ভাঙ্গলে হাঁড়ি হাটের মাঝে, আর ললিতকে কি রাখ্‌বি পায়ে ॥ ৮৫৩ ॥

প্রসাদি সুর।

আর কেন মা কর ভোলা।
তুমি অন্তরেতে বসে থেকে, কেবল দেখ্‌ছ মা সব মনের খেলা ॥
আমি সদা কর্ম্মহীন, আমার কিসে যাবে ঋণ,
এই ঋণের দায়ে বাড়ে প্রাণের জ্বালা।
তুমি থেকে মা গো ঘরে, কি ডুবাবে আমারে,
একবার দেখ কৃপা করে আর ক'রো না হেলা ॥
আমার নাই মা কোন জ্ঞান, সদা কম্মতার প্রমাণ,
তোমার করিতে সন্ধান বাড়ে মা ছলা।
একবার হেরে মা অপাঙ্গে, এই সংসার তরঙ্গে,
সকল স্বপ্নের ভঙ্গে, দিও চরণ ভেলা ॥
আমার নাই মা আদি অন্ত, আমায় করেছ অনন্ত,
কাছে আসিলে কৃতান্ত, মা গো সেজ না কালা।
মা গো কিসে হবে হিতাহিত, কিছু বোঝে না ললিত,
যা হয় কর মা বিহিত, তার শেষের বেলা ॥ ৮৫৪ ॥

প্রসাদি সুর।

আরও কতকাল কর্‌বি খেলা।
ও মন চেয়ে দেখ্‌ কত হয়েছে বেলা ॥

তিমির মাঝারে সদা ঘুরে ফিরে—
আর বুঝ্‌বি কেমন করে, কত যেতেছে বেলা।
হয়ে মায়াতে মোহিত, মন ভুলে হিতাহিত,
তাই হতেছিস্‌ পতিত, সবে করিছে হেলা ॥
মন বোঝালে বোঝনা, বলিলে শোননা,—
কর্ম্মে ফল যে হল না, কেবল বাড়িছে ছলা।
এটা বুঝে এখন আর, হলে নির্ব্বিকার,—
আজ হ'ত প্রতিকার, সব ঘুচিত জ্বালা ॥
এই সংসার তরঙ্গ, মায়ার আতঙ্গ,—
করিতেছে ব্যঙ্গ, ললিতের বেলা।
কবে ছেড়ে সব ভার, মন ভুলিবে অসার,—
আর না পেলে নিস্তার, শেষ হবে যে ভোলা ॥ ৮৫৫ ॥

প্রসাদি সুর।

মন ভুলেছে মা মায়ার বশে।
তাই ডেকে ডেকে মলাম এত, তার ফল ফলে না অবশেষে ॥
কর্ম্ম করে ঘুরে ফিরে, হয়েছি মা ভবঘুরে ;
আমার প্রাণের কথা বলি কারে,
আজ কেউ কি মা গো শুন্‌বে এসে ॥
আপন কর্ম্ম আপন অরি, আমি দুষি মা আজ কারে করি ;
সদা ভয়েতে মা ভেবে মরি, আজও কাজের তবু হয়না নিশে ॥
ক্রমে কর্ম্ম করা হল যে ভার, দেখি চারিদিকে মা অন্ধকার ;
আজ কি করি তার প্রতিকার, ক্রমে পথ হারালাম আপন দোষে ॥
তোর ললিত কে মা করে করুনা, পদে স্থান দেনা মা শবাসনা ;
তার ঘুচিয়ে দে মা আনাগোনা, কেন স্থির হয়ে তুই আছিস্‌ বসে ॥ ৮৫৬

প্রসাদি সুর।

আর করিস্ না মা এত ছলা।
তুই ঘটে পটে সমান করে, গোল করিস্ শেষ্ কাজের বেলা॥
কর্ম্মে বাধ্য সাধ্যাসাধ্য, তোর হাতে সব কর্‌ছে খেলা।
ওমা একেতে সব শেষ মিশায়ে, দেখাস্ কেবল পাঁচের মেলা॥
অজ্ঞানির কি জ্ঞান হবে মা, অন্ধের সমান রাত্র-বেলা।
তবু মন বোঝে না কাজ ছাড়ে না, এই হল মা প্রধান জ্বালা॥
বুঝিয়ে বল্‌তে গেলে ললিত, আপনি সেজে বসিস্ কালা।
এখন তুই কৃপা না কর্‌লে মা গো, শেষ্ সবাই করবে অবহেলা॥ ৮৫৭॥

প্রসাদি সুর।

কে বুঝ্‌বে মা গো তোর কি খেলা।
কভু ত্রিগুণে তুই হস্ সগুণা, আবার নির্গুণা হস্ কাজের বেলা॥
হেথা অনিত্য যে পরম তত্ত্ব, কেউ দেখ্‌তে পায় না কোন্‌টা সত্য;
কেবল পাঁচ নিয়ে মন হ'য়ে মত্ত, তার সদাই কেবল বাড়্‌ছে ছলা॥
সদা অন্ধকারে করে ভ্রমণ, কেউ বুঝ্‌লে না মা কার্য্যাকারণ;
তাই সংসারে হয় এত শাসন, সেটা বুঝ্‌তে দিস্ না এইত জ্বালা॥
শেষে আদি অন্ত সমান হ'লে, আর ভয় কি মা গো কর্ম্মফলে,
তাই তোকে মা তোর ললিত বলে, কেবল মিছে মায়ায় হলাম ভোলা॥ ৮৫৮॥

প্রসাদি সুর।

নাচে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গে রণ রঙ্গিণী।
ঐ যে নবীন নীরদ বরণা কামিনী॥
কালী কপালিনী কপাল ভরনা, মৃদু মৃদু হাসেন হয়ে শবাসনা;
ঐ যে জীবে বরাভয় দিতে ত্রিনয়না, নাচিতে নাচিতে ভ্রমেণ ঈশানী।

শ্রীপদ নখরে চমকে চপলা, কটিতে নৃকর গলে মুণ্ডমালা ;
কিবা বদন করালা শিশু শশী ভালা, হেরিয়া কিরূপে ওরূপ বাখানি ॥
মোহ অন্ধকারে ওরূপ দেখায় কাল,
মনোময়ী হলে জগৎ করে আলো ;
হেথা বিপদে সম্পদে সব যে হবে ভাল,
যে দিন হবেন এসে দীন হৃদয় বাসিনী ॥
কালা কাল কর্ত্রী কাল শাসনে, সবে পেতেছে শান্তি—
ওরূপ স্মরণে ;
ললিত ও রূপের মর্ম্ম বুঝিবে কেমনে—
মায়ায় ভ্রান্ত সে যে আপনা আপনি ॥ ৮৫৯ ॥

প্রসাদি সুর ।

ভবের ভাব দেখে মা ভাবনা এত ।
তবু ভাব মেলে না অবিরত ॥
ভাবে ভাবে চল্‌ছে জগৎ, দেখ্‌ছে হেথা শত শত ।
হয়ে ভাবের অভাব মনমত ভাব, কিছুই হয় না মনের মত ॥
এই জগৎ হ'ল ভাবের খেলা, হয়ে ভোলা দেখ ছে যত ।
কিন্তু এমনি স্বভাব হলেও অভাব, সব হতেছে মা ভূতগত ॥
কর্ম্ম ধর্ম্ম সমান ভাবে, ঘুর্‌ছে হেথা অবিরত ।
কিন্তু মায়ার ভ্রমে পড়ে ভ্রমে, মন যে হয় না কর্ম্মে রত ॥
তোর ললিত মা আর এম্নি করে, কর্ম্মভোগ মা কর্‌বে কত ।
সে সব দিকে মা অভাব দেখে, হচ্ছে সদাই প্রতিহত ॥ ৮৬০ ॥

প্রসাদি সুর ।

ওমা তুমি কি মা সেই কালিকে, রণে বধেছিলে সুর রিপুগণে ।
ওমা ছটা রিপু ঘরের ভিতর, বারেক লক্ষ্য কর মা নয়ন কোণে

তোমার ডাকিনী, যোগিনী কোথা, একবার ডাক না মা তাদের হেথা ;
ওমা দূর করে সন্তানের ব্যথা, তারে দাও না মা স্থান শ্রীচরণে ॥
একবার ধর না মা তীক্ষ্ণ অসি, কাট মোহ রিপুরাশী ;
আর হইও না মা সর্ব্বনাশী, একবার অভয় দাও মা এমন দিনে ॥
মা তোমাকে আর ডাক্‌ব কত, সদা মায়াতে মন প্রতিহত ;
যদি না দেখ মা আপন সুত, তবে মা বলে মা ডাক্‌ব কেনে ॥
মা গো ও পদের আশ্রিত হয়ে, পড়ে থাক্‌ব কি এই বিষম দায়ে ;
তোমায় ডাক্‌লে ললিত কালের ভয়ে, যেন নিও মাগো কোলে টেনে ॥ ৮৬১ ॥

প্রসাদি সুর।

মা তোর মা হওয়া নয় কথার কথা।
যদি দেখ্‌বে না সন্তানের ব্যথা ॥
আপদে বিপদে দেখে, সদাই রক্ষা করেন মাতা।
কিন্তু এম্‌নি মা তুই হলি কঠিন, যে তুই দেখ্‌লি না তোর পুত্র কোথা
মা মা ব'লে ডাক্‌লে ছেলে, মা কি থাকতে পারে ভুলে ;
কিন্তু ফেলে মা এই গণ্ডগোলে, সব ভুলিয়ে দিলি মা এনে হেথা ॥
আজ মা তোর জোরে এ সংসারে,
বাপের কাছেও থাকব জোরে ;
কিন্তু এম্‌নি বাঁধ্‌লি মায়ার ডোরে,
কেবল ঘুরে ঘুরে মলাম বৃথা ॥
এই খেলার ঘরে করে খেলা,
ক্রমে কাটল মা ললিতের বেলা ;
একবার দয়া করে ছাড়্‌ মা ছলা,
আমার সমান কর মা হেথা সেথা ॥ ৮৬২ ॥

প্রসাদি স্থর।

আর সইব কত বল মা তারা।
হলাম জ্ঞান হারিয়ে দিশেহারা॥
আমি লক্ষ্য ক'রে তোর চরণে, পড়ে আছি এমন দিনে;
তবু কেন মা তুই কঠিন প্রাণে, আমায় দুঃখ দিস্ মা আগাগোড়া॥
মায়া আশা আপনি এসে, ধরেছে মা আমার কেশে;
আমার কি হবে মা এই দিনের শেষে, তাই ভেবে ভেবে হলাম সারা॥
রাখিস্ আদি অন্ত অন্ধকারে, মধ্যে দিস্ সব প্রকাশ ক'রে;
তোর খেলা কে মা বুঝ্‌তে পারে, দেখি সব কাজই তোর ছলে পোরা॥
তোর ললিতের মা কর্ম্ম যেমন, ভোগাভোগ তার হচ্ছে তেমন;
মা গো একবার কি তায় দিয়ে চরণ, তার কাটবি কি সব মায়ার ঘেরা॥ ৮৬৩

প্রসাদি স্থর।

ওমা তুমি কি মা সেই কালিকে, একবার বধে ছিলে স্থর রিপুগণে,
এখন ছটা রিপু প্রবল দেহে, বারেক দেখনা মা নয়ন কোণে॥
আদি অন্ত সমান ভাবে, মিলন হচ্ছে পঞ্চভাবে;
ওমা একভাবে সব আছে ভবে, তবে লক্ষ্য তোমার হয় না কেনে॥
কর্ম্মফলে ক'রে বাধ্য, স্নেহের পথ মা করলে রুদ্ধ;
এখন মায়ায় আমি হয়ে বদ্ধ, তোমায় ধর্‌তে কি মা পারব চিনে॥
এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে, কত সাজে বেড়াই সেজে;
সব বল্‌তে গেলে প্রাণে বাজে, কত বল্‌ব মা গো এমন দিনে॥
যা তোমার কর্ম্ম তুমিই জান, কেবল দুঃখ দিতে হেথায় আন;
তোমার ললিত কে মা ভোলাও কেন, তাকে একবারও কি হয় না মনে॥ ৮৬৪।

প্রসাদি সুর।

আমায় সংসারী মা কর্‌লি বটে।
কিন্তু বাঁধ্‌লি কেন আটে কাটে ॥
আমি এলাম একা যাব একা, কেবল মধ্যে করে রাখ্‌লি খুঁটে।
আমার দিন মজুরী দিনের কড়ি, নিলে পাঁচ ভূতে সব লুটে পেটে ॥
দিয়ে কালের শাসন হলি কৃপণ, কেন ভুল্‌লি মা সব মায়া কেটে।
শেষে হব তারা দিশেহারা, যখন কাল এসে মা ধর্‌বে জটে ॥
সদাই দেখিয়ে স্বপন কর্‌ছে শাসন, রিপুছটা সবাই জুটে।
তারা স্বভাবে সব থাকতে পেলে, আমায় নেবে টেনে আপন কোটে ॥
তোর দেখা পেলে তোর ছেলে মা, তোর চরণ ধরে বস্‌ত এঁটে।
কিন্তু তোর ললিতের এম্নি কপাল, যে পাওয়া ধন সব যায় মা ছুটে ॥ ৮৬৫

প্রসাদি সুর।

কত কেঁদে কেঁদে মর্‌ব ঘুরে।
আমার মনের মতন হয়ে আপন, কেউ রবে না মা এ সংসারে ॥
আমি আত্মহারা হ'য়ে সদাই, পড়ে আছি অন্ধকারে।
সদাই দেখিয়ে স্বপন করে শাসন, সবাই ধরে রাখ্‌ছে মায়ার ঘোরে ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তারা, রয়েছে যে একাধারে।
কিন্তু লক্ষ্য বিনা সব হল গোল, তাই মন কাকে ধর্‌তে কাকে ধরে ॥
তুই মা হয়ে মা সব ভুলালি, এই দুঃখ ললিত বলবে কারে।
মা এত নিদয়া হয়ে দয়াময়ী নাম, ধরিস্‌ মা তুই কোন বিচারে ॥ ৮৬৬ ॥

প্রসাদি সুর।

মা তোমায় দয়াময়ী কেন বলে।
যদি অকৃতি সন্তানে তারা, কোলে হতে দাও মা ফেলে ॥

তুমি নিজে মা পাষাণের সুতা, হয়েছ মা জগন্মাতা ;
যদি না বোঝ সন্তানের ব্যথা, তবে কি হবে সব তোমায় ব'লে ॥
ওমা ঘরে ব'সে করাও কর্ম্ম, বিচার কর ধর্ম্মাধর্ম্ম ;
তোমার কর্ম্মের কি মা বুঝব মর্ম্ম, সদা দুঃখ দাও মা কতই ছলে ॥
আমি মা মা ব'লে ডাকি যত, তুমি কঠিন হয়ে থাক তত ;
আমায় ক'রে মা গো মর্ম্মাহত, তোমার কর্ম্মের এই মা ফল ফলালে ॥
ছটা রিপু দিয়ে ঘরে, ওমা সব রেখেছ পরে পরে ;
তোমায় কেমন ক'রে রাখ্‌বে ধ'রে, আমি ধরতে গেলে ফেল গোলে ॥
আমায় বেঁধেছ যে দিয়ে মায়া, সেটা ছাড়্‌বে কি মা থাকতে কায়া ;
তুমি এখন না মা করলে দয়া, ওমা দেখ্‌বে কি শেষ ললিত ম'লে ॥ ৮৬৭ ॥

প্রসাদি সুর।

কেন তোকে আমি ডাক্‌ব তারা।
মা তুই হয়েছিস কি দিশে হারা ॥
সংসারে সংসারী ক'রে করতে কি আজ চাস্ মা সারা।
হয়ে তোর যে সন্তান, নাই পরিত্রাণ, এই কি মা গো মায়ের ধারা ॥
জগতে যার নাম রটেছে, তার কেটেছে মা আগাগোড়া।
ওমা মিছে কাজে কত সাজে, তাকে পাঁচকে দিতে হয় মা ধরা ॥
তুই মা হয়ে মা আপন ছেলে, না দেখে হস্ নিরাকারা।
তোকে খুঁজতে গেলে খুঁজে খুঁজেই, হতে হবে মা জীর্ণ জরা ॥
তোকে ডাকলে তবে দেখ্‌তে পাবি, আছে এই কথা যে শাস্ত্রে পোরা।
আজ শাস্ত্রে দেখে কাজ করতে গিয়ে মা, কত করছে ললিত ঘোরাফেরা ॥ ৮৬৮ ॥

প্রসাদি সুর।

আমার কালের ভয়ে ভয় কি আছে।
আমার মা যে সদাই আছে কাছে॥
আমার আঁধার ঘরে অন্ধকারে, মা বলে আছেন নির্ব্বিকারে;
তাঁকে দেখতে পার্‌লে আপন ক'রে, মন যে অভয় পাবি আগে পাছে॥
কার্য্যকালে কর্ম্ম যত, মন হতেছে সব প্রতিহত;
তাই দুঃখ বাড়্‌ছে অবিরত, তুই সাবধান হতে চাস যে মিছে॥
মন ফলের ভাগী হ'তে গিয়ে, পড়্‌ছিস্ কেবল মিছে দায়ে;
ওরে সংসারে সব থাক্‌না সয়ে, মা তোর ঘরেতেই যে সব দিয়েছে॥
ঢুকিয়ে ললিত কে তুই গণ্ড গোলে, হেথা সদাই তার প্রাণ যাচ্ছে জ্বলে;
দেখনা আপন ঘরের কপাট খুলে, সেথা ধর্ম্ম কর্ম্ম সব এক হয়েছে॥ ৮৬৯

প্রসাদি সুর।

ওরে ভয় কি আমায় দেখাবি শমন।
আমি মায়ের ছেলে জয় দুর্গা বলে, উঠব মায়ের কোলে হয়ে আপন॥
স্নেহময়ী মা যে আমার, দয়ায় সদাই পূর্ণ তাঁর মন।
তিনি নন্‌রে ভোলা দিয়ে ভবের খেলা, অপর কাজে রত এখন॥
ছেলে পড়্‌লে দায়ে মায়ে পোয়ে, আপনা হতে হয় যে মিলন।
তখন ধর্‌তে কি আর পার্‌বি আমায়, আমার ভাঙ্গবে যে সব মায়ার স্বপন॥
তুই ধর্‌তে এলে মাকে দিব বলে, তখন দেখ্‌বি তোর কি হয়রে শাসন।
আজ তুই কর্ম্মফলের ফল দেখাবি, ওরে মা যে সকল কার্য্যকারণ॥
ওরে ঘরে ঘরে দেখ্‌না ঘুরে, সন্তানে মা বিরূপ কখন।
তাই ডেকে হেঁকে বল্‌ছে ললিত, আমি জানি আমার মা যে কেমন॥ ৮৭০॥

প্রসাদি সুর।

মন কি নিয়ে আজ তুই ভুলেছিস্।
হেথা যা দেখিস মন সকল মিছে, তাতে কি তুই সুখ পেয়েছিস্॥
আত্ম বসে আত্ম-হারা, হেথা সর্ব্বময়ী আছেন তারা;
তোর চারি ধারে মায়ার ঘেরা, সেটা চেয়ে মন তুই কি দেখেছিস্॥
নিরাকারা ভেবে মাকে, মিছে মরিস বকে বকে;
একবার দেখে নেনা চোকে চোকে, তুই অন্ধ নইলে দেখতে পেতিস্॥
এলি যখন ছিলি অজ্ঞান, তোর এখনও কি হয়েছে জ্ঞান;
আজ না ক'রে তার কোন সন্ধান, যা দেখেছিস তাই শিখেছিস॥
মত্ত হলি কর্ম্ম ফলে আপন কর্ম্ম রইলি ভুলে;
তাই সদাই যেমন মরিস জ্বলে, সব পরকে আপন তাই করেছিস॥
ললিতের এই সন্ধ্যা বেলা, ছেড়ে দে মন সকল খেলা;
ওরে এত দিন তুই সেজে কালা, অনেক ভোগ যে তুই ভুগেছিস॥ ৮৭১॥

প্রসাদি সুর।

দেখনা নবীন নিরদ বরনী তারা।
মাকে ভাবিস নারে নিরাকারা॥
আকাশেতে ঘন ঘটা, মায়ের ঐ যে রূপের ছটা;
তুই না দেখে যে বাধিয়ে লেঠা হ'য়েছিস যে দিশে হারা॥
ঐ চকিত চমকে সৌদামিনী, মা যে আমার মৃদুহাসিনী;
হ'য়ে হর-হৃদি বিহারিনী, মায়ের গভীর নাদেতে কাঁপিছে ধরা॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তারা, মায়ের রূপেতে এই ভূবন ভরা;
মন মিছে মায়ায় নয়ন হারা, সব না বুঝে যে হতেছে সারা॥
কর্ম্মডুরি গলায় লয়ে, হেথা দিন কাটাচ্ছিস ভয়ে ভয়ে;
তাই পড়েছিস্ যে বিষম দায়ে, মিছে করিস কেবল ঘোরা ফেরা॥
মায়ার বশে লক্ষ হীনে, ভুলায়েছিস্ মন এই মোহনে,
কিন্তু ভুলিস্ না রে শেষের দিনে, বলিস বদন ভরে তারা তারা॥ ৮৭২

প্রসাদি সুর।

তোমার আপন হব মা কত দিনে।
কবে স্নেহের বসে আপনি এসে, কবে নেবে মাগো কোলে টেনে॥
এলাম বহু দিন করলাম কত ঋণ, সেই ঋণের দায়ে, সদা জ্বলছি প্রাণে।
কিসে হবে পরিশোধ, কোন নাই মা বোধাবোধ,
এই অবোধকে মা আর ভোলাও কেনে॥
তোমার না হলে করুণা, ওমা শবাসনা, কেমনে তাড়না, সব জীবনে।
ভেবে হয়েছি আকুল, দেখি সবাই প্রতিকূল, তুমি হয়ে অনুকূল,
আর রাখ চরণে॥
যত দিন যায়, আমি ডাকি মা তোমায়, এসে রাখ এই দায়, সব দেখে শুনে।
ক্রমে দিন যে হ'ল গত, শমন নিকটে আগত,
আর পতিত করে মা রেখেছ কেনে॥
আজ ললিত তোমার, পেতে এ সংসার, লয়েছে যে ভার, আপন জেনে।
কিন্তু কোনটা মাগো তার, বুঝে লওয়া হল ভার,
হেথা সকলি অসার, যা দেখে নয়নে॥ ৮৭৩॥

প্রসাদি সুর।

তোমায় সদাই আমি ডাকছি তারা।
তবু পেলাম না মা স্নেহের ধারা॥
মাগো কি দোষ পেয়ে আমায় তুমি, করে রেখেছ ঐ চরণ ছাড়া।
থেকে আত্ম বসে ভ্রম বিলাসে, হতেছি মা আত্মহারা॥
মাগো স্বকর্ম্ম ফলেতে এখন, ফল ফলে কি এম্নি ধারা,
আমার সকলি কি বিফল হবে মা, আমি সব দিকে যে হলাম সারা॥
এই ব্রহ্মাণ্ড মাঝেতে দেখি, কিছুই নয় মা তোমা ছাড়া।
আবার তোমাকে মা ভাব্‌লে পৃথক, সব হয়ে যায় নিরাকারা॥
এই সংসারে মা যে দিকে চাই, দেখি সেই দিকেতেই মায়ার ঘেরা।
তোর ললিতকে কি চির কালটা, রাখবে মাগো তাঁতে পোড়া॥ ৮৭৪॥

প্রসাদি সুর।

এই তাপিত জনেরে তার মা তারা।
আর ক'রো না মা পথ-হারা ॥
সদা তপন তনয় ত্রাসে তারিণী,
আত্মহারা হয়ে কাঁপি যে জননী ;
একবার কৃপা ক'রে দাও চরণ দুখানি,
ভয়ে অভয় দাও মা করো না সারা ॥
হেথা মায়ার বন্ধন করিতে ছিন্ন,
তব দুর্গা নাম বিনা কে পারিবে অন্য ;
যখন ভেবে দেখি দেখি সকলি শূন্য,
তাই কাটিতে পারি না মা এই মায়ার ঘেরা
তোমার কৃপা বিনা এই ভব সাগরেতে,
সদা বাড়িছে তরঙ্গ কে পারে তরিতে ;
তাই অন্ধকারে সদা ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
মাগো হারায়েছি তোমার স্নেহের ধারা ॥
ওমা যে দিকেতে দেখি সব অন্ধকার,
তাই দেখে শুনে মনের বাড়িছে বিকার ;
আজ তুমি বিনা কে তার করে প্রতিকার,
হয়েছি নয়ন থাকিতে নয়ন হারা ॥
মাগো স্নেহ বসে তুমি দেখিলে সকল,
এই ললিতের কিছুই হবে না বিফল ;
মা তুই সর্ব্বশক্তিময়ী দুর্ব্বলের বল,
মিছে জগৎ ভুলাতে হও নিরাকারা ॥ ৮২৫ ॥

প্রসাদি সুর

শ্মশান কি মা এতই ভাল।
তুই কি শ্মশানে মা থাকিস ভাল ॥

পঞ্চ ভূতের বিয়োগ যথা, এতই সুখ কি আছে তথা।
হয়ে শ্মশানবাসী এলোকেশী, দিক বিলাসী, হস্ মা ভাল॥
যা ছিল ব্যক্ত হল অব্যক্ত, এই খেলার মহিমা বুঝা মা শক্ত।
ওমা আগম নিগম পুরাণ উক্ত, সেই অব্যক্তের পর হয় যে ভাল॥
এই দেহকে মা করে শ্মশান, দেখব কিসে পাই পরিত্রাণ;
মা কর্ম্মহীন যে শ্মশান সমান, মা তুই তথায় বসে থাকবি ভাল॥
মোহনের এই মনের আশা, যে দিন মা তার ভাঙ্গবে বাসা।
ওমা সেই দিনে তার দেখবি দশা, কিছুই যে তার নয় মা ভাল॥ ৮৭৬

প্রসাদি সুর।

ওরে মনরে তোর যে কাজ হ'ল না।
কেবল মিছে হ'ল তোর আনা গোনা॥
একা এলি রইলি একা, নিজের কাজে হলি বোকা।
এই সংসার যে তোর সকল ধোঁকা, এটা দেখেও কি তোর মন বোঝে না॥
যাদের নিয়ে আছিস হেথা, তারা আপন বল্‌তে কেউ হবে না।
কেবল মিছে মায়ায় বেঁধে তো'কে, ভুলিয়ে করছে দিন গণনা॥
তোর সুখের ভাগি এখন যারা, তারা কাজের কথা কেউ শুনে না।
কেবল বাধিয়ে লেঠা দিচ্ছে খোটা, তাদের কাজ হ'ল যে শেষ ছলনা॥
কর্ম্মকাণ্ড পণ্ড ক'রে, পড়ে আছিস পাঁচের ঘরে।
তোকে ছটায় যে আজ আছে ধরে, তাদের করবি কি তুই বলে দেনা॥
এই করে দিন কাটিয়ে দিলে, কিছুই যে ফল ফলে না।
আজ ললিত ভোলা দেখে বেলা, কর ব্রহ্মময়ীর নাম সাধনা॥ ৮৭৭॥

প্রসাদি সুর।

ভক্ত নই অভক্ত বটি।
এখন প্রাণ বাঁচে মা দিলে ছুটী
আসা যাওয়া করছি যত, ততই বাড়ছে আঁটা আঁটি।
আবার মায়ায় বাঁধা পড়ে হেথা, সব দিকেতেই হলাম মাটী॥
পাঁচের জন্য খেটে খুটে, দেহ হ'ল রোগের কুটী।
তবু পরের দায়ে পরকে নিয়ে, করছি সদাই ছুটো ছুটী॥
আমি ভাল ভেবে ভালর তরে, ভাল ক'রে ধরছি যেটি,
আমার কর্ম্মদোষে অবশেষে, দোষের তরে হচ্ছে সেটি
ছটা রিপু প্রবল হ'য়ে, কিছুই হতে দেয়না ত্রুটী।
তাই কামনাতে মন মজেছে, তার ফল যে ফল্‌ছে পরিপাটী॥
শেষে ক্ষেপা ক্ষেপির সঙ্গে খেলা, কতই একমা তাদের আঁটী।
তাই ভাবছে ললিত কি করব বিহিত,যদি বেঁকে রয় পাষাণের বেটী॥ ৮৭৮।

প্রসাদি সুর।

মা তোকে আমি আর ডাকবো না।
তোকে ডাকলে পরে মা দিস যাতনা॥
আজ ভুলে যদি মায়ের ব্যথা, আমায় করাস সদা হেথা সেথা।
তবে যাব শেষ বিমাতা যথা তোকে প্রাণের ব্যথা আর বল্‌ব না॥
মা যে আপন ছেলে ভোলে, এটা দেখি নাই মা কোন কালে।
সদা তোর তরে মা মলাম জ্বলে, আজ দেখলে কি এত হয় তাড়না॥
হেথা কর্ম্ম ফলে কর্ম্ম করায়, খেটে খেটেই দিন কেটে যায়।
তবু একবার আমায় রাখলে মা পায়, এত দুঃখ আমায় কেউ দিত না॥
তোকে বলতে গেলে সাজিস কালা, আমায় মায়ার বসে করলি ভোলা।
আমার ক্রমে যে সব গেল বেলা, আমি ভাবতে যে মা আর পারি না॥
তোর ললিতকে তুই এম্নি করে, এবার ঘুরিয়ে মারলি এ সংসারে,
আর কত মা সে সইতে পারে সেটা দেখেও দেখ্‌তে তুই চাবি না॥ ৮৭৯

প্রসাদি সুর।

আমার মন কেন ভুলেছিস এত।
কেন ঘুরে বেড়াস অবিরত॥
আজ বাস করিস তুই যে ঘরেতে, সেটা বেঁধেছে যে পাঁচ ভুতেতে।
ওরে ছটা রিপু আছে তাতে, আজ হয় কি সেটা মনের মত॥
যাদের লয়ে সংসারী হয়ে, আজ আপনি পড়িস কত দায়ে।
ওরে তোদের জন্য সকল সয়ে, তুই করলি যে সব ভুতগত॥
মন কি হবে তোর শেষের দিনে, যে দিন ধরা পড়বি কর্ম্ম ঋণে।
একবার ভেবে দেখ না মনে মনে, আমি বুঝিয়ে তোকে বলব কত॥
আজ অন্ধের মত থাকলে পরে, এই ললিত কি তোর করতে পারে।
যদি ভুলে সকল মায়ার ঘোরে, ঘুরিস মাতৃহীন বালকের মত॥ ৮৮০॥

প্রসাদি সুর।

আর অমন করে কি থাকে তারা।
আর সাজিস না মা নিরাকারা॥
সর্ব্ব ঘটে সর্ব্ব রূপে, খুঁজে খুঁজে হলাম সারা।
কিন্তু আছিস মাগো সব ঘটেতে, তবু হই কেন মা দিশে হারা॥
মায়াতে মা বদ্ধ করে, হরে নিলি নয়ন তারা।
ক'রে দিন গণনা শবাসনা, দেখি [illegible]র দিকেতে মায়ার ঘেরা॥
গণ্ডির ভিতর গণ্ডি দিয়ে, তার [illegible] ঘোরা-ফেরা।
শেষে পাঁচ ভূতের ঘর সব হবে [illegible], তবু তাতেই মাগো আছি পোরা॥
তোর ললিতকে কি থাকবি ভুলে, সে পাবে নাকি স্নেহের ধারা।
একবার কোলে লয়ে দেখনা চেয়ে, সে যে ক্রমে হ'ল জীর্ণ জরা॥ ৮৮১॥

প্রসাদি সুর।

আমার কাজ কি মা এ তুচ্ছ ধনে।
আমি চাইনা কিছু মা তোর চরণ বিনে॥
যে ধন আমায় দিলি তারা, আমি রেখে যাব ঘরের কোনে।
আমায় ধন দিয়ে মা সব ভোলালি এই সংসারে মা রাখ্‌লি টেনে॥
যাতায়াতেই কর্ম্ম বাড়ে, তার গোল যে হয় মা তিনটি গুণে।
যে সেই গুণ বুঝেছে তোরে চিনেছে, তার ভয় যে হয় না দেখে শুনে॥
ধনের দিকে লক্ষ্য হ'লে, অহঙ্কার হয় মনে মনে।
সেই অহঙ্কারেই ভ্রম যে বাড়ে, তাই সদাই দুঃখ এমন দিনে॥
আমায় দিয়ে খেলা করে ভোলা', দেখছিস্ বসে কঠিন প্রাণে।
হেথা আর কেন মা করবি শাসন,ললিত বিদায় চাইছে মানে মানে॥ ৮৮২

প্রসাদি সুর।

আজ মন বোঝে কি ভবের খেলা।
সে যে বুঝ্‌বে মা সব শেষের বেলা॥
আজ মায়ায় ধাঁধা চক্ষে বাঁধা, সব দিকেতেই পাচ্ছে জ্বালা।
যে দিন কাটবে মায়া, এই ভবের ছায়া, সেদিন আপন ভুল যে দেখবে মেলা
যে পাঁচকে নিয়ে কাজ ভুলেছে, সেই পাঁচেই তাকে করছে ছলা।
সেই ছল ভেঙ্গে ছল বুঝ্‌তে গিয়ে, ফুরিয়ে গেল কাজের বেলা॥
সংসারে সংসারী হ'য়ে, মন যে আমার সদাই ভোলা।
তাই অকাজে কাজ বাড়িয়ে হেথা, সদা আমার কথায় মন যে কালা॥
এই ক'রে কি ললিত মা তোর, চির কালই সইবে জ্বালা।
তার ভবের দিন যে ফুরিয়ে এল, কবে দিবি মা তায় চরণ ভেলা॥ ৮৮৩॥

প্রসাদি সুর।

আমায় কাল এসে শেষ্ ভয় দেখালে।
ওমা বলব তাকে ডেকে হেঁকে, আমি ব্রহ্মময়ীর ছেলে ॥
আমার ভয় কি আছে কালের কাছে, আগে পাছে সমান হলে।
আমার গেলে এ দিন যা আছে ঋণ ফেলব মায়ের চরণ তলে ॥
হেথা ডাকলে ছেলে মা কি ভুলে, থাকতে পারে কোন কালে।
যতই হোক সে দোষি মা সর্ব্বনাশী, ছুটে এসে করবে কোলে ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম যত, পরে পরে রাখনা তুলে।
হেথা মায়ের নামে সব ফলে ফল, বিফল ললিত আছিস্ ভুলে ॥ ৮৮৪ ॥

প্রসাদি সুর।

আমি মা গো তোর যে ছেলে।
কেন ভয় খাব মা ভয় দেখালে ॥
সংসারেতে যাতে তাতে, ঘুরছিস মা গো কতই ছলে।
সদা ছল করে সব ভুলিয়ে দিলে, সব দিকে মা ফেলিস গোলে ॥
এত নয় মা মায়ের ব্যাভার, মা হ'য়ে কি এত ভোলে।
মা গো তোর দোষেতে আপনা হতে, পড়ছি মিছে গণ্ডগোলে ॥
হেথা তোর লক্ষ মা থাকলে পরে, ভয় দেখাতে কি পারে কালে।
মাগো আপন ঘরে থাকতাম জোরে, তোর মা আমি ছেলে বলে ॥
আজ কি দোষে মা ললিত কে তোর, এমন ধারা রইলি ভুলে।
একবার দয়া করে দেখনা মা সব, আমায় স্থান দে না মা চরণ-তলে ॥ ৮৮৫ ॥

প্রসাদি সুর।

শ্যামা মায়ের যুগল চরণ।
সদা শমন দমন কাল নিবারণ ॥

কর্ম্ম যোগের অনুরাগে, কর্ম্ম ভোগে সবাই ভোগে;
একবার মা মা বলে যোগে যাগে আপনি কত ফল যে ফলে এমন॥
মায়ের চরণ দুটি ভবের তরী, হেলায় ভব সাগর তরি;
হেথা মনের বিকার হ'য়ে অরি, হারিয়ে দেয় যে পাওয়া রতন॥
হেথা ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল মিছে, ঐ পাদুটিতে সকল আছে;
যে পেয়েছে তার হৃদয় মাঝে, তার ভেঙ্গেছে যে সকল স্বপন॥
মোক্ষ পাবার করলে আশা, বাড়বে কর্ম্ম ফলের নেশা;
এই ললিত বলে ভাঙ্গলে বাসা, আমি আপনি মায়ের হব আপন॥ ৮৮৬

প্রসাদি সুর।

আমি আর কত মা বেড়াই ঘুরে।
আমায় নিয়ে এখন চল মা ঘরে॥
স্বকর্ম্ম দোষেতে তারা, আমার পর হয়েছে ঘরে পরে।
তাই পর নিয়ে সব পরের মত, ঘুরে বেড়াই দ্বারে দ্বারে॥
মনের বাসনা সদাই, হৃদয় মাঝে দেখব তোরে।
কিন্তু বেড়ে বিকার বাড়ায় আঁধার, তাই লক্ষ হয় না অন্ধকারে॥
আপন ভেবে যতন ক'রে, দিন কাটাব কর্ম্ম করে।
কিন্তু রিপু ছটা বাধায় লেঠা, মনকি একা করতে পারে॥
তোর ললিতকে তুই ভুললি কি মা, একবার মনে কি তোর
হয় না তারে।
হেথা পাঁচের গোলে মলাম জ্বলে, এই মনের দুঃখ বলি কারে॥ ৮৮৭॥

প্রসাদি সুর।

ওমা এই কি তোমার স্নেহের ধারা।
তুমি ঘরে ব'সে দেখছ সদাই, আমার দুই নয়নে বইছে ধারা

তোমায় ডাকলে পরে ডাক শোননা, ডেকে ডেকে হলাম সারা।
কিন্তু সর্ব্ব ঘটে আছ বটে, তোমায় ধরতে গেলে হও নিরাকারা ॥
মামা ব'লে ডাকলে ছেলে, মা এসে যে করে কোলে।
দেখি জগতের যে এই রীতি মা, কিন্তু তোমার যে সব উল্টো ধারা ॥
তুমি আপনার ব'লে আপন ভেবে, হারাই কেবল নয়ন-তারা।
হেথা মন ভোলাতে সব ভুলিয়ে দিতে, কেবল বাঁধছ দিয়ে মায়ার ঘেরা ॥
তোমায় এই বিচারে এ সংসারে, কেউ কি ভালয় থাকতে পারে ;
তোমার ললিত মিছে মায়ার ঘোরে, ক্রমে হতেছে সব পথ-হারা ॥ ৮৮৮ ॥

প্রসাদি সুর।

মন ভক্তি ক'রে ডাকনা মাকে।
আর বেড়াস্ নারে ফাঁকে ফাঁকে ॥
এলি অনেক দিন কিসে যাবে ঋণ, আর কত কাল আমি মরব বকে ॥
তুই প্রথমে কি ছিলি, এখন কি হলি, একবার ভেবে দেখ সব একে একে ॥
এই ভব সাগরেতে, ভাসিতে ভাসিতে, কোথায় যাস্ এখন আপন ঝোঁকে।
ভুলে গেছিস কি সকল, হারায়ে সম্বল, সেই শেষের দিনে বল ধরবি কাকে ॥
গেলে এই বেলা, তোর ভেঙ্গে যাবে খেলা ;
তখন কাল এসে যখন ধরবে তোকে ॥
সে দিন কি হবে রে তোর, পাবি কি রে জোর,
ওরে দেখাতে কি তুই পারবি তাঁকে ॥
ওরে থাকতে কিছু বেলা, ভেঙ্গে সব খেলা,
প্রাণ ভরে ললিত ডাকনা মাকে।
তোর রবে না যাতনা, হবেনা তাড়না, যদি শবাসনা বারেক
বসেন বুকে ॥ ৮৮৯

প্রসাদি সুর।

যদি এই করে মা দিন কাটাব।
তবে হিসাবের মিল কোথায় পাব ॥
শমন শঙ্কট নিকট যে মা, সে দিন কি করে শেষ জবাব দেব।
হ'য়ে তোমার সন্তান, হ'ল না মা ত্রাণ, একথা মা আমি কারে বোঝাব ॥
আমার মন হ'ল মা ভব ঘুরে, ওমা কি ক'রে তায় স্থির কর্ব।
সদা পরের দায়ে আমার দিন গেল মা, শেষে নিজের দায় কি দেখতে পাব
সদা নামের তরে জগৎ ভোলা, সে নাম নিয়ে কি ফল ফলাব।
পড়ে মায়ার বসে অবশেষে, আমি তার মাঝেতেই সব হারাব ॥
আমি যত করি দিন গণনা, ততই গোল বাধে মা শবাসনা ;
তোর ললিত বলে এই যাতনা, কত কাল মা আরও সব ॥ ৮৯০ ॥

প্রসাদি সুর।

মা তোমার খেলা তোমারি ভাল।
এই সংসারে সব দেখে শুনে, আমার ভেবে ভেবেই এ দিন গেল ॥
যাদের জন্য মরছি খেটে, তারাই আমায় করছে খুঁটে ;
ওমা অবশেষে মজা লুটে, দেখায় স্বকর্ম্মের সব ফলাফল ॥
আমায় ফেলে এখন মায়ার ঘোরে, আজ করেছ মা ভব ঘুরে ;
এখন মলাম যে মা ঘুরে ঘুরে, ওমা তার এখন কি কর্‌বে বল ॥
আমায় ক'রে মা গো নয়ন হারা, তুমি হয়ে আছ নিরাকারা ;
ওমা এই কি তোমার স্নেহের ধারা, কেন করছ হেথা সব বিফল ॥
যখন বসি তোমায় ডাকব ব'লে, তখন ভুলিয়ে দাও মা মায়ার ছলে ;
তোমার ছল দেখে মা ললিত ভোলে,হেঁ মা মায়ের ব্যাভার এই কি হল ॥ ৮৯১ ॥

প্রসাদি সুর।

ওমা দিন কি আমার এম্নি যাবে।
আমি চির দিন কি কালের ভয়ে, মরব মাগো ভেবে ভেবে॥
হয়ে আত্ম-বসে আত্ম হারা, আমি খেটে খেটেই হলাম সারা;
দিয়ে চার দিকেতে মায়ায় ঘেরা, শেষে বল মা তারা কি ফল পাবে॥
যখন করি আমি দিন গণনা, তখন কিছুরই মা স্থির হবে না;
কেবল করছি বসে নেনা দেনা, এই ঋণের কি শোধ আপনি হবে॥
ক্রমে দিন যে আমার ফুরিয়ে গেছে, দেখি সব যে মাগো হ'ল মিছে;
যাব কি করে মা তোমার কাছে, সেটা কেউ কি আমায় বুঝিয়ে দেবে॥
এই ললিতকে কি শবাসনা, তোমার চরণেতে স্থান দেবে না;
তোমার সকলই মা আছে জানা, এত ভুলিয়ে রেখে কি শেষ ঠকাবে॥৮৯৮।

প্রসাদি সুর।

মা আর ভূতের বোঝা বইব কত।
আমি এত যে মা খেটে মলাম, তবু কেউ হল না মনের মত॥
এখন আমায় ছেড়ে উঠলো বেড়ে, ছিল যারা অনুগত।
তাদের ধর্ম্ম যেমন কর্ম্ম তেমন, দেখে মন হতেছে প্রতিহত॥
অসাধ্য সাধন করে মা আজ করলাম সকল ভূতগত।
এই বার পাঁচ ভূতে সব খাচ্ছে লুটে, তবু বলতে সেটা হই মা ভীত॥
মা গো সবাই যারা দেখায় আপন, তাদের মন যোগাতে পারি কত।
একবার ফাঁক পেলে মা ফাঁকের ঘরে, ঢুকছে এসে শত শত॥
কর্ম্ম দোষে ললিত মা তোর, সংসারে আজ ভুগছে এত।
একবার দয়া করে এসে ঘরে, মা গো রক্ষা কর তোর পদাশ্রিত॥ ৮৯৩॥

প্রসাদি সুর।

একবার আয়গো জননী আপন ঘরে।
আর কত দিন তুই এমন ক'রে, থাকবি মা গো পরে পরে ॥
হেথা পাঁচের ঘরে ষড়রিপুর মা, কাজ দেখেনে ঘুরে ফিরে।
তুই যেমন চাইবি সেই মত মা, দেখাব তোয় আদর করে ॥
আমি আগাগোড়া পড়ে আছি, তোর ঐ দুটি চরণ ধ'রে।
সেটা লক্ষ কি আর হয় না মা তোর, একবার দেখনা মা তুই স্নেহের ভরে ॥
মা গো ভুলেছিস কি মায়ের মায়া, এই সন্তানে কি তোর হয় না দয়া ;
তোকে ছাড়বো না মা এই থাকৃতে কায়া, দেখি ফাঁকি দিস তুই কেমন ক'রে
হেথা মায়ে পোয়ে এমন ব্যাভার, এটা আমি দেখাই কারে।
হেথা হ'য়ে ভোলা কাটল বেলা, তোর ললিত কি আর করতে পারে ॥ ৮৯৪ ॥

প্রসাদি সুর।

কালকে আমার ভয় কি আছে।
আমার মা রয়েছে আমার কাছে ॥

কাল এসে শেষ করবে দমন, মা যে আমার কালনিবারণ।
সেই শেষে ধরে মায়ের চরণ, গিয়ে বসব যে তাঁর কোলের কাছে ॥
ছেড়ে দে মন কর্ম্মডুরি, ঐ কর্ম্মফল তোর প্রধান অরি।
কেবল আছে মায়ার ধরা ধরি, ওরে সেটাকে তুই ফেল না মুছে ॥
আজ মিছে মায়ার গণ্ডগোলে, আপন কর্ম্ম সবই ভোলে।
ক্রমে দিন যে সবার যাচ্ছে চলে, মন কেউ কি সেটা কাকেও পোঁছে ॥
ওমন মায়ের দুর্গা নামের গুণে, তাঁকে আপনি ধরতে পারবি চিনে।
মন ভোলাস না তুই আর মোহনে, কাল আসছে যেরে পিছে পিছে ॥ ৮৯৫ ॥

প্রসাদি সুর।

মা কে বুঝবে তোমার খেলা কেমন।
তুমি ঘটে পটে এক করে যা দেখাও পঞ্চ ভাবের মিলন॥
ভাবের অভাব আগা গোড়া, তার তরে কি করব যতন।
আমি পঞ্চ ভাবের ভাব পেলে মা, আপন ঘরেই পেতাম রতন॥
অন্ধকারে ঘুরে ফিরে, অন্ধ হলাম গেল নয়ন।
আজ কর্ম্ম দোষে মন যে আমার, আপন কাজ ভুলেছে হয়না স্মরণ॥
এই সংসার হ'ল নামের খেলা, সেই নামের তরে কর্ম্ম সাধন।
শেষে থাকবে কি মা কেউ ভাবেনা, কোথা রবে মা শেষ কার্য্য কারণ॥
ললিত বলে যে দিনে মা, আদি অন্ত হবে মিলন।
সে দিন কোথায় মাগো রবে সকল, আজ যাদের আমি ভাবি আপন॥ ৮৯৬

প্রসাদি সুর।

আমি বুঝেছি জননী তোমার খেলা।
তুমি দেখবে না মা থাকৃতে বেলা॥
হেথা পড়িলে বিষম দায়, তোমায় ডাক্‌লে কি মা পাওয়া যায়;
তুমি করিতে চাওনা কোন উপায়, আবার কাজের কথায় সাজ মা কালা॥
আমায় কর্ম্ম ক'রতে হেথায় এনে, মায়ার বসে রেখেছ টেনে;
তোমায় ডাকলে মা গো প্রাণপনে আবার সব রকমে সাজাও ভোলা॥
কত দিন মা এম্নি ক'রে, ধরে রাখবে পরে পরে;
তোমার কর্ম্ম কে মা বুঝতে পারে; আর মিছে লয়ে মা করোনা ছলা॥
যত দিন মা থাকবে জীবন, আমি ধরে থাকবো তোমার চরণ;
ওমা ললিত বলে কার্য্য কারণ, এই সংসারের যে প্রধান জ্বালা॥ ৮৯৭॥

প্রসাদি সুর।

আমায় এনেছ জননী করিতে খেলা।
সেই খেলা করে মা কাটাই বেলা॥
হেথা পাঁচকে লয়ে গলাগলি, কিন্তু একা এসে একা মা খেলি ;
আবার কাঁধে লয়ে ধর্ম্মের ঝুলী আপন কর্ম্মেতে যে সাজি মা ভোলা॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমার চরণ, সেটা মাগো আছে স্মরণ ;
কিন্তু লক্ষ হ'লে কার্য্য কারণ, আমায় সবাই এসে করে মা ছলা॥
ফেলেছ মা মায়ার বসে, তাতে কোন কাজের হয়না নিসে ;
কেবল কর্ম্ম করতে হেথায় এসে, ওমা মিছে সঙ্গি জুটেছে মেলা॥
কি হবে মা শেষের দিনে, সদাই ভাবছে ললিত মনে মনে :
এই সংসারে মা টেনে এনে, কেন এত মা গো দিচ্ছ জ্বালা॥ ৮৯৮॥

প্রসাদি সুর।

দুর্গা দুর্গা বল রসনারে।
তোর আপদ বিপদ থাকবে দূরে॥
বহে তিনটি গুণে তিনটি ধারা, এই দেহ মন সব তাতে পোরা ;
আমার মায়ের কর্ম্ম এম্নি ধারা, সুখে দিন কাটাবি নামের জোরে॥
এখন পঞ্চে পঞ্চ আছে মিলে, ওরে সময় হলেই যাবে চলে ;
তখন যাবি যে তোর স্বপথ ভুলে, পথ সময় থাকতে দেখে নেরে॥
এখন কর্ম্ম হেথা হ'লে প্রধান, তুই আপনা হতে হারাবি জ্ঞান ;
হ'লে ফলের ভাগি জ্বলবে যে প্রাণ, তখন শেষের উপায় করবি কিরে॥
ওরে ললিতের এই থাকতে দেহ, তাকে ছাড়বে নারে মায়া মোহ ;
এক মা বিনা শেষ্ নাই যে কেহ, সদা থাকনা তাঁর দুই চরণ ধরে॥ ৮৯৯॥

প্রসাদি সুর।

মা মন জান কি আপন কথা।
সে যে মনে মনে আকুল হ'য়ে, এই সংসারেতে পায় মা ব্যথা ॥
আত্ম ভাবে দেখতে গেলে, মন যে তাতেই যায় মা ভুলে ;
তখন পড়ে মা গো গণ্ডগোলে, কেবল দোষের ভাগি হয় মা হেথা ॥
ভাবের অভাব চির দিনে, মন কি সেটা বুঝতে জানে ;
সে যে মত্ত হয়ে তুচ্ছ ধনে, সদা ভ্রমে পড়ে ঘুরছে মাথা ॥
একাধারে জগৎ ঘোরে, মন দেখবে সেটা কেমন করে ;
কেউ যদি সেটা মা বুঝায় তারে, তবু ভাবির ভাব সে পাবে কোথা ॥
পড়ে ললিত মা তার বিষম দায়ে, সদাপথের দিকে আছে চেয়ে ;
আমরা সমান হ'য়ে মায়ে পোয়ে মাগো এক করে নিই হেথা সেথা ॥ ৯০

প্রসাদি সুর।

আমি দোষি নই মা কোন কালে।
তুই অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে মা, আমায় ফেলেছিস এই গণ্ডগোলে ॥
তুই কখন মা সগুনা হ'য়ে, খেলা করিস পাঁচকে লয়ে ,
আবার কখন নিগুর্ণা হ'য়ে মা, ঠকাস্ সবাইকে যে কতই ছলে ॥
কভু আদি অন্ত ক'রে সমান, এই জীব ভাবের করিস মা ত্রাণ ;
কভু না পেয়ে মা কোন সন্ধান, তোকে খুঁজে বেড়াই মা জলে স্থলে ॥
পেলে মাগো নয়ন তারা, তোকে দেখতে এখন পাই মা তারা ;
নইলে হয়ে আমি দিশে হারা, সব দেখি আঁধার স্বকর্ম্ম ফলে ॥
যত দিন মা আছে কায়া তত দিন মা বাড়াস্ মায়া ;
শেষে কেউ যে করতে চায় না দয়া, সবাই ছেড়ে যায় মা সময় এলে ॥
হেথা কালের ভয়ে কাতর হয়ে, ললিত দিন কাটাচ্ছে ভয়ে ভয়ে ;
তবু সকল থাকতে পারে সয়ে, একবার ঐ অভয় পদের অভয় পেলে ॥ ৯০১

প্রসাদি সুর।

আমার কি হবে মা এই স্বপ্নের ভঙ্গে।
কবে ভেসে যাব শিবে ভব তরঙ্গে॥
অহং ভুলে অহঙ্কারে, চারি ধারে বেড়াই ঘুরে;
তবু মন কি আমার বুঝতে পারে, আজ রিপু ছটা যে বাড়িছে রঙ্গে॥
আত্ম বসে আত্মহারা, পাঁচকে লয়ে হলাম সারা;
মাগো একেতেই সব রইল পোরা, কেবল স্বকর্ম্ম ফল চলেছে সঙ্গে॥
মাগো এ সংসারে সইব কত, সব হ'ল যে ভূতগত;
এই ললিত হ'য়ে মা তোর অনুগত, সে কি অভয় পাবে না সমনাতঙ্গে॥ ৯০২।

প্রসাদি সুর।

কত থাকব পড়ে এই মায়ার ঘোরে।
আমার দিন গেল মা ঘুরে ঘুরে॥
এসেছি মা একা ফিরে যাব একা, কর্ম্ম বসে দেখি সকলই যে ফাঁকা;
হেথা পাঁচের সঙ্গে পাঁচের হয়ে মাগো সেই পাঁচেই পাঁচকে রাখে মা ধ'রে
কর্ম্ম হ'ল কর্ম্মের বাধা, ঐ কর্ম্মের তরে জগৎ বাঁধা;
হেথা কাজ হ'ল মা কর্ম্ম সাধা, আজ দিন কাটে মা এম্নি করে॥
হেথা পরে পরেই বাড়ছে মায়া, কেউ যে করতে চায় না দয়া;
যে দিন যাবে মাগো সকল ছায়া, সেদিন দুঃখের কথা বলব কারে॥
মা ললিত কি তোর এম্নি ভাবে; দিন কাটাবে এ ঘোর ভবে;
আর মরবে কত ভেবে ভেবে, একবার দয়া করে দেখনা তারে॥ ৯০৩॥

প্রসাদি সুর।

মাগো এই কি তোমার ছিল মনে।
আমায় চ'কে চ'কে ভুলিয়ে রেখে, এই সংসারেতে রাখছ টেনে॥
কাজের বেলা কর ছলা, সাজাও ভোলা জেনে শুনে।
তুমি আপনি যেমন কর তেমন, দেখাও শমন শাসন শেষের দিনে॥
আমায় এনে একা দিচ্ছ ধোঁকা, হলাম বোকা স্বকর্ম্ম গুণে।
যে দিন যাবে জীবন ভাঙ্গবে স্বপন, আর মনের মতন পাব কেনে॥
আর দিন ক্রমে যায় রাখ রাঙ্গা পায়, ওমা একবার আমায় কর মনে।
শেষে ডাকলে মোহন দিও শ্রীচরণ, তখন থেকো না মা কঠিন প্রাণে॥ ৯০৪॥

প্রসাদি সুর।

আমার কি হবে মা শেষের নিসে।
হেথা এত যে তাড়না, পেতেছি যাতনা, সেটা দেখবে কি সব ব'সে ব'সে॥
কর্ম্ম ফলে দিশে হারা, মন যে নাই মা আপন বসে।
কেবল হইয়া পতিত, ভ্রমিছে সতত, সে আপনা আপনি বুঝিবে কিসে॥
হ'য়ে মায়ার বন্ধনে স্বকর্ম্ম হারা, সদা কর্ম্ম ফলে লক্ষ হতেছে শেষে।
কিসে হবে পরিত্রাণ কর্ম্মের বিরাম, সেটা না ভেবে মা চলেছি ভেসে॥
আছে পঞ্চরূপ মা পঞ্চাকারে, একাকার যে হতেছে শেষে।
তাই ভাবছে ললিত, কি হবে মা বিহীত, তুমি ভুলিয়েছ যেমা কৃত্তিবাসে॥ ৯০৫॥

———

প্রসাদি সুর।

এই রঙ্গালয় নয় রঙ্গ ছাড়া।
মাগো সমান চল্‌ছে আগাগোড়া॥
জন্ম হতে জন্মান্তরে, ঘুর্‌তে হচ্ছে মায়ার ঘোরে;
কভু পড়ে মাগো বিষম ফেরে, কেউ পথের মাঝেই হয় মা খোঁড়া॥

কর্ম্মফলে বাড়িয়ে কর্ম্ম, মাগো বুঝতে দেয় না ধর্ম্মাধর্ম্ম ;
তাই না বুঝে সব কাজের মর্ম্ম, কেবল পাঁচ ভূতের সব খায় মা তাড়া॥
কেউ বা ফকির কেউ বা রাজা, কেউ বা পড়ে খাচ্ছে সাজা ;
আবার কেউ বা কেবল লুটছে মজা, কারও ভাঙ্গা কপাল লাগছে জোড়া॥
ললিত বলে সঙ্গোপনে, থেকে মা তুই ঘরের কোনে ;
এই সুখ ও দুঃখ দিস্ মা জেনে, তোর কাজ মা এম্নি সৃষ্টি ছাড়া॥ ৯০৬॥

প্রসাদি সুর।

মাগো কাজের শেষ কি আর হবে না।
আমার দেহ হ'ল মা রোগের কুটী, তবু ঘুচ্‌ল না মা নেনা দেনা॥
এই সংসার সাগরে এসে, কেবল অন্ধের মত বেড়াই ভেসে ;
বুঝব কাজের মর্ম্ম কাজের শেষে, এখন মিছে কেবল পাই যাতনা॥
লয়ে পাঁচের মর্ম্ম পাঁচের ধর্ম্ম, দেখি পাঁচাপাঁচিই হ'ল কর্ম্ম ;
যে দিন এক হবে মা ধর্ম্মাধর্ম্ম, সে দিন মর্ম্মে ব্যথা আর রবে না॥
হেথা কাল মা কালের অনুগত, হয় কাল ফুরাইলে সব ভূতগত ;
কিন্তু হ'লে মা শেষ্ প্রতিহত, দেখি পূর্ণ হয় মা তার সাধনা॥
মা তোর ললিত বলে এমন দিনে, মিছে খেটে আর মা মরব কেনে ;
তোর নাম গেয়ে মা প্রাণপনে, বসে করব কেবল দিন গণনা॥ ৯০৭।

প্রসাদি সুর।

আমি নিজেই যে মা নিজের অরি।
তাই কাজের ঝোঁকে মিছে কাজে, করতে যাই মা বাহাদুরী॥
একবার যদি ভাবি ব'সে, অম্নি ধরতে আমায় আসে দশে ;
আবার তাদের সঙ্গে মিলে মিশে, করি মিছে কেবল ঘোরাঘুরী॥

কি করতে মা এলাম হেথা, ওমা ভুলে গিয়ে সে সব কথা ;
কেবল করতে হচ্ছে হেথা সেথা, দেখি সবাই করছে ধরাধরি ॥
হেথা যাদের আমি করি মায়া, তাদের ভাবি মা সদা আপন ছায়া ;
শেষে তারাই করতে চায়না দয়া, মাগো উপায় এখন কি তার করি ॥
তোর ললিত কি মা এম্নি ক'রে, পড়ে থাকবে মায়ার ঘোরে ;
একবার দেখবি নাকি লক্ষ করে, সে যে তোরই মাগো আজ্ঞাকারী ॥ ৯০৮ ॥

প্রসাদি সুর।

আমি কি তোর নই মা ছেলে।
তুই কেন এত নিদয়া হলি মা, কেন তোর লক্ষ নাই মা ছেলে ব'লে।
আমি আস্‌ছি যাচ্ছি বারে বারে, হেথা ঘুরছি কেবল পথের ভুলে ;
সেই পথটী আমায় দেখিয়ে দে মা, যেন উঠতে পারি মা তোর ঐ কোলে।
তুই মা যে আমার কাল নিবারণ, তবে খাই কেন মা কালের শাসন ;
সেটা লক্ষ ক'বে দেখবি কখন, ওমা বারেক আমায় দেনা ব'লে ॥
মা প'ড়ে এত গণ্ডগোলে, তোর ললিত সদাই মরছে জ্বলে ;
যদি না দেখে তার থাকিস ভুলে, শেষে ভাসবে মা যে গঙ্গাজলে ॥ ৯০৯ ॥

প্রসাদি সুর।

আমি নইমা তোর যে তেমন ছেলে।
মিছে ভয় খাব না আমায় ভয় দেখালে ॥
আমি ধর্ম্ম ভেবে কর্ম্ম ক'রে, দিন কাটাই মা মনের জোরে ;
তার ফলের ভাগি আমি নই মা, তোরই কাজ তুই করাস ছলে
মাগো আপনারজনে জনে জনে, কত বিপদ টেনে আনে ;
আমি জানিয়ে সে সব তোর চরণে অনায়াসে পড়ি মা গোলে ॥

যত দিন মা আছে জীবন, আমি থাকব ধরে তোর যুগল চরণ ;
শেষে সমান হ'লে কার্য্য কারণ তোর ছেলে তোর উঠবে কোলে ॥
আমায় কেবল কি এই মায়ার ঘোরে, সদা ভয় দেখাবি কাজের ফেরে,
শেষে দেখব মা তুই কেমন করে, তোর ললিতকে তুই থাকিস ভুলে ॥ ৯১০

প্রসাদি সুর।

মন ভাবিস কি অবিরত।
ওরে মাতৃহীন বা'লকের মত ॥
ওমন মা মা ব'লে ডাকনা সদাই, থাকনা মায়ের অনুগত।
যবে কালের শাসন হবে ভোগ নিবারণ, ওরে সব হবে তোর মনের মত ॥
দেখার মত দেখলে পরে, দেখবি মায়ের রূপ যে শত শত।
মা আমার একাধারে সর্ব্বরূপা, সদাই সকল রূপে প্রকাশিত ॥
স্নেহময়ী জননী যে মা, তাঁকে ভয় করা তোর অনুচিত।
তাঁর নাম গেয়ে তুই অভয় পাবি, তবে কিসের ভয়ে হবি ভীত ॥
নিরাকারা নয় মা আমার, হেথা আকার ভেদে বিকার যত।
তাই ললিত বলে বাড়লে বিকার, ফল ফলে তার বিপরীত ॥ ৯১১ ॥

প্রসাদি সুর।

কেবল ডেকে কি মা করব তোরে।
যদি না দেখিস্ তুই বিচার ক'রে ॥
ভুতের বেগার খাটছি হেথা, দিন কাটাচ্ছি ঘুরে ফিরে।
মা তোর দেখা পেলে পেতাম সকল, আমি থাকতাম সদাই আপন জোরে
আজ পাঁচজনে মা বেঁধেছে ঘর, তারা কেউ নয় আপন সবাই যে পর ;
ওমা বাড়লে বিকার সব ভেঙ্গে ঘর, যে যার স্থানে যাবে সরে ॥

হেথা তোর খেলাতে সবাই ভোলা, ওমা আপন ক'রে নিচ্ছে পরে ;
কিন্তু ভাঙ্গলে হেথা মায়ার স্বপন, তখন কেউ কি কারে চিন্‌তে পারে ॥
তোর ললিতকে মা একা এনে, বেঁধেছিস্‌ যে কর্ম্ম ডোরে ;
তুই আপনি সেটা না কাটিস্‌ ত, সে কি একা কাট্‌তে পারবে তারে ॥ ৯১২ ॥

প্রসাদি স্থর।

মন ভুলিস্‌ না মায়ের কথায়।
মা আমার ফাঁকির উপর দিতে ফাঁকি, ভুলিয়ে রাখছে কথায় কথায় ॥
কত রঙ্গ করতে জানে তারা, আমার মায়ের কাজের নাই যে ধারা ;
শেষে পাঁচ দায়েতে করে সারা, আপনি কিন্তু সরে পালায় ॥
হেথা কর্ম্মযোগী হ'লে পরে, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করে ;
অগ্নি ফেলে মা যে কাজের ফেরে, শেষে কর্ম্মপাকে তারে ঘোরায় ॥
মা আপনি বোঝে আপনার কথা, তার প্রাণে নাই যে ছেলের ব্যথা ;
মা করিয়ে কেবল হেথা সেথা, সব ভুলিয়ে দিয়ে শেষে ঠকায় ॥
এনে হেথা বারে বারে, আমায় করেছে মা ভব ঘুরে ;
এখন ঘুরিয়ে নিয়ে পাঁচের দ্বারে, সব দিকে মা গোল যে বাধায় ॥
হেথা ক'রে মা শেষ আত্মহারা, শক্ত করছে মায়ার ঘেরা ;
ক্রমে হবে সবাই জীর্ণ জরা, এই ললিত বোঝে এখন কি দায় ॥ ৯১৩ ॥

প্রসাদি স্থর।

বল মা আমি যাব কোথা।
আমার কেউ নাই শঙ্করী হেথা ॥
ওমা এলাম আমি পরে পরে, সদা ঘুরে বেড়াই কর্ম্ম ক'রে ;
আমায় সাজিয়ে করলি ভব ঘুরে, তাতে বাড়ছে কেবল প্রাণের ব্যথা ॥

শেষে আদি অন্ত হলে সমান, আমার কেটে যায় যে সব দিকে টান;
আজ হ'য়ে মাগো কর্ম্ম প্রধান, আমায় করতে হচ্ছে হেথা সেথা ॥
পাঁচ লয়ে মা পাঁচের বিকার, হেথা যা দেখি মা সবই অসার ;
আজ তোর যদি মা থাকত বিচার, তবে মিছে কথায় কি ঘোরে মাথা ॥
মা তুই থেকে সদাই অন্ধকারে, ফেলে রেখেছিস্ মা মায়ার ঘোরে ;
কত খেল্‌ছিস খেলা নিরাকারে, ললিত বলবে কাকে সকল কথা ॥ ৯১৪

প্রসাদি সুর।

তারা কে জানে মা তুমি কেমন।
ওমা বেদও আগম পুরাণ যত, কেউ বলে না মনের মতন ॥
ষড়দর্শনে দর্শন মেলে না, তবু করতে হয় মা কর্ম্ম সাধন।
তুমি সারাৎ সারা হ'য়ে তারা, সর্ব্ব রূপেই কর ভ্রমণ ॥
তুমি আদিতে মা আদ্যারূপা, ব্রহ্মরূপে, কর সৃজন।
আবার বিষ্ণুরূপে পালন করে মা, কর শিবরূপে অশিব হরণ ॥
এই ব্রহ্মাণ্ড মা প্রসব ক'রে, সকল রূপই কর ধারণ।
তুমি জগৎ মাঝে সকল সাজে, করছ জগৎ হরণ পূরণ ॥
তুমি কালাকালের কর্ত্রী কালী, আবার দুর্গারূপে কাল নিবারণ।
তোমায় দেখতে গেলে সকলরূপে মা, দেখতে হয় সব করে মিলন ॥
এই ভেদাভেদের মাঝে পড়ে মা, অভেদ কত্তে হয় কি মনন।
তাই ললিত বলে কর্ম্ম ছেড়ে মা, ধরে সদাই থাকব চরণ ॥ ৯১৫ ॥

প্রসাদি সুর।

সাধে কি মা তোয় পাষাণী বলে।
তোর দয়া নাই মা কোন কালে ॥

পাঁচ রকমে পাঁচকে দিয়ে, ঠকাস আমায় পাঁচের ছলে।
সেই পাঁচ নিয়ে মা মরি ঘুরে, সেটা ছাড়বে আমার দিন ফুরালে॥
আসছি যাচ্ছি বারে বারে, স্বকর্ম্ম সব যাচ্ছি ভুলে।
তাই হয়ে ভোলা কাজের বেলা, অবশেষে পড়ছি গোলে॥
সব জেনে শুনে বাঁধলি মায়ায়, সে মায়া মা ছাড়বে মলে।
তুই শুনেও যখন শুনিস না মা, তখন কি হবে মা তোকে বলে॥
তুই মা হয়ে মা কেমন ক'রে, ভুলে থাকিস আপন ছেলে।
সেটা বুঝলে ললিত করত বিহিত, সে যে ঢুকতো না আর গণ্ডগোলে॥ ৯১৬॥

প্রসাদি সুর।

মায়ের নাম করে গান দিন কাটাব।
সেই শেষের সে দিন এলে পড়ে, এক ডাকেতে মাকে পাব॥
আমি হেঁসে খেলে দিন কাটিয়ে, প্রাণের দুঃখ প্রাণে সব।
যে সব পাচ্ছি ব্যথা এসে হেথা, মাকে গিয়ে সব বলিব।
মায়ের কর্ম্ম মা বোঝে সব, আমি আজ তার কি বুঝিব।
হতে ফলের ভাগি কর্ম্মযোগী, আমি তেমন কর্ম্ম সব ছাড়িব॥
মায়ের পেতে চরণ সাধন ভজন, সেই সাধনের সাধ সব মেটাব।
আমার মায়ের দয়া হয় কি না হয়, সেইটি বুঝে শেষ দেখিব॥
ললিত বলে যতন করে, মায়ে পোয়ে এক হইব।
যদি নাম মাহাত্ম্য থাকে সত্য, তবে মায়ের কোলে শেষ উঠিব॥ ৯১৭

প্রসাদি সুর।

মা তোমার খেলা বুঝব কত।
তোমার দিনে দিনে বাড়ছে খেলা, ওমা যত হচ্ছে দিন গত॥

সদাই মা অশান্তি ভুগে, সব দিকে হই প্রতিহত।
আবার মনের ভিতর বাড়িয়ে বিকার, আমায় দুঃখ দাও মা অবিরত ॥
মনে মনে ইচ্ছা কেবল, সদাই থাকি মাগো কর্ম্মে রত।
কিন্তু কর্ম্ম করতে গিয়ে দেখি, ফল ফলে তার বিপরীত ॥
আমি আপনার মনে থাকলে পরে, দেখি সময়ে বিষম হয় মা যত।
ওমা পরের সঙ্গে পর হলে পর, আমার কর্ম্ম বাড়ে শত শত ॥
তোমার ললিতকে আজ ভুলে থেকে, দুঃখ মাগো দেবে কত ?
আমি কখন যে শুনি নাই মা, যে মা ভুলেছে আপন সুত ॥ ৯১৮ ॥

প্রসাদি সুর।

আমার কি হবে মা কর্ম্ম করে।
তাতে পড়তে হয় মা বিষম ফেরে ॥

তোর নাম গুণ গান ক'রে তারা, দিন কাটাব আমোদ ভরে।
আমি সাধন ভজন করব কি মা, দেখব তোর চরণ দুটি হৃদ্ মাঝারে ॥
আমার হৃদ্‌কমলে উদয় হলে, সকল কর্ম্ম যাই যে ভুলে ;
কেবল ভুলিয়ে আমায় মায়ার ছলে, সদাই দুঃখ দিস মা কাজের ফেরে ॥
দেখছি যতদিন মা থাকবে কায়া, তুই করতে কভু চাস্‌না দয়া ;
যখন ঘুচবে সকল ভাবের ছায়', তখন কোলে করতে হবে তোরে ॥
এই কালাকালের মাঝে পড়ে, আমার কষ্টের কথা বলি কারে।
এই ললিত যে তোর কোলের ছেলে মা, আর কত ভুলে থাকবি তারে ॥ ৯১৯ ॥

প্রসাদি সুর।

আয় দেখি মন ভাবের ঘরে।
তোর ভাবের অভাব হবে না রে ॥

স্বভাবের যে অভাব হলে, ঘুরতে হয় মন পাঁচ বিকারে।
ওরে বাড়লে বিকার হবি অসার, তখন খুঁজলে তুই আর পাবি কারে॥
পাঁচ ভাবে এই ঘুরছে জগৎ, লক্ষহীনের লক্ষ হয়ে।
ওরে দেখার মত দেখতে পেলে, তোর সমান হবে ঘরে পরে।
অহঙ্কারে স্বভাব নষ্ট, সব দেখাবে যে একাকারে।
যেথা পাঁচ ভাবের শেষ হবে মিলন, সেথা জনম মরণ সমান করে॥
ললিত বলে আত্ম বসে, ঘুরিসনা মন অন্ধকারে।
ওরে চক্ষের দেখা দেখে কেবল, দিন কাটানা ঘুরে ফিরে॥ ৯২০॥

প্রসাদি সুর।

মন করিসনা সুখের আশা।
যদি ছাড়বি এ সংসারের নেশা॥
মায়ায় বাঁধা চক্ষে ধাঁধা সব দিকেতেই পাসরে বাধা ;
তোর কাজের মধ্যে কর্ম্ম সাধন, কিন্তু আপন কাজে সদাই কসা॥
আজ পাঁচ জনেতে মিলে মিশে, তোর ঘর বেঁধেছে হেথায় এসে ;
তারা ছাড়বে যেদিন অবশেষে, তখন কি হবে তোর আপন দশা॥
কর্ম্ম করে লাভের তরে, ফল ফলাবি অন্ধকারে ;
সে কাজের মর্ম্ম বুঝবি কিরে, আজ লক্ষ্য যে তোর ভাসা ভাসা॥
এই ঘরেতে দেখ সঙ্গোপনে, তোর মা আছেন যে পদ্মাসনে ;
আর লক্ষ্য করনা তাঁর চরণে, কবে ভাঙ্গিবে রে তোর সাধের বাসা॥
ললিত বলে কর্ম্মফলে, লক্ষ্য ক'রে মরিস জ্বলে ;
মিছে ঢুকিস নারে গণ্ডগোলে, আর ছাড় না রে মন সকল নেশা॥ ৯২১

প্রসাদি সুর।

ভয় কিরে মন কালের ভয়ে।

তোর মায়ের নাম যে কাল নিবারণ, ওরে দিন কাটিবে সে নাম গেয়ে
কর্ম্ম করতে এসেছিস মন, কর্ম্ম কর না সকল সয়ে।
ওরে ভয় খেলে তুই মা মা ব'লে, ডাকলে অভয় পাবি ভয়ে॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার ক'রে, দেখিস নারে পড়লে দায়ে।
ওরে সকল কর্ম্মের ফলগুলি সব, দেনা রেখে মায়ের পায়ে॥
তোর জাগা ঘরে হচ্ছে চুরী, সেটা দেখতে এখন চাসনা চেয়ে।
কেবল ফলের লোভে কর্ম্ম করে, এত গণ্ডগোল যে মায়ে পোয়ে॥
হেথা পাঁচের মায়ায় পড়লি বাঁধা, আপনার মাথা আপনি খেয়ে।
তাই ললিত বলে সব ভুলে মন, থাকনা মায়ের আপন হয়ে॥ ৯২২॥

প্রসাদি সুর।

ছেড়ে দে মন ভবের খেলা।
আর খেলার কি তোর আছে বেলা॥

আত্মবসে কর্ম্ম ক'রে, সদাই ঘুরিস যেমন অন্ধকারে ;
তাই দোষি হ'য়ে পরে পরে, আপন কর্ম্মে হসরে ভোলা॥
হেথা পাঁচের সঙ্গে মেশামিশি, তাই বাড়ছে তোর দ্বেষাদ্বেষি ;
কাজ করতে গিয়ে বেশী বেশী, সব দিকে তুই পাসরে জ্বালা॥
হয়ে কর্ম্ম বসে আত্মহারা, ওরে কাটলো না তোর মায়ার ঘেরা ;
তাই সব রকমে হলি সারা, আজ সবাই তোকে করছে ছলা॥
ওরে শেষে ভব সাগর পারে, একাই যেতে হবে তোরে ;
তখন সঙ্গেতে তোর পাবি কারে, কিন্তু এখন সঙ্গে আছে মেলা॥
আজ ভুলে গিয়ে কার্য্য কারণ, করনা মায়ের চরণ স্মরণ ;
তোকে শেষের দিনে আপনি মোহন, ওরে দেখিয়ে দেবে পারের ভেলা॥ ৯২৩॥

প্রসাদি সুর।

কর্ম্ম করিস কি মন ফলের পাকে।
ফল ফলবে যেদিন বাড়বে যে ঋন, তখন ডুবতে হবে তোকে কর্ম্মপাকে ॥
কর্ম্ম ক'রে ফল ফলাবি, একথা মন বোঝাস কাকে।
ওরে ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখতে গেলে, সব সরে যায় ফাঁকে ফাঁকে ॥
আশা যাওয়া করে কেবল, দেখলি সকল চ'খে চ'খে।
হ'লে একভাবে তোর ভাবের অভাব, ধরতে যাস্ তুই যাকে তাকে ॥
এই কিরে তোর কর্ম্ম করা, কেবল ঘুরছিস এখন আপন ঝোঁকে।
শেষে সব কাজেতেই বিকাশ হ'য়ে, ওরে আপন দুঃখ বলবি কাকে ॥
ললিত বলে মিছে কেন, মরিস্ কেবল বকে বকে।
যেদিন ফলের আশা ছাড়বি রে তুই, সেদিন দেখতে পাবি আপন মাকে ॥ ৯২৪ ॥

প্রসাদি সুর।

মন দেখতে ভাল বাসিস যাঁরে।
তারে দেখনা গিয়ে আপন ঘরে ॥
কোটার ভিতর চোরকুঠারী, আছেন তিনি তার মাঝারে।
তাঁকে দেখতে হ'লে সকল ভুলে, যাবি আত্ম বসে সেই ঘরের দ্বারে ॥
মায়ায় ভোলা কথায় কালা, এতে কি তোর দিন কাটেরে।
পড়ে মায়ার ছলে গণ্ডগোলে, সব ভুলেছিস যে অহঙ্কারে ॥
মা বিনা এই জগৎ মাঝে, আপনার জন তোর কে আছেরে।
তাঁর সকলেতেই সমান লক্ষ্য, হয় পক্ষাপক্ষ তোর বিকারে ॥
কালের ভয়ে ভয় কিরে তোর, কেউ কিছু কি করতে পারে।
যদি প্রাণ ভরে তুই মাকে ডাকিস তিনি দেখবেন তোকে স্নেহের ভরে ॥
আত্মহারা হস্‌না রে মন, চল্‌না দুর্গা বলে অন্ধকারে ;
যখন মাকে দেখতে যাবিরে তুই, তখন ললিতকে নিস্ সঙ্গে ক'রে ॥ ৯২৫

প্রসাদি স্থর।

মনরে আমার হস্‌না খুটে।
আজ তোর ঘরের রিপু ঘরে ঢুকে, দেখনা ধরেছে তোর সটেপটে ॥
আপন ভেবে যতন ক'রে, কর্ম্ম সকল করিস বটে।
হলি ভব ঘুরে কাজের তরে, কিন্তু তার যে ফল সব নিলে লুটে ॥
রতন আছে ঘরের মাঝে, সেথা খুজতে সেটা (যানা) ছুটে।
নইলে পর সেজে তোর দিন যাবে সব, ক্রমে সূর্য্য যে তোর বস্‌ছে পাটে।
কে তোর কর্ম্ম করছে রে সব, কাকে আপন ব'লে ধরবি এঁটে।
সেটা না বুঝে আজ বল কেন তুই, বেড়াস কেবল মজা লুটে ॥
আসা যাওয়া করবি কত, মরবি কত খেটে খেটে।
এই ললিতকে তোর সঙ্গে লয়ে, জোর করে বোস্‌ আপন কোটে ॥ ৯২৬

প্রসাদি স্থর।

মনরে ছুর্গা নাম যে কাল নিবারণ।
ওরে ফলের তরে কর্ম্ম করে, সে নাম করতে পারবি কখন ॥
মায়ায় বাঁধা চক্ষে ধাঁধা, সংসারেতে বদ্ধ যে জন।
সে যে কর্ম্ম লয়ে কাজের দায়ে, ঘুরছে সদাই কানার মতন ॥
ছুর্গা নামে মোক্ষ ফলে, সমান হয় সব জলে স্থলে ;
শেষে উঠতে পারলে মায়ের কোলে, এই জগৎ সব যে হবে আপন ॥
হেথা রিপুর বসে, থাকলে পরে, সব গোল হয়ে যায় ঘরে পরে ;
ক্রমে আত্মবসে অহঙ্কারে হারাবি তোর পাওয়া রতন ॥
ললিত বলে ওরে ভোলা, এই সংসার হ'ল প্রধান জ্বালা ;
আজ ছেড়ে সকল মিছে খেলা, মায়ের নাম গেয়ে দিন করনা যাপন ॥ ৯২৭

প্রসাদি সুর।

পাঁচ ভাবেতে ভাব মিলে না।
ও মন পাঁচকে ভেঙ্গে এক করে দেখ ;
তোর ভাবের অভাব আর হবে না ॥
হেথা পাঁচে পাঁচে চল্‌ছে জগৎ, সেই পাঁচ নিয়ে হয় পাঁচ সাধনা।
আজ পাঁচের মিলন করতে গেলে, শেষকালেতে কেউ থাকে না ॥
হেথা পাঁচাপাঁচি করতে গেলে, কত রকম হয় তাড়না।
কেবল পাঁচের ঘোরে ঘুরতে হলে, মনের মত শেষ পাবে না ॥
আজ পাঁচ নিয়ে যে সবাই ভোলা, একেতে পাঁচ কেউ দেখে না।
সেটা দেখলে পরে ঘরে পরে, সমান ভাবের হয় যোজনা ॥
ললিত বলে পাঁচ ছেড়ে মন, কর একে ধরে দিন গণনা।
তুই একেতেই যে সকল পাবি,
কোথাও ভেদাভেদ যে তোর রবে না ॥ ৯২৮ ॥

প্রসাদি সুর।

মন কেনরে ভাবিস এত।
ওরে কর্ম্মফলের লোভ ছেড়ে তুই, হনা ব্রহ্মময়ীর অনুগত ॥
ফলের লোভে কর্ম্ম ক'রে ; যাতনা তোর বাড়্‌ছে যত।
ওরে ফলের ভাগি হ'য়ে এখন, আসা যাওয়া করবি কত ॥
অনন্ত কামনা ছেড়ে, হনারে মন মনের মতন।
নইলে আপন কর্ম্ম আপনি ভুলে, হবি সব দিকেতে প্রতিহত ॥
কর্ম্মভোগের মাঝে পড়ে, তোর বিচার করা অনুচিত।
দেখনা পথ ভুলে সব অন্ধ হয়ে ঘুর্‌ছে হেথা শত শত ॥
ললিত বলে এক ভাব লয়ে মন থাকনা বসে অবিরত,
যদি অহঙ্কারে সব ভুলিস মন, তবে ফল যে ফলবে বিপরীত ॥ ৯২৯ ॥

প্রসাদি সুর।

কে বলে মা তুমি অবলা।
ওমা আসব আবেশে উলাঙ্গিনী বেশে, এই রণমাঝে এসে করিস্ খেলা॥
দাঁড়ায়ে রয়েছ শিব শবাসনে, জ্বলিতেছে বহ্নি ও তিন নয়নে;
তোমার ওরূপ জননী হেরিব কেমনে,
ক্রমে যে আমার যেতেছে বেলা॥
পরেছ কটীতে নরকর বাস, বিলোল রসনা মুখে মৃদুহাস;
নখরেতে শশী কিরণ প্রকাশ; হেরিয়া এমন হ'তেছে ভোলা॥
চতুর্ভূজা হ'য়ে ধরেছ কৃপাণ, দিতি সুতদলের নাহি পরিত্রাণ;
সমরে নাচিয়া হ'য়েছ অজ্ঞান গলে পরে আছ নৃমুণ্ডমালা॥
এই মোহনের মাগো ওপদে বাসনা, আর সহেনা জননী এভব যাতনা;
সদা রিপুকুল এসে করিছে তাড়না,
একবার ক'রোগো করুণা নগেন্দ্র বালা॥ ৯৩০॥

প্রসাদি সুর।

বলগো জননী তোর একি বিচার।
তোর বিচারের যে নাই পারাপার॥
যে জন তোকে ভাবে আপন, তাকে দেখাস্ মা তুই মায়ার স্বপন;
তার ওষ্ঠাগত করে জীবন, মনের মধ্যে বাড়াস বিকার॥
কর্ম্ম করতে হেথায় এনে, কেবল দোষ ধরিস মা সকল জেনে;
বসে দেখিস গো সব ঘরের কোণে,
তোকে দেখতে গেলে হ'স নিরাকারা॥
আশী লক্ষ জোনি ঘুরে; মানব জনম পেলাম পরে;
কিন্তু এখন মাগো তোর বিচারে, সদাই প্রাণ যে জ্বলছে আমার॥

হেথা তোর খেলাতে শবাসনা, হয়েছে ঘরে পরে বিড়ম্বনা ;
মাগো ক'রে কেবল নেনা দেনা, লাভের মধ্যে হলাম অসার ॥
এই ললিত যে তোর কোলের ছেলে, ওমা কেন তাকে আছিস্ ভুলে ;
তাকে ফেলে মা এই গণ্ডগোলে,
কেন ভ্রম বাড়াতে চাস মাগো তার ॥ ৯৩১ ॥

প্রসাদি সুর।

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
কেন মিছে কাজে কাজ বাড়িয়ে, খাস বসে তুই কাজের নাড়া ॥
হেথা পাঁচকে লয়ে মায়'র ঘোরে, হচ্ছে পাঁচাপাঁচি ঘরে পরে ;
সব গোল হ'ল তোর পাঁচের তরে,
কিন্তু ডাকলে কেউ কি দিতেছে সাড়া ॥
আপন ভেবে করিস কর্ম্ম, ভাবিস না শেষ্ ধর্ম্মাধর্ম্ম ;
যে বুঝেছে সেই কাজের কাজের মর্ম্ম, তার ঘুচেছে যে মায়ার ঘেরা ॥
তুই আছিস হেথা অন্ধকারে, শেষ আপন বলে পাবি কারে ;
ওরে ধরতে এখন যাবি যারে, আজ সেই যে তোকে দেবে তাড়া ॥
ললিত বলে মায়ের চরণ, সদাই মন তুই কর বিস্মরণ ;
ওরে মায়ে পোয়ে হ'লে আপন, তোর সমান হবে যে আগাগোড়া ॥ ৯৩২

প্রসাদি সুর।

মনরে জয় করে নে কালকে এখন।
ওরে দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, করনা মায়ের নামের সাধন ॥
মায়ের দুর্গা নামের গুণে, দুর্গতি সব করে হরণ।
মনরে দুর্গা বলে দিন ফুরালে, মায়ের হতে পারবি আপন ॥

এই ভবের ভয়ে ভয় কেন তোর মা যখন তোর ভয় নিবারণ।
বুঝে দেখনা রে মন মা যেরে তোর, এই জগতের সব কার্য্য কারণ॥
হেথা আদি অন্ত সবই মা তোর, ওরে মা যে কভু নয় যে কৃপণ।
তোর সে মায়ের হাতে এই জগতের, শেষ আছে সবার জনম মরণ॥
বারেক মন তুই সকল ছেড়ে, করনা দুর্গা বলে আশা পুরণ।
ওরে তাতেই তুই যে সকল পাবি এই ললিত পাবে মায়ের চরণ॥ ৯৩৩॥

প্রসাদি সুর।

সদা কালী কালী বলে ডাক রসনা।
আজ ফলের আশায় কর্ম্মকরে, বিফল হয় সব ফল ফলেনা॥
মায়ার বসে ভ্রান্ত হলি, দেখনা মায়ার কি ছলনা।
যাদের আপন ভেবে যতন করিস, তারাই তোকে দেয় যাতনা॥
কে কার হেথা এসংসারে, বুঝতে সেটা তাও পার না।
যারা আত্মভাবে আছে ভবে, তারাই করতে চায় তাড়না॥
মন তোর নয়ন থাকতে নয়ন হারা, দেখেও দেখ্‌তে আর পেলি না।
ওরে ভাবের অভাব কোন্ খানে তোর, সেটা বুঝলে কি আর পাস্ যাতনা॥
ললিত হেথা কর্ম্ম দোষে, করে অন্ধ হয়ে দিন গণনা।
এই দুই অক্ষরে মায়ের নামটি, ডাকতে যেন কেউ ভোলে না॥ ৯৩৪॥

প্রসাদি সুর।

আর কেন মন আয়না ঘরে॥
কেন পর সেজে আজ পরকে নিয়ে, ওরে ঘুরে বেড়াস্ পরে পরে।
চারিধারে দেখলি চেয়ে, কেউ দায়ি নয় তোর ঐ দায়ে;
আর কত কাল তুই থাকবি সয়ে; তোর সবাই আপন যাচ্ছে সরে॥

বসে বসে ভেবেছিস সার, এই ঘর বাড়ী ধন সব যে আমার;
কিন্তু চক্ষু মুদ্‌লে কি হবে কার, এখন ভ্রম এত তোর অহঙ্কারে॥
ওরে যতদিন তোর থাকবে জীবন, হেথা ততদিনই কার্য্য কারণ;
শেষে যেদিন তোকে ধরবে শমন সেদিন ঢুক্‌বি গিয়ে ঘোর আধারে॥
হেথা পড়ে ভবের গণ্ডগোলে, ওরে আপন কর্ম্ম আছিস ভুলে,
তোকে বেঁধে হেথা মায়ার ছলে, আজ বুঝ্‌তে কিছুই দেয়না তোরে॥
এই ললিতের তুই শোনরে কথা, আর করিসনারে হেথা সেথা;
তোর মাকে বলে সকল ব্যথা, ওরে থাকনা বসে আপন জোরে॥ ৯৩৫॥

প্রসাদি সুর।

মনরে এত ভাবিস কেনে।

মায়ের দুর্গা নামের করনা সাধন, তাঁকে ডাকনা সদাই মনে মনে॥
মা যে আমার কাল নিবারণ, জনম মরণ তাঁর চরণে;
দেখনা মহাকাল হয়ে পরম যোগী, হলেন শ্মশানবাসী ঐ চরণ ধ্যানে॥
মায়ে পোয়ে স্নেহের ধারা প্রকাশ হেথা আত্ম গুণে।
তিনি দুর্ব্বলের বল দেখেন সকল, সদাই বসে আপন ঘরের কোণে॥
মা মা বলে মাকে ডেকে, আত্মভাবে নেনা টেনে।
মায়ের ধরে চরণ হ'য়ে আপন, ওরে মা যে কেমন দেখনা চিনে।
আগম নিগম চল্‌ছে সমান, আর জ্বালা মন দিস্‌না প্রাণে।
করে ললিতকে তোর দোষের ভাগি, মিছে ভয় দেখাস না এমন দিনে॥ ৯৩৬॥

প্রসাদি সুর।

মন করিস কি কর্ম্ম এমন।

তোর যে দিনের কর্ম্ম দিনেতে হয়, দিনেই হচ্ছে হরণ পুরণ॥
আদি অন্ত সমান যে তোর, সমান ভাবেই আগম নিগম।
মিছে কর্ম্ম ক'রে দিন কাটালি, শেষে তার ফলে তোর জ্বলবে জীবন॥

আজ এলি কাল যাবি কোথা, সেটা ভাবতে কি তোর হয়না মনন।
একবার আত্মবসে, বসে কি তুই, ভেবে দেখবি কার্য্য কারণ॥
যে কাজ করতে এসেছিস্ মন, ভেবে সেটা দেখবি কখন।
কেবল মায়ায় অন্ধ হয়ে যে তুই, হারালি তোর পাওয়া রতন॥
আছেন ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মময়ী, সেটাও কি তোর হয়না স্মরণ।
তাঁকে খুজবি যে দিন ঘুচ্‌বে তোর ঋণ, ললিতের তুই হবি আপন॥ ৯৩৭

প্রসাদি সুর।

(মন) ভুলিস্‌নারে কথার ছলে।
ওরে ধর্ম্মাধর্ম্ম উপকথা, শেষ্ ঢুকিস্ না তার গণ্ডগোলে।
এই সংসারেতে কর্ম্ম বিষম, সব গোল হয়ে যায় কর্ম্মফলে,
ওরে স্বত্বগুণে দেবত্ব পায়, রজঃ ভাবে মাকে মেলে॥
তমঃ গুণে ঘুরছে জগৎ, অন্ধকার সব হয় যে মনে।
শেষে কাজের ছলে অকাজেতে, সবাই আত্মভাব মন যায় যে ভুলে॥
ওরে জাগা ঘরে ক'রে চুরী, চোর পালায় যে ধর্‌লে কালে।
কিন্তু মিলন হবে সব্ এক ভাবেতে, আদি অন্ত সমান হলে॥
লোভ বাড়ায়ে লোভের বসে, যে জন ঘরের কপাট খোলে।
সে দেখে আঁধার বাড়ায় বিকার, সদাই মন ওপ্রাণ তার মরে জ্বলে॥
ললিত বলে কর্ম্ম ছেড়ে, সমভাবে দেখ্ জলে স্থলে।
ওরে ভয়ে ভক্তি করবি কি তুই, সব অভাব এখন থাকনা ভুলে॥ ৯৩৮

প্রসাদি সুর।

মা কি আমর সহজ মেয়ে। সে যে আত্ম ভাবের প্রকাশ করে,
দেবাসুরে রণ বাধায়ে॥
মা মা ব'লে ডাকলে পরে, সদা গোল বাঁধায় ঘরে পরে;
যে জন সদাই তাকে থাকে ধরে; তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে ফেলে দায়ে॥

কর্ম্ম করতে জগৎ ভোলা, কর্ম্মই হল জীবের খেলা ;
যখন স্বকর্ম্ম ফল করে ছলা, তখন গোল বাধায় মা পায়ে পায়ে ॥
যদি করতে চাস্ মন মাকে আপন, তবে জোর ক'রে ধর মায়ের চরণ ;
মিছে করিস্ নারে কর্ম্ম সাধন, ওরে কাতর হস্‌না শমন ভয়ে ॥
দেখিয়ে কেবল দুঃখের ভরা, তোর নয়ন ব'য়ে পড়ছে ধারা ;
একবার জোর করে দেখ পাবি তারা, মিছে হস্‌না সারা এত সয়ে ॥
ললিত বলে মায়ের খেলা, বুঝতে তোর যে যাবে বেলা ;
তাতে গণ্ডগোল যে মেলা, কিছু ফল পাবিনা বলে কয়ে ॥ ৯৩৯ ॥

প্রসাদি সুর।

মন এই ভবের ভাবনা ভাবিস কত।
হেথা যাতনা যে অবিরত ॥
হয় কর্ম্মদোষে অধর্ম্ম ভাব, সবদিকে হস্ প্রতিহত।
ওরে যতন করে কাজ করতে গেলে, কিছুই হয় না মনের মত।
ওরে মায়ার ঘোরে ভব ঘুরে, হয়ে এখন বেড়াস্ এত,
শেষে ফলের আশায় কাজ করে মন, বিফল হচ্ছে শত শত ॥
হেথা যত দিন তোর থাকবে জীবন, ততদিনই কর্ম্ম যত।
ওরে লোভে পড়লে হতে হয় শেষ, ষড়রিপুর অনুগত ॥
ওরে মায়ের কোলে থাকলে ছেলে, সে যে হতে পারে কর্ম্মে রত।
কেবল ললিত বলে ফলের তরে কাজ করা তোর অনুচিত ॥ ৯৪০

প্রসাদি সুর।

ওরে মন ভুলিসনা কারও কথায়।
এখন দেখিয়ে মায়া ভোলায় বটে, কিন্তু শেষেতে কেউ দেবে না সায়
আজ কর্ম্ম ক'রে দিন কাটালে, ওরে মায়া বাড়ে কাজের ছলে ;
তখন অবশেষে পড়ে গোলে, তোর আপন কর্ম্ম আপনি ভোলায় ॥

হেথা যত দিন তুই আত্ম বসে, ওরে থাকবি আপন ঘরে বসে,
তোকে ধর্‌তে কেউ কি পারবে এসে,
শেষে কেউ কি ফেল্‌তে পারবে রে দায়॥
ওরে দেখে মহামায়ার খেলা, সব কাটিয়ে এখন দেনা বেলা;
হেথা রঙ্গ রস যে আছে মেলা, তাতে ঢোকাতে তোয় সবাই যে চায়॥
ললিত বলে আপনার মাথা খাস্‌নারে তুই শোনরে কথা;
যদি কোন রকম পাসরে ব্যথা, তখন ধরিস গিয়ে মার দুটি পায়॥ ৯৪১

প্রসাদি সুর।

ওরে মন ভুলিস নারে কোন কথায়।
হেথা পাঁচজনে তোয় ঘুরিয়ে নিয়ে, ওরে ভুলিয়ে দেয় সব কথায় কথায়॥
আজ মায়ায় পড়ে কর্ম্ম করে, হয়েছিস তুই ভব ঘুরে;
দেখ এই জগত মাঝে অন্ধকারে, নগদ দামে সব যে বিকায়॥
হচ্ছে বেচা কেনা মুখে মুখে, তুই মরিস কেবল ব'কে ব'কে;
যখন অন্ধকার সব দেখবি চোখে তখন বুঝ্‌তে পারবি বেলা কোথায়॥
আজ মায়া আশা দুটি লয়ে, ওরে আছিস ভবে সকল সয়ে;
কিন্তু কোন রকম পড়্‌লে দায়ে, কাকেও কি তুই পাবি সহায়॥
থাকনা মায়ের ছেলে মায়ের হ'য়ে, ওরে কাতর কেন কালের ভয়ে;
ললিত দুর্গা বলে সকল সয়ে, মার কোল পাবে শেষ মায়ের কৃপায়॥ ৯৪২॥

প্রসাদি সুর।

মন কেনরে এত ভোলা।
ওরে ক্রমে যে তোর যাচ্ছে বেলা॥
কিযে করতে এসেছিলি, এখন কি করে তুই দিন কাটালি;
ওরে তোকে আমি যতই বলি, তুই শুনিস্ না সব সাজলী কালা॥

হেথা মায়াতে তুই অন্ধ হ'য়ে, ঘুরে মরিস পরকে লয়ে ;
সদা কাতর হস্‌রে প্রাণের ভয়ে, তাই কাল এসে তোয় করছে ছলা ॥
ওরে যতদিন তোর হ'ল গত, সব হ'ল যে ভুতগত ;
তোর কাজের ফল তুই দেখবি কত, কেবল অন্ধকারে বাড়ছে খেলা ॥
তুই দেখলে আপন ঘরের কোনে, তুই নিতে পারবি সকল চিনে ;
মিছে ললিতকে আর ডোবাস্‌ কেনে, দেখনা ঘরের মধ্যে জ্যোতির মেলা ॥ ৯৪৩ ॥

প্রসাদি সুর।

কি ভাবে মন তুইরে ভোলা।
ওরে চোখ্‌ চেয়ে তুই দেখ্‌লি নাকি, তোর চারি ধারে মায়ার খেলা ॥
আস্‌ছিস্‌ যাচ্ছিস বারে বারে, কর্ম্ম করিস ঘুরে ফিরে ;
ক্রমে ঢুক্‌ছিস্‌ গিয়ে অন্ধকারে, তাই বুঝিস নারে প্যাঁচের ছলা ॥
থাক্‌লে তুইরে আপন মনে, তোর মায়া বাড়বে সঙ্গোপনে ;
তখন গোল হবে সব মনে মনে, তাতে বাড়বে কেবল প্রাণের জ্বালা ॥
যতদিন তোর থাকবে কর্ম্ম, ততদিনই ধর্ম্মাধর্ম্ম ;
ওরে মর্ম্ম বুঝে করলে কর্ম্ম, তোর ভয় হবে না কাজের বেলা ॥
মনরে হ'লে মায়ের অনুগত, তুই হবিনা শেষ ভুতগত ;
ওরে থাকলে আপনি আপন মত, শেষে ললিত পাবে পারের ভেলা ॥ ৯৪৪

প্রসাদি সুর।

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ওরে মন মন্‌রে আমার, দেখি তোর ভক্তির অভাব আগাগোড়া ॥

ওরে কর্ম্ম ক'রে অন্ধকারে, এরই মধ্যে সাজলি খোঁড়া।
পড়ে মায়ায় বাঁধা পেয়ে ধাঁধা, কাকে বল শেষ দিবি সাড়া॥
ওরে জন্ম জন্মান্তরের কথা, দেখলি করে নাড়াচাড়া।
কিন্তু বুঝেও কিছু বুঝ্‌লি না তুই, এম্নি তোর আজ কপাল পোড়া॥
হেথা সঙ্গী এখন পেয়ে ছটা, কালের ভটা দিচ্ছে তারা।
যদি ভয়ে ভক্তি দেখাস্ রে তুই, তবে বিদায় পাবি খাড়া খাড়া॥
আজ অহঙ্কারে বাড়িয়ে বিকার, কাজ শিখে'ছিস্ সৃষ্টি ছাড়া।
তাই ললিত বলে সব থাকলে ভুলে, করবে কি তোর মন্ত্র ঘোঁড়া॥ ২৪৫

প্রসাদি সুর।

কাজ কি মা এ তুচ্ছ ধনে।
যা সব পড়ে রবে ঘরের কোণে॥
যদি দিস্ মা তোর ঐ যুগল চরণ, রাখি হৃদয় মাঝে সঙ্গোপনে॥
মাগো ধনরত্ন আদি যত, শেষ সব হবে মা ভূতগত;
হেথা ফল ফলে মা বিপরীত, কেবল বাঁধা পড়ছি মায়ার টানে॥
মনের বাড়ে লোভ মা অনিবার, আজ কি হবে তার প্রতিকার;
কেবল করে মাগো আমার আমার, সদা দুঃখ বাড়ে মনে মনে॥
দিয়ে বিষয় বৈভব সুতাদারা, করে রেখেছিস মা দিশেহারা,
আমার শেষের সঙ্গী হবে যারা, তারা ঠকিয়ে দিচ্ছে এমন দিনে॥
কবে কাম ও কাম্য সমান হবে, একাধারে সব দেখাবে;
মনের লোভ ও আশা সকল যাবে, সব আত্মভাবে লব চিনে॥
মাগো মিছে ধনে হ'য়ে মত্ত, ভুলে আছি মা পরম তত্ত্ব;
কবে তোর ললিত মা বুঝে সত্য, বস্‌তে পাবে মাগো তোর চরণে॥ ২৪৬॥

প্রসাদি সুর।

আমি সংসারে মা দায়ি কত।
তাই ভাবছি মাগো অবিরত॥
একলা এসে ছিলাম হেথা, ফিরে একাই যেতে হবে সেথা ;
আমার সমান যে মা হেথা সেথা, তবু কর্ম্মে কেন নই বিরত॥
যারা আমার সঙ্গে আছে, একাই তারা সব এসেছে ;
হেথা যা দেখি মা সকল মিছে, তবু ঘুর্‌ছে দেখি শত শত॥
কার তরে মা মরি খেটে ; লাভের আশায় বেড়াই ছুটে ;
হেথায় কতকগুলা সঙ্গী জুটে, আমায় থাকতে দেয় না মনের মত॥
আমি দিন কাটাই যা কর্ম্ম করে, তার ফলের ভাগি হবে পরে ;
আমার থাকবে সব মা পরে পরে, শেষ সব হবে মা ভূতগত॥
মা ললিতকে তোর করে দোষি, তাকে ডুবিয়ে দিলি সর্ব্বনাশী ;
একবার সময় পাই না বারেক বসি, মিছে সব দিকে হই প্রতিহত॥ ৯৪৭॥

প্রসাদি সুর।

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ওরে মন মন্‌রে আমার, তুই বুঝলি কিরে আগাগোড়া॥
তুই সংসারেতে এলি যেদিন, হলি ছয় সওয়ারের একলা ঘোড়া।
তোর আপন কর্ম্ম সব ভুলেছিস্‌, করবে কি তোর মন্ত্র যোঁড়া॥
তুই আপনার মাথা আপনি খেয়ে, কাজ শিখেছিস সৃষ্টি ছাড়া।
তুই কি করে মন তরবি হেথা, কিসে ভাঙ্গা কপাল লাগবে জোড়া॥
ওরে মিছে কাজে কাজ বাড়িয়ে, দিতে চাস্ তুই কাজের নাড়া।
যদি সাম্‌লে এখন না চলিস মন, শেষে পথে চল্‌তে হবি খোঁড়া॥
মনরে সকল কথা ভুলে গিয়ে, তুই ডগে বসে কাটিস গোড়া।
মন তোঁর কাজের দোষে হ'য়ে দোষি, হ'ল ললিতের এই কপাল পোড়া॥ ৯৪৮॥

প্রসাদি সুর।

মন কেনরে ভাবিস এত।
সদা থাক্‌না মায়ের অনুগত ॥
লোভে পড়ে কর্ম্ম ক'রে, সব দিকে হস্ প্রতিহত।
হেথা পরে পরে পর সেজেছিস, মিছে করিস কেবল দিনগত ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম রইল কোথা, সেটার মর্ম্ম বুঝ্‌তে হস্‌রে ভীত।
ওরে বুঝলে হেথা প্রাণের ব্যথা, তোর আপন হ'ত শত শত ॥
মনরে ফলের আশা ছেড়ে এখন, কর্ম্ম করলে মনের মত।
দেখনা সব যে আপন থাক্‌তে জীবন, কিছুই হয় না আপনি ভূতগত
ক'রে ললিতকে সব ফলের ভাগি, কেন দুঃখ দিতে চাসরে এত।
সদা দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, মনরে হনা মায়ের পদাশ্রিত ॥ ৯৪৯ ॥

প্রসাদি সুর।

কত দেখালি মা নূতন খেলা।
হেথা ঘটের ভিতর ঘট রেখে মা, দেখাস্ পঞ্চ ঘটের মেলা ॥
মাগো পঞ্চরূপে পঞ্চাকারে, মিলন হচ্ছে একাকারে;
এখন দেখলে সে সব এক আঁধারে, আর কি করতে হেথা পারিস ছলা
আজ পাঁচ ভাবেতে চলছে জগৎ, একে মিলন হচ্ছে সৎ ও অসৎ;
হেথা সমান যে মা স্বল্প বৃহৎ, কিন্তু বোঝা যায় না থাক্‌তে বেলা ॥
মাগো চক্ষুহীনকে অন্ধকারে, রাখলে সে কি বুঝতে পারে;
সে যে কেবল সেথা ঘুরে ফিরে, দেখে ঘরের নটা দ্বার যে খোলা ॥
মাগো কর্ম্ম করি ফলের আশায়, লাভের কড়ি সব খেয়ে যায়;
দেখি সংসারেতে এই বড় দায়, যে মায়ায় বেঁধে রাখে গলা ॥
ললিত বলে বিদায় কালে, তুই দেখ্‌বি কি মা আপন ছেলে;
তার কর্ম্মদোষে মনের ভুলে, প্রাণের ভিতর দিস্‌না জ্বালা ॥ ৯৫০ ॥

প্রসাদি সুর।

মন দেখ্‌না চেয়ে কোথায় তারা।
তাঁকে ভাবিস নারে নিরাকারা॥
ঘটে পটে সর্ব্বাকারে, আছেন তিনি সব আঁধারে;
তাঁকে খুঁজে এখন দেখ্‌লে পরে, তুই হবি নারে নয়নহারা॥
এখন মায়ায় আছিস অন্ধ হ'য়ে, সদাই ঘুরিস পরের কর্ম্ম লয়ে;
হেথা ফলের আশায় পড়ে দায়ে, ওরে কাট্‌বি কিসে মায়ার ঘেরা॥
হেথা মনের মতন পাবি কারে, সদা পড়ে আছিস অন্ধকারে;
একবার দেখনা চেয়ে চারি ধারে, তোকে ঘেরে এখন আছে কারা॥
মায়ামোহ এই ভবের খেলা, বাড়ায় কেবল এই প্রাণের জ্বালা।
ললিত বলে থাকতে বেলা, প্রাণভরে বল তারা তারা॥ ৯৫১॥

প্রসাদি সুর।

কে বলে মা তুমি অবলা।
কভু রণ মাঝে এসে, উলাঙ্গিনী বেশে ভ্রমিছ হ'য়ে মা কুলের বালা॥
করে ধরেছ কৃপান, মুখে হান্ হান্ পদে সদা শিব তাহার প্রমাণ;
পেলে তোমার সন্ধান, পাবে পরিত্রাণ, কিন্তু রূপ দেখে তোমার সবাই ভোলা
সদা তুমি নির্ব্বিকারে, ভ্রমিছ আঁধারে,
তুমি আদি অন্ত মিলন কর একাধারে,
যেজন ধরিবে তোমারে ভুলায়ে তাহারে,
কত মাগো লয়ে করিছ খেলা॥
তুমি অনন্তে অনন্ত; সকলের স্বতন্ত্র, ভক্ত পর তন্ত্র,
যন্ত্র মন্ত্র তন্ত্র; মা তুমি হ'য়ে কার্য্য ও কারণ,
এই জগতের জীবন, তবে কেন মাগো এত করিছ ছলা॥

তুমি কর্ম্মে নও মা বাধা, মাগো সাধনা অসাধ্য,
আমার স্বকর্ম্ম ফল সব রয়েছে বিরুদ্ধ,
এই সংসার মায়ায় হইয়া মা বদ্ধ, সতত কত মা সহিব জ্বালা
মা তুমি বিপদে সম্পদে সদা হও শুভদে,
সংসার তাড়নায় প্রাণ যে মা কাঁদে ; কবে হ'য়ে মা বরদে,
রাখিবে শ্রীপদে, ক্রমে মা ললিতের যেতেছে বেলা। ৯১২॥

প্রসাদি সুর।

আমি কোন পথে এখন যাব তারা।
(মাগো প্রবৃত্তিকি নিবৃত্তি পথে) ওমা যে দিকেতে চেয়ে দেখি,
সেই দিকেই মা মায়ায় ঘেরা॥
পরম তত্ত্ব ভুলে এখন, অহঙ্কারে মন যে পোরা।
হেথা আত্মবসে মুগ্ধ হ'য়ে হারাই তোমার স্নেহের ধারা॥
সব হ'ল মা ভুতগত, পাঁচ ভুতে মা করছে সারা।
আবার তুমিও মা এমনি নিদয়, সেজে আছ নিরাকারা॥
এখানেতে কর্ম্ম প্রধান, দেখতে পাই মা আগাগোড়া।
আবার অন্ধ হয়ে অন্ধকারে, ঘুরছে তোমায় খুঁজছে যারা॥
মোহনবলে কর্ম্ম করে, ফলের আশা করে তারা।
হেথা সব দিকে মা বিফল হ'য়ে, বিদায় পাচ্ছে খাড়া খাড়া॥ ৯১৩

প্রসাদি সুর

মা তোমার রূপেতে যে রূপ ধরে না।
আজ অরূপ হয়ে রূপ ধরেছিস, তোর স্বরূপ বুঝতে কেউ পারে না॥
তোকে দেখার মত দেখ্‌তে গিয়ে, মার তোর দেখা যে কেউ পেলে না
আবার মনে জ্ঞানে ঐক্য হলেও, দেখে শুনে মন বোঝে না॥

অহঙ্কারে জগৎ পোরা, কেউ করতে চায় না ধ্যান ধারণা।
ওমা আত্ম তত্ত্ব বুঝ্‌লে পরে, মা তোর ভেঙ্গে যায় যে সব ছলনা॥
মা তুই সকলেতেই সমভাবে, আছিস সেটা কেউ বোঝে না॥
তাই রূপের ভেদে গোল বাধে মা, হেথা ভেদাভেদ কি হয় গণনা॥
আজ অরূপের যে এই অপরূপ, দেখতে সেটা কেউ জানে না।
তাই মোহন বলে আর বিরূপ কেন মা, একাধারেই পাঁচ দেখা না॥ ৯৫৮॥

প্রসাদি সুর।

মন কেনরে ভ্রান্ত এত।
ওরে দুর্গা নাম যে কাল নিবারণ, করনা সাধন অবিরত॥
অহঙ্কারে হ'য়ে ভোলা, বুঝলি না তুই ভবের খেলা;
হেথায় সঙ্গী এখন পেয়ে মেলা, ওরে হলি না তুই মনের মত॥
জ্ঞান ও কর্ম্ম দুটি লয়ে, ওরে ঘুরছিস এখন পরের হ'য়ে;
কিন্তু কালের ভয়ে মরিস ভয়ে, এটা মনরে তোর যে অনুচিত॥
যত দিন তোর গেল কেটে, ওরে মিছে মলি খেটে খেটে;
ও তোর ছটা রিপু মজা লুটে, তোকে লোভ দেখাচ্ছে শত শত॥
মনরে ভুলে এখন আপন দশা, কেবল বাড়ালি এ সংসারের নেশা;
তোর কিসে পূর্ণ হবে আশা, ক্রমে সব হ'ল তোর ভূতগত॥
এখন মায়ের নাম তুই ক'রে সাধন, ধরবি কি তোর মায়ের চরণ;
ওরে তা হলে যে এ দীন মোহন, দুঃখের ভাগি হয় না এত॥ ৯৫৫॥

প্রসাদি সুর।

বল জয় কালী জয় কালী তারা।
মা আমার নন যে কভু নিরাকারা॥
মা যে সদাই হেথা কত সাজে, বিরাজ করেন এই জগৎ মাঝে;
তাঁকে দেখতে হয় তাঁর কর্ম্ম বুঝে, কিন্তু মায়ায় আমরা নয়নহারা॥

তমঃ ভাব যে সঙ্গোপনে, কর্ম্ম করে এই জীবনে ;
হেথা অহঙ্কারে নিশিদিনে, এই দুই নয়নে বহে ধারা ॥
হয়ে ভবের মাঝে ভব ঘুরে, বেড়াই সদাই ঘুরে ফিরে ;
ওরে বুঝব মাকে কেমন ক'রে, যদি না কাটে এই মায়ার ঘেরা ॥
ওরে যতদিন এই কর্ম্মবসে, হেথা থাকবে অন্ধকারে ব'সে ;
ওরে ততদিনই আশার আশে, শুরু হচ্ছে যে পাপের ভরা ॥
আজ মিছে কর্ম্মে হয়ে ভোলা, আর কাটাসনা যা আছে বেলা ;
ওরে ললিত আর তুই হ'য়ে ভোলা, কালের হাতে হসনা সারা ॥ ৯৫৬ ॥

প্রসাদি সুর।

ভবে কত কাল আর করব খেলা।
ক্রমে দিন যে মাগো ফুরিয়ে এল, দেখছি সকল আঁধার সন্ধ্যাবেলা ॥
ধর্ম্ম ভেবে কর্ম্ম ক'রে, সংসারে কাজ বাড়ছে মেলা ;
কিন্তু কার তরে কে কাজ করে মা, সেটা দেখতে গেলে সব করে ছলা ॥
আপন কাজ মা করতে গেলে, মন মায়ার বসে হয় যে ভোলা।
তাতে ছটা রিপু যোগ দিয়ে মা, সব দিকেতে বাড়ায় জ্বালা ॥
ঘর বেঁধে ঘর করব কি মা, তার সকল দ্বারই সদাই খোলা।
আমার ঘরে পরে বিড়ম্বনা, তোকে বলব কি সব তুই যে কালা ॥
বুঝিয়ে কথা বলতে গেলে, মন যে শুনতে চায় না সলা।
কিন্তু ললিত জানে স্বকর্ম্ম ফল, হিসাব করে থাকছে তোলা ॥ ৯৫৭ ॥

প্রসাদি সুর।

আমি কার জোরে জোর করি তারা।
তুই লোক দেখানো, বল মা কেন, সেজে আছিস নিরাকারা ॥
তুই দেখেও কিছু দেখিস না মা, তোর খেলার হেথা নাই মা সীমা ;
আর তুই কি মাগো ক'রে ক্ষমা, একবার দিবি কি তোর স্নেহের ধারা

প্রসাদি সুর।

হেথা পাঁচ জনেতে মিলে মিশে, ওনা ডুবিয়েছে সব রঙ্গরসে ;
সবার পর সেজেছি হেথায় এসে, মিছে করছি কেবল ঘোরা ফেরা ॥
দেখি আপনার জনে জনে, ভাবি সদাই আপন মনে মনে ;
কিন্তু কেউ থাকে না শেষের দিনে, দেখি সংসার মিছে মায়ায় পোরা ॥
মা তোর ললিত হেথা হয়ে ভোলা, কাটিয়ে দিলে এমন বেলা ;
আবার তুই মা আমার সেজে কালা, তাকে সব দিকেতে করলি সারা ॥ ৯৫৮ ॥

প্রসাদি সুর।

কাল কি কারও কথা শোনে।

সে যে কর্ম্মফলের মাঝে ফেলে, সবাইকে মা ধরছে টেনে ॥
কর্ম্মের হেথা নাই পারাপার, ধর্ম্মাধর্ম্ম সমান সবার,
সদা মনের ভিতর বাড়িয়ে বিকার, কত গণ্ডগোল মা দিচ্ছে এনে ॥
মাগো অভাবে হয় স্বভাব নষ্ট, না পেলেই মন যে হয় মা রুষ্ট,
কেবল প্রাণেতে মা বাড়ে কষ্ট, বাড়ছে রিপুছটা এমন দিনে ॥
তার কালা কালের নাই মা বিচার, কে করে মা তার প্রতিকার ;
তোমার কৃপা বিনা মা সকল আঁধার, এই বুঝেছি মা দেখে শুনে ॥
হেথা যতদিন মা আছে জীবন, বুঝ্‌তে পারব না মা কার্য্য কারণ,
কত কাতরে মা ডাকবে মোহন, তার স্থান কি নাই মা তোর চরণে ॥৯ ৯

প্রসাদি সুর।

আমার কিছুই হেথা নয় মা তারা।
আমি যে দিকে মা চেয়ে দেখি, সেই দিকেই মা মায়ার ঘেরা ॥
ধর্ম্মভেবে কর্ম্মকরে ; বাড়ছে কেবল স্নেহের ধারা।
তার ফলের ভাগি হতে গিয়ে, আমি হলাম যে মা আপনি সারা ॥

করে আপনার বলে টানাটানি, আমার মন হয়েছে অভিমানি ;
হেথা কাজের কথা কই মা শুনি, তাই গোল বেধেছে আগা গোড়া ॥
যতদিন মা কর্ম্ম রবে, কেউ কি আমার আপন হবে ;
কেবল লাভের ভাগি হ'য়ে সবে, মাগো করছে আমায় দিশেহারা ॥
আজ তোমাকে মা বলব কত, আমার সব হতেছে ভূতগত,
তাই দুঃখ পাই মা অবিরত, কবে বিদায় পাব খাড়া খাড়া ॥
হেথা থাকব মাগো তোমায় ধরে, সদা আছি তাই মা মনে করে
ফেলে ললিতকে এই মায়ার ঘোরে, তুমি হ'য়ে আছ নিরাকারা ॥ ৯৬০ ॥

প্রসাদি সুর।

শান্তি কি আর নাই মা প্রাণে।
আমি তোমার কৃপা বিনা তারা, হারাই সব যে কর্ম্ম ঋণে।
কার তরে সব কর্ম্ম করি, বুঝতে এখন কই মা পারি,
কেবল মিছে কাজে ঘুরে মরি, তোমায় ধরতে আমি পারব কেনে ॥
তোমার নাম সাধনা কর্ত্তে গেলে মায়ায় পড়ে যাই মা ভুলে
আমায় ঘুরিয়ে ফেলে গণ্ডগোলে, টেনে লয়ে যাস্ মা আঁধার কোনে
আমি চক্ষু থাকতে চক্ষু হারা ; দেখি চারিধারে মায়ার ঘেরা,
তার মাঝে কেবল কর্ম্ম পোরা ; তাই ভাবনা বাড়ে মনে মনে।
যতদিন মা আছে জীবন, মাগো ততদিনই কার্য্য কারণ ;
ওমা এই ক'রে কি তোমার মোহন, দিন কাটাবে এমন দিনে ৯৬১

প্রসাদি সুর।

সদা ভাবিস কি মন মনে মনে।
তোর ভয় কি আছে এমন দিনে ॥
মা আছে যার ব্রহ্মময়ী, তার মা হবে সব দায়ের দায়ী ;
হেথা রিপু সবে হলে জয়ি, তুই ধরা এখন পড়বি কেনে ॥

আপন ভাবে দেখ্‌লে সবে, সবই তোর যে আপনি হবে ;
হেথা ভেদা ভেদ তোর আর কি রবে, সদাই শান্তি এখন পাবি প্রাণে ॥
তুই মনের মত হলে পরে, সব এক হবে তোর ঘরে পরে ;
কেন প'ড়ে এখন মায়ার ঘোরে, কেন ঢুক্‌তে চাস্‌রে ঘরের কোনে ॥
হেথা ক'রে মিছে ঘোরাঘুরি, তোর বাড়ছে কিরে বাহাদুরী ;
তোকে ধরে রাখতে কৈ আর পারি, আর ভোগাস নারে এই মোহনে ॥ ৯৬২।

প্রসাদি সুর।

মনরে দেখ্‌তে চাস্‌রে কারে।
একবার প্রাণ খুলে তুই বলবি কিরে ॥
যাতায়াত তুই ক'রে হেথা, ঘুরে বেড়াস কর্ম্মকরে।
হ'য়ে কাজের পাগল, সব ক'রে গোল,
দিন কাটাচ্ছিস্‌ যে পর পারে ॥
আত্মবসে আত্মহারা, রেখে পরম তত্ত্ব অন্ধকারে।
হয়ে মায়ায় বদ্ধ হলি অন্ধ, তোর সন্দ সকল ঘুচলো নারে ॥
আজ কাকে পেলে হসরে খুসি, সেইটি বারেক বলে দেরে।
আজ শুনতে পেলে কপাট খুলে, তোর ঘরের ভিতর দেখাব রে ॥
ললিত বলে সকল ছেড়ে, একবার ঘুরে দেখ সব ঘরে ঘরে।
তাই চাস্‌রে যাঁকে পাবি তাঁকে, ওরে ঢুক্‌তে যদি পাস্‌ আঁধারে ॥ ৯৬৩

প্রসাদি সুর।

আমি হ'য়ে মাগো তোমার সুত।
মিছে ভয় দেখালে ভয় খাবনা, ডাকব দুর্গা বলে অবিরত ॥
কর্ম্মের বাধ্য হয়ে তারা, কেউ হেথা নয় মনের মত।
হেথা লাভের ভাগি হতে গিয়ে, সঙ্গি জোটে শত শত ॥

মাগো কালের শাসন হচ্ছে যত, ততই হচ্ছি কাজে প্রতিহত।
আমার কর্ম্মফলে কর্ম্ম করায় কিন্তু ফল ফলে তার বিপরীত ॥
হ'য়ে আত্মরসে আত্মহারা, সদা আপন ভাবি দারাসুত।
কিন্তু শেষের দিনে কেউ থাকে-না, সব হ'য়ে যায় ভূতগত ॥
তুই মা ঘরে বসে আপন হয়ে, কর্ম্ম হেথায় করাস যত,
কিন্তু তোর ললিতের দিন ফুরালে, তার দোষ ধরা তোর অনুচিত৷ ৯৬ ॥

প্রসাদি সুর।

আর ছাড়না ভবের মিছে খেলা।
এখন ফুরিয়ে যে তোর এল বেলা ॥
হেথা ছজন মিলে ছয় ভাবেতে, তোকে ঘুরছে নিয়ে এই জগতে ;
তোর শান্তি নাই যে খেতে শুতে, তবু বাঁধা দিস্ যে আপন গলা ॥
কর্ম্ম হ'ল ঘরের অরি, বাড়ায় রিপুদের সব বাহাদুরী ;
কেবল আছে মায়ার ধরাধরি, দেখনা সবাই যে তোর করছে ছলা
হেথা আত্ম ভাবে থাকলে পরে ওরে কেউ কি কিছু করতে পারে,
থাকনা মাকে ধরে আপন জোরে, মিছে পাঁচকে নিয়ে হস্‌রে ভোলা ॥
মনরে লাভের আশা ভুলে গিয়ে, আজ সব ধরেছে মায়ের পায়ে ;
হেথা আর কি ললিত পড়বে দায়ে, মিছে কাজের তরে হস্‌না কালা ॥ ৯৭

প্রসাদি সুর।

বুঝবি কি মন মায়ের খেলা।
মা যে কাজ দিয়ে কাজ বাড়িয়ে হেথা, করে মিছে কাজের ছলা ॥
হেথা কাজের দায়ে ঘুরে ঘুরে, হয়ে এখন আছিস্ ভোলা
কিন্তু কাজ ফুরালে ঘরে গেলে, দেখ্‌বি মা তোর হ'য়ে আছে কালা

এই কর্ম্ম ক্ষেত্রে এলি যে দিন, তোর সেদিন হতে বাড়ছে যে ঋণ ;
ক্রমে হবে শেষের উপায় বিহীন, তখন ভয় যে হেথা দেখবি মেলা ॥
হেথা ফলের আশায় করিস কর্ম্ম, ওরে ভাবিস না তোর ধর্ম্মাধর্ম্ম ;
শেষে বুঝবি যখন কাজের মর্ম্ম, তখন আর কিরে তোর থাকবে বেলা ॥
তাই সদাই তোকে ললিত বলে, আজ ডাকনারে মন মা মা বলে ;
আর মিছে কেন মরিস জ্বলে, তোর ঘুচবে যে রে সকল জ্বালা ॥ ৯৬৮ ॥

প্রসাদি সুর।

সদা করনারে কাজ মনের মত।
মিছে কর্ম্ম দেখে হস্‌না ভীত ॥
সদা মা মা ব'লে ডাকবি মাকে, দিন কাটাবি ফাঁকে ফাঁকে ;
কেন মিছে লয়ে মরিস্ ব'কে, সদা থাক্‌না মায়ের পদাশ্রিত ॥
একবার দেখনা চেয়ে জগৎ মাঝে, তোর মা আছেন যে কত সাজে ;
সেটা ভুলে আছিস মিছে কাজে, এখন তোকে আমি বুঝাই কত ॥
তোর হৃদয় মাঝে বসিয়ে মাকে, সদা রাখনা তাকে চোখে চোখে ;
সব মিলন ক'রে দেখনা মাকে, কেন মিছে লয়ে ভুলিস এত ॥
সকল আত্মভাবে হলে মিলন, তোর সব হবে যে মনের মতন ;
তখন ললিত আপনি পাবে রতন, নইলে সব হবে তার ভূতগত ॥ ৯৬৭ ॥

প্রসাদি সুর।

সদা পাঁচ বিকারে জগৎ ঘোরে।
তাই অন্ধ হস্ মন মায়ার ঘোরে ॥
হেথা আগম নিগম না বুঝে মন, ভ্রান্ত হ'য়ে আছিস এমন ;
ওরে যে দিনে তোর ভাঙ্গবে স্বপন, সেদিন বুঝতে পারবি আপনারে ॥

তোর কর্ম্ম হেথা বাড়ছে যত, তুই দুঃখ আপনি পাসরে তত ;
তাই দিন কাটাস্ তুই হয়ে ভীত, অবিরত বেড়াস ঘুরে ॥
যেদিন ছেড়ে দিবি ফলের আশা, সেদিন কাটবে তোর যে চোখের নেশা ;
এখন দেখে সকল ভাসা ভাসা, ওরে দিন কাটাস্ তুই পরে পরে ॥
তুই মোহনকে কি এমন দিনে, ডুবিয়ে দিবি কর্ম্ম ঋণে ;
তোকে বললে কথা নিসনা কাণে, আর কত ক'রে বুঝাই তোরে ॥৬৮ ॥

প্রসাদি সুর।

কার ভয়ে মন ভাবিস্ এত।
যে কালের ভয়ে ভাবিস্ সদাই, সেই কাল যে মায়ের পদাশ্রিত ॥
কর্ম্ম বসে ভ্রান্ত হ'য়ে, দিন কাটাস্ তুই ভয়ে ভয়ে ;
হেথায় আপনি এখন এত সয়ে, মন হনা আজ তুই মনের মত ॥
আদি অন্ত সম ভাবে, বুঝতে হেথা পারবি যবে ;
ওরে তখন তোর যে সফল হবে, তোর আপন হবে শত শত ॥
আজ দেখনা বুঝে অভাব কোথা, কোথায় তোর যে লাগছে ব্যথা ;
মিছে ক'রে কেন হেথা 'সেথা' ওরে ঘুরে বেড়াস্ অবিরত ॥
বারেক মা মা বলে প্রাণের ভরে, ডাকনা বসে আপন ঘরে ;
এই ললিত সদাই বল্‌ছে তোরে, কেন তাতে অলস্ হস্‌রে এত ॥ ৯৭৯

প্রসাদি সুর।

মন ছেড়ে দেনা কর্ম্ম ডুরি।
কোন কাজে নাইরে বাহাদুরী ॥
হেথা স্বার্থ বসে কর্ম্ম হলে, সদা পড়তে হয় যে গণ্ডগোলে ;
সব বিফল হয় সেই কালের ফলে, তোর কর্ম্মই হেথা তোর যে অরি ॥

ওরে বিচার করে ধর্ম্মাধর্ম্ম, করতে যদি যাস্‌রে কর্ম্ম ;
তার বুঝতে কি আর পারবি মর্ম্ম, মিছে বাড়বে কেবল ধরাধরি ॥
এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে, কে বেড়ায় কখন কেমন সাজে ;
মন্‌রে সেটা এখন কেউকি বুঝে কেবল ঘরে পরে কর্ম্ম করি ॥
ঐ কর্ম্ম ডুরি পথের বাঁধা, তাতেই সদাই বাড়ায় বাধা।
তাই ললিত বলে কাটবে বাঁধা, আর কত কাল ঘুরে মরি ॥ ৯১০ ॥

প্রসাদি সুর।

ওমা বুঝব কি সব নিয়তির খেলা।
হেথা কর্ম্ম ফলের মাঝে পড়ে মা, কর্ম্ম বেড়ে যাচ্ছে মেলা ॥
আদি অন্ত সমান মায়ার, তার কি হবে মা থাকতে বেলা ;
ওমা একভাবে এই চল্‌ছে জগৎ, স্বভাবে নয় দ্বার যে খোলা ॥
স্বকর্ম্ম ফল সঙ্গে থেকে, নির্ব্বিকারে ঘোরায় তাকে ;
কেবল গোল বাধে মা মায়ার পাকে, ওমা যাকে তাকে সাজায় ভোলা ॥
আমি ভাবি এক হয় মা আর, তার পাই না কিছু প্রতিকার ;
হেথা ক'রে কেবল আমার আমার, ওমা বাড়ছে সদাই প্রাণের জ্বালা ॥
দেখি অদৃষ্টেতে ঘুরছে জগৎ, সদাই আপনার সবাই করছে ছলা।
তাই ললিত মা তোর ভ্রান্ত হয়ে, আপন কাজে করে হেলা ॥ ৯১১ ॥

প্রসাদি সুর।

ওমা নিয়তি কি আপনি করে।
আমার কর্ম্মফলে করায় সকল, নিয়তি তার সঙ্গে ঘোরে ॥
যেথা আদি অন্ত হচ্ছে মিলন, সেথা নিয়তি কি করতে পারে।
হেথা কর্ম্ম দোষে সবাই দোষি, নইলে দিন কাটাত আপন জোরে ॥

সদাই তত্ত্বকথা ভুলে গিয়ে, অন্ধ সবাই মায়ার ঘোরে।
যদি থাকতে কায়া কাটে মায়া, তখন ঘুরতে হয় না অন্ধকারে॥
অহংভাবের অভাব মা যার তাকেই যে নিয়তি ধরে।
হেথা লোভে প'ড়ে কর্ম্মদোষে, ঘুরছে জগৎ ষড় বিকারে॥
ললিত বলে দেখ্‌লে চেয়ে, কে আছে তার আপন ঘরে,
ও মন তাহলে তুই সকল পাবি, সদাই থাক্‌তে পারবি মাকে ধরে॥ ৯১২॥

প্রসাদি সুর।

হেথা সুখের আশায় কর্ম্ম ক'রে।
কে আর ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার ক'রে॥
স্বার্থের লোভে কর্ম্ম সকল, দিন কাটায় মন আমোদ ভরে।
ক্রমে গণ্ডগোলে পড়ে শেষে, ঢুকছে গিয়ে অন্ধকারে॥
মাগো যোগ ও বিয়োগ সদাই হেথা, তাই ভ্রান্ত সবাই মায়ার ঘোরে।
মা আজ আপন বল্‌তে কেউ হেথা নাই; কেবল মায়া আশা আছে ঘেরে॥
মাগো নামের জন্য জগৎ ভোলা, কর্ম্ম করে সব নামের তরে।
তার ভিতরে ঝড় বইছে সদা, কে আজ আপন বসে আনন্দে তারে॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার হ'লে, কর্ম্ম হ'ত সুখের তরে।
তাই সব ছেড়ে আজ এ দীন মোহন, আছে তোমার চরণ ধরে॥ ৯১৩॥

প্রসাদি সুর।

আমার দুঃখ বাড়ছে সুখের ঘরে।
মন থাক্‌তে চায়না নির্ব্বিকারে॥
নিজের কাজ হ'ল মা কাজের অরি, করছি মিছে ঘোরাঘুরি;
আমি আর কত মা সইতে পারি, আজ কেমন করে ছাড়ি তারে॥
ভাবি দিনগত পাপক্ষয়, কর্ম্ম হেথা কিছুই নয়;
কিন্তু ফল দেখে সব বাড়ছে ভয়, যত ভোগাভোগ হয় আপন ঘরে

হয়ে হেথা কর্ম্মে রত, দেখি কিছুই নয় মা মনের মত ;
তবু ঘুরছে দেখি শত শত, কেবল দিন কাটাচ্ছে পরে পরে ॥
আমার মন যে হেথা শত দোষি, সদা গোল বাধায় ছয়রিপু আসি ;
করে তাঁদের সঙ্গে মেশামিশি, শেষ মা তোমার এই ললিত মরে ॥ ৯৭৪ ॥

প্রসাদি সুর।

হেথা কে বোঝে মা তোমার ছলা।
তুমি কাজের সময়ে কাজ দেখায়ে, শেষে ফলের সময় হও মা কালা ॥
আমি জন্ম হতে এসে তারা, তোমার কাজেই কাটাই বেলা ;
তুমি যা করাও মা তাই যে ক'রে, আমার দিন যে ফুরিয়ে গেল মেলা ॥
রেখে আত্মবসে কর আত্মহারা, এম্নি মাগো তোমার খেলা।
হেথা পরকে দিয়ে মন ভুলায়ে, মায়ার ফাঁসে বাঁধ গলা ॥
হেথা কর্ম্ম ধর্ম্ম সমান ক'রে, সকল পথই রাখ খোলা।
তোমার অবিচারে প্রাণ গেল মা, এই যে আমার প্রধান জ্বালা ॥
তোমায় সকল বল্‌তে গেলে, তোমার ললিতকে যে কর ভোলা।
তার এই ক'রে এই দিন ফুরাল, আর দেখ মা চেয়ে শেষের বেলা ॥ ৯৭৫ ॥

প্রসাদি সুর।

এটা সুখের সংসার নয় মা তারা।
করে মায়ায় কেবল দিশে হারা ॥
হেথা সঙ্গ দোষে রঙ্গ বাড়ে, আতঙ্কেতে হইমা সারা।
সদাই কর্ম্ম ফলের লোভে পড়ে, আমার কাট্‌লো না মা মায়ার ঘেরা ॥
আমার দারাসুত পরিবার, এখন আপন বল্‌তে আছে যারা।
আমায় ক'রে কেবল দুঃখের ভাগি, সুখে ভোগ বিলাসে কাটায় তাঁরা ॥

হেথা অব্যক্ত না ব্যক্ত হলে, তোমায় বুঝতে পারবে কারা।
যা তুমি অনিত্যকে নিত্য ক'রে হ'য়ে আছ নিরাকারা॥
দেখ্‌তে গেলে দেখতে পাই মা, সব রয়েছে শেষ্ একে পোরা।
ক্রমে সময় গেলে ললিত তোমার, পাবে কি মা স্নেহের ধারা॥ ২১৬।

প্রসাদি সুর।

বারেক হের মা অপাঙ্গে, ও মা কালবারিনী।
এস হৃদয় পদ্মে ওগো জননী॥
ওমা ধ্যান ধারণা করব কিসে, পড়েছি যে মায়ার বসে.
আমার কি হবে মা অবশেষে, আমি সদাই তাই যে ভাবি ঈশানী॥
মন ফলের আশায় কর্ম্মে রত, কিছুতে মা নয় বিরত;
হ'য়ে ষড় রিপুর অনুগত, সে যে ভ্রান্ত সদা হয় আপনি॥
মাগো মানস বিকার ঘেরে, ঘোরায় সদা অন্ধকারে;
আমার মনের দুঃখ বলি কারে; ওমা তুমি বিনা কেউ নাই তারিণী॥
মা তোমার ঐ যে যুগল চরণ, হেথা করে সর্ব্বতাপ হরণ;
ওমা কাতরেতে ডাকলে মোহন, তাকে ভুলনা মা হরমোহিনী॥ ২১৭

প্রসাদি সুর।

কে বোঝে মা তোমার দয়া।
তোমার কাকেও দেখি নাই যে মায়া॥
সংসারেতে টেনে এনে, বেঁধেছ তায় মায়ার টানে,
আমি একা কাটতে পারব কেন, একবার দাওনা মা ঐ পদ ছায়া॥
তোমার কর্ম্ম তুমিই জেনে করছ থেকে সঙ্গোপনে;
তোমার কেমন করে এখন চিনে; ধরতে পারব থাকতে কায়া॥
বাড়িয়েছ যে মনের বিকার, কি আছে তার প্রতিকার;
তাই হ'য়ে মাগো শেষে অসার, সদাই আপন ভাবি পুত্রজায়া॥

মোহনের মা এমন দিনে, একবার স্থান দেবে কি শ্রীচরণে ;
এসে ব'স হৃদি পদ্মাসনে, ওমা দূর করে দাও মিছে মায়া ।। ৯৭৮ ॥

প্রসাদি সুর।

মন ভাবিস কি অবিরত।
কেন আজও আছিস কর্ম্মে রত ।।
কেবল কর্ম্ম ক'রে দিন কাটালে, সকল এখন যাবি ভুলে ;
শেষে পড়ে মিছে গণ্ডগোলে, তোর হবে সে সব ভূতগত ।।
কত জন্ম ঘুরলি হেথা, তবু ঘুচ্‌লো না তোর প্রাণের ব্যথা ;
কেবল ক'রে সদাই হেথা সেথা, তোর আপন কথা ভুল্‌লি এত ।।
আপন ভেবে এ সংসারে, আছিস কেবল মায়ার ঘোরে ;
তাই ধরিস এখন যারে তারে, তাদের করতে চাস্ তোর মনের মত ॥
মিছে এখন কর্ম্ম করে, ঢুকেছিস্ যে অন্ধকারে ;
ললিত বোঝায় তোকে কেমন করে, কত হবিরে তুই প্রতিহত ।। ৯৭৯ ॥

প্রসাদি সুর।

কেন আসব আবেশে নাচ মা রঙ্গে ।।
ওমা ভাসিতেছ কেন রণ তরঙ্গে ।।
তোমার কটাক্ষেতে মহাপ্রলয়, কাকে তুমি করবে মা ক্ষয় ;
তোমার ইচ্ছা'য় সৃজন পালন লয়, সদা অভয় দাও মা ভব আতঙ্কে ।।
তুমি পঞ্চভুতে পঞ্চাকারে, আছ মাগো নির্ব্বিকারে ;
যেজন তোমার কর্ম্ম বুঝতে পারে, আজ তাকেই কৃপা না কর অপাঙ্গে ।।
তুমি অসুর দলনি হ'য়ে মা তারা, আজ হয়েছ মা আত্মহারা ;
কিন্তু তুমিই সর্ব্ব সারাৎসারা, ওমা সকল যাতনা হর ভ্রুভঙ্গে ।।
পদে রেখে মা কৃত্তিবাস, কেন মুখে অট্ট অট্ট হাস ;
হেথা দূর করিতে শমনত্রাস, শেষে থেকো মা এ দীন ললিতের সঙ্গে ॥ ৯৮০

প্রসাদি সুর।

মনরে আজও ভ্রম গেলনা।
তাই চক্ষু থাকতে হলি কানা॥
কর্ম্ম করতে গিয়ে এখন, করছিস্ কেবল নেনা দেনা।
কিন্তু লাভের কড়ি সব গেল তোর, কেবল রইলি হ'য়ে পরের কেনা॥
কিযে করতে হেথায় এলি, কি করে দিন কাটিয়ে দিলি;
সেইটি ভেবে দেখতে তোকে বলি, তবু করলি না তুই দেখা শুনা॥
ফলের লোভে কর্ম্ম ক'রে, ঘুচ্‌লো না তোর আনাগোনা;
কিন্তু ভেবে দেখ্‌লে দেখতে পাবি, সকল পথ তোর আছে চেনা॥
সব ভুলেছিস্ তুই অন্ধকারে তাই অন্ধ হলি এ সংসারে;
একা ললিত কি তোর করতে পারে, যদি তুই হেথা না শুনিস্ মানা॥৯৮১

প্রসাদি সুর।

ডাকার মত ডাকলে পরে।
মাকি আমার থাকতে পরে॥
তাঁর অভয় পদে সব সঁপেদে, তাঁকে সকল এখন দেরে, ধরে।
মায়ের হ'য়ে আপন, ধরে চরণ, দিন কাটানা আপন জোরে॥
সকল দিকে গোল বাধাস্ মন, ফলের আশায় কর্ম্ম ক'রে।
সেই ফলে ভাগি হতে গেলে, তোকে ঢুকতে হবে শেষ অন্ধকারে॥
মনে প্রাণে ঐক্য হ'য়ে, ডাকনা মাকে ভক্তি ভরে।
মায়ের নামের গুণে অভয় পাবি, তোর সকল ভয় যে যাবে দূরে॥
ললিত বলে মা মা ব'লে, সকল কথা বলনা তাঁরে।
মা যে ত্রিগুণ আধার সদা নির্ব্বিকার, আছেন তিনি সকল ঘরে॥ ৯৮২॥

প্রসাদি সুর।

মা আমার যে সকল কারণ—
তাঁর অভয় পদ যে কাল নিবারণ॥
এই সংসারেতে নির্ব্বিকারে, সর্ব্বঘটের তিনি জীবন।
তিনি এই ভাবেতে জলে স্থলে, বিহার করেন হয়ে আপন॥
আদি অন্ত সম ভাবে, তাঁতে গিয়ে হচ্ছে মিলন।
তাঁর যোগ ও বিয়োগ হ'লে তাকে, সবাই বলে জন্ম মরণ॥
সদা কর্ম্মে বাধ্য যেজন হেথা, তাঁকে দেখ্‌তে পায় কি কখন।
যেজন আত্মভাবে তাঁর কাছে যায়, সেই যে দেখতে পাবে এখন॥
থেকে আত্মবসে ভক্তি ভরে, মায়ের নাম মন করনা সাধন।
হেথা কার্য্য কারণ ভুলে গেলে, ললিত পাবে মায়ের চরণ॥ ৯৮৩॥

প্রসাদি সুর।

ইচ্ছা ময়ি তারা তুমি।
হেথা তোমার ইচ্ছায় সকল হয় মা, মিছে বলী করছি আমি॥
সদা আত্মবসে ঘুরে ফিরে, করছ মা সব এসংসারে;
ওমা তোমার খেলা কে বুঝতে পারে, সদাই হ'য়ে আছ অন্তর্যামী॥
পাঁচে করছে পাঁচের কর্ম্ম, কেউ কি তার মা বুঝে মর্ম্ম;
তবু বিচার ক'রে ধর্ম্মাধর্ম্ম, মন হতেছে তার ফলের কামি॥
সদাই মা প্রবৃত্তি পথে, মনকে লয়ে যাও মা সাথে;
শেষে তার ফল দিচ্ছ হাতে হাতে, তবু মনকে শিখাও হ'তে নমি॥
তাই ললিত বলে সকল জেনে, কত খেলছ খেলা সঙ্গোপনে;
হয়ে তোমার ছেলে এমন দিনে, দেখি ভোগা ভোগের নাইমা কমি॥ ৯৮৪॥

প্রসাদি সুর।

আমি কর্ম্ম ফলের কি ধার ধারি।
আমায় যেমন বলাও তেমনি বলি মা, যেমন করাও তেমনি করি।
তুমি এই অনিত্যকে নিত্যরূপা মা, রজঃগুণে হও ভয়ঙ্করী।
আবার সমভাবে পুরুষ হওমা, বিষয়েতে হওমা নারী॥
তুমি পঞ্চভাবে পঞ্চাকারে, এই ত্রিজগৎ মা আছ ধরি।
তবু কর্ম্ম যোগের অনুরাগে, সবাই ফলের তরে হয় ভিখারী॥
এই জগৎ জুরে হচ্ছে কর্ম্ম, তাতে বিচার নাই মা ধর্ম্মাধর্ম্ম;
তাই কাজের কেউ না বুঝে মর্ম্ম, হই মা কেবল আপন অরি॥
সত্য তত্ত্ব বুঝ্‌লে পরে, কর্ম্ম হয় যে নির্ব্বিকারে,
তাই ললিত ব'লে ঐ চরণ ধ'বে, আর কত মা সইতে পারি॥ ৯৮৫॥

প্রসাদি সুর।

মন কেনরে ভাবিস এত।
তোর মা আছেন যে মনের মত॥
হেথা শক্তিরূপে সর্ব্বদিকে, তোর মা যে সদাই দেখেন তোকে;
কেন মরিস্ মিছে ব'কে ব'কে, সব বল্‌না মাকে অবিরত॥
গলায় বেঁধে কর্ম্মডুরি, করতে চাস তুই বাহাদুরী;
হেথা স্বকর্ম্মফল তোর যে অরি, তাই ফল ফলে সব বিপরীত॥
সর্ব্ব দুঃখ হরাতারা, তিনি নন যে কভু নিরাকারা;
কেন ভয়ে সদাই হস্‌রে সারা, কভু মা ভোলেনা আপন সুত॥
ফলের আশায় কর্ম্ম ক'রে সব থাকে যে তোর পরে পরে;
মায়ের চরণ ধরে এই মোহনেরে, করে রাখ মার পদাশ্রিত॥ ৯৮৬॥

প্রসাদি সুর।

ডাকনারে মন সদাই মাকে।

ওরে প্রাণের ভরে, ডাকলে পরে, সেই প্রাণের কাছেই পাবি তাঁকে॥
হেথা কে কার আপন, মনের মতন, ভাবনা এখন একে একে।
তুই যে হারিয়ে রতন ভাবিস্ কেমন, আর করলে যতন পাবি কাকে॥
কালের যে ভয়, ও কিছু নয়, সব হেথা সয় মায়ের পাকে।
করলে রিপুকে জয়, দূর হবে ভয়, হয় কি বা নয় দেখ না চোকে॥
পড়ে গণ্ডগোলে, আছিস্ ভুলে, বলতে গেলে ঠকাস তাকে।
যেদিন পাঁচের ছলে, মরবি জলে, ওরে সেদিন এলে যাবি ঠকে॥
সদা মায়ের চরণ, করণা স্মরণ, এদীন মোহন বল্‌ছে তোকে।
আর কেন মন, কার্য্য কারণ, ক'রে যতন থাকনা ফাকে॥ ৯৮৭

প্রসাদি সুর।

মা আছেন হৃদে হৃদয়বাসী।
সদাই দেখ্‌তে তাকে ভালবাসী॥
সদা লক্ষ রাখলে মায়ের চরণ, দূর হয়ে যায় কর্ম্ম কারণ,
মায়ের দুর্গা নাম যে করলে স্মরণ, আপনি ক্ষয় হয়ে যায় কর্ম্মরাশি॥
হেথা মা আছেন যে পঞ্চভাবে, সব এক করে যে তাঁকে ভাবে;
সেযে হৃদয় পদ্মে তাঁকে পাবে, দূর হবে তার দ্বেষাদ্বেষি॥
হৃদে ব্যষ্টি ভাব আজ আছে যার, তার সব মিলনে হয় একাকার;
সদা মাকে দিয়ে কর্ম্মভার কর আদি অন্ত মেশা মিশি॥
বারেক প্রাণ ভ'রে আজ মামা ব'লে, সদা ভাবনা মোহন আপন ব'লে।
মিছে গোল করিসনা কাজের ছলে, ওরে দিন কাটানা ঘরে বসি॥ ৯৮৮

প্রসাদি সুর।

এটা সংসার নয় রে আটা কাটী।
চক্ষ দেখতে বড়ই পরিপাটী॥
যে মায়া ফাঁদ আজ পাতা হেথা, তাতে পড়ে সবাই পাচ্ছে ব্যথা,
তার শেষ যে এখন আছে কোথা, সেটা ভাবলে বাড়ে আঁটা আটি॥
কর্ম্ম করে কে কার তরে, বুঝতে এখন কেউকি পারে।
সবাই পাঁচ বিকারে ঘুরে ঘুরে; করছে মিছে হাটা হাটী॥
আত্মতত্ত্ব সবাই ভুলে, ঢুকছে কেবল গণ্ডগোলে,
তাই প্রাণের ভিতর সদাই জ্বলে, সবাই দেখ্‌ছে কেবল মোটা খুটি॥
এম্নি হেথা হচ্ছে খেলা, এই জগৎ যে সব তাতেই ভোলা;
কাকেও বুঝতে দেয়না একি জ্বালা, করে সবাই কেবল ছুটো ছুটী॥
সব কথা আজ ছেড়ে দিয়ে, মন ব'স্‌না ব্রহ্মময়ীর পায়ে;
তখন ললিত কি আর পড়বে দায়ে, তোয় দেখাবে সব পাষাণ বেটী॥ ৯৮৯

প্রসাদি সুর।

হেথা ভয় কিরে মন কালের ভয়ে।
কেবল দুর্গা দুর্গা বলে এখন, থাকনা রে মন সকল সয়ে॥
আগাগোড়া সমান ভাবে, দিন কাটালি এছাড় ভবে;
এখন মায়ের চরণ করে স্মরণ, রাখনারে সব তাঁর যুগল পায়ে॥
মা যে কালা কালের কর্ত্রী, পূর্ণরূপা জগদ্ধাত্রী;
সকল ভয়ে অভয় দাত্রী, তিনি দেখেন সদাই সকল দায়ে॥
সদা হৃদয়পদ্মে বসিয়ে মাকে, মনে মনে ডাকবি তাঁকে;
রেখে চরণ দুটী চোখে চোখে, সদা শান্ত হবি ব'লে ক'য়ে॥
ক্রমে নিকট হতেছে কাল, তার নাই যে সকাল নাই যে বিকাল;
শেষে ললিতের কি হবে কুপাল, যে এক হবে দুই মায়ে পোয়ে॥ ৯৯০

প্রসাদি সুর।

সংসার হ'ল নামের খেলা।
হেথা কর্ম্ম ফলের মাঝে পড়ে, নামের জন্য সবাই ভোলা॥
ভালমন্দ বিচার ক'রে, কেউ কি হেথা দেখতে পারে;
হেথা সবাই ঘুরে অন্ধকারে, কাটিয়ে দিচ্ছে এমন বেলা॥
থেকে আত্মবসে আত্মহারা, গোল বাধায় মন আগাগোড়া,
তার চারিধারে মায়ায় ঘেরা, তাই সবাই কর্ত্তে চায় যে ছলা॥
নামের জন্য সকল ভুলে, মন পড়্ছে সদাই গণ্ডগোলে;
তার ফলে প্রাণে মরে জ্বলে, কাজের কথায় হয় যে কালা॥
শেষেতে নাম থাকবে কোথা, কেবল সার হবে এই প্রাণের ব্যথা,
তখন করে কেবল হেথা সেথা, মোহনের যে বাড়বে জ্বালা॥ ৯৯১

প্রসাদী সুর।

কালী কালী সদা বল রসনা।
হেথা এখন ও যে সময় আছে, হেলায় সেটা হারাইওনা॥
অনেক দিন যে গেছে তোমার, ক্রমে জীবন হতেছে ভার,
মিছে করে কেবল আমার আমার, তোমার আপনার কিছুই কাজ হলনা॥
যাসব তুমি দেখছ হেথা, সকলই যে মিছে কথা;
তোমার বাড়ছে কেবল প্রাণের ব্যথা, দেখে সংসারের এই সব খেলনা॥
মায়া মহ অন্ধকারে; তোমাকে যে আছে ঘেরে,
হেথা কোন কাজ যে নির্ব্বিকারে, করতে তুমি আর পারনা॥
তাই ললিত বলে আপন ভেবে, দিন কাটাও মার চরণ ভেবে,
হেথা মিছে কাজে কিফল হবে, বারেক স্থির হয়ে আজ তাই ভাবনা॥ ৯৯২

প্রসাদি সুর।

মন ভাবের বসে ভাবনা ব'সে।
ওরে ভাবের অভাব হবে না তোর, সুখি হবি অবশেষে ॥
হেথা শত শত কর্ম্ম ক'রে, মিছে কেবল বেড়াস্ ঘুরে ;
তোর গোল বেধেছে অহঙ্কারে, আজ আপন দশা বুঝবি কিসে ॥
আপনার যত কর্ম্ম ফলে, ঢুক্‌ছিস্ সদাই গণ্ডগোলে ;
ওরে কি হবে তোর এ'দিন গেলে, বারেক ভেবে সেটার করনা নিসে ॥
আর যে কটা দিন আছে হেথা, মিছে ভ্রমে পড়ে পাসনা ব্যথা ;
কত করবি রে তুই হেথা সেথা, একবার ভাব দেখি মন ঘরে এসে ॥
হেথা পরকে লয়ে পরের তরে, কত ঘুরবি রে তুই অন্ধকারে ;
শেষে ছেড়ে সকল পরে পরে, তোকে যেতে হবে পরের দেশে ॥
তাই ললিত বলে ছাড়না কর্ম্ম, লোভ আশা ধর্ম্মাধর্ম্ম.
এখন বুঝে আপনি আপন মর্ম্ম, থাকনা ঘর নিয়ে সব মিলে মিশে ॥৯৯৩॥

প্রসাদি সুর।

হেথা ভয় বাড়ে মিছে কর্ম্ম করে।
সকল কাজের প্রধান, মায়ের নাম গান, কেন মিছে কাজে বেড়াস্ ঘুরে
তোর জাগা ঘরে হচ্ছে চুরি, দেখনা বারেক ঢুকে ঘরে।
সেথা চোর যে ছজন প্রবল হ'য়ে, তোকে টেনে নিচ্ছে অন্ধকারে ॥
যার যোরে তুই করবি কর্ম্ম, সে যে ঘুরছে পাঁচ দুয়ারে।
তাকে ধরে এনে স্থির করে রাখ, তখন দেখবি কে কি করতে পারে ॥
তোর ঘরের আঁধার সব হবে দূর, চাঁদের উদয় হলে পরে।
এখন প্রবল যারা সুখী তারা, হবে দুঃখের ভাগি শেষ্ বিচারে ॥
হেথা মায়ের কোলে থাকলে ছেলে, ভয় এখন সে করবে কারে।
তাই ললিত বলে সকল ভুলে, থাকনা মায়ের চরণ ধরে ॥ ৯৯৪ ॥

প্রসাদি সুর।

মাগো তুই কি এতই নিদয়।

বারেক দেখা দিয়ে লুকালি মা, আমার প্রাণে এখন এটা কি সয়॥
তোকে মাগো দেখতে গেলে, লুকিয়ে থাকিস কতই ছলে;
আমায় মায়ার ফাঁদে অম্নি ফেলে, ভুলায়ে এখন ফল কি মা হয়॥
তোর মা সন্তানেতে এই কি স্নেহ, সেটা বুঝিয়ে এখন দেয় কি কেহ;
আমার থাক্‌তে মাগো এছার দেহ, মাকে ছেলে হ'য়ে খাব কি ভয়॥
করি দিনে দিনে দিন গণনা, আমার যাতায়াতের শেষ হ'ল না;
হেথা কাজের কিছুই ফল হবে না, হৃদে মায়া আশা থাক্‌তে উদয়॥
প্রাণ কাঁদে তাই ললিত বলে, শেষ্ দেখিস মাগো যাস্ না ভুলে;
আর ঠকাস না মা কোন ছলে, আমি তোর ছেলে মা আর যে কেউ নয়॥৯৯৫॥

প্রসাদি সুর।

মায়ের দেখা কি আর কথার কথা।

সকল দেখে শুনে দেখ গে মন, নইলে সব যে তোমার হবে বৃথা॥
তাঁকে দেখ্‌তে জান্‌লে দেখ্‌তে পাবে, সকল ভ্রম যে দূরে যাবে,
ও মন যেদিন তোমার সেদিন হবে, তোমার করতে হবে না হেথা সেথা
হয়ে মায়ামুগ্ধ অহঙ্কারে, ভ্রমিতেছ পাঁচ বিকারে;
এখন অন্ধ হ'য়ে সেই মায়ার ঘোরে, তোমার মাকে খুঁজে পাবে কোথা॥
এই জগৎ জুড়ে দেখ ঘটা, সেই ব্রহ্মময়ীর রূপের ছটা;
খুঁজে দেখ্‌লে পরে ব্রহ্মকোটা ও মন ঘুচ্‌বে তোমার প্রাণের ব্যথা॥
দীন ললিত ভাষে উচ্চ হাসে, তোমার জগতে ভয় বাড়ে কিসে;
একবার মায়ে পোয়ে মিলে মিশে, সদা আত্মবশে থাক হেথা॥ ৯৯৬॥

প্রসাদি সুর।

মা কি কারো কথা শুনে।
সে যে আসে কেবল মায়ার টানে॥
হেথা মায়ার বসে অহঙ্কারে, ঘুরে বেড়াও এ সংসারে;
সদা থেকে কেবল পরে পরে, মন মাকে খুঁজে পাবে কেনে॥
মা যে আমার ভক্তাধীনা, তিনি কারণরূপে হন সগুণা;
মা থাক হেথা নন্ যে কেনা, কাঁকেও দেখেন না মা কঠিন প্রাণে॥
তার পরম ভাবে মগ্ন হ'য়ে, দিন কাটাও মন সকল সয়ে;
মিছে কাতর কেন হওরে ভয়ে, তোমার সব আছে মন মার চরণে॥
মন রে ছাড় হেথা দ্বেষাদ্বেষ, ধর আপন ঘরে দণ্ডিবেশ;
এই ললিত বলে অবশেষ, তোমার মাকে নিতে পারবে চিনে॥ ৯৯৭॥

প্রসাদি সুর।

মন রে আরও দেখবি কত।
এত ঘুরে ঘুরে দেখ্‌লি হেথা, কিছু পেলি কি তোর মনের মত॥
এই জগৎ মাঝে কত সাজে, ঘুরছে সবাই অবিরত।
যেই পড়্‌ছে গোলে সব যাচ্ছে ভুলে, অগ্নি হচ্ছে কর্ম্মে প্রতিহত।
লক্ষ বিনা ভ্রম বাড়ে যার, বিপক্ষ তার শত শত।
তাকে আত্মহারা করে শেষে, দেখায় সকল বিপরীত॥
যুক্ত পথের মাঝে পড়ে, অযুক্তি তোর বাড়ছে যত।
মনরে ভয়ে ভক্তি ক'রে কেবল, দিন গণনা অনুচিত॥
আদি অন্ত দেখলে বুঝে, কোথা থাকবে তোর এই দ্বারাসুত।
এই ললিত বলে দিন ফুরালে, পাবি মাকে তখন মনের মত॥ ৯৯৮

প্রসাদি সুর।

কে বলে মা তুমি অবলা।
তুমি মহেশ ঘরণী কুলের বালা॥

তোমার সূর্য্য চন্দ্র বহ্নি নয়নে নয়নে, চপলা চমকে দশনে দশনে॥
বিলোল রসনা করাল বদনে, তোমার পদতলে পড়ে আছে মা ভোলা।
আসব আবেশে হয়ে উন্মাদিনী, লয়েছ সঙ্গেতে ডাকিনী যোগিনী;
রণে হইয়া নগনা, ওমা সবাসনা, অসুর বধিয়া করিছ খেলা॥
রুধির দেখি মা মেখেছ অঙ্গে, অসুরে ভয়দা নাচ ত্রিভঙ্গে,
মাগো দেখে অট্টহাস সবে পায় ত্রাস, মা তোমার ওরূপ দেখিয়া সকলে ভোলা॥
তুমি মা হইয়া জগৎ অম্বিকা, শ্যামারূপ ধরে সেজেছ কালিকা;
আবার কভু হয়ে তুমি নগেন্দ্র বালিকা, গিরিরাজে মাগো করেছ ছলা॥
তুমি কখন পুরুষ কখন প্রকৃতি, কখন তুমি কি ধর মা মুরতি;
সবে স্বকর্ম্ম ফলেতে, তোমায় পারে না বুঝিতে, আজি ভ্রমে ফেলে সবে সেজেছ কালা॥
পুনঃ ধর রণ সাজ মা এই হৃদয় মাঝারে, হন হন মা ছয় প্রবল রিপুরে;
ওমা বরাভয় দিয়া রাখ ললিতেরে, আর ক্রমে যে মা ভার যেতেছে বেলা॥৯৯

প্রসাদি সুর।

কে বলে মা তুমি অবলা। কভু মহেশ ঘরণী কুলের বালা॥
মা তুমিই বিশ্বরূপ এই ত্রিজগৎ স্বরূপ, কত রূপেতে মা তুমি করিছ খেলা।
মাগো তোমার মহিমা করিলে মা সীমা, তুমি শেষেতে কত মা কর যে ছলা॥
তোমার নাই মা আদি অন্ত, সতত অনন্ত, তোমাকে কে বুঝে মা থাকিতে বেলা।

যা তুমি কখন পুরুষ কখন প্রকৃতি, তোমার আকৃতি প্রকৃতি ভেবে মন
ভোলা॥

তুমি মা ব্রহ্ম তুমি মা কর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব তোমারই খেলা।
ওমা যা পাই দেখিতে এই জগতেতে, সব তোমারই বিভূতি রয়েছে মেলা॥
মাগো তুমি কর্ম্ম কর্ম্মফল সব জীবের সম্বল, দুর্ব্বলের বল তুমি একেলা।
তোমায় না পেরে বুঝিতে, পায় না দেখিতে সবে অন্ধকারে ভ্রমে বাড়ায়
জ্বালা॥

মা তুমি হ'য়ে একাকার, বাড়াও বিকার, কিছুতেই মা তার হয় না প্রতিকার;
এই ললিত ভাবিছে কি হবে মা তার তুমি শেষেতে কি সেজে রবে মা
কালা॥১০০০॥